



আবু দাউদ
শরীফ
তৃতীয় খন্ড

ইমাম আবু দাউদ (র)

আবু দাউদ শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিস্তানী (র)

অনুবাদ

ডঃ আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

সম্পাদনা

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আবু দাউদ শরীফ (তৃতীয় খণ্ড)

সংকলক : ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিস্তানী (র)

অনুবাদক : ডঃ আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৭২

অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১০৮

ইফাবা প্রকাশনা : ১৭১৫/১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪২

ISBN : 984-06-0067-2

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর ১৯৯২

দ্বিতীয় সংস্করণ

ভাদ্র ১৪১৩

আগস্ট ২০০৬

রজব ১৪২৭

মহাপরিচালক

মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রুফ সংশোধনে

আ.ন.ম. মঈনুল আহসান

বর্ণবিন্যাস

নবনী কম্পিউটারস

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২৩৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

ABU DAUD SHARIF (3rd Part) : Arabic Compilation by Imam Abu Daud Sulaiman Ibnul Ashaz As-Sigistani (Rh.), edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068. August 2006

Web site : www.islamicfoundation-bd.org.

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org.

Price : Tk 150; US Dollar : 5.00

সূচিপত্র

হজ্জ-এর নিয়ম পদ্ধতি

১.	হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনা	৩
২.	মহিলাদের সাথে মুহরিম পুরুষ ছাড়া হজ্জ যাওয়া	৪
৩.	ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই	৫
৪.	অনুচ্ছেদ	৬
৫.	(হজ্জের সময়) পশু ভাড়ায় খাটানো	৬
৬.	অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হজ্জ	৭
৭.	যীকাতসমূহের বর্ণনা	৮
৮.	ঋতুমতী স্ত্রীলোকের হজ্জের ইহরাম বাঁধা	১০
৯.	ইহরামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার	১০
১০.	মাথার চুল জমাটবদ্ধ করা	১১
১১.	কুরবানীর পশুর বর্ণনা	১১
১২.	পক্ষ কুরবানী করা	১২
১৩.	ইশ্‌আর বা কুরবানীর পশুর রক্তচিহ্ন দান	১২
১৪.	কুরবানীর পশু পরিবর্তন	১৩
১৫.	কুরবানীর পশু (মক্কায়) প্রেরণের পর হালাল অবস্থায় থাকা	১৪
১৬.	কুরবানীর উটের পিঠে আরোহণ করা	১৫
১৭.	কুরবানীর পশু গন্তব্যে (মক্কা) পৌঁছার পূর্বেই অবসন্ন হয়ে পড়লে	১৫
১৮.	কুরবানীর উট কিভাবে যবেহ করা হবে	১৭
১৯.	ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট সময়	১৮
২০.	হজ্জ শর্তারোপ করা	২১
২১.	হজ্জ ইফরাদ	২১
২২.	হজ্জ কিরান	২৯
২৩.	যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তিত করে	৩৫
২৪.	যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষে (বদলী) হজ্জ করে	৩৫
২৫.	তাল্‌বিয়া কিভাবে পড়বে	৩৬
২৬.	তাল্‌বিয়া পাঠ কখন বন্ধ করবে	৩৭
২৭.	উমরা পালনকারী কখন তাল্‌বিয়া পাঠ বন্ধ করবে	৩৮
২৮.	ইহরাম অবস্থায় কোনো ব্যক্তি নিজ গোলামকে প্রহার করলে	৩৮
২৯.	পরিধেয় বস্ত্রে ইহরাম বাঁধা	৩৯
৩০.	মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে	৪০

৩১.	মুহুরিম ব্যক্তির যুদ্ধোজ্ঞ বহন	৪৩
৩২.	মুহুরিম স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল ঢাকা	৪৩
৩৩.	মুহুরিম ব্যক্তির সূর্যের কিরণ থেকে ছায়া গ্রহণ	৪৩
৩৪.	মুহুরিম ব্যক্তির দেহে সিংগা লাগানো	৪৪
৩৫.	মুহুরিম ব্যক্তির সুরমা ব্যবহার	৪৪
৩৬.	মুহুরিম ব্যক্তির গোসল করা	৪৫
৩৭.	মুহুরিম ব্যক্তির বিবাহ করা	৪৬
৩৮.	ইহরাম অবস্থায় যেসব জীবজন্তু হত্যা করা যাবে	৪৭
৩৯.	মুহুরিম ব্যক্তির জন্য শিকারের গোশত	৪৮
৪০.	মুহুরিম ব্যক্তির ফড়িং মারা জায়েয কিনা	৪৯
৪১.	ফিদ্যা (ক্ষতিপূরণ)	৫০
৪২.	ইহরামের পর যদি হজ্জ বা উম্রা করতে অপারগ বা বাধাপ্রাপ্ত হয়	৫১
৪৩.	মক্কায় প্রবেশ	৫২
৪৪.	বায়তুল্লাহ শরীফ দৃষ্টিগোচর হলে হাত উত্তোলন করা	৫৩
৪৫.	হাজ্জে আস্ওয়াদে চুমু দেয়া	৫৪
৪৬.	বায়তুল্লাহর রুকনসমূহ (কোণসমূহ) স্পর্শ করা	৫৫
৪৭.	তাওয়াফে (যিয়ারত) বাধ্যতামূলক	৫৫
৪৮.	তাওয়াফের সময় ডান বগলের নিচে দিয়ে, বাম কাঁধের উপর চাদর পেঁচানো	৫৭
৪৯.	রমল করা	৫৮
৫০.	তাওয়াফের সময় দু'আ করা	৬০
৫১.	আসরের পরে তাওয়াফ করা	৬১
৫২.	হজ্জে কিরান আদায়কারীর তাওয়াফ সম্পর্কে	৬১
৫৩.	মুলতায়াম	৬২
৫৪.	সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা	৬৩
৫৫.	মহানবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের বিবরণ	৬৫
৫৬.	আরাফাতে অবস্থান	৭৩
৫৭.	(মক্কা হতে) মিনায় গমন	৭৪
৫৮.	(মিনা হতে) আরাফাতে গমন	৭৪
৫৯.	সূর্য পশ্চিমাকাশে যাওয়ার পর আরাফাতে গমন	৭৫
৬০.	আরাফাতের খুত্বা (ভাষণ)	৭৫
৬১.	আরাফাতে অবস্থানের স্থান	৭৬
৬২.	আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন	৭৬
৬৩.	মুয়দালিফায় নামায	৭৯

৬৪.	(ভীড়ের কারণে) মুয়দালিফা হতে জলদি প্রত্যাবর্তন করা	৮৩
৬৫.	মহান হজ্জের দিন	৮৪
৬৬.	হারাম বা সম্মানিত মাসসমূহ	৮৫
৬৭.	যে ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের সুযোগ পায়নি	৮৫
৬৮.	মিনায় অবতরণ	৮৭
৬৯.	মিনাতে কোন্ দিন খুত্বা দিতে হবে	৮৭
৭০.	যিনি বলেন, কুরবানীর দিনে খুত্বা প্রদান করেছেন	৮৮
৭১.	কুরবানীর দিন কখন খুত্বা দিবে	৮৮
৭২.	মিনার খুত্বাতে ইমাম কি বলবে	৮৯
৭৩.	মিনাতে অবস্থানকালে মক্কায় রাত্রি যাপন	৮৯
৭৪.	মিনাতে নামায (কসর করা এবং না করা)	৯০
৭৫.	মক্কাবাসীদের জন্য কসর বা নামায সংক্ষেপ করা	৯১
৭৬.	কংকর নিক্ষেপ	৯২
৭৭.	মস্তক মুণ্ডন ও চুল ছোট করা	৯৫
৭৮.	উমরা	৯৭
৭৯.	যদি কোন স্ত্রীলোক উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধার পর ঋতুমতী হয়, অতঃপর হজ্জের সময় উপস্থিত হওয়ায় সে তার উমরা পরিত্যাগ করে হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধে এমতাবস্থায় সে তার উমরার কাযা (আদায়) করবে কিনা?	১০০
৮০.	উমরা সম্পাদনকালে মক্কায় অবস্থান	১০১
৮১.	হজ্জ তাওয়াফে যিয়ারত	১০১
৮২.	তাওয়াফে আল-বিদা	১০৩
৮৩.	ঋতুমতী মহিলা যদি তাওয়াফে আল-বিদার পূর্বে তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করে বের হয়	১০৩
৮৪.	বিদায়ী তাওয়াফ	১০৪
৮৫.	মুহাস্সাবে অবতরণ	১০৫
৮৬.	হজ্জের সময় যদি কেউ আগের কাজ পরে বা পরের কাজ আগে করে	১০৭
৮৭.	মক্কাতে নামাযের জন্য সুত্ৰা ব্যবহার	১০৮
৮৮.	মক্কার পবিত্রতা	১০৮
৮৯.	নাবীয পানীয়	১১০
৯০.	মুহাজিরের জন্য মক্কায় অবস্থান	১১১
৯১.	কা'বা ঘরের মধ্যে নামায	১১১
৯২.	কা'বা ঘরে রক্ষিত মালামাল	১১৪
৯৩.	মদীনাতে আগমন	১১৫
৯৪.	মদীনায় পবিত্রতা	১১৫
৯৫.	কবর যিয়ারত	১১৭

[ছয়]

বিবাহের অধ্যায়

৯৬. বিবাহের ব্যাপারে উৎসাহিত করা	১১৯
৯৭. ধর্মপরায়ণা রমণী বিবাহের নির্দেশ	১১৯
৯৮. কুমারী নারীকে বিবাহ করা	১২০
৯৯. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : যিনাকার পুরুষ কেবল যিনাকারিণী স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে	১২১
১০০. যে ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করার পর তাকে বিবাহ করে	১২২
১০১. বংশীয় সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, তা দুগ্ধ পানের কারণেও হারাম হয়	১২২
১০২. দুধ সম্পর্কীয় পুরুষ আত্মীয়	১২৩
১০৩. বয়স্ক ব্যক্তির দুধ পান সম্পর্কে	১২৩
১০৪. বয়স্ক (দুধ পানকারী) ব্যক্তির জন্য যা হারাম হয়	১২৪
১০৫. পাঁচবারের কম দুধ পানে হ্রমাত প্রতিষ্ঠিত হবে কি	১২৬
১০৬. দুগ্ধপান ত্যাগের সময় বিনিময় প্রদান	১২৬
১০৭. যে সমস্ত স্ত্রীলোককে একত্রে বিবাহ করা হারাম	১২৭
১০৮. মুত'আ বা ভোগ বিবাহ	১৩০
১০৯. মাহর নির্ধারণ ব্যতীত এক বিবাহের পরিবর্তে অন্য বিবাহ	১৩১
১১০. তাহলীল বা হালাল করা	১৩২
১১১. মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোন ক্রীতদাসের বিবাহ করা	১৩২
১১২. এক ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্য ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাব দেয়া মাকরুহ	১৩৩
১১৩. বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির পাত্রী দেখা	১৩৩
১১৪. ওলী বা অভিভাবক	১৩৪
১১৫. স্ত্রীলোকদেরকে বিবাহে বাধা প্রদান	১৩৫
১১৬. যদি কোন স্ত্রীলোককে দু'জন ওলী দু'জায়গায় বিবাহ দেয়	১৩৫
১১৭. আল্লাহ্র বাণী : তোমাদের জন্য এটা হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হবে আর তোমরা তাদের অন্যের সাথে বিবাহে বাধা দিবে না	১৩৬
১১৮. মেয়েদের নিকট বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি চাওয়া	১৩৭
১১৯. যদি কোন পিতা তার বালিগা কুমারী মেয়েকে তার বিনা অনুমতিতে বিবাহ দেয়	১৩৮
১২০. সায়েবা	১৩৮
১২১. কুফু বা সমকক্ষতা	১৩৯
১২২. কারো জন্মের পূর্বে বিবাহ দেয়া	১৪০
১২৩. মাহর নির্ধারণ	১৪১
১২৪. মাহরের সর্বনিম্ন হার	১৪৩
১২৫. কোন কাজকে মাহর ধার্য করে বিবাহ প্রদান	১৪৪
১২৬. যে ব্যক্তি মাহর নির্ধারণ ব্যতীত বিবাহ করে মৃত্যুবরণ করে	১৪৫

১২৭. বিবাহের খুত্বা	১৪৭
১২৮. অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের বিবাহ প্রদান	১৪৯
১২৯. কুমারী মহিলা বিবাহ করলে, তার সাথে কতদিন অবস্থান করতে হবে	১৪৯
১৩০. যদি কেউ তার স্ত্রীকে কিছু দেওয়ার পূর্বে তার সাথে সহবাস করতে চায়	১৫০
১৩১. দম্পতির জন্য দু'আ করা	১৫১
১৩২. যদি কেউ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার পর গর্ভবতী পায়	১৫১
১৩৩. একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ্‌ভিত্তিক বন্টন	১৫২
১৩৪. স্ত্রীর বাড়ীতে সহাবস্থানের শর্তে বিবাহ করলে তাকে অন্যত্র নেয়া যায় কিনা	১৫৫
১৩৫. স্ত্রীর উপর স্বামীর হক (অধিকার)	১৫৫
১৩৬. স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার	১৫৬
১৩৭. স্ত্রীদের মারধর করা	১৫৭
১৩৮. যে ব্যাপারে চক্ষু অবনত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়	১৫৮
১৩৯. বন্দী স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করা	১৬০
১৪০. সহবাস সম্পর্কীয় অন্যান্য হাদীস	১৬২
১৪১. ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সহবাস বা মিলন	১৬৪
১৪২. ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সংগমের কাফ্‌ফারা	১৬৫
১৪৩. আয়্বল	১৬৬
১৪৪. কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পর তা অন্য ব্যক্তির নিকট বিবৃত করার অপরাধ	১৬৭

তালাকের অধ্যায়

১৪৫. যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে	১৭০
১৪৬. ঐ স্ত্রীলোক যে তার স্বামীর নিকট তার অন্য স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য বলে	১৭০
১৪৭. তালাক একটি গর্হিত কাজ	১৭০
১৪৮. সূন্নাত তরীকায় তালাক	১৭১
১৪৯. তিন তালাক প্রদানের পর পুনঃ গ্রহণ বাতিল হওয়া	১৭৪
১৫০. গোলামের তালাক প্রদানের নিয়ম	১৭৪
১৫১. বিবাহের পূর্বে তালাক	১৭৫
১৫২. রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া	১৭৬
১৫৩. হাঁসি ঠাট্টাচ্ছলে তালাক প্রদান	১৭৭
১৫৪. তিন তালাক প্রদানের পর পুনঃ গ্রহণ বাতিল হওয়া সম্পর্কে অবশিষ্ট হাদীস	১৭৭
১৫৫. যে শব্দের দ্বারা তালাকের ইচ্ছা বোঝায় তা এবং নিয়্যাত	১৮০
১৫৬. যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ইখ্‌তিয়ার (ক্ষমতা) দেয়, তবে এতে তালাক হবে কিনা	১৮১
১৫৭. অনুচ্ছেদ : যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, “তোমার ব্যাপার তোমার হাতে”	১৮১

১৫৮. যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীকে 'আলবাত্তা' (অবশ্যই তালাক দিলাম বা এক শব্দে তিন তালাক দিলাম বলে)১৮২	
তালাক প্রদান করে	
১৫৯. যদি কেউ মনে মনে স্ত্রীকে তালাক দেয়	১৮৩
১৬০. ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে স্বীয় স্ত্রীকে বলে, হে আমার ভগ্নি	১৮৪
১৬১. অধ্যায় যিহার	১৮৫
১৬২. খুল'আ তালাক	১৮৯
১৬৩. আযাদকৃত দাসী যদি কোন স্বাধীন ব্যক্তি বা স্ত্রীতদাসের স্ত্রী হয়,	১৯১
তার বিবাহ ঠিক রাখা বা বাতিল করা	
১৬৪. যারা বলেন (মুগীস) স্বাধীন ছিল	১৯২
১৬৫. স্বেচ্ছায় বিচ্ছেদ ঘটানোর সময়সীমা	১৯২
১৬৬. বিবাহিত দাস-দাসীকে একত্রে মুক্ত করা হলে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানোর ইখতিয়ার	১৯২
১৬৭. যখন স্বামী-স্ত্রীর একজন ইসলাম কবুল করে	১৯৩
১৬৮. স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের পর যদি স্বামী ইসলাম কবুল করে, এমতাবস্থায় কতদিন	১৯৩
পরে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেয়া যাবে	
১৬৯. ইসলাম গ্রহণের পর যদি কারো নিকট চারের অধিক স্ত্রী থাকে	১৯৪
১৭০. যখন পিতা-মাতার একজন ইসলাম কবুল করে, তখন সন্তান কার হবে	১৯৫
১৭১. লি'আন	১৯৫
১৭২. সন্তানের উপর সন্দেহ পোষণ করা	২০৪
১৭৩. ঔরসজাত সন্তান গ্রহণে অস্বীকৃতির ভয়ংকর পরিণতি	২০৫
১৭৪. জারজ সন্তানের দাবী	২০৬
১৭৫. রেখা বিশেষজ্ঞ	২০৭
১৭৬. জাহিলিয়াতের যুগে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ	২০৯
১৭৭. বিছানা যার সন্তান তার	২১১
১৭৮. সন্তানের অধিক হকদার কে	২১২
১৭৯. তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইদ্দত	২১৫
১৮০. তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দত পালন রহিত হওয়া	২১৫
১৮১. তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ	২১৫
১৮২. তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা মহিলার খোরপোষ	২১৬
১৮৩. যারা ফাতিমার বর্ণিত হাদীসকে অস্বীকার করে	২২০
১৮৪. বায়েন তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইদ্দতকালীন সময়ে দিনের বেলায় বাইরে যাওয়া	২২১
১৮৫. মীরাস ফরয হওয়ার পর স্ত্রীর জন্য মৃত স্বামীর খোরপোষ বাতিল হওয়া	২২২
১৮৬. মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীর শোক প্রকাশ	২২২
১৮৭. যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ঘর হতে বের হওয়া	২২৪

১৮৮. স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীগৃহ পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র গমন	২২৫
১৮৯. ইদত পালনকারী মহিলা ইদতের সময় কি কি কাজ হতে বিরত থাকবে	২২৫
১৯০. গর্ভবতী মহিলার ইদত	২২৭
১৯১. উম্মে ওলাদের ইদত	২২৯
১৯২. তালাকে বায়েনপ্রাণ্ডা রমণী ততক্ষণ তার স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে অন্য কোন স্বামী স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে	২২৯
১৯৩. যিনার ভয়াবহতা	২৩০

রোযার অধ্যায়

১৯৪. সিয়াম ফরয হওয়া	২৩১
১৯৫. যারা রোযার সামর্থ্য রাখে অথচ রোযা রাখে না তারা ফিদ্যা দিবে, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী মানসূখ (রহিত) হওয়া	২৩২
১৯৬. বৃদ্ধ ও গর্ভবতীর জন্য রোযা না রেখে ফিদ্যা দেয়ার ব্যাপারে নির্দেশ বহাল রয়েছে বলে যারা মত পোষণ করেন	২৩৩
১৯৭. মাস উনত্রিশ দিনেও হয়	২৩৩
১৯৮. নতুন চাঁদ দেখতে লোকেরা ভুল করলে	২৩৫
১৯৯. মেঘাচ্ছন্নতার জন্য নতুন চাঁদ না দেখার কারণে রোযার মাস যদি গোপন থাকে	২৩৫
২০০. যদি রামাযানের উনত্রিশ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় তবে তোমরা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে	২৩৬
২০১. রামাযান আগমনের পূর্বে রোযা রাখা	২৩৭
২০২. যদি কোন শহরে অন্যান্য শহরের এক রাত পূর্বে চাঁদ দেখা যায়	২৩৮
২০৩. সন্দেহজনক দিবসে রোযা রাখা মাকরুহ	২৩৮
২০৪. যারা শা'বানের রোযাকে রামাযানের রোযার সাথে মিশ্রিত করেন	২৩৯
২০৫. শা'বানের শেষার্ধে রোযা রাখা মাকরুহ	২৩৯
২০৬. শাওয়ালের চাঁদ দর্শনে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান	২৪০
২০৭. রামাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য	২৪১
২০৮. সাহরী খাওয়ার গুরুত্ব	২৪২
২০৯. সাহরীকে যারা নাশুতা হিসাবে আখ্যায়িত করে	২৪২
২১০. সাহরীর সময়	২৪৩
২১১. সাহরীর খাবার গ্রহণরত অবস্থায় আযান শুনতে পেলে	২৪৪
২১২. রোযাদারের ইফতারের সময়	২৪৪
২১৩. দ্রুত (সূর্যাস্তের পরপরই) ইফতার করা মুস্তাহাব	২৪৫
২১৪. যা দিয়ে ইফতার করতে হবে	২৪৬
২১৫. ইফতারের সময় কি বলতে হবে	২৪৬

২১৬. সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে	২৪৭
২১৭. সাওমে বিসাল্	২৪৭
২১৮. রোযাদারের জন্য গীবত করা	২৪৮
২১৯. রোযাদার ব্যক্তির মিস্ওয়াক করা	২৪৯
২২০. তৃষ্ণার্হ হওয়ার কারণে রোযাদারের মাথায় পানি দেয়া এবং বারবার নাকে পানি দেয়া	২৪৯
২২১. রোযাদার ব্যক্তির শিংগা লাগানো	২৫০
২২২. রোযাবস্থায় শিংগা লাগানোর ব্যাপারে অনুমতি	২৫১
২২৩. রামাযান মাসে রোযাদার ব্যক্তির দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে	২৫২
২২৪. নিদ্রা যাওয়ার সময় সুরমা ব্যবহার	২৫২
২২৫. রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে	২৫৩
২২৬. রোযাদার ব্যক্তির চুষন করা	২৫৪
২২৭. রোযাদার ব্যক্তির থুথু গলাধকরণ করা	২৫৫
চুষন ও সহাবস্থান যুবকের জন্য মাকরুহ	২৫৫
২২৮. রামাযান মাসে নাপাক অবস্থায় ভোর হলে	২৫৫
যে ব্যক্তি রামাযানের দিনে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তার কাফফারা	২৫৬
২২৯. স্বেচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করার কঠোর পরিণতি	২৫৯
২৩০. রোযা রেখে যে ব্যক্তি ভুলক্রমে খাদ্য গ্রহণ করে	২৫৯
২৩১. রামাযানের রোযার কাযা আদায়ে বিলম্ব করা	২৬০
২৩২. যে ব্যক্তি রোযার কাযা বাকী থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে	২৬০
২৩৩. সফরে রোযা রাখা	২৬০
২৩৪. সফরে যিনি ইফতারকে ভাল মনে করেন	২৬২
২৩৫. সফরে যে ব্যক্তি রোযা রাখাকে ভাল মনে করেন	২৬৩
২৩৬. সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে মুসাফির কখন ইফতার করবে	২৬৪
২৩৭. রোযাদার ব্যক্তি কি পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করলে রোযা না রেখে পানাহার করবে	২৬৫
২৩৮. যে ব্যক্তি বলে আমি পূর্ণ রামাযান রোযা রেখেছি	২৬৬
২৩৯. দু'ঈদের দিনে রোযা রাখা	২৬৬
২৪০. তাশরীকের দিনসমূহে রোযা রাখা	২৬৭
২৪১. (কেবল) জুমু'আর দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা নিষেধ	২৬৭
২৪২. (কেবল) শনিবারের দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা নিষেধ	২৬৮
২৪৩. এতদসম্পর্কে (সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন) অনুমতি প্রসংগে	২৬৮
২৪৪. সারা বছর নফল রোযা রাখা	২৬৯
২৪৫. হারাম (পবিত্র) মাসসমূহে রোযা রাখা	২৭১
২৪৬. মুহাররম মাসের রোযা	২৭২

২৪৭. রজব মাসের রোযা	২৭২
২৪৮. শা'বান মাসের রোযা	২৭২
২৪৯. শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোযা রাখা	২৭৩
২৫০. নবী করীম (সা) কিভাবে রোযা রাখতেন	২৭৩
২৫১. সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা	২৭৪
২৫২. দশদিন রোযা রাখা	২৭৫
২৫৩. দশ যিলহজ্জে রোযা না রাখা	২৭৫
২৫৪. আরাফাতের দিন আরাফাতে রোযা রাখা	২৭৬
২৫৫. আশুরার দিন রোযা রাখা	২৭৬
২৫৬. ৯ মুহারররামের দিন আশুরা হওয়া সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে	২৭৭
২৫৭. আশুরার রোযার ফযীলত	২৭৮
২৫৮. একদিন রোযা রাখা ও একদিন না রাখা	২৭৮
২৫৯. প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা	২৭৯
২৬০. সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা	২৭৯
২৬১. যিনি বলেন, মাসের যে কোনদিন রোযা রাখায় কোন অসুবিধা নেই	২৮০
২৬২. রোযার নিয়্যাত	২৮০
২৬৩. রোযার জন্য নিয়্যাত না করার অনুমতি	২৮১
২৬৪. যার মতে, নফল রোযা ভংগের পর এক কাযা আদায় করতে হবে	২৮২
২৬৫. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর (নফল) রোযা রাখা	২৮২
২৬৬. রোযাদার ব্যক্তিকে যদি বিবাহ ভোজে দাওয়াত করা হয়	২৮৩
২৬৭. ই'তিকাফ	২৮৪
২৬৮. ই'তিকাফ কোথায় করতে হবে	২৮৫
২৬৯. ই'তিকাকারী প্রয়োজনে মসজিদ হতে বের হয়ে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে	২৮৫
২৭০. ই'তিকাকারীর রোগীর সেবা করা	২৮৭
২৭১. মুস্তাহাযার ই'তিকাফ	২৮৮

জিহাদের অধ্যায়

২৭২. হিজরত সম্পর্কে	২৮৯
২৭৩. হিজরত শেষ হল কিনা	২৯০
২৭৪. শাম বা সিরিয়ায় বসবাস	২৯১
২৭৫. সর্বকালে জিহাদ অব্যাহত থাকবে	২৯২
২৭৬. জিহাদের পুণ্য	২৯২
২৭৭. ইবাদতের উদ্দেশ্যে বনবাসী হওয়া নিষেধ	২৯২
২৭৮. যুদ্ধশেষে যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্তনের মর্যাদা	২৯৩

[বার]

২৭৯. অন্যান্য জাতি অপেক্ষা রোমবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের মর্যাদা	২৯৩
২৮০. সমুদ্রযানে আরোহণ ও যুদ্ধ করা	২৯৪
২৮১. যে মুসলিম কাফিরকে হত্যা করে তার মর্যাদা	২৯৬
২৮২. মুজাহিদগণের স্ত্রীদের সত্ত্বম রক্ষা	২৯৬
২৮৩. ক্ষুদ্র সেনাদল যারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গ্রহণ করে না	২৯৭
২৮৪. মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধরত অবস্থায় নামায, রোযা ও যিকর-এর সাওয়াব বৃদ্ধি পায়	২৯৭
২৮৫. জিহাদে বের হয়ে যে মৃত্যুবরণ করে	২৯৮
২৮৬. শত্রুর মোকাবিলায় সদাপ্রস্তুত থাকার মর্যাদা	২৯৮
২৮৭. মহান আল্লাহর রাহে যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রহণা দানের মর্যাদা	২৯৮
২৮৮. যুদ্ধ পরিহার করা অন্যায়	৩০০
২৮৯. কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট লোকের যুদ্ধে গমনের নির্দেশ দ্বারা সার্বজনীন অংশগ্রহণের নির্দেশ রহিত হওয়া	৩০১
২৯০. ওয়রবশত যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত থাকার অনুমতি	৩০১
২৯১. যে কাজে জিহাদের সাওয়াব পাওয়া যায়	৩০৩
২৯২. সাহসিকতা ও ভীরণতা	৩০৩
২৯৩. মহান আল্লাহর বাণী : “তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না”	৩০৪
২৯৪. তীর নিক্ষেপ	৩০৪
২৯৫. যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে যুদ্ধ করে	৩০৫
২৯৬. শাহাদাতের মর্যাদা	৩০৭
২৯৭. অনুচ্ছেদ	৩০৮
২৯৮. শহীদ কর্তৃক সুপারিশ করা	৩০৮
২৯৯. শহীদের কবর হতে নূর দৃষ্ট হওয়া	৩০৯
৩০০. অনুচ্ছেদ	৩০৯
৩০১. যুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে শ্রমদান	৩১০
৩০২. অর্থের বিনিময়ে সৈন্য বা যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণের অনুমতি	৩১০
৩০৩. যে ব্যক্তি সেবার জন্য শ্রমিক নিযুক্ত হয়ে যুদ্ধ করে	৩১০
৩০৪. যে ব্যক্তি মাতা-পিতাকে নারায় রেখে যুদ্ধে যেতে চায়	৩১১
৩০৫. মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৩১২
৩০৬. অত্যাচারী শাসকের সঙ্গে যুদ্ধ	৩১৩
৩০৭. অন্যের মালপত্রের বোঝা বহন করে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে	৩১৩
৩০৮. যে ব্যক্তি পুণ্য ও গনীমত লাভের আশায় যুদ্ধে যেতে চায়	৩১৪
৩০৯. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে নিজেকে বিক্রি করে দেয়	৩১৫
৩১০. যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ করে অকুস্থলে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে শহীদ হয়	৩১৫
৩১১. যে ব্যক্তি নিজের অস্ত্রের আঘাতে মারা যায়	৩১৬

৩১২. শত্রুর মোকাবিলার সময়ে দু'আ করা	৩১৭
৩১৩. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শাহাদাত কামনা করে	৩১৭
৩১৪. ঘোড়ার কপালের পশম ও লেজ কাটা ঠিক নয়	৩১৮
৩১৫. ঘোড়ার যেসব রং প্রিয়	৩১৮
৩১৬. ঘোড়ার মধ্যে যা অপছন্দনীয়	৩১৯
৩১৭. পশু-পক্ষীদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে যে সকল নির্দেশ রয়েছে	৩২০
৩১৮. গুল্‌বো পৌছার পর করণীয়	৩২১
৩১৯. ধনুকের তার দিয়ে ঘোড়ার গলায় মালা বাঁধা	৩২১
৩২০. ঘোড়ার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হওয়া	৩২২
৩২১. পশুদের গলায় ঘণ্টা ঝুলানো	৩২২
৩২২. পায়খানাখোর পশুর পিঠে আরোহণ	৩২৩
৩২৩. যে ব্যক্তি তার পশুর নাম রাখে	৩২৩
৩২৪. "হে আল্লাহর ঘোড়া সাওয়ার! ঘোড়ায় আরোহণ কর" বলে যুদ্ধ-যাত্রার ডাক দেওয়া	৩২৩
৩২৫. পশুকে অভিশাপ দেওয়া নিষেধ	৩২৪
৩২৬. পশুদের মধ্যে লড়াই লাগানো	৩২৪
৩২৭. পশুর গায়ে দাগ দেয়া	৩২৪
৩২৮. মুখমণ্ডলে দাগ লাগানো এবং আঘাত করা নিষেধ	৩২৫
৩২৯. গাধায়-ঘোড়ায় পাল লাগানো ঠিক নহে	৩২৫
৩৩০. এক পশুর উপর তিনজন আরোহণ করা	৩২৫
৩৩১. সাওয়ারী পশুর উপর অবস্থান করা	৩২৬
৩৩২. আরোহীবিহীন উট	৩২৬
৩৩৩. চলার গতি দ্রুতকরণ	৩২৭
৩৩৪. রাতের প্রথমভাগে ভ্রমণ	৩২৭
৩৩৫. ভারবাহী পশুর মালিক উহার পিঠের সামনে বসার অধিক হকদার	৩২৮
৩৩৬. যুদ্ধক্ষেত্রে পশুর পা কেটে দেওয়া	৩২৮
৩৩৭. প্রতিযোগিতা	৩২৯
৩৩৮. পদব্রজে দৌড়ের প্রতিযোগিতা	৩৩০
৩৩৯. দু'জনের বাজির মধ্যে তৃতীয় প্রবেশকারী	৩৩০
৩৪০. ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতায় ঘোড়াকে টানা বা তাড়া দেয়া	৩৩১
৩৪১. তরবারী অলংকৃত হয়	৩৩১
৩৪২. তীরসহ মসজিদে প্রবেশ	৩৩২
৩৪৩. খোলা তরবারী লেনদেন নিষিদ্ধ	৩৩২
৩৪৪. লৌহবর্ম পরিধান করা	৩৩৩

৩৪৫. পতাকা ও নিশান	৩৩৩
৩৪৬. অক্ষম ষোড়া ও দুর্বল নারী-পুরুষদের সাহায্য দান	৩৩৪
৩৪৭. যুদ্ধের সংকেত হিসাবে লোক বিশেষের নাম ব্যবহার	৩৩৪
৩৪৮. সফরে বের হওয়ার সময়ে যে দু'আ পাঠ করবে	৩৩৫
৩৪৯. বিদায়কালীন দু'আ	৩৩৬
৩৫০. সাওয়ারীতে আরোহণকালে যে দু'আ পাঠ করবে	৩৩৬
৩৫১. বিশ্রামের স্থানে অবতরণ করলে কি দু'আ পাঠ করবে	৩৩৭
৩৫২. রাতের প্রথমভাগে ভ্রমণ করা মাকরুহ	৩৩৭
৩৫৩. কোন্ দিবসে সফর করা উত্তম	৩৩৮
৩৫৪. ভোরবেলায় সফরে বের হওয়া	৩৩৮
৩৫৫. একাকী ভ্রমণ করা	৩৩৮
৩৫৬. দলে বলে সফরকারীদের একজনকে আমীর (নেতা) মনোনীত করা	৩৩৯
৩৫৭. কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রুর দেশে সফর করা	৩৩৯
৩৫৮. সাজোয়া বাহিনী, ছোট সেনাদল ও সফরসঙ্গীদের সংখ্যা কত হওয়া উত্তম	৩৩৯
৩৫৯. মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান	৩৪০
৩৬০. শত্রুর অগ্নি সংযোগ	৩৪২
৩৬১. গুপ্তচর প্রেরণ	৩৪২
৩৬২. যে পথিক ক্ষুধায় কাতর হয়ে খেজুর খায় আর পিপাসায় কাতর হয়ে দুধ পান করে মালিকের অনুমতি ব্যতীত	৩৪৩
৩৬৩. যারা বলেছেন, দুধ দোহন করা যাবে না	৩৪৪
৩৬৪. আনুগত্যের বিষয়ে	৩৪৫
৩৬৫. সৈন্যদের এক স্থানে জড় হয়ে থাকার ব্যাপারে নির্দেশ	৩৪৬
৩৬৬. শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাতের কামনা করা অপছন্দনীয়	৩৪৭
৩৬৭. শত্রুর মোকাবিলার সময় কি দু'আ পাঠিত হবে	৩৪৮
৩৬৮. মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান	৩৪৮
৩৬৯. যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করা	৩৪৯
৩৭০. গোপনে নৈশ আক্রমণ	৩৪৯
৩৭১. সৈন্যবাহিনী বা কাফেলার পেছনে অবস্থান গ্রহণ	৩৫০
৩৭২. মুশরিকদের সঙ্গে কেন যুদ্ধ করতে হবে	৩৫০
৩৭৩. যারা সিজ্দায় দৃঢ় থেকে আত্মরক্ষা করতে চায় তাদেরকে হত্যা করা নিষেধ	৩৫২
৩৭৪. যুদ্ধক্ষেত্রে হতে পলায়ন	৩৫৩

মহাপরিচালকের কথা

হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মজীদের পরই হাদীসের স্থান। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে যতগুলো গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তন্মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলোর স্থান শীর্ষে। এগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলো মুসলিম উম্মাহর কাছে স্ব স্ব স্বর্বাদায় সমাদৃত। সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত হাদীসগ্রন্থের একটি মশহুর সংকলন হচ্ছে 'সুনানু আবু দাউদ'। এটির সংকলক ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র)। তাঁর জন্ম ২০২ হিজরী সনে। তিনি ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনে।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে আবু দাউদ শরীফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গ্রন্থে সংকলিত সমস্ত হাদীসই আহকাম সম্পর্কিত এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সন্নিবেশিত। এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় ফিকাহ্‌র দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে এ সংকলনটি ফিকাহ্‌বিদদের নিকট খুবই সমাদৃত। মতনের (Text) দিক থেকেও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন মতনের হাদীসকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যাতে মতনের ভাষা সহজেই পাঠকের নিকট পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ গ্রন্থে ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর সংগৃহীত পঁচ লাখ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাজার আট'শ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় গ্রন্থটিতে হাদীসের পুনরুল্লেখ হয়েছে খুবই কম।

তাছাড়া সংকলিত কোন হাদীসে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইনশাআল্লাহ হাদীসের জগতে সুনানু আবু দাউদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিমিত।

সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পাঠকনন্দিত এ হাদীসগ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনুদিত হয়ে ১৯৯২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

‘সুনানু আবু দাউদ’ সিহাহ্ সিত্তাহর অন্তর্ভুক্ত একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ হাদীসগ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম আবু দাউদ সূলায়মান ইবনুল আশ‘আস আস-সিজিস্তানী (র)। তিনি হিজরী ২০২ সনে সিজিস্তান নামক স্থানে জনগ্রহণ করেন। ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনের শাওয়াল মাসে। তিনি অল্প বয়সেই হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন ও তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের তালিকায় রয়েছেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), উসমান ইবন আবু শায়বা (র), কুতায়বা ইবন সাঈদ প্রমুখ। তাঁর অন্যতম শিষ্য হচ্ছেন সিহাহ্ সিত্তাভুক্ত অন্যতম হাদীসগ্রন্থ তিরমিযীর সংকলক ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (র)।

ইমাম আবু দাউদ (র) প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন। এই পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মাত্র ৪৮০০ হাদীস তিনি তাঁর সুনানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ গ্রন্থে কেবল ঐ সকল হাদীস স্থান পেয়েছে যা সহীহ বলে সংকলকের বিশ্বাস হয়েছে। তাঁকে হাদীস শরীফের হাফিয ও সুলতানুল মুহাদ্দিস বলা হয়ে থাকে।

সুনানু আবু দাউদ-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ ‘মুসলিম’-এর ভূমিকায় বলেন, আবু দাউদ হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। ইমাম আবু দাউদ এমন অনেক রাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যাঁদের উল্লেখ বুখারী ও মুসলিমে নেই। কেননা তাঁর নীতি হলো সেই সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করা যাঁদের সম্পর্কে অবিশ্বস্ততার কোন যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিশ্বস্ততা ও টীকা-ভাষ্যের কারণে হাদীস বিশারদগণ এ সংকলনটির উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইবনে মাখলাদ (র) বলেন, “হাদীস বিশারদগণ বিনা দ্বিধায় এই গ্রন্থটি গ্রহণ করেন যেমন তাঁরা কুরআনকে গ্রহণ করেন।” আবু সাইদ আল-আরাবী (র) বলেন, “যে ব্যক্তি কুরআন ও এই গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু জানেন না, তিনিও একজন বড় আলিম বলে গণ্য হতে পারেন।”

পৃথিবীর শতাব্দিক ভাষায় এ মশহুর হাদীসগ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এ গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ড অনূদিত হয়ে প্রথম ১৯৯২ সালে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। বিপুল পাঠকনন্দিত এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন আমাদের তাঁর প্রিয় রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।
আমিন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

হজ্জ-এর নিয়ম পদ্ধতি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

অধ্যায় : হজ্জ-এর নিয়ম পদ্ধতি

১- بَابُ فَرَضِ الْحَجِّ

১. অনুচ্ছেদ : হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনা

১৮২। حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ حَمِيٍّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَنْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ سِنَانُ الدَّوْلِيِّ كُنَّا قَالِ عِبْنُ الْجَلِيلِ بْنُ حَمِيٍّ وَسَلِيمُ بْنُ كَثِيرٍ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عَقِيلٌ عَنْ سِنَانٍ .

১৭২১। যুহায়র ইব্ন হার্ব ইব্ন আক্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আক্বরা ইব্ন হাবিস (রা) নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হজ্জ কি প্রতি বছরই ফরয, নাকি জীবনে একবার? তিনি বলেন, বরং (জীবনে) একবার (হজ্জ করা ফরয)। এর অধিক যদি কেউ করে তবে তা তার জন্য অতিরিক্ত।

১৮২২। حَدَّثَنَا النَّفْعِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ هَذِهِ تُرْمُ ظُهُورُ الْحَصْرِ .

১৭২২। আনু নুফায়লী ইব্ন আবু ওয়াকিদ আল-লায়সী থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিদায় হজ্জের সময় তাঁর স্ত্রীদের বলতে শুনেছি, এ হজ্জের পর তোমরা আর হজ্জের জন্য ঘর হতে বের হবে না।

২- بَابُ فِي الْمَرْأَةِ تَحْجُّ بِغَيْرِ مُحْرِمٍ

২. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের সাথে মুহরিম পুরুষ ছাড়া হজ্জ যাবা

১৮২৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسَلِّمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِثْلَهَا •

১৯২৩। কুতায়বা ইবন সাঈদ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, কোন মুসলিম মহিলার জন্য কোন মুহরিম পুরুষ সঙ্গী ব্যতীত এক রাতের পরিমাণ দূরত্বও সফর করা বৈধ নয়।

১৮২৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَالنَّغِيلِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا بِشْرُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ •

১৯২৪। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য এক দিন ও এক রাত সফর করা বৈধ নয়- পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে।

১৮২৫- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَوْسَى عَنْ جَرِيرٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَرِيئًا •

১৯২৫। ইউসুফ ইবন মুসা আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু তিনি আরো বলেন, যদি উহার দূরত্ব এক বারীদ^২ পরিমাণ হয়।

১৮২৬- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادٌ أَنَّ أَبَا مَعَاوِيَةَ وَوَكَيْعًا حَدَّثَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مُحْرِمٍ مِثْلَهَا •

১৯২৬। উসমান ইবন আবু শায়বা আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য একসঙ্গে তিন দিনের অধিক দূরত্বে সফর করা বৈধ নয়, যদি তার সাথে তার পিতা বা তার ভাই বা তার স্বামী বা তার পুত্র বা অন্য কোন মুহরিম ব্যক্তি না থাকে।

১. শরী'আতের দৃষ্টিতে যার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম তাকে মুহরিম বলে। যেমন : পিতা, পুত্র, দাদা, চাচা, ভাতিজা প্রভৃতি।

২. এক বারীদ হল বারো মাইল পরিমাণ দূরত্ব।

১৮২৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرِمٍ •

১৯২৭। আহমাদ ইবন হাম্বল ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, কোন মহিলা যেন তিন দিনের পথ কোন মুহরিম সাথী ব্যতীত সফর না করে।

১৮২৮. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو أَحْمَدَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرِيحُ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا صَفِيَّةٌ تَسَافِرُ مَعَهُ إِلَى مَكَّةَ •

১৯২৮। নাসর ইবন আলী নাফি' (র) হতে বর্ণিত। ইবন উমার (রা) তাঁর ক্রীতদাসী সাফিয়াকে সাথে করে একই উষ্ট্রে আরোহণ করে (তাকে পেছনে বসিয়ে) মক্কায় সফর করেন।

۳. بَابٌ لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ

৩. অনুচ্ছেদ : ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই

১৮২৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سَلِيمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ •

১৯২৯। উসমান ইবন আবু শায়রা ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই।

১৮৩০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَّاسِ يَعْنِي أَبَا مَسْعُودٍ الرَّازِيَّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ وَهَذَا لَفْظٌ قَالَا نَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يَحْجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ أَوْ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَحْجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى •

১৯৩০। আহমাদ ইবনুল ফুরাত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা হজ্জ আসত, কিন্তু সাথে কোন পাথেয় আনতো না। আবু মাস'উদ (র) বলেন, ইয়ামানের অধিবাসীরা অথবা ইয়ামানের কিছু লোক হজ্জ আসত, কিন্তু সাথে পাথেয় আনতো না এবং তারা বলত, আমরা (আল্লাহ তা'আলার ওপর) তাওয়াক্কুলকারী। বরং এরা লোকের উপর নির্ভরশীল হতো এবং ভিক্ষা করতো। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন : (অর্থ) তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় লও, আর উত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতি।”

১. হাদীসটির দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণের অবকাশ আছে। বিবাহের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করা এবং হজ্জ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করে সন্ন্যাস জীবনযাপন করা ইসলামের নীতি নয়। এটা অনৈসলামিক প্রথা যা খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত।

১৮২১। حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَوْسَى نَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ مَجَاهِدٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُرَأَ هَذِهِ الْآيَةُ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ قَالَ كَانُوا لَا يَتَجَرَّوْنَ مِنِّي فَايْرَوُا بِالتَّجَارَةِ إِذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ •

১৭৩১। ইউসুফ ইব্ন মুসা আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাবী (মুজাহিদ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : (অর্থ) “তোমাদের ওপর কোন গুনাহ নেই, যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর” এবং বলেন, লোকেরা মিনাতে (হজ্জের সময়) বেচাকেনা করতো না। এরপর তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের নির্দেশ দেয়া হয় যখন তারা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করে।

৴. ৴. ৴

৴. অনুচ্ছেদ

১৮২২। حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ مَحْمَدٌ بِنُ حَازِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ مَهْرَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَلَّ لَعْنَةُ اللَّهِ مَنَ ارَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ •

১৭৩২। মুসাদ্দাদ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা করে সে যেন অবিলম্বে তা সম্পন্ন করে।

৴. ৴. ৴

৴. অনুচ্ছেদ : (হজ্জের সময়) পশু ভাড়ায় খাটানো

১৮২৩। حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا الْأَعْلَاءُ بْنُ الْمُسَيْبِ نَا أَبُو أَمَامَةَ التَّمِيمِيُّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أَكْرَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَلَقَيْتُ ابْنَ عَمْرٍو فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَجُلٌ أَكْرَى فِي هَذَا الْوَجْهِ وَإِنِّي نَاسٌ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو لَيْسَ تُحْرِمُ وَتَلْبِي وَتَطْوُفُ بِالْبَيْتِ وَتَغِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِن لَكَ حَجًّا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَجِبْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَارْسَلْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقُرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ لَكَ حَجٌّ •

১৭৩৩। মুসাদ্দাদ আবু উমামা আত-তায়মী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তি যে এই (হজ্জের সফরের) উদ্দেশ্যে (জন্তুযান) ভাড়ায় দিতাম এবং লোকেরা (আমাকে) বলত : তোমার হজ্জ শুদ্ধ হয় না (কেননা তুমি আসলে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হও না, বরং ব্যবসার উদ্দেশ্যে নির্গত হও)। অতএব আমি ইব্ন উমার (রা) -এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! আমি এই (হজ্জের সফরের) উদ্দেশ্যে (জন্তুযান)

অজ্ঞান দিয়ে থাকি। আর লোকেরা বলে : তোমার হজ্জ হয় না। ইবন উমার (রা) বলেন, তুমি কি ইহরামের বস্ত্র পরিধান কর না, তালবিয়া পাঠ কর না, আল্লাহর ঘর তাওয়াফ কর না, আরাফাতে অবস্থান কর না এবং জামরায় কংকর নিক্ষেপ কর না? রাবী বলেন, আমি বললাম, হাঁ সবই করি। তিনি (ইবন উমার) বলেন, নিশ্চয় তবে তো তোমার হজ্জ হয়ে গেল। একব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এরূপ প্রশ্ন করেন, যে রূপ প্রশ্ন তুমি আমাকে করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চূপ থাকেন। যতক্ষণ না এই আয়াত নাযিল হয় : (অর্থ) “তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই” (২ঃ১৯৮)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন এবং তার সামনে আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, তোমার হজ্জ শুদ্ধ হয়েছে।

১২৩৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوا يَتَّبِعُونَ بَيْتِي وَعَرَفَةَ وَسُوقَ ذِي الْحِجَاذِ وَمَوَاسِرَ الْحَجِّ فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهَرُّ حُرًّا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رِّبْكَم فِي مَوَاسِرِ الْحَجِّ قَالَ فَكَذَّبَنِي عَبْدُ ثَنِي عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا فِي الْمَصْحَفِ .

১৭৩৪। মুহাম্মাদ ইবন বাশশার আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের প্রাথমিক সময়ে লোকেরা মিনা, আরাফা ও যুল-মাজাযের বাজারে এবং হজ্জের মওসুমে বেচাকেনা করতো। এরপর তারা ইহরাম অবস্থায় বেচাকেনা করতে শংকাবোধ করে। তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন : (অর্থ) “তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই- হজ্জের মওসুমে”। উবায়দ ইবন উমায়র বলেন যে, তিনি (ইবন আব্বাস (রা) তাঁর মাসহাফে আয়াতের উপরোক্ত পাঠ পড়তেন।

১২৩৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ نَا ابْنُ أَبِي فَدْيَكٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ كَلَامًا مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ مَا كَانَ الْحَجُّ كَانُوا يَبْتَغُونَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ مَوَاسِرِ الْحَجِّ .

১৭৩৫। আহম্মাদ ইবন সালিহ আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের প্রাথমিককালে লোকেরা ক্রয়বিক্রয় করতো। পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন “হজ্জের মওসুমে” পর্যন্ত।

৬. بَابُ فِي الصَّبِيِّ يَحُجُّ

৬. অনুচ্ছেদ : অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হজ্জ

১২৩৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالرُّوحَاءِ فَلَقِيَ رَجُلًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا فَمِنْ أَنْتُمْ قَالُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَزَعَتْ أَمْرًا فَأَخَذَتْ بَعْضُ الصَّبِيِّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحْفَتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ .

১৭৩৬। আহমাদ ইবন হাম্বল ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাওহা নামক স্থানে ছিলেন। ঐ সময় তাঁর সাথে একদল সাওয়ারীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁদের সালাম করেন এবং বলেন : তোমরা কোন্ কাওমের অন্তর্ভুক্ত? তাঁরা বলেন, আমরা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কারা? সাহাবীগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ। তা শুনে এক মহিলা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তার ছোট বাচ্চার বাহু ধরে স্বীয় হাওদা হতে বাইরে আসেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর জন্য হজ্জ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, এবং তোমার সাওয়াব হবে।

৬- بَابُ فِي السَّوَابِغِ

৭. অনুচ্ছেদ : মীকাতসমূহের বর্ণনা

১৮২৮. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ نَا مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَالْحَلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجَحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدِ الْقُرْنِ وَبَلْغَنِي أَنَّهُ وَقَتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمُرَ .

১৭৩৭। আল কা'নাবী ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কারণ নামক স্থানকে (হজ্জ ও উমরার) মীকাত নির্দিষ্ট করেন। রাবী বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে মীকাত নির্ধারণ করেন।

১৮২৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَا وَقَتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ أَحَدُهُمَا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمُرَ وَقَالَ أَحَدُهُمَا الْمَلْمُرُ قَالَا فَهِنَّ لَهُمْ وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِمْ مِمَّنْ كَانَ يَرِيئُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ ذُوْنَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ مِّنْ حَيْثُ أَنْشَأَ قَالَ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يَهْلُونَ مِنْهَا .

১৭৩৮। সুলায়মান ইবন হারব ইবন আব্বাস (রা) থেকে এবং ইবন তাউস থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মীকাত নির্ধারণ করেছেন, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তাঁদের একজন বলেন, ইয়ামানবাসীদের (মীকাত হল) ইয়ালামলাম এবং অপরজন বলেন, আলামলাম। এরপর তিনি বলেন, উক্ত স্থানগুলো তাদের জন্য মীকাতস্বরূপ। আর যারা হজ্জ এবং উমরার উদ্দেশ্যে স্বীয় মীকাত ব্যতীত অন্য স্থান হতে আসবে তাদের জন্য নির্ধারিত মীকাত-ই তাদের মীকাত হবে। আর যারা এর ব্যতিক্রম হবে ইবন তাউস বলেন, তারা যেখান হতে সফর শুরু করবে, সেখানকার মীকাত-ই তাদের নির্দিষ্ট স্থান হবে। এমনকি মক্কাবাসিগণও তাদের বসবাসের স্থান হতে ইহরাম বাঁধবে।

১. হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানকে মীকাত বলে।

১৮৩৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بُهْرَانَ الْمَدَائِنِيُّ نَا الْمَعْفَى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ أَفْلَحَ يَعْنِي ابْنَ حَمِيدٍ عَنِ الْقَاسِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِزْقٍ .

১৭৩৯। হিশাম ইবন বাহুরাম আল মাদায়েনী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরাকবাসীদের জন্য 'যাতু ইরক'কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন।

১৮৪০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ نَا وَكَيْعٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ .

১৭৪০। আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাযল ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বাঞ্চলের লোকদের জন্য 'আকীক' নামক স্থানকে মীকাত নির্ধারণ করেন।

১৮৪১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحْنَسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيِّ عَنْ جَدِّهِ حَكِيمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَهْلٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَيْصِيِّ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . شَكََّ عَبْدُ اللَّهِ أَيَّتَهُمَا قَالَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَرْحَمُ اللَّهُ وَكَيْعًا إِحْرَاءً مِنْ بَيْتِ الْمَقْدَسِ يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ .

১৭৪১। আহমাদ ইবন সালিহ নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, যে কেউ মাসজিদুল আকসা হতে মাসজিদুল হারামের দিকে হজ্জ বা উমরা করার জন্য ইহরাম বাঁধবে, তাঁর পূর্বাঞ্চল সমস্ত গুনাহ মার্জিত হবে। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তার জন্য জান্নাত অবধারিত। আবু দাউদ (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ওয়াকী (র)কে রহম করুন, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধতেন।

১৮৪২- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَمَّرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أَبِي الْحَكَّاجِ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنِي زُرَّارَةُ بْنُ كُرَيْبٍ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو السَّهْمِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بَيْنِي أَوْ بَعْرَفَاتٍ وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ قَالَ فَتَجِبُ الْأَعْرَابُ فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا هَذَا وَجْهُ مَبَارَكٍ قَالَ وَوَقَّتْ ذَاتُ عِزْقٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ .

১৭৪২। আবু মু'মার আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আবুল হাজ্জাজ আল হারিস ইবন আমর আস সাহমী (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হই, যখন তিনি মিনাতে ছিলেন অথবা আরারফাতে। আর তাঁর চতুর্দিকে বহু লোক ছিল। তখন তাঁর নিকট বেদুঈনরা আসত আর বলত, এটা মোবারক চেহারা। রাবী বলেন, তিনি ইরাকের অধিবাসীদের জন্য মীকাতস্বরূপ যাতু-ইরককে নির্ধারণ করেন।

৪. بَابُ الْكَائِضِ تَهْلٌ بِالْكَجِّ

৮. অনুচ্ছেদ : ঋতুমতী স্ত্রীলোকের হজ্জের ইহরাম বাধা

১৮২৩- حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَفَسْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ بِمَكَّةَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجْرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ تَغْسِلَ وَتَهْلَ .

১৭৪৩। উসমান ইবন আবু শায়বা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুল্হলায়ফার শাজারায় আসমা বিনত উমায়শ মুহাম্মাদ ইবন আবু বাকরকে প্রসব করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাকর (রা)-কে নির্দেশ দেন যে, সে (আসমা) যেন গোসল করেন এবং ইহরাম বাঁধেন।

১৮২২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى وَاسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَا نَا مَرْوَانَ بْنَ شُجَاعٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرَمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْكَائِضُ وَالنَّفْسَاءُ إِذَا اتَّأَمَّا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ وَتَحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَانِ بِالْبَيْتِ قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ فِي حَدِيثِهِ حَتَّى تَطْهَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَيْسَى عِكْرَمَةَ وَمُجَاهِدًا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ عَيْسَى كُلَّهَا .

১৭৪৪। মুহাম্মাদ ইবন ঈসা ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, হায়েয ও নিফাসওয়ালা স্ত্রীলোক যখন মীকাতের নিকটবর্তী হবে, তখন তারা যেন গোসল করে, ইহরাম বাঁধে এবং আল্লাহর ঘর তাওয়াক্ফ ব্যতীত হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। আবু মা'মার তাঁর বর্ণনায় 'পবিত্র হওয়া পর্যন্ত' উল্লেখ করেছেন। ইবন ঈসা (র) ইকরামা ও মুজাহিদের উল্লেখ করেননি, বরং বলেছেন, আতা (র) ইবন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে। ইবনুত্তর ইবন ঈসা ﷺ শব্দটিও উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, المناسك الا الطوان بالبيت

৯. بَابُ الطَّيِّبِ عِنْدَ الْإِحْرَاءِ

৯. অনুচ্ছেদ : ইহরামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার

১৮২৫- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَا نَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْرَأَ وَإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

১৭৪৫। আল কা'নাবী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং ইহরাম খোলার সময় খানায় কা'বা ঘিয়ারতের পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

১৮৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَّارُ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرَقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مَكْرَأٌ •

১৭৪৬। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ্ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সিব্বিতে সুগন্ধির চাকচিক্য যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।

১০. بَابُ التَّلْبِيدِ

১০. অনুচ্ছেদ : মাথার চুল জমাটবদ্ধ করা

১৮৩৭- حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ سَالِمِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَهْلُ مَلْبِدًا •

১৭৪৭। সুলায়মান ইবন দাউদ সালিম ইবন আবদুল্লাহ্ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে চুল জমাটবদ্ধ অবস্থায় তাল্‌বিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

১৮৩৮- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّأَ رَأْسَهُ بِالْعَسَلِ •

১৭৪৮। উবায়দুল্লাহ্ ইবন উমার ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ নিজের মাথার চুল মধুর সাহায্যে জমাটবদ্ধ করেন।

১১. بَابُ فِي الْهَدْيِ

১১. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর পশুর বর্ণনা

১৮৩৯- حَدَّثَنَا النَّفْعِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ الْمَعْنَى قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ حَدَّثَنِي مَجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى عَا أَلْحَدَيْبِيَّةَ فِي هَذَا أَيَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَّةٌ فَضَةً قَالَ ابْنُ مِنْهَالٍ بُرَّةٌ مِّنْ ذَهَبٍ زَادَ النَّفْعِيُّ يَغِيظُ بِنِ لِكَ الْمُشْرِكِينَ •

১৭৪৯। আনু নুফায়লী ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃদায়বিয়ার বছর কতগুলো পশু কুরবানীর জন্যে সাথে নেন। পশুর মধ্যে একটি উটের মালিক ছিল আবু জাহল। এর নাসারঞ্জের আংটি ছিল রূপার তৈরি। রাবী ইবন মিন্‌হাল (র) বলেন, সোনার তৈরি। রাবী নুফায়লী আরও বলেছেন যে, তা কুরবানীর উদ্দেশ্য ছিল মুশরিকদের রাগান্বিত করা।

১২- بَابٌ فِي هَدْيِ الْبَقْرِ

১২. অনুচ্ছেদ : গরু কুরবানী করা

১৮৫০- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ عَنِ ابْنِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ بَقْرَةً وَاحِدَةً .

১৭৫০। ইবনু সারা হু নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় মুহাম্মাদ ﷺ -এর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।

১৮৫১- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَا نَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَبَحَ عَمْرٍو مِنْ نَسَائِهِ بَقْرَةً بَيْنَهُمْ .

১৭৫১। আমর ইবন উসমান মুহাম্মাদ ইবন মাহরান আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে যারা উমরা করেন তাঁদের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।

১৩- بَابٌ فِي الْإِشْعَارِ

১৩. অনুচ্ছেদ : ইশ'আর বা কুরবানীর পশুর রক্তচিহ্ন দান

১৮৫২- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّالِسِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعْنِيُّ قَالَا نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبِدْنَةٍ وَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَّتْ عَنْهَا الدَّاءَ وَقَلَّلَهَا بِنَعْلَيْنِ ثُمَّ أَتَى بِرَأْسِهَا فَلَمَّا قَعَنَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلٌ بِالْحَجِّ .

১৭৫২। আবুল ওয়ালীদ আত্ তালিসী ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলায়ফাতে যুহরের নামায আদায় করেন। এরপর তিনি তাঁর কুরবানীর একটি উট আনতে বলেন এবং এর কুঁজের ডানপাশ (ধারালো অস্ত্রের দ্বারা) ফোঁড়ে দেন। এরপর তিনি তার রক্তের চিহ্ন মুছে দেন এবং এর গলায় দুটি জুতার মালা পরিয়ে দেন। এরপর তিনি স্বীয় বাহনের নিকট যান। তিনি বায়দা নামক স্থানে পৌছে তালবীয়া পাঠ শুরু করেন।

১৮৫৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ بِهِ نَا الْحَدِيثِيُّ بِمَعْنَى أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ ثُمَّ سَلَّتِ الدَّاءَ بِبَيْدِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هَمَّامٌ قَالَ سَلَّتْ عَنْهَا الدَّاءَ بِأَصْبَعِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا مِنْ سَنَنِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ الَّذِي تَفَرَّدُوا بِهِ .

১৭৫৩। মুসাদ্দাদ..... শু'বা (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, এরপর তিনি স্বহস্তে এর রক্ত মুছে দেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাম বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তিনি স্বীয় আঙুল দ্বারা এর রক্তের চিহ্ন মুছে দেন।

১৮৫২- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ نَا سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحَدِيثِ فَلَمَّا كَانَ بِنِي الْحَلِيفَةِ قُلْنَا الْهَدْيَ وَأَشْعَرَةَ وَأَحْرَأَ •

১৭৫৪। আবদুল আ'লা..... মিসওয়্যার ইব্ন মাখরামা (রা) ও মারওয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার বছর (মদীনা হতে উমরার উদ্দেশ্যে) রওনা হন। তিনি যুল-হুলায়ফাতে পৌঁছে কুরবানীর পশু গলায় মালা পরান, এবং ইশ'আর করেন ও ইহরাম বাঁধেন।

১৮৫৫- حَدَّثَنَا هُنَادٌ نَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى غَنَمًا مَقْلَةً •

১৭৫৫। হান্নাদ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর পশু হিসেবে একটি মালা পরিহিত বকরী প্রেরণ করেন।

১৮- بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

১৪. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর পশু পরিবর্তন

১৮৫৬- حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ خَالَ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِيهِ قَالَ أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَخْتِيًا فَأَعْطَى بِهَا ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَهْدَيْتُ بَخْتِيًا فَأَعْطَيْتُ بِهَا ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بَدَلًا قَالَ لَا تُنْحَرُهَا إِيَّاهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لِأَنَّهُ كَانَ أَشْعَرَهَا •

১৭৫৬। আন-নুফায়লী সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) একটি বুখতী^১ উট কুরবানীর পশু হিসাবে প্রেরণ করেন। এরপর তাঁকে এর বিনিময়ে তিনশ' দীনার প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কুরবানীর জন্য একটি বুখতী উট প্রাপ্ত হই, কিন্তু এর বিনিময়ে আমাকে তিনশ' দীনার দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি কি তা বিক্রয় করে দিব, আর ঐ মূল্যে অন্য একটি উট ক্রয় করব? তিনি বলেন : না, তুমি বরং এটিই কুরবানী কর। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, নবী করীম (সা) তাকে এজন্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেন যে, উমার (রা) তা ইশ'আর করেছিলেন।

১. কুরাসানের উট, আরবী ও আজমী (জাতের) সখমিশ্রণে জন্ম লাভকারী উট।

১৫. بَابُ مَنْ بَعَثَ بِهِ يَهُ وَيَهُ وَأَقَامَ

১৫. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর পশু (মক্কায়) প্রেরণের পর হালাল অবস্থায় থাকা

১৫৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ أَنَّ أفلحَ بْنَ حَمِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلَّتْ قَلَائِدَ بَدَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرًّا عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا •

১৫৫। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা আল-কা'নাবী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা (মালা) আমি নিজের হাতে পাকিয়েছি। এরপর তিনি তা স্বহস্তে ইশ'আর করেছেন এবং গলায় কিলাদা বেঁধেছেন। তারপর তিনি সেগুলো বায়তুল্লাহর দিকে প্রেরণ করে মদীনাতে অবস্থান করেন এবং হালাল কোন জিনিস তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হয়নি।

১৫৮- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بَنَاتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَافْتَلَّ قَلَائِدَ هَلِيهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرَمُ •

১৫৮। ইয়াযিদ ইবন খালিদ রামলী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা হতে (মক্কায়) কুরবানীর পশু পাঠাতেন। আর আমি তার গলায় বাঁধার জন্য রশি পাকিয়ে দিতাম। কিন্তু এগুলো প্রেরণের পরেও তিনি ঐ সমস্ত বিষয় বর্জন করতেন না, যা একজন মুহরিম (ইহরামধারী) ব্যক্তির জন্য বর্জনীয়।

১৫৯- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ زَعَمَرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا جَمِيعًا وَلَمْ يَحْفَظْ حَلِيثَ هَذَا مِنْ حَلِيثِ هَذَا وَلَا حَلِيثَ هَذَا مِنْ حَلِيثِ هَذَا قَالَ قَالَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَدْيِ فَأَنَا فَتَلَّتُ قَلَائِدَهَا بِيَدِي مِنْ عَمِّي كَانَ عِنْدَنَا ثُمَّ أَصْبَحَ فِينَا حَلَالًا يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ •

১৫৯। মুসাদ্দাদ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর পশু (মক্কায়) প্রেরণ করেন এবং আমি স্বহস্তে এগুলোর জন্য তুলার তৈরি কিলাদা পাকিয়ে দেই। অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে রাত কাটান এবং আমাদের সাথে সেই কাজ করেন যা সাধারণ অবস্থায় কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে করে থাকে।

১৬. بَابٌ فِي رُكُوبِ الْبَدَنِ

১৬. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর উটের পিঠে আরোহণ করা

১৬৬০. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدْنَةً فَقَالَ إِرْكَبَهَا قَالَ إِنَّهَا بَدْنَةٌ قَالَ إِرْكَبَهَا وَيَلْكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ .

১৬৬০। আল-কান্বী আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে কুরবানীর একটি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেন, এর পিঠে আরোহণ করে চলে যাও। লোকটি বলল, এটা তো কুরবানীর পশু। তিনি আবার বলেন, তুমি এর পিঠে আরোহণ কর। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বারে (রাবীর সন্দেহ) তিনি লোকটিকে বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়।

১৬৬১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِرْكَبَهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْحِثْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا .

১৬৬১। আহমাদ ইবন হাম্বল আবু যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : তোমরা উত্তমভাবে এর পিঠে আরোহণ করবে, যখন অন্য কোন বাহন পাবে না। আর অন্য বাহন পেয়ে গেলে এর পিঠে আরোহণ করবে না।

১৭. بَابُ الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

১৭. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর পশু গন্তব্যে (মক্কা) পৌঁছার পূর্বেই অবসন্ন হয়ে পড়লে

১৬৬২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بَهْمِي فَقَالَ إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَانْحَرَهُ ثُمَّ أَصْبَغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ خَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ .

১৬৬২। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর নাজিয়া আল আসলামী (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে কুরবানীর পশু প্রেরণ করেন এবং বলেন, যদি এগুলোর মধ্যে কোনোটি অবসন্ন হয়ে পড়ে তবে তা যবেহ করবে। এরপর এর গলায় পরিহিত জুতা রক্তে রঞ্জিত করবে, এরপর তা মানুষের খাওয়ার জন্য রেখে যাবে।

১৬৬৩ - حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا حِمَادُحٌ وَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَهَذَا حَدِيثٌ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَانَا الْأَسْلَمِيَّ

وَبَعَثَ مَعَهُ بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدْنَةً فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَزْحَفَ عَلَيَّ مِنْهَا بِشَيْءٍ قَالَ تَنْحَرُهَا ثُمَّ تَصْبِغُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبُهَا عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِكَ أَوْ قَالَ مِنْ أَهْلِ رِفْقَتِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِّنْ رَّفِيقِكَ وَقَالَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا مَكَانَ اضْرِبُهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الْإِسْنَادَ وَالْمَعْنَى كَفَاكَ .

১৭৬৩। সুলায়মান ইবন হারব ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলাম গোত্রের অমুককে (মক্কায়) প্রেরণ করেন এবং তাঁর সাথে আঠারটি কুরবানীর উটও পাঠান। সে (আসলামী) জিজ্ঞেস করে আপনার কী মত, পথিমধ্যে যদি এর কোনোটি চলতে অক্ষম হয়ে পড়ে? তিনি বলেন, তবে তা যবেহ করবে এবং এর জুতাকে (যা উহার গলায় পরিহিত আছে) এর রক্তে রঞ্জিত করবে। এরপর ঐ রঞ্জিত জুতা এর কুঁজের নিকট রাখবে। আর তুমি এবং তোমার সাথীরা, তা হতে কোন গোশত খাবে না। অথবা তিনি বলেন, তোমার সহযাত্রীগণ এর গোশত খাবে না। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসের নিম্নোক্ত বক্তব্য অন্য কোন হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়নি “তুমি নিজেও এর গোশত খাবে না এবং তোমার সহযাত্রীদের কেউও খাবে না।” তিনি আবদুল ওয়ারিসের হাদীস সম্পর্কে বলেন, তাতে “এর দ্বারা চিহ্নিত করে রাখ” -এর পরিবর্তে “এরপর তা এর ঘাড়ে ঝুলিয়ে রাখ” শব্দ হবে। আবু দাউদ (র) আরও বলেন, আমি আবু সালামাকে বলতে শুনেছি, সনদ ও অর্থ সঠিক হলে তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

১৮৬৮ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا مُحَمَّدٌ وَيَعْلَى ابْنَا عَبِيدٍ قَالَا نَا مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدْنَةً فَنَحَرَ ثَلَاثِينَ بَيْدِيهِ وَأَمْرِي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا .

১৭৬৪। হারুন ইবন আব্দুল্লাহ আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নিজের উট কুরবানী করেন, তখন তিনি স্বহস্তে আরও ত্রিশটি পশু কুরবানী করেন। এরপর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে বাকি সব পশু আমি কুরবানী করি।

১৮৬৫ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَمَسَدٌ قَالَا نَا عَيْسَى وَهَذَا لِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ثَوْرٍ عَنِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُحَيْ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ أَعْظَرَ الْإِيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمَ الْقَرِّ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي وَقَالَ قَرَّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَدَنَاتٍ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بَايَتِيهِمْ يَبْدَأُ فَلَمَّا وَجِبَتْ جُنُوبَهُمَا قَالَ فَتَكَلَّمْ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَسَرِ أَمَهُمَا فَقُلْتُ مَا قَالَ قَالَ مَن شَاءَ أَقْتَطِعْ .

১৭৬৫। ইব্রাহীম ইবন মূসা আব্দুল্লাহ্ ইবন কুরাত (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, দিনগুলোর মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল, নাহরের (কুরবানীর) দিন। এরপর এর পরবর্তী দিন (কুরবানীর দ্বিতীয় দিন)। রাবী বলেন, ঐ দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাঁচটি বা ছয়টি (রাবীর সন্দেহ) কুরবানীর উট পেশ করা হয়। প্রতিটি উট তাঁর সামনে আসতে থাকে যে, তিনি কোন্টি আগে কুরবানী করবেন (এটা মহানবী ﷺ এর একটি মু'জিয়া যে, পশুরাও তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে)। এরপর এগুলো যখন পার্শ্বের উপর (নাহরের পর) পড়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) অস্পষ্ট স্বরে এমন কিছু বলেন যা আমি বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারি যে, তিনি বলেছেন, কেউ (খাওয়ার জন্য) চাইলে এর গোশত কেটে নিতে পারে।

۱۷۶۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِرٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَرَمَلَةَ بِنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْفَةَ بْنَ الْحَارِثِ الْكِنْدِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ وَأَتَى بِالْبَدَنِ فَقَالَ ادْعُوْنِي أَبَاحَسَنِ فِدْعَى لَدَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَدَى خُنٍّ بِأَسْفَلِ الْحَرْبَةِ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَعْلَاهَا ثُرَّ طَعْنَا بِهَا الْبَدَنَ فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بِغَلْتَهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

১৭৬৬। মুহাম্মাদ ইবন হাতিম আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক আল-আয্দী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফা ইবনুল হারিস আল-কিন্দীকে বলতে শুনেছি, আমি বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। কুরবানীর পশু আনা হলে তিনি বলেন, তোমরা হাসানের পিতাকে (আলী) আমার নিকট ডেকে আন। তখন আলী (রা)-কে তাঁর নিকট ডেকে আনা হয়। তিনি তাঁকে বলেন, তুমি বল্লমের নিচের প্রান্ত ধর, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর উপরের প্রান্ত ধরেন, এরপর তারা উভয়ে একত্রে যবেহ করেন। যবেহ শেষে তিনি তাঁর খচ্চরে আরোহণ করেন এবং আলী (রা)-কে তাঁর পেছনে বসান।

۱۸- بَابُ كَيْفَ تُنَكَّرُ الْبَدَنُ

১৮. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর উট কিভাবে যবেহ করা হবে

۱۷۶۷ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْكُرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيَسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا .

১৭৬৭। উসমান ইবন আবু শায়বা জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইবন সাবেত (রা) বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ কুরবানীর পশুর সম্মুখের বাম পা বেঁধে এবং বাকি তিন পায়ের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় কুরবানী করতেন।

۱۷۶۸ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْرٌ أَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جَبْرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ يَسْرٍ فَبَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ بَارِكَةٌ فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مَعِينَةً سَنَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড) — ৩

১৭৬৮। আহমাদ ইবন হাশল..... যিয়াদ ইবন জুবায়র (র) বলেন, আমি মিনাতে ইবন উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে তার উট বসা অবস্থায় কুরবানী করতে চাচ্ছিল। তিনি তাকে বলেন, একে উঠিয়ে দাও এবং দাঁড় করিয়ে সম্মুখের বাম পা বেঁধে সূন্নাতে মুহাম্মাদী ﷺ অনুযায়ী কুরবানী কর।

১৬৬৭ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا سَفِيَانُ يَعْنِي ابْنَ عَمِيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكْرِيْمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ مَجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ أَمْرُنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْوِمَ عَلَى بَدَنَةٍ وَأَقْسِرَ جُلُودَهَا وَجَلَّالَهَا وَأَمْرُنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ لَكُنْ تُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا •

১৭৬৯। আমর ইবন আওন আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কুরবানীর পশুর নিকট যেতে নির্দেশ দেন এবং এর জিনপোশ ও চামড়া বণ্টন করে দিতে বলেন এবং তিনি আমাকে এই নির্দেশও দেন যে, আমি যেন তা হতে কসাইকে (পারিশ্রমিক বাবদ) কিছু দান না করি। তিনি আরো বলেন, আমরা কসাইকে আমাদের পক্ষ হতে (দিরহাম) প্রদান করতাম।

১৭- بَابُ وَقْتِ الْإِحْرَاءِ

১৯. অনুচ্ছেদ : ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট সময়

১৬৬০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي خَصِيفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ عَجِبْتُ لِإِخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُوجِبَ فَقَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسَ بِذَلِكَ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ هُنَاكَ إِخْتَلَفُوا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بَنِي الْكَلْبَةَ رَكَعَتَيْهِ أُوجِبَ فِي مَجْلِسِهِ فَأَهْلٌ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَعَ مِنْ رَكَعَتَيْهِ فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظْتُهُ عَنْهُ ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهْلٌ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّهَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًا فَسِعَوْهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتَهُ يَهْلُ فَقَالُوا إِنَّهَا أَهْلٌ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتَهُ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهْلٌ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَقَالُوا إِنَّهَا أَهْلٌ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَأَمْرُ اللَّهِ لَقَدْ أُوجِبَ فِي مُصَلَّاهُ وَأَهْلٌ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتَهُ وَأَهْلٌ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ قَالَ سَعِيدٌ فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا فَرَعَ مِنْ رَكَعَتَيْهِ •

১. কুরবানীর পশুর গোশত বা চামড়া কসাইয়ের পারিশ্রমিক বাবদ প্রদান করা যায় না। পৃথকভাবে পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে।

১৭৭০। মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলি, হে আবুল আব্বাস! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হই যে, নবী করীম (সা) হজ্জের জন্য কখন ইহরাম বাঁধতেন। তিনি বলেন, আমি এ ব্যাপারে সকলের চেয়ে অধিক জানি। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র একবারই হজ্জ করেছেন। আর এ কারণেই লোকেরা মতানৈক্য করছে। রাসূলুল্লাহ (সা) (মদীনা হতে) হজ্জে রওনা হন। তিনি পথিমধ্যে যুল-হলায়ফা নামক স্থানে অবতরণ করে সেখানকার মসজিদে (ইহরামের জন্য) দুই রাক'আত নামায আদায় করেন। এই দুই রাক'আত নামায শেষে তিনি হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। এ সময় কিছু লোক তাঁর তালবিয়া পাঠ শোনেন এবং তারা এটা তাঁর নিকট হতে সংরক্ষণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীতে সাওয়ার হন। তারা যখন নবী করীম ﷺ কে নিয়ে চলতে শুরু করে তখন তিনি জোরে জোরে তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন। কিছু লোক তাঁর নিকট হতে এটা শুনে সংরক্ষণ করেন। আর এ ব্যাপারটি (অর্থাৎ তালবিয়া শুরু) সম্পর্কে মতানৈক্যের কারণ এই যে, লোকেরা এ সময় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করতো। এমতাবস্থায় তারা তাঁকে উটের উপর বসে চলমান অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছিল। সে কারণে, তাদের ধারণা হল যে, তিনি তখন হতেই তালবিয়া পাঠ শুরু করেন যখন তাঁর উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে চলতে শুরু করে। (বস্তৃত তারা জানত না যে, তিনি ইতিপূর্বেই তালবিয়া পাঠ শুরু করেছেন) এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) সম্মুখে অসর হন। তিনি যখন বায়দার উচ্চভূমিতে^১ ওঠেন, তখন সেখানেও তালবিয়া পাঠ করেন। এখানে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তা শুনতে পেয়ে বলেন, তিনি বায়দার উচ্চভূমিতে তালবিয়া পাঠ শুরু করেন। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সা) নামায আদায়ের পরই ইহরাম বাঁধেন এবং জোরে জোরে তালবিয়া পাঠ শুরু করেন, যখন তিনি উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে সাওয়ার হন। বায়দার উচ্চভূমিতেও তিনি জোরে জোরে তালবিয়া পাঠ করেন। রাবী সাঈদ বলেন, যারা ইব্ন আব্বাস (রা)-র অতিমত গ্রহণ করেন (এটাই হানাফী-মাযহাবের অভিমত), তারা দুই রাক'আত নামায আদায়ের পর ইহরাম বাঁধেন এবং তালবিয়া পাঠ শুরু করেন।

১৮৮১ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَ أَمْكُرِ هَذِهِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا مَا أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ •

১৭৭১। আল কা'নাবী সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের বায়দার উচ্চভূমি- যদরুন তোমরা (অজ্ঞতাবশত) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওপর মিথ্যা দোষারোপ কর। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদ হতে অর্থাৎ যুল-হলায়ফার মসজিদ হতে (দুই রাক'আত নামায আদায়ের পর) ইহরাম বাঁধেন এবং তালবিয়া পাঠ শুরু করেন।

১৮৮২ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لِمَنْ أَرَادَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا مِنْ يَأِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ

১ যুল-হলায়ফার সম্মুখ উচ্চভূমি।

تَصْبَعُ بِالصَّفْرَةِ وَرَأَيْتَكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهْلَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا الْهَلَالَ وَلَمْ تُهَلِّ أَأَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمَ
التَّرْوِيَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمَرُّ أَرْسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النَّعَالُ
السَّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ
أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصَّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبَعُ بِهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَصْبَعُ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي
لَمَرُّ أَرْسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ حَتَّى تَنْبَعِفَ بِهِ رَأِحَتُهُ ۝

১৭৭২। আল কা'নাবী উবায়দ ইবন জুরাইজ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা)-কে বলেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমি আপনাকে চারটি কাজে লিগু দেখি, যা আপনার সংগীদের কাউকে করতে দেখি না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে ইবন জুরাইজ, তা কী? তিনি বলেন, আমি আপনাকে কখনও দুই রুকনে ইয়ামানী^১ ব্যতীত অন্য রুকনগুলো স্পর্শ করতে দেখিনি। আর আমি আপনাকে এমন জুতা পরিধান করতে দেখি, যার চামড়ায় পশম নেই। আমি আপনাকে (কাপড় বা মাথা) হলুদ রং-এ রঞ্জিত করতে দেখি। আর আমি আরো দেখি যে, যখন আপনি মক্কায় অবস্থান করেন আর সেখানকার অধিবাসীরা নতুন চাঁদ দেখার সাথে সাথেই ইহরাম বাঁধে, কিন্তু আপনি তালবিয়ার দিন^২ (৮ই যিলহাজ্জ) না আসা পর্যন্ত ইহরাম বাঁধেন না। আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন, রুকনগুলো (খানায় কা'বার কোনাগুলো) স্পর্শ করা সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে উভয় রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত আর কোনো কোনো (রুকন) স্পর্শ করতে দেখিনি। আর পশমবিহীন জুতা সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এমন জুতা পরিধান করতে দেখেছি যাতে কোন পশম ছিল না। তিনি উযু করেও তা পরিধান করতেন। কাজেই আমিও তা পরিধান করতে ভালবাসি। আর হলুদ রং-এর ব্যাপার হল, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে হলুদ রং দ্বারা রঞ্জিত হতে দেখেছি। তাই আমিও তা দ্বারা রঞ্জিত হতে ভালবাসি। আর ইহরাম বাঁধা (এ বিষয়ে) আমার বক্তব্য হল, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ঐ সময় পর্যন্ত ইহরাম বাঁধতে দেখিনি, যতক্ষণ তিনি তাঁর বাহনে সাওয়ার না হতেন।

۱۷۷۳ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَنَسِ
قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِبَنِي الْحَلِيفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِبَنِي
الْحَلِيفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ فَلَمَّا رَكِبَ رَأِحَتُهُ وَأَسْتَوَتْ بِهِ أَهْلٌ ۝

১৭৭৩। আহমাদ ইবন হাম্বল আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় চার রাক'আত যুহরের নামায আদায় করেন এবং যুল-হলায়ফাতে উপনীত হয়ে দুই রাক'আত আসরের নামায আদায় করেন। তিনি ভোর পর্যন্ত এখানে রাত যাপন করেন। তিনি সেখান থেকে (যুহরের নামায আদায়ের পর) স্বীয় বাহনে সাওয়ার হন এবং বায়দা নামক স্থানে উপনীত হয়ে তালবিয়া পাঠ শুরু করেন।

১. খানায় কা'বার যে কোনায় হাজ্জের-আসওয়াদ স্থাপিত তাকে রুকনে ইয়ামানী বলে।

২. নবী করীম (সা) মক্কায় অবস্থানকালে সাধারণত ৮ই যিল-হজ্জের আগে হজ্জের বা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধতেন না এবং তালবিয়াও পাঠ করতেন না।

১৮৮৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا رَوْحٌ ثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَلَى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهْلًا ۝

১৭৭৪। আহমাদ ইব্ন হাম্বল আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যুহরের নামায (যুল-হুলায়ফাতে) আদায় করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় বাহনে আরোহণ করে যখন বায়দার উচ্চভূমিতে উপনীত হন তখন তাল্‌বিয়া পাঠ শুরু করেন।

১৮৮৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا وَهَبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ نَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ قَالَ سَعْدٌ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَخَلَ طَرِيقَ الْفُرْعِ أَهْلًا إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَإِذَا أَخَذَ طَرِيقَ أَحَدٍ أَهْلًا إِذَا أَشْرَفَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ ۝

১৭৭৫। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার আয়েশা বিন্ত সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ যখন (হজ্জের উদ্দেশ্যে) আল ফুরা'-এর পথ ধরে অগ্রসর হতেন, তখন বাহনে সাওয়ার হওয়ার পরপরই তাল্‌বিয়া পাঠ শুরু করতেন। আর যখন তিনি উহুদের পথে অগ্রসর হতেন তখন বায়দার উচ্চভূমিতে উঠে তাল্‌বিয়া পাঠ করতেন (ইহ্রাম বাঁধতেন)।

২০- بَابُ الْإِشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ

২০. অনুচ্ছেদ : হজ্জ শর্তারোপ করা

১৮৮৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّازِ عَنِ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنِ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضَبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ أَشْتَرِطُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ قَوْلِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحَلِّي مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي ۝

১৭৭৬। আহমাদ ইব্ন হাম্বল ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, একদা যুবা'আ বিন্ত যুবায়র ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি হজ্জের ইরাদা করেছি। এতে কি কোন শর্ত আরোপ করতে পারি? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, আমি কিরূপে বলব? তিনি ইরশাদ করেন : তুমি বলবে, লাঝায়কা আল্লাহুমা লাঝায়কা এবং আমার ইহ্রাম খোলার স্থান ঐ জায়গা যেখানে তুমি আমাকে আটকে রাখবে।

২১- بَابُ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ

২১. অনুচ্ছেদ : হজ্জ ইফরাদ

১৮৮৮ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا مَالِكٌ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِرِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ ۝

১৭৭৭। আল কা'নাবী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জে ইফরাদ^১ আদায় করেন।

۱۷۷۸ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى نَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِينَ هَلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ بِنَدَى الْحَلِيفَةِ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَهْلَ بِحَجِّ فَلْيَهْلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلْ قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِ وَهَيْبٍ فَإِنِّي لَوَلَا أُنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَقَالَ فِي حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ وَأَمَّا أَنَا فَأَهْلُ بِالْحَجِّ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ ثُمَّ اتَّفَقُوا فَكُنْتُ فِيهِمْ أَهْلُ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ حَضُّتُ فَدْخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ قُلْتُ وَدِدْتُ أَنْ لِمَ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ قَالَ أَرَفَضِي عُمْرَتِكَ وَأَنْقَضِي رَأْسَكَ وَامْتَشِطِي قَالَ مُوسَى وَأَهْلِي بِالْحَجِّ وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَأَصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْمُسْلِمُونَ فِي حَجِّهِمْ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الصَّوْرِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَذَسَبَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ زَادَ مُوسَى فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا وَطَافْتُ بِالْبَيْتِ فَقَضَى اللَّهُ عُمْرَتَهَا وَحَجَّهَا قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدَى زَادَ مُوسَى فِي حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ الْبَطْحَاءِ طَهَّرَتْ عَائِشَةُ •

১৭৭৮। সুলায়মান ইবন হার্ব আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যিলহাজ্জের নতুন চাঁদ উদয়ের কিছু আগে রওনা হলাম। যুলহলায়ফাতে পৌঁছে তিনি বলেন, যে কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধতে চায়, সে যেন তা বাঁধে, আর যদি কেউ উমরার ইহরাম বাঁধতে চায় তবে সে যেন তা-ই করে। উহাইবের সূত্রে মূসা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকত, তবে আমি উমরার জন্য ইহরাম বাঁধতাম। আর হাম্মাদ ইবন সালামার বর্ণনায় আছে, আমি (উমরার সাথে) হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। কেননা আমার সাথে কুরবানীর পশু আছে। এরপর উভয় হাদীসের বর্ণনাকারী, একমত হয়ে (হাদীসের বাকি অংশ) বর্ণনা করেন। এরপর আমি (আয়েশা) ছিলাম উমরার ইহরামধারীর দলভুক্ত। পথিমধ্যে আমার হয়েয শুরু হল এবং আমি কাঁদতে লাগলাম। নবী করীম ﷺ আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি, যদি আমি এ বছর (হজ্জে) বের না হতাম, তবে ভাল ছিল। তখন তিনি বলেন, তোমার উমরা ত্যাগ কর, তোমার মাথার চুল খুলে ফেল এবং চিরুনি কর এবং (রাবী মূসার বর্ণনা মতে) হজ্জের ইহরাম বাঁধ। রাবী সুলায়মানের বর্ণনায় আছে এবং মুসলমানরা তাদের হজ্জে যা করে তুমিও তা-ই কর (তাওয়াফ ব্যতীত)। এরপর তাওয়াফে যিয়ারতের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রহমান (রা)-কে (আয়েশার ভাই) নির্দেশ দিলে তিনি তাঁকে নিয়ে তান্দিম^২ নামক স্থানে যান। রাবী মূসার বর্ণনায় আরো আছে, এরপর তিনি (আয়েশা) তাঁর পূর্ববর্তী উমরার পরিবর্তে (নতুন) উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন। এরপর তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং আল্লাহ তাঁর হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করেন। রাবী হিশামের বর্ণনায় আছে, আর এরূপ

১. হজ্জে ইফরাদ হল : হজ্জের মাসসমূহে কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা এবং এর অনুষ্ঠানগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।

২. যুল-হলায়ফার সম্মুখ উচ্চভূমি।

কুরবানী জন্ম তাঁর উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়নি। রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন সালামার হাদীসে আরও বর্ণনা করেছেন যে, বাত্‌হার (মিনায় অবস্থানের) রাতে তিনি (হায়েয থেকে) পবিত্র হন।

১৮৮৭ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَا حَجَّةِ الْوُدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يُحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ .

১৭৭৯। আল কা'নাবী নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে (মদীনা হতে) রওনা হলাম। আমাদের কেউ উমরার ইহ্রাম বাঁধে, কেউ হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহ্রাম বাঁধে এবং কেউ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধে। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন। আর যারা শুধু হজ্জের অথবা একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম বাঁধে তারা কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহ্রাম খুলতে পারেনি।

১৮৮০ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَلِكٌ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ زَادَ فَلَهَا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَأَحَلَّ .

১৭৮০। ইবনুস সারহু আবুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত -পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে, যারা উমরার ইহ্রাম বাঁধেন তাঁরা ইহ্রাম খুলে ফেলেন।

১৮৮১ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ فَأَهَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلُ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطْفُءِ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَّوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ انْقِضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَرَّبْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ وَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ حَذِيهِ مَكَانُ عُمْرَتِكَ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا أُخْرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنِّي لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَانْهَاهُمْ طَوَافًا وَاحِدًا .

১৭৮১। আল কা'নাবী নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমরা (মদীনা হতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে রওনা হলাম। আমরা উমরার ইহ্রাম বাঁধলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে যেন হজ্জের সাথে উমরারও ইহ্রাম বাঁধে এবং ইহ্রাম

খুলবে না, যতক্ষণ হজ্জ ও উমরার যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ না হয়। আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপস্থিত হই। ফলে আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করতে পারিনি। এ সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেন, তুমি তোমার মাথার চুল খুলে ফেল এবং তাতে চিরুনী কর আর হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধ এবং উমরা ত্যাগ কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তা-ই করলাম। আমি হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইব্ন আবু বাকরের সাথে তানঈম নামক স্থানে পাঠান। আমি সেখান থেকে (ইহরাম বেঁধে) উমরা করি। তখন তিনি বলেন, এটাই তোমার উমরার (ইহরাম বাঁধার) স্থান (অথবা এটা তোমার পূর্বকার উমরার কাযা)। রাবী বলেন, যারা কেবল উমরার ইহরাম বেঁধেছিল তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করার পরে ইহরাম খুলে ফেলে। এরপর তারা মিনা থেকে ফিরে এসে তাদের হজ্জের জন্য পুনর্বীর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে। অপরপক্ষে যারা হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহরাম বাঁধে তারা মাত্র একবার তাওয়াফ করে।

১৮৮২ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مَوْسَى بْنُ إِسْعِيلَ نَا حَمَادَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَبِينَا بِالْحَجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرْنَى حِضْتُ فَدْخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يَبْكِيكِ يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ حِضْتُ لَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ حَجَّجْتُ فَقَالَ سَبَّحَانَ اللَّهِ إِنَّهَا ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ بَنَاتٍ إِذَا قَالَ انْسَكِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا دَخَلْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عِمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عِمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهُدَى قَالَتْ وَذَبَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن نِّسَائِهِ الْبَقْرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ الْبَطْحَاءِ وَطَهَّرَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَرْجِعُ صَوَاحِبِي بِحَجٍّ وَعِمْرَةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِالْحَجِّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ فَذَهَبَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَلَبَّتْ بِالْعِمْرَةِ •

১৭৮২। আবু সালামা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের জন্য রওনা হই। সারিফ নামক স্থানে পৌঁছে আমার হায়েয শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট উপস্থিত হন, তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে আয়েশা! তোমার কান্নার কারণ কী? আমি বলি, আমি ঋতুমতী হয়েছি। হায়! আমি যদি (এ বছর) হজ্জের জন্য না আসতাম (তবে ভাল হতো)। তখন তিনি সুবহানাল্লাহ বলেন, (এরপর ইরশাদ করেন) আল্লাহ তা'আলা এটা (হায়েয) আদমের কন্যাদের জন্য বেঁধে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন, বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত তুমি হজ্জের অন্যান্য যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন কর। এরপর আমরা মক্কায় প্রবেশের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যারা এটিকে (হজ্জ) উমরায় রূপান্তরিত করতে চায় তারা তা করতে পারে, তবে যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা ছাড়া। আয়েশা (রা) বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেন। এরপর বাত্‌হার রাতে আয়েশা (রা) হায়েয হতে পবিত্রতা অর্জন করেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সাথীরা হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন করে ফিরে যাবে, আর আমি কি কেবল হজ্জ করে ফিরব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রহমান ইব্ন আবু বাকর (রা)-কে নির্দেশ দেন। তখন তিনি তাঁকে সহ তানঈম যান আর তিনি সে স্থান হতে উমরার ইহরাম বাঁধেন।

১৮৮৩ - حَدَّثَنَا عُمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَنْزَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهُدَى أَنْ يَحِلَّ فَاحِلٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهُدَى .

১৭৮৩। উসমান ইব্ন আবু শায়বা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জের সময়) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওনা হই। আর এটা ছিল আমাদের জন্য (কেবল) হজ্জ। আমরা যখন মক্কায় উপনীত হই, তখন আমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করি। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেন, যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনেনি, সে যেন ইহরামমুক্ত হয়। অতএব, যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে আনেনি, তারা ইহরামমুক্ত হয়।

১৮৮২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عُمَانُ بْنُ عَمْرٍو نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لِمَا سَقَتْ الْهُدَى قَالَ مُحَمَّدٌ أَحْسِبُهُ قَالَ وَلَكَلْتُ مَعَ الَّذِينَ أَحَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ قَالَ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ النَّاسِ وَاحِدًا .

১৭৮৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া ইব্ন ফারিস আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যা আমি পরে জানতে পেরেছি, যদি তা আগে জানতে পারতাম তবে আমার সাথে কুরবানীর পশু আনতাম না। রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া বলেন, আমার ধারণা (আমার শায়খ উসমান ইব্ন উমার) বলেছেন, যারা উমরা সমাপনের পর হালাল হয়েছে, আমিও তাদের সাথে হালাল হতাম। রাবী মুহাম্মাদ বলেন, এই বক্তব্যের দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের হজ্জের অনুষ্ঠান একরূপ হওয়া কামনা করেছেন।

১৮৮৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَهْلَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ مَفْرَدًا وَأَقْبَلْتُ عَائِشَةَ مَهْلَةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذْ كَانَتْ بِسَرَفٍ عَرَكْتُ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحِلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هُدًى قَالَ فَقُلْنَا جِلٌّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَكَبَسْنَا ثِيَابَنَا وَكَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعَ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ عَائِشَةَ فَوَجَّهَهَا تَبْكِي فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحِلِّ وَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ بَنَاتٍ إِذَا فَاغْتَسَلِي ثُمَّ أَهْلِي بِالْحَجِّ فَعَلْتُ وَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهَّرْتُ طَافْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتُ مِنْ حَجِّكَ وَعَمْرَتِكَ جَمِيعًا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ جِئْتُ حَجَّجْتُ قَالَ فَادْهَبِي بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَاغْمِيهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ .

১৭৮৫। কুতায়বা ইবন সাঈদ জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহ্রাম (বাঁধা) অবস্থায় হজ্জে-ইফরাদ আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে রওনা হই। আর আয়েশা (রা) কেবলমাত্র উমরার ইহ্রাম বাঁধেন। এরপর যখন তিনি সারিফ নামক স্থানে উপনীত হন, তখন তিনি ঋতুমতী হন। আমরা মক্কায় উপস্থিত হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ সম্পন্ন করি। আমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে হালাল হতে নির্দেশ দেন। রাবী (জাবির) বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই হালাল হওয়ার অর্থ কি? তিনি বলেন, সর্বপ্রকার কাজের জন্য হালাল হওয়া। আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলাম, সুগন্ধি মাখলাম এবং (সেলাই করা) কাপড় পরিধান করলাম আর আমাদের মধ্যে ও আরাফাতের (দিনের) মধ্যে মাত্র চার রাত্রের ব্যবধান ছিল। এরপর আমরা তারবিয়ার দিন (হজ্জের) ইহ্রাম বাঁধি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে কাঁদতে দেখেন। তিনি তার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বলেন, আমি ঋতুমতী হয়েছি। মানুষেরা (উমরার অনুষ্ঠানাদি শেষে) ইহ্রাম খুলেছে, আর আমি ইহ্রাম খুলতে পারিনি এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফও করতে পারলাম না। আর লোকেরা এখন হজ্জের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা এটাকে (হায়েয) আদম তনয়াদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। তুমি গোসল কর এবং হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধ। অতএব, তিনি তা-ই করলেন এবং অবস্থানের স্থানসমূহে অবস্থান করেন। এরপর তিনি পবিত্রতা হাসিলের পর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এখন তুমি তোমার হজ্জ হতে হালাল হয়েছ এবং তোমার উমরা হতেও। তিনি (আয়েশা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মনে হচ্ছে, হজ্জের সময় আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিনি। তখন নবী করীম ﷺ বলেন, হে আবদুর রহমান! তুমি তাকে নিয়ে তানঈম নামক স্থানে যাও এবং তাকে উমরা করাও। আর এটা ছিল, হাস্বার রাত (১৪ যিল-হজ্জের রাত)।

১৮৮১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَبْعُضُ هَذِهِ الْقِصَّةَ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَاهْلِي بِالْحَجِّ ثُمَّ حَجِّي وَأَمْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي.

১৭৮৬। আহমাদ ইবন হাম্বল জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। এই বর্ণনায় আরও আছে, “তুমি হজ্জের ইহ্রাম বাঁধ, হজ্জ আদায় কর এবং হাজ্জীগণ যা করেন তুমিও তা-ই কর, কিন্তু তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না এবং নামায পড়বে না।”

১৮৮২ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْثِدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَهْلَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا يَخَالِطُوهُ شَيْءٌ فَقَدْ مَنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلُونَ مِنِّي الْحَجَّةَ نَطَفْنَا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ لَوْلَا هَذِي لَحَلَلْتُ ثُمَّ قَا سَرَاتَةَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَتَعْتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلْ هِيَ لِللَّيْلِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَحْكِي بِهَذَا فَلَمْ أَحْفَظْهُ حَتَّى لَقَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَثْبَتَهُ لِي.

১৭৮৭। আল আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন মুরীদ জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হই। যিলহজ্জের চার রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মক্কায় উপনীত হই এবং (বায়তুল্লাহ্) তাওয়াফ ও (সাফা-মারওয়ার মধ্যে) সা'ঈ করি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন, যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকত তবে আমিও হালাল হতাম। তখন সুরাকা ইব্ন মালিক (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এ ধরনের ফায়দা গ্রহণের সুযোগ কি কেবলমাত্র এ বছরের জন্য না চিরকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, বরং চিরকালের জন্য। রাবী আওয়ায়ী (র) বলেন, আমি আতা ইব্ন আবু রিবাহ্কে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি! কিন্তু আমি তা সংরক্ষণ করতে পারিনি। এরপর আমি ইব্ন জুরায়জের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন।

১৮৮৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِ آرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لِأَرْبَعِ خَلْوَنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ اسْتِزْوِيَةِ أَهْلُوا بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ قَدِمُوا فَطَافُوا بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

১৭৮৮। মুসা ইব্ন ইসমাঈল জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ যিলহজ্জের চার রাত অতিবাহিত হওয়ার পর মক্কায় প্রবেশ করেন। অতঃপর তাঁরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ সম্পন্ন করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা (তাওয়াফ ও সা'ঈ) উমরা হিসেবে গণ্য কর, অবশ্য যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে যেন এরূপ না করে। এরপর তারবিয়ার রাতে তারা হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন। এরপর নাহরের দিন সমাগত হলে তারা (মক্কায়) এসে (বায়তুল্লাহ্) তাওয়াফ করেন এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ (সা'ঈ) পরিহার করেন।

১৮৮৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ نَا حَبِيبٌ يَعْنِي الْمَعْلَرَّ عَنْ عَطَاءِ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْلٌ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ هَدْيٌ إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ وَطَلْحَةُ وَكَانَ عَلَى رِضَى اللَّهِ عَنْهُ قَدِ آ مِنَ الْيَمِينِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ أَهَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا ثُرً يَقْصِرُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنِّي وَذُكُورُنَا تَقَطَّرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْ لَا أَنَّ مِثْلِي الْهَدْيُ لَأَحَلَلْتُ .

১৭৮৯। আহমাদ ইব্ন হাম্বল..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন। কিন্তু তখন নবী করীম ﷺ ও তালহা (রা) ব্যতীত আর কারো সাথে কুরবানীর পশু ছিল না। আর এ সময় আলী (রা) ইয়ামান হতে আগমন করেন এবং তার সাথেও কুরবানীর পশু ছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেরূপ ইহ্রাম বেঁধেছেন আমিও সেরূপ ইহ্রাম বাঁধলাম। নবী করীম ﷺ তাঁর সাথীদের

নির্দেশ দেন যে, তারা যেন এটাকে উমরায় পরিণত করে এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে এবং মস্তক মুণ্ডনের (বা চুল ছোট করে কর্তনের) পর হালাল হয়। অবশ্য যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা ব্যতীত। তারা বলেন, আমরা মিনার দিকে এমন অবস্থায় যাই যে আমরা স্ত্রী সহবাস করেছি। এই কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, আমি যা পরে অবহিত হয়েছি যদি তা পূর্বে অবগত হতে পারতাম তবে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না। আর আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমি অবশ্যই ইহরাম খুলে ফেলতাম।

১৮৭০ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرَ حَدَّثَنَا عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ مَجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلِّ الْحِلَّ كُلَّهُ وَقَدْ دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِنْكَ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ •

১৭৯০। উসমান ইবন আবু শায়বা ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, এ সে উমরা যার মাধ্যমে আমরা উপকৃত হয়েছি। যার সাথে কুরবানীর পশু নেই সে যেন পুরাপুরি হালাল হয়। আর উমরা কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুনকার হাদীস এবং তা ইবন আব্বাস (রা)-র নিজের কথা।

১৮৭১ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي نَا النَّهَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَهَلَ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَانَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ وَهِيَ عُمْرَةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَطَاءٍ دَخَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مَهْلِينَ بِالْحَجِّ خَالِصًا فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ عُمْرَةً •

১৭৯১। উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, যখন কোন লোক হজ্জের ইহরাম বাঁধে এবং মক্কায় উপনীত হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ সম্পন্ন করে, অতঃপর সে হালাল হয় তা (তার) উমরা। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইবন জুরায়জ (র) এক ব্যক্তির সূত্রে, তিনি আতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ কেবল হজ্জের ইহরাম বেঁধে (মক্কায়) প্রবেশ করেন। নবী করীম ﷺ তাকে উমরায় পরিণত করেন।

১৮৭২ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكِرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا نَا هُشَيْرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنِ مَجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ طَانَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ ابْنُ شَوْكِرٍ وَلَمْ يَقْصِرْ وَلَمْ يَحِلِّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْيِ وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيِ أَنْ يَطُوفَ وَأَنْ يَسْعَى وَيَقْصِرَ ثُمَّ يَحِلَّ زَادَ ابْنُ مَنِيعٍ أَوْ يَحْلِقَ ثُمَّ يَحِلَّ •

১৭৯২। আল হাসান ইবন শাওকার ও আহমাদ ইবন মুনী'..... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কেবল হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধেন। অতঃপর তিনি মক্কায় উপনীত হয়ে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ ও (সাফা-মারওয়ার মধ্যে) সা'ঈ সম্পন্ন করেন। রাবী ইবন শাওকার বলেন, কুরবানীর পশু সংগে আনাতে নবী করীম

☞ মাথার চুল খাট করেননি এবং হালালও হননি। আর যারা নিজেদের সাথে কুরবানীর পশু আনেনি, তিনি তাদেরকে (উমরার জন্য) তাওয়াফ ও সাঈ সম্পন্ন করার পর চুল খাটো করা এবং হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন।

১৮৭৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَيْسَى الْخُرَّاسَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَى عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ •

১৭৯৩। আহমাদ ইবন সালিহ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ-এর একজন সাহাবী উমার ইবনুল খাতাব (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর মৃত্যুকালীন রোগে আক্রান্ত থাকা অবস্থায় হজ্জের পূর্বে উমরা করা নিষেধ করতে শুনেছি।

১৮৭৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى أَبُو سَلَمَةَ نَا حَمَادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهَمَّانِيِّ خِيَوَانَ بْنِ خُلْدَةَ مِمَّنْ قَرَأَ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سَفْيَانَ قَالَ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كَذَا وَكَذَا وَرَكُوبِ جُلُودِ النَّمُورِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالُوا أَمَا هَذَا فَلَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا مَعَهُمْ وَلَكِنْ كُنْتُمْ تَسِيئْتُمْ •

১৭৯৪। মুসা আবু সালামা মু'আবি'আ ইবন আবু সুফইয়ান (রা) নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি অবগত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক, অমুক জিনিস ও চিতাবাঘের চামড়ার উপর সাওয়াফ হতে নিষেধ করেছেন? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, আপনারা কি অবহিত আছেন যে, তিনি হজ্জ ও উমরা একত্রে করতে নিষেধ করেছেন? তাঁরা বলেন, এ সম্পর্কে আমরা কিছুই অবগত নই। তিনি বলেন, এটাও ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু আপনারা তা ভুলে গেছেন।

২২- بَابُ فِي الْإِقْرَانِ

২২. অনুচ্ছেদ : হজ্জ কিরান

১৮৭৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْرٌ أَنَا يَكِيْبِيُّ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَهِيْبٍ وَحَمِيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبِي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا •

১৭৯৫। আহমাদ ইবন হাম্বল আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তারা (ইয়াহুইয়া, আবদুল আযীয প্রমুখ) তাঁকে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলতেন : لَبَّيْكَ আমি হজ্জ ও উমরার জন্য (হে আল্লাহ) তোমার সমীপে হাজির।

১৮৭৬ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مَوْسَى بْنُ إِسْعِيلَ نَا وَهَيْبٌ نَا وَيُؤَبُّ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاتَ بِهَا يَعْنِي بِنِي الْحَلِيفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهُ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَ النَّاسُ بِوَمَا فَلَمَّا قَرِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ بَدُنَاتٍ بَيْنَهُ قِيَامًا .

১৭৯৬। আবু সালামা মুসা ইবন ইসমাঈল আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ যুল-হুলায়ফায় রাত যাপন করেন। অতঃপর সকাল হলে তিনি উদ্বীতে আরোহণ করেন। বায়দা নামক স্থানে উপনীত হলে তিনি আল্লাহ তা'আলার হাম্দ, তাসবীহ ও তাকবীর আদায় করেন এবং পরে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধেন। আর তাঁর সাথী সাহাবীগণও হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধেন। এরপর আমরা মক্কায় উপনীত হলে তিনি নির্দেশ দেন এবং তদনুযায়ী লোকেরা ইহরাম মুক্ত হয় (যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না)। অতঃপর তারবিয়ার দিন সমাগত হলে তারা হজ্জের ইহরাম বাঁধেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে সাতটি উট দণ্ডায়মান অবস্থায় যবেহ করেন।

১৮৭৮ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا حَجَّاجٌ نَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ فَاصْبَتْ مَعَهُ أَوْاقًا مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا مَبِينًا وَقَدْ نَضَحَتْ الْبَيْتَ بِنُضُوحٍ فَقَالَتْ مَا لَكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَاحْلُوا قَالَ قُلْتُ لَهَا إِنِّي أَهْلَيْتُ بِأَهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِي كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ قُلْتُ أَهْلَيْتُ بِأَهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَإِنِّي قَدْ سَقَيْتُ الْهُدَى وَقَرَنْتُ قَالَ فَقَالَ لِي إِنَّكَ مِنَ الْبَدَنِ سَبْعًا وَسِتِّينَ أَوْسًا وَسِتِّينَ وَأَمْسِكَ لِنَفْسِكَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَأَمْسِكَ لِي مِنْ كُلِّ بَدْنَةٍ مِنْهَا بَضْعَةٌ .

১৭৯৭। ইয়াহইয়া ইবন মুঈন বারাআ ইবন আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-র সাথে ছিলাম, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইয়ামানের আমীর নিযুক্ত করে পাঠান। রাবী বলেন, আমি তাঁর সাথে কিছু স্বর্ণ জমা করি। তিনি বলেন, এরপর আলী (রা) যখন ইয়ামান হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট (মক্কায়) আগমন করেন, আলী (রা) বলেন, তখন আমি ফাতিমা (রা) কে একখণ্ড রঙিন কাপড় পরিহিতা অবস্থায় দেখতে পাই। আর তিনি ঘর সুগন্ধিতে ভরে তোলেন। তিনি আলীকে বলেন, আপনার কী হল? আপনি ইহরাম খোলছেন না? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে ইহরামমুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আলী (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম, আমি নবী করীম ﷺ-এর অনুরূপ (নিয়্যতে, ইহরাম বেঁধেছি। আলী (রা) বলেন, অতঃপর আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কীরূপ ইহরাম বেঁধেছ? আমি বলি, আমি নবী করীম ﷺ-এর অনুরূপ ইহরাম বেঁধেছি। তখন তিনি বলেন, আমি তো কুরবানীর পশু পাঠিয়েছি এবং কিরান হজ্জের

১. হজ্জ ও উমরাকে একই সঙ্গে সম্পন্ন করাকে হজ্জ কিরান বলে।

ইহরাম বেঁধেছি। আলী (রা) বলেন, তিনি আমাকে বললেন, তুমি ৬৭টি বা ৬৬টি উট কুরবানী কর আর ৩৩টি বা ৩৪টি (আমার জন্য) রেখে দাও। আর প্রতিটি উট হতে আমার জন্য এক টুকরা করে গোশত রেখে দাও।

১৮৭৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْكَيْهِدِ عَنِ مَنصُورٍ عَنِ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ

الصَّبِيُّ بْنُ مَعْبُدٍ أَهْلَكْتُ بِهِمَا مَعًا فَقَالَ عُمَرُ هَدَيْتَ لِسَنَةِ نَبِيِّكَ ﷺ .

১৭৯৮। উসমান ইবন আবু শায়বা আবু ওয়ায়েল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল সুবাই ইবন মা'বাদ বলেছেন, আমি একত্রে হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধি। উমার (রা) আমাকে বলেন, তুমি তোমার নবী ﷺ-এর সুন্নাত পেয়ে গেছ।

১৮৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيُنٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْكَيْهِدِ

عَنِ مَنصُورٍ عَنِ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصَّبِيُّ بْنُ مَعْبُدٍ : كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَاسَلَمْتُ فَاتَيْتُ رَجُلًا مِّنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ هَلْيَمُ بْنُ ثُرَمَلَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا هَذَا إِنِّي حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَكَيْفَ لِي بِأَنْ أَجْمَعَهُمَا قَالَ أَجْمَعُهُمَا وَأَذْبِحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَأَهْلَكْتُ بِهِمَا مَعًا فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعَدْنِيَّ لَقِينِي سَلْمَانَ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صَوْحَانَ وَأَنَا أَهْلٌ بِهِمَا جَمِيعًا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَا هَذَا بِأَفْقَهُ مِنْ بَعِيرِهِ قَالَ فَكَانَهَا أَلْقَى عَلَى جَبَلٍ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا وَإِنِّي اسَلَمْتُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَاتَيْتُ رَجُلًا مِّنْ قَوْمِي فَقَالَ لِي إِجْمَعُهُمَا وَأَذْبِحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَإِنِّي أَهْلَكْتُ بِهِمَا مَعًا فَقَالَ لِي عُمَرُ هَدَيْتَ لِسَنَةِ نَبِيِّكَ ﷺ .

১৭৯৯। মুহাম্মাদ ইবন কুদামা ইবন আ'যুন ও উসমান ইবন আবু শায়রা আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-সুবাই ইবন মা'বাদ বললেন, আমি একজন খ্রিষ্টান বেদুইন ছিলাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। এরপর আমি হুযাইম ইবন ছুরমাল্লা নামে কথিত আমার গোত্রের এক ব্যক্তির নিকট এলাম। আমি তাকে বললাম, হে তুমি! আমি জিহাদে যোগদানে আগ্রহী এবং এদিকে আমি নিজের উপর হজ্জ ও উমরাও বাধ্যতামূলক দেখছি। উভয়টি (হজ্জ-উমরা) আমি কীভাবে একত্র করব? সে বলল, তুমি একত্রে উভয়টির জন্য ইহরাম বাঁধ এবং তোমার জন্য সহজলভ্য পশু কুরবানী কর। অতএব, আমি একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধলাম। আমি আল উযাইব নামক স্থানে পৌঁছলে সালমান ইবন রবী'আ ও যায়দ ইবন সাওহান আমার সাথে মিলিত হন, তখন আমি হজ্জ ও উমরা উভয়ের তালবিয়া পাঠরত ছিলাম। তখন তাদের একজন অপরজনকে বলেন, এই ব্যক্তি তার উটের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান নহ। রাবী বলেন, আমার মাথায় যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল। আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট এসে তাঁকে বললাম, হে আমিরুল মু'মিনীন! আমি একজন খ্রিষ্টান বেদুইন ছিলাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি জিহাদে যোগদানে আগ্রহী এবং অপর দিকে আমি নিজের উপর হজ্জ ও উমরাও বাধ্যতামূলক দেখছি। আমি (এর সমাধান

পেতে) আমার গোত্রের এক ব্যক্তির নিকট এলে তিনি বলেন, তুমি একত্রে উভয়টির ইহরাম বাধ এবং তোমার জন্য সহজলভ্য পশু কুরবানী কর। আমি উভয়টির জন্য একত্রে ইহরাম বেঁধেছি। উমার (রা) বলেন, তুমি তোমার নবী করীম ﷺ -এর সুনাত (পথ) পেয়ে গেছ।

১৮০০ - حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ نَا مِسْكِينٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ بَنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ أُتِيتُ مِنْ عِنْدِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ فَقَالَ صَلَّى فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقَالَ عُمَرَةُ فِي حَجَّةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَقُلْتُ عُمَرَةُ فِي حَجَّةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَقُلْتُ عُمَرَةُ فِي حَجَّةٍ ۝

১৮০০। আনু নুফায়লী ইকরামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমার নিকট উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, এক রাতে আমার নিকট একজন আগমনকারী আমার মহিমাম্বিত রবের নিকট হতে আগমন করেন। উমার (রা) বলেন, ঐ সময় তিনি আকীক নামক স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। সেই আগমনকারী বলেন, আপনি এই পবিত্র প্রান্তরে নামায আদায় করুন এবং বলুন, হজ্জের মধ্যেই উমরা (অর্থাৎ হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করা ভাল)।

১৮০১ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا ابْنُ أَبِي زَائِنَةَ تَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ لَهُ سَرَّاقَةٌ بَنُ مَالِكِ الْمُدَلَجِيِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْضِ لَنَا قِضَاءَ قَوْمِ كَانَمَا وَلِئُوا الْيَوْمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمَرَةَ فَإِذَا قَدْ مِتُّمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ۝

১৮০১। হান্নাদ ইবনু সারী আর-রাবী' ইবন সাবুরা (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা (মদীনা হতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে রওনা হই। আমরা যখন উসফান নামক স্থানে ছিলাম, তখন সুরাকা ইবন মালিক মুদলাজী (রা) তাকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমাদের বিস্তারিতভাবে (হজ্জের বিষয়) এমনভাবে বুঝিয়ে দিন যেভাবে সদ্য প্রসূত শিশুদের বুঝানো হয় (অর্থাৎ উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিন যাতে মূর্খরাও বুঝতে পারে)। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ তোমাদের এই হজ্জের মধ্যে উমরাকেও প্রবেশ করিয়েছেন। কাজেই তোমরা মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহর তাওয়াক্ব ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করবে, অতঃপর হালাল হবে। অবশ্য, যদি কারো সাথে কুরবানীর পশু থাকে, তবে সে হালাল হবে না।

১৮০২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوَّاهِبِ بْنُ نَجْدَةَ نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ نَا يَحْيَى الْمَعْنَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ قَصْرَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتَهُ يَقْصِرُ عَنْهُ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ •

১৮০২। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্ন নাজদা ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া ইব্ন আব্ব সুফইয়ান (রা) তাকে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, আমি মারওয়া নামক স্থানে নবী করীম ﷺ-এর চুল মোবারক তীরের ফলার সাহায্যে ছোট করে দেই। অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি মারওয়া নামক স্থানে তাঁর চুল মোবারক তীরের ফলার সাহায্যে কাটাতে দেখি।

১৮০৩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَعْنَى قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْرٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي قَصْرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ أَعْرَابِيٍّ عَلَى الْمَرْوَةِ وَزَادَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ بِحَجَّتِهِ •

১৮০৩। আল-হাসান ইব্ন আলী ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুয়া ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বলেন, আপনি কি অবহিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল মোবারক মারওয়া নামক স্থানে আরবীয় তীরের অগ্রবর্তী অংশের সাহায্যে ছোট করেছিলাম? রাবী আল-হাসানের বর্ণনায় আরও আছে- তাঁর হজ্জের সময়।

১৮০৪ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَعَاذٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمِ الْقُرَيْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهْلُ النَّبِيِّ ﷺ بِعَمْرَةَ وَأَهْلُ أَصْحَابِهِ بِحَجٍّ •

১৮০৪। ইব্ন মু'আয মুসলিম আল-কুরা (র) হতে বর্ণিত। তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী করীম ﷺ উমরার ইহ্রাম বাঁধেন এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের (ইহ্রাম বাঁধেন)।

১৮০৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَقِيلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ سَالِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ بِالْعَمْرَةَ إِلَى الْحَجِّ فَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَ الْهُدَى مِنْ ذِي الْحَلِيفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهْلَ بِالْعَمْرَةَ ثُمَّ أَهْلَ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعَمْرَةَ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهُدَى وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ حَرَامٌ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطْفِئْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيَقْصِرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيَهْلِ بِالْحَجِّ وَلِيَهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدًى فَلْيَصِرْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ تُرَّحَّبُ ثَلَاثَةَ أَطْوَانٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَانٍ تُرَّرَكَعُ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمُقَامِ رَكْعَتَيْنِ تُرَّسَمَرُ فَانصَرَفَ فَاتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَانٍ تُرَّسَمَرُ يُحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ تُرَّحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْدَى وَسَاقِ الْهَدْيِ مِنَ النَّاسِ .

১৮০৫। আবদুল মালিক ইবন শু'আইব ইবন লাইস সালিম ইবন আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জে তামাত্তো হজ্জ করেন, অর্থাৎ হজ্জের পূর্বে উমরা করেন। তিনি যুল-হুলায়ফা হতে ইহরাম বাঁধেন এবং নিজের সাথে কুরবানীর পশু নেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হজ্জ একরূপে শুরু করেন যে, তিনি প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধেন, এরপর হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। আর লোকেরাও নবী করীম ﷺ -এর সাথে হজ্জের পূর্বে উমরা করেন। কতিপয় লোক সাথে কুরবানীর পশু নেন আর কারো সাথে তা ছিল না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় উপনীত হন, তখন তিনি লোকদের বলেন, যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ না করা পর্যন্ত ইহরামমুক্ত হতে পারবে না। আর যাদের সাথে কুরবানীর পশু নাই, তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'ঈ সম্পন্ন করে, মাথার চুল কেটে এরপর উমরা হতে হালাল হবে, তারপর হজ্জের ইহরাম বাঁধবে এবং কুরবানী করবে। আর যে ব্যক্তি কুরবানী করতে অক্ষম সে যেন হজ্জের মধ্যে (সময়ে) তিনদিন এবং পরে নিজের পরিবারে প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন রোযা রাখে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় উপনীত হওয়ার পর সর্বপ্রথম হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। এরপর সাতবার তাওয়াফের মধ্যে প্রথম তিন (বার) তাওয়াফ তিনি দ্রুত পদক্ষেপে সম্পন্ন করেন এবং বাকি চার (বার) তাওয়াফ সাধারণ গতিতে হেঁটে সমাপ্ত করেন। তাওয়াফ সমাপনান্তে তিনি মাকামে ইব্রাহীমের নিকট দুই রাক'আত নামায আদায় করেন এবং সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন। এরপর তিনি সাফা পাহাড়ের নিকট আসেন এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাতবার সা'ঈ করেন। অতঃপর হজ্জ সমাপন, কুরবানীর দিন কুরবানী করা এবং এরপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত তিনি ইহরাম খোলেননি। এরপর যাবতীয় হারাম বস্তু হতে হালাল হন। (অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস, শিকার ও অন্যান্য বস্তু যা হজ্জের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল তা হালাল হয়) আর যেসব লোক কুরবানীর পশু সংগে এনেছিলেন তাঁরাও ঐরূপ করেন-যে রূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন।

১৮০৬ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا وَكُرِّحَلِّلُ أَنتَ مِنْ عَمْرَتِكَ فَقَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ الْهَدْيَ .

১৮০৬। আল কানাবী নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী হাফসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকদের অবস্থা কি, তারা তো (উমরার পরে) হালাল হয়েছে (ইহরাম খুলেছে)। কিন্তু আপনি তো আপনার উমরার পরে হালাল হননি? তিনি বলেন, আমি আমার মাথার চুল জমাটবদ্ধ করেছি এবং আমার কুরবানীর উটের (পশুর) গলায় কিলাদা (মালা) পরিধান করিয়েছি। কাজেই যতক্ষণ না আমি আমার কুরবানীর পশু যবেহ করব, ততক্ষণ হালাল হতে পারব না।

২২- بَابُ الرَّجُلِ يَهْلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً

২৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তিত করে

১৮০৮ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُولُ فِي مَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرُّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৮০৭। হান্নাদ ইবনুস সারী সুলাইম ইবনুল আস্‌ওয়াদ (র) হতে বর্ণিত। আবু যার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তন করে-এরূপ করা ঠিক নয় বরং তা কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যারা ছিলেন তাদের জন্য বৈধ ছিল।

১৮০৮ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ أَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَخَّ الْحَجَّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا قَالَ بَلْ لَكُمْ خَاصَّةً .

১৮০৮। আন নুফায়লী হারিস ইবন বিলাল ইবনুল হারিস (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তন করার সুযোগ কি কেবল আমাদের জন্য, না কি তা আমাদের পরবর্তী লোকেরাও করতে পারবে? তিনি বলেন, বরং তা বিশেষভাবে তোমাদেরই জন্য।

২৩- بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

২৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষে (বদলী) হজ্জ করে

১৮০৯ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ عَنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْتَقِرُ إِلَيْهَا وَتَنْتَقِرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَرِّفُ وَجْهَهُ الْفَضْلَ إِلَى الشَّقِّ الْأَخْرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي فَرِيضَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَتْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَأَحَجَّ عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

১৮০৯। আল কা'নাবী আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ফায়ল ইবন আব্বাস (রা) একই বাহনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পশাতে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় খাছ'আম গোত্রের জনৈক মহিলা, তাঁর নিকট ফাত্বা গ্রহণের জন্য আসে। তখন ফায়ল (রা) মহিলার প্রতি এবং মহিলা ফায়লের প্রতি তাকাতে থাকলে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায়লের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেন। মহিলা জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের উপর তাঁর ফরযকৃত হজ্জ আমার পিতার উপর এমন অবস্থায় ফরয হয়েছে যে, বার্বকোর কারণে তার পক্ষে বাহনে স্থির হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। আমি কি তার পক্ষে (বদলী) হজ্জ করতে পারি? তিনি বলেন, হাঁ। আর এটা ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।

১৮১০ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قَالَ حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَامِرٍ إِنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَا الظَّنَّ قَالَ أَحْبَبْتُ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمَرْتُ .

১৮১০। হাফস ইবন উমার ও মুসলিম ইবন ইব্রাহীম আমের গোত্রের আবু রায়ীন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, আর তিনি হজ্জ ও উম্‌রা আদায় করতে অসমর্থ এবং সাওয়ার হতেও অপারগ। তিনি বলেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উম্‌রা কর।

১৮১১ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَ إِسْحَقُ نَا عَبْنَةَ بِنِ سَلِيمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُرْوَبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَيْكَ عَنْ شَبْرَمَةَ قَالَ مَنْ شَبْرَمَةَ قَالَ أَح لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَّكَتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ تُرْحَجُ عَنْ شَبْرَمَةَ .

১৮১১। ইসহাক ইবন ইসমাইল ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ জৈনিক ব্যক্তিকে বলতে শুনে, “লাব্বায়কা আন্ শুব্বরুমাতা” (আমি শুব্বরুমার পক্ষে হাযির)। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : শুব্বরুমা কে? সে ব্যক্তি বলে, আমার ভাই অথবা আমার বন্ধু। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : আচ্ছা, তুমি কি হজ্জ করেছ? সে বলে, না। তিনি বলেন : প্রথমে তুমি নিজের হজ্জ আদায় কর, পরে শুব্বরুমার হজ্জ সম্পন্ন কর।

২৫- بَابُ كَيْفِ التَّلْبِيَةِ

২৫. অনুচ্ছেদ : তালবিয়া কীভাবে পড়বে

১৮১২ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بَيْنَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

১৮১২। আল কানাবী আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তালবিয়া ছিল : اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ অর্থাৎ আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির, কোন শরীক নেই তোমার, আমি হাযির, নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নি'আমত তোমারই এবং সকল সাম্রাজ্যও তোমার, কোন শরীক নেই তোমার। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) তাঁর তালবিয়ার আরম্ভে বলতেন- “লাব্বায়কা লাব্বায়কা লাব্বায়কা ওয়া; সা'আদায়কা ওয়া; ল খায়রু বিয়াদায়কা ওয়া; রুগ্বাউ ইলায়কা ওয়া; আমালু”।

১৮১৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَىٰ بِنُ سَعِيدٍ نَا جَعْفَرٌ نَا أَبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالنَّاسُ يُزِيدُونَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَسْمَعُ فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا .

১৮১৩। আহমাদ ইবন হাম্বল জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম বাঁধেন। এরপর ইবন উমার (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ তালবিয়ার উল্লেখ করেছেন। জাবির (রা) আরো বলেন, লোকেরা তালবিয়ার মধ্যে “যাল মা ‘আরিজ” ইত্যাদি শব্দ বলত এবং নবী করীম ﷺ তাতে কিছু বলতেন না।

১৮১৪ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْرًا عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَانِي جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُمِرَ أَحْسَابِي وَمَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوْ قَالَ بِالتَّلْبِيَةِ يُرِيدُ أَحَدَهُمَا .

১৮১৪। আল কা'নাবী খাল্লাদ ইবনুস সায়িব আল আনসারী (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জিব্রাঈল (আ) আমার নিকট এসে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আমার সাথী ও সাহাবীদের নির্দেশ দেই, তারা যেন উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করে।

২৬- بَابٌ مِّنْهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

২৬। অনুচ্ছেদ : তালবিয়া পাঠ কখন বন্ধ করবে

১৮১৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيعٌ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

১৮১৫। আহমাদ ইবন হাম্বল ফায়ল ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জাম্বরাতুল আকাবাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করার পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতেন।

১৮১৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ نَا يَحْيَىٰ بِنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مِّنَى إِلَى عَرَفَاتٍ مِّنَا الْمَلْيَى وَمِنَا الْمَكْبَرِ .

১৮১৬। আহমাদ ইবন হাম্বল আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, প্রত্যুষে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মিনা হতে আরাফাতে রওনা হই। এ সময়ে আমাদের মধ্যে কেউ তালবিয়া আর কেউ তাক্বীর পাঠে রত ছিল।

২৭- بَابُ مَنِي يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلِيَةَ

২৭. অনুচ্ছেদ : উমরা পালনকারী কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে

১৮১৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَلْبِي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سَلِيمَانَ وَهَمَّاءُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا .

১৮১৭। মুসাদ্দাদ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, উমরাকারী হাজ্জরে আসওয়াদ চুম্বন না করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে।

২৮- بَابُ الْمَحْرَمِ يُودِبُ غُلامَهُ

২৮. অনুচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় কোনো ব্যক্তি নিজ গোলামকে প্রহার করলে

১৮১৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ أَنَا ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُجَّاجًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرَجِ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَزَلْنَا فَجَلَسْتُ عَائِشَةَ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي وَكَانَتْ زَمَلَتْهُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَمَلَتْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاحِدَةً مَعَ غُلامٍ لِأَبِي بَكْرٍ فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرَةٌ قَالَ آيُنَ بَعِيرِكَ قَالَ أَضَلَلْتَنِي الْبَارِحَةَ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعِيرٌ وَاحِدٌ تَضَلُّهُ قَالَ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَسَّرُ وَيَقُولُ انظُرُوا إِلَى هَذَا الْمَحْرَمِ مَا يَصْنَعُ قَالَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْ يَقُولَ انظُرُوا إِلَى هَذَا الْمَحْرَمِ مَا يَصْنَعُ وَيَتَبَسَّرُ .

১৮১৮। আহমাদ ইবন হাম্বল আসমা বিন্ত আবু বাকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (বিদায় হজ্জের সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা আরাজ নামক স্থানে উপনীত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহন থেকে অবতরণ করলেন এবং আমরাও অবতরণ করলাম। আয়েশা (রা) নবী করীম ﷺ এর পার্শ্বে উপবেশন করেন এবং আমি আমার পিতা (আবু বাকর (রা))-এর পার্শ্বে উপবেশন করি। আবু বাকর (রা) ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খাদ্য-পানীয় ও সফরের সরঞ্জাম একই সংগে আবু বাকরের একটি গোলামের নিকট (একটি উষ্ট্রের পৃষ্ঠে) রক্ষিত ছিল। আবু বাকর (রা) গোলামের অপেক্ষায় ছিলেন (যেন খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা যায়)। কিন্তু সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হল যে, সে উট তার সাথে ছিল না। তিনি (আবু বাকর) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার সে উটটি কোথায়? জবাবে সে বলল, আমি গতকাল তাকে হারিয়ে ফেলেছি। আবু বাকর (রা) বলেন, মাঝ

একটি উট, তুমি তাও হারিয়ে ফেললে? রাবী বলেন, তখন তিনি তাকে মারধর করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হেসে বলেনঃ তোমরা এ মুহরিম ব্যক্তির দিকে দেখ, কী করছে। রাবী ইবন আবু রিয়মা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ উক্তির চাইতে অধিক কিছু বলেননি যে, “ তোমরা এ মুহরিম ব্যক্তির দিকে দেখ কী কাজ করছে, আর তিনি মুচকি হাসছিলেন।

২৭- بَابُ الرَّجُلِ يُحْرَأُ فِي ثِيَابِهِ

২৯. অনুচ্ছেদ ৪ পরিধেয় বস্ত্রে ইহরাম বাঁধা

১৮১৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هَمَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ أَنَا صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْحَجْرِائَةِ وَعَلَيْهِ أَثَرُ خُلُقٍ أَوْ قَالَ صُفْرَةٍ وَعَلَيْهِ جَبَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيَ فَلَمَّا سُرِيَ عَنْهُ قَالَ أَيُّ السَّائِلِ عَنِ الْعُمْرَةِ أَغْسِلَ عَنْكَ أَثَرَ الْخُلُقِ أَوْ قَالَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ وَأَخْلَعَ الْجَبَّةَ عَنْكَ وَأَصْنَعَ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ .

১৮১৯। মুহাম্মাদ ইবন কাছীর সাফওয়ান ইবন ইয়া'লা ইবন উমাইয়্যা। তার পিতা হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি, জিইরানানা নামক স্থানে নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। এ সময় তার (কাপড়ের) উপর খালুকের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, অথবা (রাবীর সন্দেহ) হলুদ বর্ণের চিহ্ন ছিল। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কী নির্দেশ দেন, যদি আমি আমার উম্রা এরূপ (পরিধেয় বস্ত্রে সম্পাদন) করি? তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নবী করীম ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল করেন। অতঃপর তাঁর উপর হতে ওহী নাযিলের প্রভাব দূর হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ উম্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তিটি কোথায়? এরপর (সে উপস্থিত হলে) তিনি বলেনঃ তুমি তোমার শরীর ও কাপড়ে যে সুগন্ধি আছে, তা ধুয়ে ফেলবে। অথবা তিনি বলেন, তোমার শরীর বা কাপড়ে যে ছাফরানী রং আছে তা ধুয়ে ফেল। আর তোমার পরিধেয় জুব্বাটি খুলে ফেল এবং তোমার হজ্জের মধ্যে যা কিছু করেছ, উম্রাতেও তদ্রূপ করবে।

১৮২০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَهَشِيرٍ عَنِ الْحَكَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَخْلَعَ جَبَّتَكَ فَكَعَلَهَا مِنْ رَأْسِهِ وَسَاقَ الْكَرِيثَ .

১৯২০। মুহাম্মাদ ইবন ইসা সাফওয়ান ইবন ইয়া'লা (র) তাঁর পিতার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আরও আছে, নবী করীম ﷺ তাকে বলেন, তুমি তোমার জুব্বা খুলে ফেল। অতএব সে তার মাথার দিক দিয়ে তা খুলে ফেললো।

১৮২১ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيِّ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مَنِيبَةَ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيهِ فَاَمْرَةٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

১৮২১। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা ইব্ন মুনাব্বিহ (র) তাঁর পিতা হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নির্দেশ দেন যে, সে যেন জুব্বাটি খুলে ফেলে এবং শরীরের মধ্যকার সুগন্ধির স্থানগুলি দুইবার বা তিনবার ধুয়ে ফেলে।

১৮২২ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ نَا وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ نَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَقَدْ أَحْرَأَ بِعَمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصْفِرٌ لِحَيْتَهُ وَرَأْسَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

১৮২২। উক্বা ইব্ন মুকাররাম সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। জি'ইরানা নামক স্থানে জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়, সে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে এবং তার পরিধানে ছিল একটি জুব্বা। আর তার দাঁড়ি ও মাথা ছিল হলুদ রং এ রঞ্জিত।

৩০- بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

৩০. অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তি কী ধরনের পোশাক পরিধান করবে

১৮২৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْتَسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

১৮২৩। মুসাদ্দাদ ও আহমাদ ইব্ন হাম্বল ইব্ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, মুহরিম ব্যক্তি কী ধরনের পোশাক পরিহার করবে? তিনি বলেন, সে কামীজ (জামা), টুপি, পায়জামা এবং পাগড়ী পরিধান করবে না। ঐ সমস্ত কাপড়ও (পরিধান করবে না) যা ওয়ার্স ও জা'ফরান মিশ্রিত এবং মোজাও পরিধান করবে না। অবশ্য যার জুতা নেই, সে মোজা পরিধান করতে পারবে। যার জুতা নেই সে মোজা পরিধান করবে, কিন্তু তা (মোজা) কেটে নেবে, যাতে গোছার নিচে থাকে।

১৮২৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ .

১৮২৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত।

১৮২৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامَ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَازِينَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَاتِرُ بْنُ إِسْعِيلَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَلَى مَا قَالَ اللَّيْثُ وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ مَوْقُوفًا وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَحْرَمَةَ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَازِينَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ لَهُ كَبِيرٌ حَدِيثٌ .

১৮২৫। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ইব্ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এতে আরো আছে, মুহরিম জীলোকেরা যেন মুখমণ্ডলে নেকাব না বুলায় এবং হাতমোজা পরিধান না করে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি হাতিম ইব্ন ইসমাঈল এবং ইয়াহুইয়া ইব্ন ইসমাঈল - মুসা ইব্ন উকবা হতে বর্ণনা করেছেন। ইব্রাহীম ইব্ন সাঈদ আল মাদানী - নাফে' হতে, তিনি ইব্ন উমার (রা) হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুহরিম জীলোকেরা যেন মুখমণ্ডলে নেকাব না বুলায় এবং হাত মোজা পরিধান না করে।

১৮২৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَحْرَمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَازِينَ .

১৮২৬। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ইব্ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুহরিম জীলোকেরা যেন চেহারায় নেকাব না বুলায় এবং হাতমোজা পরিধান না করে।

১৮২৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوبُ نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ فَإِنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقَفَازِينَ وَالنَّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرَسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلَتَلْبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنَ الْوَانَ الثِّيَابِ مَعْصَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حَلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ عَبْدُ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ إِلَى قَوْلِهِ وَمَا مَسَّ الْوَرَسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ لَمْ يَنْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

১৮২৭। আহমাদ ইব্ন হাম্বল আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মুহরিম জীলোকদেরকে হাতমোজা পরতে এবং মুখমণ্ডলে নেকাব বুলাতে নিষেধ করতে শুনেছেন এবং ওয়ারস ও জা'ফরান মিশ্রিত কাপড় ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছেন। তাছাড়া অন্যান্য প্রকারের কাপড় তারা পরিধান করতে পারবে, যদিও তা হলুদ রং বিশিষ্ট হয়, অথবা রেশমী কাপড় বা গহনাপত্র, কিংবা পায়জামা কিংবা কামীস বা মোজা হয়।

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড) — ৬

১৮২৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ فَقَالَ
أَلْقِ عَلَيَّ ثُوبًا يَا نَافِعُ فَالْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنَسًا فَقَالَ تَلَقَيْتُ عَلَيَّ هَذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهُ
الْمَحْرَمُ.

১৮২৮। মুসা ইবন ইসমাঈল ইবন উমার (রা) ঠাণ্ডা অনুভব করলে নাফে'কে বলেন, আমার উপর একখণ্ড কাপড় বিছিয়ে দাও আমি তার উপর একটি বোরখা সদৃশ কাপড় বিছিয়ে দেই। তিনি বলেন, তুমি এটা আমার উপর বিছিয়ে দিলে? অথচ মুহরিম ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এটার ব্যবহার নিষেধ করেছেন।

১৮২৯ - حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ وَالْخُفَّ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ .

১৮২৯। সুলায়মান ইবন হার্ব ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, মুহরিম ব্যক্তির লুঙ্গি না থাকলে পায়জামা পরিধান করতে পারে এবং যার জুতা নেই সে মোজা পরিধান করতে পারে।

১৮৩০ - حَدَّثَنَا الْكُسَيْنِيُّ بْنُ جُنَيْدٍ الدِّمِغَالِيُّ نَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو بْنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنِي
عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ فَنَضِيدُ
جِبَاهَنَا بِالسَّكِّ الْمَطْيَبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرَقْتَ إِحْدَانَا سَالَ عَلَيَّ وَجْهَهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا يَنْهَاهَا .

১৮৩০। আল হুসাইন ইবনু জুনায়দ দামেগালী উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে (মদীনা হতে) মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হতাম। ইহরামের সময় আমরা এক ধরনের (অল্প) সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার করতাম। অতঃপর আমাদের কেউ ঋতুমতী হয়ে পড়লে এই সুগন্ধি বস্তু তার চেহারা ব্যবহার করতেন। নবী করীম ﷺ তা দেখা সত্ত্বেও তাকে এরূপ করতে নিষেধ করতেন না।

১৮৩১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرْتُ لِابْنِ شَهَابٍ
فَقَالَ حَدَّثَنِي سَالِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْنَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ يَعْنِي يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ
الْمَحْرَمَةِ ثُمَّ حَدَّثَنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ
رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ .

১৮৩১। কুতায়বা ইবন সাঈদ আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) মুহরিম স্ত্রীলোকদের (লম্বা) মোজা কেটে দিতেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যা বিনতে আবু উবায়দ তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহরিম স্ত্রীলোকদের মোজা পরিধানের অনুমতি প্রদান করেছেন (লম্বা অংশ কর্তন ব্যতীত)। ফলে তিনি (ইবন উমার) তা কর্তন করা থেকে বিরত থাকেন।

৩১- بَابُ الْمَكْرَمِ يَحِيلُ السِّلَاحَ

৩১. অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির যুদ্ধোস্ত্র বহন

১৮৩২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ لَهَا مَالِحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْحَدِيثِ مَالِكِهِمْ عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجِلْبَانِ السِّلَاحِ فَسَأَلْتَهُ مَا جِلْبَانُ السِّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ .

১৮৩২। আহমাদ ইবন হাম্বল আবু ইসহাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআ (রা) কে বলতে শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কার কুরায়শদের সঙ্গে হুদায়বিয়ার সন্ধি করেন তখন তাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি হয় যে, নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কায় প্রবেশকালে কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত আর কিছুই সঙ্গে আনতে পারবেন না। আমি তাঁকে 'জাল্বানুস সিলাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তা হলো খাপবদ্ধ তরবারি।

৩২- بَابُ فِي الْمَكْرَمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

৩২. অনুচ্ছেদ : মুহরিম স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল ঢাকা

১৮৩৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْرٌ نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ عَنْ مَجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ الرَّكْبَانُ يَبْرُونَ بِنَا وَتَحْنُ مَكْرَمَاتٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا حَازُوا بِنَا سَدَكْتَ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا .

১৮৩৩। আহমাদ ইবন হাম্বল আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনেক কাফেলা (হজ্জের মওসুমে) আমাদের অতিক্রম করছিল আর আমরা ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তারা আমাদের সম্মুখে এসে পড়লে আমাদের স্ত্রীলোকেরা মাথায় কাপড় টেনে মুখ ঢাকতেন। আর তারা আমাদের সম্মুখ হতে দূরে সরে গেলে আমরা আমাদের মুখমণ্ডল খুলতাম।

৩৩- بَابُ فِي الْمَكْرَمِ يُظَلَّلُ

৩৩. অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির সূর্যের কিরণ থেকে ছায়া গ্রহণ

১৮৩৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَصِينٍ عَنْ إِبْنِ الْحَصِينِ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الْوُدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالَ وَأَحْلَهُمَا أَخَذَ بِخَطَايَا نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخِرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتَرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

১৮৩৪। আহমাদ ইবন হাম্বল উম্মুল হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলাম। আমি উসামা ইবন যায়িদ ও বিলাল (রা)-এর মধ্যে একজনকে নবী করীম ﷺ

-এর উদ্ভীর লাগাম ধরতে এবং অন্যজনকে স্বীয় বস্ত্র দ্বারা রৌদ্রের তাপ হতে নবীজীকে ছায়া প্রদান করতে দেখি, যতক্ষণ না তিনি জাম্রাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেন।

৩২ - بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِرُ

৩৪. অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির দেহে সিংগা লাগানো

১৮৩৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

১৮৩৫। আহমাদ ইবন হাম্বল ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মুহরিম থাকাবস্থায় (নিজের দেহে) সিংগা লাগান।

১৮৩৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا هِشَاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اِحْتَجَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ دَاءٍ كَانَ بِهِ .

১৮৩৬। উসমান ইবন আবু শায়রা ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন রোগের কারণে মুহরিম থাকাবস্থায় স্বীয় মস্তকে সিংগা লাগান।

১৮৩৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اِحْتَجَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدْرِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ .

১৮৩৭। আহমাদ ইবন হাম্বল আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহরিম অবস্থায় নিজের পায়ের ব্যথার কারণে সিংগা লাগান।

৩৫ - بَابٌ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ

৩৫. অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির সুরমা ব্যবহার

১৮৩৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ اشْتَكَى عَمْرُؤُا بِنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَيْنَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ أَبِي عَثْمَانَ قَالَ سُفْيَانُ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤَسَّرِ مَا يَصْنَعُ بِهِمَا قَالَ أَضِدُّهُمَا بِالصَّبْرِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৮৩৮। আহমাদ ইবন হাম্বল নুবায়হ ইবন ওয়াহ্ব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবন আবদুল্লাহ ইবন মামার (র) তাঁর চোখের অসুখ সম্পর্কে অভিযোগ করলে তাকে আবান ইবন উসমানের নিকট প্রেরণ করা হয়। সুফইয়ান (র) বলেন, তিনি (আবান) ছিলেন আমীরুল হজ্জ এবং তাঁকে এ সম্পর্কে (চোখের রোগ) জিজ্ঞাসা করা

হলে তিনি বলেন, তাতে মুসব্বার লাগাও, কেননা আমি উসমান (রা) কে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

১৮৩৭- حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَبِيِّ بْنِ وَهْبٍ بِهِ أَ

الْحَدِيثُ •

১৮৩৯। উসমান ইবন আবু শায়বা নুবায়হ ইবন ওয়াহ্ব (রহ) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩৬- بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

৩৬. অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির গোসল করা

১৮৪০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْتَسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسُورُ لَا يَغْتَسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتُرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاطَاهُ حَتَّى بَدَأَ لِي رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْإِنْسَانِ يَصُبُّ عَلَيْكَ أُصْبَبُ قَالَ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ أَبُو أَيُّوبَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتَهُ يَفْعَلُ •

১৮৪০। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা আবদুল্লাহ ইবন হুনায়ন (র) থেকে বর্ণিত। একদা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এবং মিসওয়াল ইবন মাখরামা (রা) আবওয়া নামক স্থানে (মুহরিম ব্যক্তির মস্তক ধৌত করা সম্পর্কে) মতভেদ করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি তার মস্তক ধৌত করতে পারে এবং ইবন মাখরামা (রা) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ধুইতে পারে না। তখন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) তাঁকে(ইবন হুনায়নকে) আবু আযুব আল-আনসারী (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি (ইবন হুনায়ন) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে একটি কুশের দু'টি দণ্ডের (খুটির) মধ্যে কাপড় দ্বারা পর্দা করে গোসলরত অবস্থায় পান। রাবী বলেন, আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন কে? আমি বলি, আমি আবদুল্লাহ ইবন হুনায়ন। আমাকে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) আপনার নিকট জানতে পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহরিম অবস্থায় কিরূপে তাঁর মাথা ধৌত করতেন? রাবী বলেন, তখন আবু আযুব (রা) স্বীয় হস্ত দ্বারা পর্দার কাপড় সরিয়ে দেন, যাতে আমি স্পষ্টভাবে তাঁর মাথা দেখতে পাই। অতঃপর তিনি জনৈক ব্যক্তিকে তাঁর মাথায় পানি ঢালতে বললে সে পানি ঢেলে দেয়। অতঃপর তিনি তাঁর মাথার চুলে হাত দিয়ে তা একবার সম্মুখের দিকে এবং আবার পশ্চাতের দিকে ফিরান। এরপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এরূপ করতে দেখেছি।

৩৮- بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

৩৭. অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ করা

১৮২১ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّ عَمْرَ بْنَ عَبِيدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ يَسْأَلُهُ وَأَبَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهِيَ مُحْرِمَانِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَخَعَ طَلْحَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنَ جَبْرِ فَرَدْتُ أَنَّ تَحَضَّرَ ذَلِكَ فَانْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانَ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكَحُ .

১৮৪১। আল-কা'নাবী নুবায়হ ইবন ওয়াহব (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবন উবায়দুল্লাহ (রহ) জনৈক ব্যক্তিকে আবান ইবন উসমান ইবন আফফানের নিকট এতদসম্পর্কে (মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ) জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করেন। আবান (রহ) সে সময় আমীরুল হজ্জ ছিলেন। তাঁরা উভয়েই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আমি তালহা ইবন উমরের সাথে শায়বা ইবন যুবায়রের কন্যাকে বিবাহ দিতে চাই। আমি আশা করি আপনি অনুষ্ঠানে হাযির থাকবেন। আবান (রহ) তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, আমি আমার পিতা উসমান ইবন আফফান (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি বিবাহ করতেও পারবে না এবং (কাউকে) বিবাহ দিতেও পারবে না।

১৮২২ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ عَثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ مِثْلَهُ زَادَ وَلَا يَخْطُبُ .

১৮৪২। কুতায়বা ইবন সাঈদ উসমান ইবন আফফান (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এ বর্ণনায় আরো আছে, মুহরিম ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাবও দিতে পারবে না।

১৮২৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَصَمِ بْنِ أَخِي مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ حَلَالَانَ بِسَرَفٍ .

১৮৪৩। মুসা ইবন ইসমাঈল মায়মূনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সারিফ নামক স্থানে বিবাহ করেন এবং এই সময় আমরা উভয়েই হালাল অবস্থায় ছিলাম।

১৮২৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

১৮৪৪। মুসাদ্দাদ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মায়মূনা (রা) কে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেন।

১৮২৫ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ قَالَ وَهَرِ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَرٌ •

১৮৪৫। ইবন বাশশার সাঈদ ইবনুল মুসায়াব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মায়মূনা (রা) কে ইহরাম অবস্থায় বিবাহের যে কথা বলেছেন তা তার অনুমান মাত্র।

৩৮- بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

৩৮. অনুচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় যেসব জীবজন্তু হত্যা করা যাবে

১৮২৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ خَمْسٌ لِأَجْنَحٍ فِي قَتْلِهِمْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْعُقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ •

১৮৪৬। আহমাদ ইবন হাফল ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মুহরিম ব্যক্তি কোন কোন জীবজন্তু হত্যা করতে পারবে। তিনি বলেন, পাঁচ শ্রেণীর জীবজন্তু শিকারে কোন গুনাহ নেই, যদি এগুলোকে হেল্ বা হেরেম এলাকার মধ্যে হত্যা করা হয়। যথা-বিচ্ছু, ইঁদুর, কাক, চিল ও পাগলা কুকুর।

১৮২৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ ثَنَا حَاتِرُ بْنُ إِسْعِيلَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ قَتَلُهُمْ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْعُقْرَبُ وَالْحِدَاةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ •

১৮৪৭। আলী ইবন বাহর আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইহরাম অবস্থায় পাঁচ প্রকারের জীবজন্তু হত্যা করা বৈধ : সাপ, বিচ্ছু, চিল, ইঁদুর এবং পাগলা কুকুর।

১৮২৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا هُشَيْمٌ أَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَعْمٍ الْجَبَلِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ الْحَيَّةُ وَالْعُقْرَبُ وَالْفَوْسِقَةُ وَيَرْمَى الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَاةُ وَالسَّبْعُ الْعَادِي •

১৮৪৮। আহমাদ ইবন হাফল (রা) আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল : মুহরিম ব্যক্তি কী কী হত্যা করতে পারে? তিনি বলেন: সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, পাগলা কুকুর, চিল ও হিংস্র কুকুর। তিনি কাক সম্পর্কে বলেন, উহাকে তাড়িয়ে দিবে, হত্যা করবে না।

৩৭- بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرَمِ

৩৯. অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকারের গোশত

১৮২৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ حَمِيدِ الطَّوِيلِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ الْحَارِثُ خَلِيفَةَ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الطَّائِفِ فَصَنَعَ لِعَثْمَانَ طَعَامًا فِيهِ مِنَ الْحَجَلِ وَالْيَعَاقِيْبِ وَلَحْمِ الْوَحْشِ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَهُ الرَّسُولُ وَهُوَ يَخْبِطُ الْإِبَاعِرَ لَهُ فَجَاءَ وَهُوَ يَنْقُضُ الْخَبْطَ عَنْ يَدِهِ فَقَالَ لَهُ كُلْ فَقَالُوا أَطْعِمُوهُ قَوْمًا حَلَالًا فإِنَّا حُرٌّ فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَشْعُرُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارٌ وَحَشٍ وَهُوَ مُحْرَمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ قَالُوا نَعَمْ .

১৮৪৯। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। আর হারিস খলীফা উসমান (রা)-এর শাসনামলে তায়েফের গভর্নর ছিলেন। তিনি (হারিস) উসমানের মেহমানদারীর জন্য এক ধরনের খাদ্য প্রস্তুত করেন, যার মধ্যে হজাল ও ই'আকীব (দু'টি বিশেষ প্রজাতির) পাখীর গোশতও ছিল এবং আরো ছিল বন্য গাধার গোশত। তিনি লোক মারফত আলী (রা)-কেও উক্ত আপ্যায়নে শরীক হওয়ার দাওয়াত পাঠান। সে যখন (আলী (রা)-এর নিকট পৌছে তখন তিনি তাঁর উটের জন্য গাছের পাতা পেড়ে জড়ো করছিলেন। আলী (রা) দাওয়াতে হাযির হলে তাঁরা তাঁকে বলেন, খাদ্য গ্রহণ করুন। তিনি বলেন, এটা তাদের খাওয়ান, যারা হালাল অবস্থায় আছে। আর আমি তো ইহরাম অবস্থায় আছি। অতঃপর আলী (রা) বলেন, এখানে উপস্থিত গোত্রের লোকদের আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি জানো যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহরিম অবস্থায় থাকাকালে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর খিদমতে বন্য গাধার গোশত পেশ করলে তিনি তা খেতে অসম্মতি প্রকাশ করেন? তখন তাঁরা বলেন, হাঁ।

১৮৫০ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ يَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى إِلَيْهِ عَضْوً صَيْدٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَقَالَ إِنَّا حُرٌّ قَالَ نَعَمْ .

১৮৫০। মুসা ইব্ন ইসমাইল আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে যাইদ ইব্ন আরকাম! আপনি কি জানেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখে শিকার করা জন্তুর গোশত হাদিয়াস্বরূপ পেশ করা হলে তিনি তা গ্রহণ করেননি এবং বলেন, আমি ইহরাম অবস্থায় আছি। তিনি বলেন, হাঁ।

১৮৫১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْأَسْكَندَرَانِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ صَيْدٌ لِكُرِّ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يَصَادَ لِكُرِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا تَنَازَعَ الْخَبْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَنْظُرُ بِهَا أَخَذَ بِهِ أَصْحَابُهُ .

১৮৫১। কুতায়বা ইবন সাঈদ জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, স্থলভাগে শিকার করা জন্তুর গোশত তোমাদের জন্য ভক্ষণ করা হালাল, যদি তা তোমরা নিজেরা শিকার না করে থাক অথবা তোমাদের জন্য শিকার না করা হয়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, মহানবী ﷺ -এর দুটি হাদীসের মধ্যে পরস্পর বিপরীত বক্তব্য থাকলে কোন ব্যক্তির লক্ষ্য করা উচিত, তাঁর সাহাবীগণ কোন হাদীসটি গ্রহণ করেছেন।

১৮৫২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحَشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ قَالَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَنَالُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَ لَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُرَشْدٌ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طَعْمَةٌ أَطَعَمَكُمُوهَا اللَّهُ تَعَالَى.

১৮৫২। আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সফরসঙ্গী ছিলেন। মক্কার কোন রাস্তায় তিনি তাঁর কতিপয় মুহরিম সাহাবীসহ পিছনে পড়ে যান এবং তিনি ছিলেন ইহরামমুক্ত। এই সময় তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হন। রাবী বলেন, তাঁর চাবুক পড়ে গেলে তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে তা তুলে দিতে বলেন। কিন্তু তাঁর সাথীরা (মুহরিম থাকায় তা তুলে দিতে) অস্বীকার করেন। তখন তিনি তাঁদের নিকট তাঁর বর্শাটি চাইলে তাঁরা তাও দিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর তিনি নেমে তা তুলে নেন এবং তদ্বারা হালী গাধা শিকার করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন কোন সাহাবী উহার গোশত ভক্ষণ করেন এবং কতক তা ভক্ষণ করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মিলিত হলে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেনঃ বস্তৃত এটা একটি খাদ্য, আল্লাহ তা'আলা তা তোমাদের ভক্ষণ করিয়েছেন।

৪০- بَابُ الْجَرَادِ لِلْمُحْرِمِ

৪০. অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির ফড়িং মারা জায়েয কিনা

১৮৫৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى نَا حَمَّادٌ عَنْ مَيِّمُونِ بْنِ جَابَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْجَرَادُ مِنَ صَيْدِ الْبَحْرِ.

১৮৫৩। মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন : ফড়িং হল সামুদ্রিক শিকারের অন্তর্ভুক্ত।

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড) — ৭

১৪৫২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ أَبِي الْمُهَزَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَصَبْنَا مِرْمًا مِنْ جَرَادٍ فَكَانَ رَجُلٌ يَضْرِبُ بِسَوْطِهِ وَهُوَ مُحَرِّمٌ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَذَا لَا يَصْلَحُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ أَبُو الْمُهَزَّبِ ضَعِيفٌ وَالْحَكَيْثَانِ جَمِيعًا وَهَرَمٌ .

১৮৫৪। মুসাদ্দাদ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা ফড়িংয়ের একটি দল দেখতে পাই। ইহরামধারী এক ব্যক্তি তার চাবুক দিয়ে সেগুলো মারতে থাকে। জনৈক ব্যক্তি তাকে বলে, এটা ভাল কাজ নয়। অতঃপর এ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-এর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এটাতো সামুদ্রিক শিকারের অন্তর্ভুক্ত।

২১- بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ

৪১. অনুচ্ছেদ : ফিদয়া (ক্ষতিপূরণ)

১৪৫৫ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ الطَّحَّانِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحَنْبِيَّةِ فَقَالَ قَدْ أَذَاكَ هَوَاءُ رَأْسِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ احْلِقْ ثُمَّ أَذْبَحْ شَاةً نُسْكَاً أَوْ صِرْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ أَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِنْتِهِ مَسَاكِينَ .

১৮৫৫। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকিয়্যা কা'ব ইব্ন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃদয়বিয়ার (সন্ধির) কালে তাঁর পাশ দিয়ে গমনকালে তিনি তাঁর মস্তক হতে উকুন ছাড়াতে দেখে বলেন, তোমাকে তোমার মাথার উকুন কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেন, তুমি তোমার মাথা মুগুন কর অতঃপর একটি বকরী কুরবানী কর অথবা তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিস্কীনকে তিন সা' খেজুর দাও।

১৪৫৬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ إِنْ شِئْتَ فَأَنْسِكَ نَسِيكَةً وَإِنْ شِئْتَ فَصِرْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْ ثَلَاثَةَ أَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ لِسِنْتِهِ مَسَاكِينَ .

১৮৫৬। মুসা ইব্ন ইসমাইল কা'ব ইব্ন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন, যদি চাও তবে তুমি একটি পশু কুরবানী কর অথবা তিন দিন রোযা রাখ, অথবা ছয়জন মিস্কীনকে তিন সা' খেজুর দান কর।

১৪৫৮ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَثْنَى نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمَثْنَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحَنْبِيَّةِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ مَا لَأَمْعَكَ دَمٌ قَالَ لَا قَالَ فَصِرْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ أَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِنْتِهِ مَسَاكِينَ بَيْنَ كُلِّ مَسْكِينَيْنِ صَاعٌ .

১৮৫৭। ইবনুল মুসান্না ও নাসর ইবন আলী কা'ব ইবন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। হৃদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পাশ দিয়ে গমন করেন- পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমার সাথে কি সাদকা দেওয়ার মত পণ্ড আছে? সে বললো না। তিনি বললেন, তুমি তিনদিন রোযা রাখ, অথবা ছয়জন মিস্কীনকে তিন সা' খেজুর দান কর, প্রতি দুইজন মিসকীন যেন এক সা' পরিমাণ খেজুর পায়।

১৮৫৮ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ وَكَانَ قَدْ أَصَابَهُ فِي رَأْسِهِ أَدَى فَكَلَقَ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَهْدِيَ هَدْيًا بَقْرَةً .

১৮৫৮। কুতায়বা ইবন সাঈদ কা'ব ইবন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর মাথায় উকুনের উপদ্রব দেখা দিলে তিনি স্বীয় মস্তক মুগুন করেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে একটি গাভী কুরবানী করার নির্দেশ দেন।

১৮৫৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنِى أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبَانٌ يَعْنِى بِنَ صَالِحٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ قَالَ أَصَابَنِى هَوَآءٌ فِى رَأْسِى وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْكُدَيْبِيَّةِ حَتَّى تَخَوَّفْتُ عَلَى بَصْرِى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى فَمِّى كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَدَى مِنْ رَأْسِهِ الْآيَةُ فَدَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِىَ أَحَلِقَ رَأْسَكَ وَصِرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمَ سِنَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًّا مِنْ زَيْبٍ أَوْ نَسَكَ شَاةً فَكَلَقْتُ رَأْسِى ثُمَّ نَسَكْتُ .

১৮৫৯। মুহাম্মাদ ইবন মানসূর কা'ব ইবন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাথায় উকুনের শ্বাদুর্ভাব দেখা দেয়। আর আমি তখন হৃদায়বিয়ার বছরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। এমনকি আমি আমার দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে শংকিত হয়ে পড়ি। তখন আল্লাহ-তা'আলা আমার শানে এই আয়াত নাযিল করেনঃ فَسِنَّةً كَانَ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَدَى مِنْ رَأْسِهِ الْآيَةُ (অর্থ) অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা তার মাথায় (উকুন ইত্যাদির) কোন কষ্ট থাকে ---- আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে মাথা মুগুন করতে বলেন এবং তিনদিন রোযা রাখতে বা ছয়জন মিস্কীনকে খেজুর প্রদান করতে অথবা একটা বকরী কুরবানী করতে নির্দেশ দেন। অতএব, আমি আমার মাথা মুগুন করি এবং একটি বকরী কুরবানী করি।

২২- بَابُ الْإِحْصَارِ

৪২. অনুচ্ছেদ : ইহরামের পর যদি হজ্জ বা উম্রা করতে অপারগ বা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

১৮৬০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَّاجَ بْنَ عَمْرِو وَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِمَّا قَابِلٍ قَالَ عِكْرَمَةُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا صَدَقَ .

১৮৬০। মুসাদ্দাদ ইক্রামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবন 'আমর আনসারী (রা) কে হতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ যদি কেউ শক্রর কারণে বা চলনশক্তি রহিত হওয়ার কারণে

(ইহরামের পর হজ্জ বা উম্‌রা করতে) অক্ষম হয়, তবে তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ। তবে তাকে পরবর্তী বছর হজ্জ করতে হবে। রাবী ইক্রামা বলেন, অতঃপর আমি এ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়ে এর সত্যতা স্বীকার করেন।

১৮৬১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكَّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ •

১৮৬১। মুহাম্মাদ ইব্নুল মুতাওয়াক্কিল আল হাজ্জাজ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি শত্রুর কারণে বা চলনশক্তি রহিত হওয়ার ফলে অথবা রোগের কারণে (ইহরামের পর হজ্জ করতে অসমর্থ হয়) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

১৮৬২ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سِعَتُ أَبَا حَاضِرٍ الْكُمَيْرِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ بْنِ مَهْرَانَ قَالَ خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَاآ حَامِرَ أَهْلِ الشَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَبَعَثَ مَعِيَ رَجَالٌ مِّنْ قَوْمِي بِهِدْيٍ فَلَمَّا أَنْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ الشَّامِ مَنَعُونَا أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَّاءَ نَحَرَتْ الْهُدَى مَكَانِي ثُمَّ أَحْلَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَاإِ الْمُقْبَلِ خَرَجْتُ لِأَقْضِيَ عَمْرَتِي فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ابْدِلِ الْهُدَى فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَبْدَلُوا الْهُدَى الَّذِي نَكَرُوا عَاآ الْحَدَيْبِيَّةِ فِي عَمْرَةِ الْقَضَاءِ •

১৮৬২। আন-নুফায়লী আবু মায়মূনা ইব্ন মিহরান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরার নিয়্যাতে রওনা হই, যে বছর শামের (সিরিয়া) অধিবাসীরা ইব্ন যুবায়র (রা)-কে মক্কায় ঘেরাও করে। আমার কাওমের লোকেরা আমার সাথে তাদের কুরবানীর পশুও প্রেরণ করে। অতঃপর আমি শামীদের নিকটবর্তী হলে তারা আমাদেরকে হেরেমের এলাকায় প্রবেশ করতে নিষেধ করে। আমি আমার সঙ্গের কুরবানীর পশু ঐ স্থানেই কুরবানী করি, অতঃপর হালাল হয়ে প্রত্যাবর্তন করি। অতঃপর পরবর্তী বছর আমি আমার উমরা আদায়ের জন্য রওনা হই এবং ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে কুরবানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি পুনরায় কুরবানী করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে তারা হুদায়বিয়ার বছর যেরূপ পশু কুরবানী করেছিলেন পরবর্তীতে উম্‌রা আদায়ের সময়েও সেরূপে আবার কুরবানী করতে নির্দেশ দেন।

২৩- بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

৪৩. অনুচ্ছেদ : মক্কায় প্রবেশ

১৮৬৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ اتَّ بِنِي طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ •

১৮৬৩। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ নাফে' (র) হতে বর্ণিত। ইব্ন উমর (রা) মক্কায় এলে তিনি রাক্বিছে যি-তুওয়া নামক স্থানে ভোর পর্যন্ত অবস্থান করতেন। অতঃপর গোসল করে দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করতেন। আর তিনি বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ এরূপ করতেন।

১৮৬২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْبَرْمَكِيُّ نَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَابْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَةِ السُّفْلَى زَادَ الْبَرْمَكِيُّ يُعْنَى ثِنْتَيْ مَكَّةَ •

১৮৬৪। আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর আল-বারমাকী ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ সানিয়াতুল উলইয়া নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং সানিয়াতুস সুফলা নামক জায়গা দিয়ে প্রস্থান করতেন। রাবী বারমাকী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, 'মক্কার দু'টি উপত্যকা।'

১৮৬৫ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْرَسِ •

১৮৬৫। উসমান ইব্ন আবু শায়বা ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মদীনা হতে (মক্কার উদ্দেশ্যে) রওনাকালে যুল-হুলায়ফার নিকট যে বৃক্ষ আছে সেখান দিয়ে আসতেন এবং ফেরার পথে মু'আররাসের রাস্তায় (যেখানে যুল-হুলায়ফার মসজিদ অবস্থিত) প্রবেশ করতেন।

১৮৬৬ - حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبِيدِ اللَّهِ نَا أَبُو أُسَامَةَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كُدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدَى وَكَانَ عُرْوَةَ يَدْخُلُ مِنْهَا جَمِيعًا وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَدْخُلُ مِنْ كُدَى وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ •

১৮৬৬। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর কুদা নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন, যা মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত, আর উমরা পালনের সময় কুদা নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেন (যা নিম্নভূমিতে অবস্থিত)। উরওয়া (রা) ও এই দু'টি স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন। তবে অধিকাংশ সময় তিনি কুদা দিয়ে প্রবেশ করতেন, যা তাঁর মনযিলের (বাড়ীর) অধিক নিকটবর্তী ছিল।

১৮৬৭ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَثْنَى نَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا •

১৮৬৭। ইব্নুল মুসান্না আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মক্কায় উহার উচ্চভূমি দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং নির্গমনের সময় এর নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন।

২২- بَابُ فِي رَفْعِ الْيَدِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ

৪৪. অনুচ্ছেদ : বায়তুল্লাহ শরীফ দৃষ্টিগোচর হলে হাত উত্তোলন করা

১৮৬৮ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ حَدَّثَهُمْ نَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا قُرْعَةَ يَحْكِي عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا الْيَهُودَ قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ •

১৮৬৮। ইয়াহুইয়া ইব্ন মুঈন মুহাজির আল্ মাক্কী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে বায়তুল্লাহ্ দৃষ্টিগোচর হলে হাত উত্তোলন করে। জাবির (রা) বলেন, আমি ইয়াহুদীদের ব্যতীত আর কাউকে এরূপ করতে দেখিনি। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হজ্জ করছি, কিন্তু তিনি এরূপ করেননি।

১৮৬৯ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِیْ هُرَيْرَةَ نَا سَلَامُ بْنُ مَسْكِينٍ نَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَهَا دَخَلَ مَكَّةَ طَانَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ يَعْنِي يَوْمَ الْفَتْحِ .

১৮৬৯। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মক্কায় প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেন এবং মাকামে ইব্রাহীমের পশ্চাতে দুই রাক'আত নামায আদায় করেন। আর এ দিনটি ছিল মক্কা বিজয়ের দিন।

১৮৭০ - حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ وَهَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَا نَا سَلِيمَانُ بْنُ الْمُهَيَّبَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَانَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاةَ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ قَالَ وَالْأَنْصَابُ تَحْتَهُ قَالَ هَاشِمٌ فَدَعَا وَحَمِدَ اللَّهَ وَدَعَا بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ .

১৮৭০। ইব্ন হাম্বল আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনা হতে মক্কায় উদ্দেশ্যে রওনা হন। অতঃপর তিনি মক্কায় প্রবেশ করে হাজরে আসওয়াদের নিকটবর্তী হন এবং তাতে চুমু দেন। পরে তিনি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ সম্পন্ন করেন, অতঃপর সাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিণ করাকালে তাঁর দৃষ্টি বায়তুল্লাহ্ দিকে পতিত হলেই তিনি দু'আর জন্য হাত উঠাতেন এবং তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা আল্লাহ্ দিকে ও দু'আয় মগ্ন থাকতেন। এ সময় আনসারগণ তাঁর নিচের দিকে ছিলেন।

২৫ - بَابُ فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

৪৫. অনুচ্ছেদ : হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া

১৮৭১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَائِشَةَ بِنِ رِبِيعَةَ عَنْ عَمْرِو أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَا أُنْبِئُ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسُكَ مَا تَبَلَّتْكَ .

১৮৭১। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর --- উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকটবর্তী হয়ে তাতে চুমু দেন এবং বলেন, তুমি একটি পাথর মাত্র, তোমার মধ্যে উপকার বা ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নেই। যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম তবে আমিও তোমায় চুমু দিতাম না।

২৬- بَابُ إِسْتِلَامِ الْأَرْكَانِ

৪৬. অনুচ্ছেদ : বায়তুল্লাহর রুকনসমূহ (কোণসমূহ) স্পর্শ করা

১৪৮২ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطِّائِلِيُّ نَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا أَرَسَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

১৮৭২। আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসি ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কা'বা ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দু'টি কোণ ব্যতীত অন্য কোথাও স্পর্শ করতে দেখিনি।

১৪৮৩ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ أَنَّ الْحِجْرَ بَعْضَهُ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُظَنُّ عَائِشَةَ أَنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأُظَنُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَتْرِكْ إِسْتِلَامَهَا إِلَّا أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِ الْبَيْتِ وَلَا ظَانَ النَّاسُ وَرَاءَ الْحِجْرِ إِلَّا لِيْكَ .

১৮৭৩। মাখলাদ ইবন খালিদ ইবন উমার (রা) থেকে আয়েশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঝানায়ে-কা'বার পশ্চিম পার্শ্বস্থ পাথরের কিছু অংশ বায়তুল্লাহর অন্তর্গত। ইবন উমার (রা) বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আয়েশা (রা) এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট শুনেছেন, আর আমার আরো বিশ্বাস যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা (রুকনে-শামীগুলো) স্পর্শ করা পরিত্যাগ করেননি, যদিও তা বায়তুল্লাহর ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। আর লোকেরা হাতীমে কা'বাকে এ কারণেই তাওয়াফ করে থাকেন।

১৪৮৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رُوَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحِجْرَ فِي كُلِّ طَوَافِهِ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

১৮৭৪। মুসাদ্দাদ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেকবার তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করতেন। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা)ও এরূপ করতেন।

২৭- بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

৪৭. অনুচ্ছেদ : তাওয়াফে (যিয়ারত) বাধ্যতামূলক

১৪৮৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ نَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِحِجْرٍ .

১৮৭৫। আহমাদ ইবন সালিহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে সওয়ার হয়ে (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করেন এবং রুকনে ইয়ামানীকে তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা (ইশারায়) চুম্বন করেন।

১৪৮৬ - حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرِو الْيَامِيُّ نَا ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ لَهَا اطْمَئِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِحُجَّتِهِ فِي يَدِهِ قَالَتْ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ •

১৮৭৬। মুসাররাফ ইবন আমর সাফিয়া বিন্তে শায়বা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ স্বস্তি লাভের পর উটে আরোহণ করে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করেন। ঐ সময় তিনি হাজরে আসওয়াদকে তাঁর হাতের লাঠির সাহায্যে (ইশারায়) চুম্বন করেন। রাবী (সাফিয়া) বলেন, আমি এই দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করেছি।

১৪৮৮ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ السَّعْنِيِّ قَالَا نَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ مَعْرُوفٍ يَعْنِي ابْنَ خَرَبُودًا الْمَكِّيَّ نَا أَبُو الطَّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِحُجَّتِهِ ثُمَّ يَقْبَلُهُ زَادُ مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَطَافَ سَبْعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ •

১৮৭৭। হারুন ইবন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে তাঁর বাহনের উপর সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে দেখেছি। ঐ সময় তিনি তাঁর হাতের লাঠির সাহায্যে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে তাতে চুমু দেন। রাবী মুহাম্মাদের বর্ণনায় আরো আছে, অতঃপর তিনি সাফা ও মারওয়ায় যান এবং স্বীয় বাহনে উপবিষ্ট অবস্থায় তাতে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন।

১৪৮৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَىٰ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ لِبَرَاءَةِ النَّاسِ وَلِيَشْرَفَ وَلِيَسْتَأْذِنَهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ •

১৮৭৮। আহমাদ ইবন হাম্বল জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম ﷺ তাঁর বাহনে সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ ও সাফা-মারওয়াল মধ্যে তাওয়াফ করেন। আর এরূপ তাওয়াফ করার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে লোকেরা তাঁকে দেখতে পায় এবং তাদের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। কারণ, তখন লোকজনের ভিড় ছিল খুব বেশি।

১৪৮৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِحُجَّتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ •

১৮৭৯। মুসাদ্দাদ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। ঐ সময় তিনি স্বীয় বাহনে সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। তিনি যখন হাজ্জের আসওয়াদের নিকট আসতেন, তখন তা লাঠির সাহায্যে স্পর্শ করতেন। তাওয়াফ শেষ করে তিনি উট বসান এবং দু'রাক'আত নামায আদায় করেন।

১৮৮০ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طَوْفِي مِنْ وِرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطَفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ يَصَلِّيُ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ •

১৮৮০। আল কা'নাবী..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আমার অসুখের কথা বললাম। তিনি বলেন, তুমি তোমার সাওয়ারীতে আরোহণ করে সব লোকদের পেছন থেকে তাওয়াফ সম্পন্ন কর। তিনি বলেন, আমি ঐ অবস্থায় (বিদায়ী) তাওয়াফ সম্পন্ন করি। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর পার্শ্বে (ফজরের) নামাযে রত ছিলেন। নামাযে তিনি তিলাওয়াত করছিলেন সূরা তুর।

২৮- بَابُ الْأِضْطِبَاعِ فِي الطَّوَافِ

৪৮. অনুচ্ছেদ : তাওয়াফের সময় ডান বগলের নিচে দিয়ে, বাম কাঁধের উপর চাদর পেঁচানো

১৮৮১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِيَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنِ يَعْلَى قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ •

১৮৮১। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর ইয়া'লা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একটি সবুজ চাদর তাঁর ডান বগলের নিচে দিয়ে তার দু'পাশ বাম কাঁধে পেঁচানো অবস্থায় (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ সম্পন্ন করেন।

১৮৮২ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مَوْسَى نَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْمَانَ بْنِ خُشَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَّتَهُمْ تَحْتَ أَبْطَاهِمُ ثُمَّ قَلَبُوا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيَسْرَى •

১৮৮২। আবু সালামা ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ জি'ইররানা নামক স্থান হতে উমরার ইহরাম বাঁধেন এবং দ্রুতপদে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। আর এ সময় তাঁর নিচের চাদর ডান বগলের নিচে দিয়ে বাম কাঁধের উপর পেঁচিয়ে রাখেন।

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড) — ৮

৪৯. অনুচ্ছেদ : রমল করা

১৮৮৩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مَوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَادًا نَا أَبُو عَاصِمٍ الْغَنَوِيُّ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوا أَوْ كَذَبُوا قُلْتُ وَمَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا قَالَ صَدَقُوا قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحَدِيثِ نَدَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغْفِ فَلَمَّا صَالِحُونَ عَلَى أَنْ يَجِيئُوا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيئُوا بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَدِ الرَّسُولُ ﷺ وَالشَّرِكُونَ مِنْ قَبْلِ تَعْيِقَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ أَرْمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ قُلْتُ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَانَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرٍ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قُلْتُ مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا قَالَ صَدَقُوا قَدْ طَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرٍ وَكَذَبُوا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ كَانَ النَّاسُ لَا يَدْفَعُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَصْرِفُونَ عَنْهُ فَطَانَ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ وَلَا تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ .

১৮৮৩। আবু সালামা মুসা ইবন ইসমাইল আবু তুফায়েল (র) বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার সম্প্রদায় ধারণা করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওয়াফের সময় রমল করেছেন, আর তা সূনাত। তিনি বলেন, তারা সত্য বলেছে এবং মিথ্যা বলেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কী সত্য বলেছে আর কী মিথ্যা বলেছে? তিনি বলেন, তারা রমলের ব্যাপারে সত্য বলেছে, আর তা সূনাত হওয়ার ব্যাপারে মিথ্যা বলেছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হৃদায়বিয়ার সন্ধির সময় কুরায়শরা বলে, মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের ছেড়ে দাও, যাতে তাঁরা উটের ন্যায় নাকের সংক্রামক ব্যাধিতে মারা যায়। অতঃপর সন্ধি-চুক্তিতে যখন স্থির হয় যে, তারা আগামী বছর মক্কায় আগমন করে তিন দিন অবস্থান করতে পারবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পরবর্তী বছর যখন মক্কায় উপনীত হন, তখন মুশরিকরা কু'আয়কিআন পাহাড়ের নিকট থেকে এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বলেন, তোমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফের সময় তিনবার রমল করবে। এটা মূলত সূনাত নয়। (রাবী বলেন) আমি বলি, আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা ধারণা করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করেন তাঁর উটে সাওয়াফ হয়ে এবং এটা সূনাত। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তারা সত্য বলেছে এবং মিথ্যাও। আমি জিজ্ঞাসা করি, তারা কী সত্য এবং কী মিথ্যা বলেছে? তিনি বলেন তারা সত্য বলেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে আরোহিত অবস্থায় সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করেন। আর মিথ্যা এই যে, তা আসলে সূনাত নয়। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, লোকেরা নবীর নিকট যাতায়াত করতে পারছিল না এবং তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারছিল না। এমতাবস্থায় তিনি উটে আরোহণ করে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন, যাতে লোকেরা তাঁকে সহজে দেখতে পায়, তাঁর বক্তব্য শুনতে পায় এবং তাদের হাত যাতে তাঁর দিকে সম্প্রসারিত না হয়।

১. রমল বলা হয়, ছোট ছোট পদক্ষেপে দু' কাঁধ হেলিয়ে-দুলিয়ে (বীর যোদ্ধার মত) দ্রুত চলা, যাতে কাফিররা মুসলমানদের দৈহিক শক্তি, বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ পায় এবং তাদের শক্তিহীন ও দুর্বল মনে না করতে পারে।

১৮৮৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حِمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِ آرَسَوْهُ اللَّهُ ﷺ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنْتَهُمْ حُمَى يَثْرِبَ فَقَالَ الْمَشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدُرُ عَلَيْنَا قَوْماً قَدْ وَهَنْتَهُمُ الْحُمَى وَأَقْوَامًا مِنْهَا شَرًّا فَاطَّلَعَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ عَلَى مَا قَالُوا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فَلَبَّأَ رَأَوْهُمْ رَمَلُوا قَالُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُمْ إِنَّ الْحُمَى قَدْ وَهَنْتَهُمْ هَؤُلَاءِ أَجَلٌ مِنَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ .

১৮৮৪। মুসাদ্দাদ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় উপনীত হন উমরাতুল কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে। এই সময় ইয়াসরিবের সংক্রামক জ্বর তাদের দুর্বল করে দিয়েছিল। মক্কার কুরায়শরা বলাবলি করতে থাকে যে, তোমাদের নিকট এমন একটি কাওম আসবে, যারা জ্বরের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আল্লাহ-তা'আলা তাদের এই কথা তাঁর নবী করীম ﷺ-কে জানিয়ে দেন। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের বায়তুল্লাহ তাওয়াফের সময় তিনবার রমল করার নির্দেশ দেন এবং রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তীস্থানে হেঁটে তাওয়াফ করতে বলেন। (মুশরিকরা) তাঁদেরকে (মুসলিমদেরকে) রমল করতে দেখে বলাবলি করতে থাকে যে, এরা তো তারাই যাদের সম্পর্কে তোমরা বলতে যে, জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে। বরং এরা তো আমাদের চাইতেও শক্তিশালী। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি তাঁদেরকে প্রত্যেক চক্রের (তাওয়াফে) রমল করতে নির্দেশ দেননি, বরং (তিনটি ছাড়া) বাকি চক্র স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

১৮৮৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو نَا هِشَاءُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ فِيهَا الرَّمْلَانُ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَائِبِ وَقَدْ أَطَاءَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَدْعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৮৮৫। আহমাদ ইবন হাম্বল যায়দ ইবন আসলাম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রমল ও কাঁধ খোলা রাখার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন এবং কাফির ও তাদের কুফরীকে পর্যুদস্ত করেছেন। আর এ কারণেই আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যা করতাম, তা ত্যাগ করিনি।

১৮৮৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ نَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا جِعَلِ الطَّوَانُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَمَى الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ .

১৮৮৬। মুসাদ্দাদ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, বায়তুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সা'ঈ ও কংকর নিক্ষেপের ব্যবস্থা আল্লাহর যিকির কায়ম করার জন্যই।

১৮৮৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَايَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنِ أَبِي الطَّفِيلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَكَانُوا إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الِیْمَانِيَّ وَتَغَيَّبُوا مِنْ قَرَيْشٍ مَشُوا ثُمَّ يَطْلَعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ تَقُولُ قَرَيْشٌ كَانَهُمُ الْغَزْلَانُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَتْ سَنَةً •

১৮৮৭। মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাওয়াক্ফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন, অতঃপর আল্লাহ্ আকবার বলেন এবং তাওয়াক্ফের তিন চক্রে রমল করেন। আর তাঁরা যখন রুকনে ইয়ামানীর নিকট পৌছতেন এবং কুরায়শদের দৃষ্টি সীমার বাইরে যেতেন, তখন হাঁটতেন। আবার তাঁরা যখন তাদের (মুশরিক) সম্মুখীন হতেন, তখন রমল করতেন। এতদর্শনে কুরায়শগণ বলত এরা তো হরিণের ন্যায়। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর এটা সনাত হিসেবে পরিগণিত হয়।

১৮৮৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنِ أَبِي الطَّفِيلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجَعْرِ أَنْتَ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَمَشُوا أَرْبَعًا •

১৮৮৮। মুসা ইবন ইসমাঈল ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ জি'ইররানা হতে উমরার জন্ম ইহরাম বাঁধেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াক্ফের সময় তিনবার রমল করেন এবং চারবার (আস্তে) হাঁটেন।

১৮৮৯ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا سَلِيمُ بْنُ أَخْضَرَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجْرِ إِلَى الْحَجْرِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ •

১৮৮৯। আবু কামিল নাফে' (র) হতে বর্ণিত। ইবন উমার (রা) হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করেন এবং বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করেছেন।

৫০- بَابُ الدُّعَاءِ فِي الطَّوَافِ

৫০. অনুচ্ছেদ : তাওয়াক্ফের সময় দু'আ করা

১৮৯০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا ابْنُ جَرِيحٍ عَنِ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ •

১৮৯০। মুসাদ্দাদ আবদুল্লাহ্ ইবনুস সায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দু' রুকনের মাঝখানে বলতে শুনেছি : “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের কল্যাণ দান করো এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করো।

১৪৭১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا يَعْقُوبُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَأُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَانٍ وَيَمْشِي أَرْبَعًا ثُمَّ يَصَلِّي سَجَدَتَيْنِ .

১৮৯১। কুতায়বা ইবন সাঈদ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হজ্জ ও উমরার তাওয়াফ করতেন, প্রথমে মক্কায় আগমনের পর তাওয়াফের তিন চক্রে রমল করতেন এবং বাকি চার চক্রে হাঁটতেন। অতঃপর তিনি দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন।

৫১- بَابُ الطَّوَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ

৫১. অনুচ্ছেদ : আসরের পরে তাওয়াফ করা

১৪৭২ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ .

১৮৯২। ইবনুস সারহ জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা (হে বনী আবদুল মুত্তালিব এবং বনী আবদে মানাফ) কাউকেও কোন সময় এই ঘর (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করতে এবং দিন-রাতের যে কোনো সময় এখানে নামায আদায় করতে নিষেধ করো না।

৫২- بَابُ طَوَانِ الْقَارِنِ

৫২. অনুচ্ছেদ : হজ্জ কিরান আদায়কারীর তাওয়াফ সম্পর্কে

১৪৭৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمْ يَطْفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ .

১৮৯৩। আহমাদ ইবন হাম্বল জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সাফা-মারওয়ার মধ্যে একবারের অধিক তাওয়াফ করেননি এবং এটাই ছিল তাঁর প্রথম তাওয়াফ।

১৪৭৪ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ لَمْ يَطُوفُوا حَتَّى رَمَوْا الْجَمْرَةَ .

১৮৯৪। কুতায়বা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাঁর সাহাবীগণ কংকর নিক্ষেপের আগে তাওয়াফ করেননি।

১৪৭৫ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمُؤَدِّنُ أَنَا الشَّافِعِيُّ عَنِ ابْنِ عَمِيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجَّتِكَ وَعَمْرَتِكَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ كَانَ سَفِيَانُ رَبِّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ وَرَبِّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا •

১৮৯৫। আর-রাবী‘ ইবন সুলায়মান আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেন, তোমার বায়তুল্লাহ্ ও সাফা-মারওয়ার (একবার) তাওয়াফ তোমার হজ্জের সময় ও উমরার জন্য যথেষ্ট।

ইমাম শাফি‘ঐ (র) বলেন, সুফইয়ান কোনো সময় আতা হতে, তিনি আয়েশা (রা) হতে এবং কোন সময় কেবল আতা হতে বর্ণনা করতেন যে, নবী করীম ﷺ আয়েশা (রা) কে এরূপ বলেন।

৫৩ - بَابُ الْمَلْتَرِ

৫৩. অনুচ্ছেদ : মুলতায়াম

۱۸۹۶ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَكِيمِ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَفْوَانَ قَالَ لَهَا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قُلْتُ لِأَلْبَسَنِي ثِيَابِي وَكَانَتْ دَارِي عَلَى الطَّرِيقِ فَلَا نَظْرَنَ كَيْفَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْطَلَقْتُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَعْبَةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ قَدْ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الْكَطِيمِ وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَطَهُمْ •

১৮৯৬। উসমান ইবন আবু শায়বা..... আবদুর রহমান ইবন সাফওয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয় করেন তখন আমি (মনে মনে) বলি, আমি আমার বস্ত্র পরিধান করব, আর আমার ঘর ছিল রাস্তার পাশে অবস্থিত এবং দেখব যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরূপ ব্যবহার করেন। আমি আমার ঘর হতে বের হয়ে দেখতে পাই যে, নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কা‘বা হতে বের হয়ে বায়তুল্লাহ্ চুমু দেন-এর দরজা ও হাতীমের মধ্যবর্তী স্থানে। তাঁরা তাঁদের চিবুক বায়তুল্লাহ্‌র উপর স্থাপন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের মাঝখানে ছিলেন।

۱۸۹۷ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا الْمُثَنَّى ابْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا جِئْنَا دُبْرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ أَلَا تَتَعَوَّذُ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ

১. খানায় কা‘বার প্রাচীর, যা এর দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যে অবস্থিত। এ স্থানকে এজন্য মুলতায়াম বলা হয় যে, হাজীরা যখন প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা করে তখন বিদায়ী তাওয়াফ এই স্থান হতে করে যা মুস্তাহাব। এটা দু‘আ কবুলের স্থান।

الْحَجْرَ وَأَنَا بَيْنَ الرَّكْنَيْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجَّهَهُ وَزَرَّاعِيَهُ وَكَفَّيَهُ هَكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ •

১৮৯৭। মুসাদ্দাদ 'আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-এর সাথে তাঁওয়ারফ করি। অতঃপর আমরা খানায়ে কা'বার পশ্চাতে আসি, তখন আমি তাঁকে বলি, আপনি কি (আল্লাহ তা'আলার নিকট) পানাহ চাইবেন না? তিনি বলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট দোজখের আগুন হতে পানাহ চাচ্ছি। অতঃপর তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতে যান এবং তাতে চুমু দেন। অতঃপর তিনি রুকনে ইয়ামানী ও মুলতায়ামের মাঝখানে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর বুক, চেহারা, দুই হাত ও হাতের তালু স্থাপন করে তা বিস্তৃত করে দেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এরূপ করতে দেখেছি।

۱۸۹۸ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ إِنَّهُ كَلَّمَ يَقُودَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَيَقِيهِ عِنْدَ الشِّقَّةِ الثَّلَاثَةِ مِمَّا
يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي الْحَجْرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْبِئْتَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ
يُصَلِّي هَهُنَا فَيَقُولُ نَعْمُ فَيَقُولُ فَيُصَلِّي •

১৮৯৮। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্ন মায়সারা আবদুল্লাহ ইব্ন সায়েব (রহ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপবেশন করতেন। আর তিনি (ইব্ন আব্বাস) তাঁকে (বায়তুল্লাহর) দেওয়ালের তৃতীয়াংশের (অর্থাৎ মুলতায়ামের) নিকট দাঁড় করিয়ে দিতেন, যা হাজরে-আসওয়াদ ও মুলতায়ামের নিকট অবস্থিত ছিল। ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে বলেন, আচ্ছা! রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এ স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন? তিনি (সায়েব) বলেন, হ্যাঁ। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) সেখানে দণ্ডায়মান হন এবং (মুলতায়ামের নিকট) নামায আদায় করেন।

۵۴ - بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

৫৪. অনুচ্ছেদ : সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা

۱۸۹۹ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ
عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ إِنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السَّرْحِ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا إِلَّا يَطُوفُ بِهِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا كَلَّا لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَاجِنَا ح عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا إِنَّهَا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الْإِنصَارِ
كَانُوا يَهْلُونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةَ حَذْوًا وَقُدَيْسٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ
الْإِسْلَامَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ •

১৮৯৯। আল কা'নাবী..... হিশাম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) কে আমার ছেলেবেলায় জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : “নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত” সম্পর্কে কিছু বলুন। আমার মনে হয়, যদি কেউ এর তাওয়াফ ত্যাগ করে তবে সে গুনাহ্গার হবে না। আয়েশা (রা) বলেন, এরূপ কখনও নয়। তুমি যেকোন বলছ, যদি তা-ই হতো তবে আয়াতটি এরূপ হতো: তার উপর (হজ্জ ও উমরাকারীর) কোন গুনাহ্ নেই, যদি সে উভয়ের তাওয়াফ না করে। বরং আয়াতটি আনসারদের শানে নাযিল হয়। তারা মানাতের^১ (যিয়ারতের) উদ্দেশ্যে ইহু'রাম বাঁধত। মানাত (মূর্তিটি) ছিল কুদায়দ নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত। তারা (জাহিলিয়াতের যুগে) সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বর্জন করত। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর তারা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে মহান আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করেন : “সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনাবলির অন্যতম।”

১৯০০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِعْتَمَرَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مِنْ يَسْتِرَّةٍ مِنَ النَّاسِ فَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ ادْخُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا .

১৯০০। মুসাদ্দাদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমরা (কাযা) আদায়ের সময় বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পশ্চাতে দুই রাকা'আত নামায আদায় করেন। আর এই সময় (মক্কার কাফিরদের কষ্ট প্রদান হতে) রক্ষার জন্য, তাঁর সাথে তাঁর সাহাবীগণও ছিলেন। তখন আবদুল্লাহ্কে প্রশ্ন করা হয় যে, এ সময় কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছিলেন? তিনি বলেন, না (কেননা সে সময় তা মূর্তিতে ভরপুর ছিল)।

১৯০১ - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ أَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ أَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَهْوَا الْحَدِيثَ زَادَ ثَمْرًا أَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَسَعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ .

১৯০১। তামীম ইব্নুল মুনতাসির ইসমাসীল ইব্ন আবু খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবু আওফা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস শ্রবণ করেছি। তবে এই বর্ণনায় আছে, অতঃপর তিনি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সা'ঈ করেন এবং পরে স্বীয় মস্তক মুগুন করেন।

১৯০২ - حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ جَمَّانَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَرَاكَ تَمْشِي وَالنَّاسُ يَسْعَوْنَ قَالَ إِنْ أَمْشَيْتُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَإِنْ أَسْعَيْتُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ .

১. একটি মূর্তি, যাকে আমরা ইব্ন লিহয়া সমুদ্রের দিকে স্থাপন করে। অন্য বর্ণনায় আছে, এটা একটি প্রস্তর (মূর্তি) যা হযায়েল গোর স্থাপন করে।

১৯০২। আন-নুফায়লী..... কাসীর ইব্ন জুমহান (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) কে সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমি আপনাকে হাঁটতে দেখছি, অন্য লোকেরা দৌড়াচ্ছে? তিনি বলেন, আমি যদি হেঁটে থাকি তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে হাঁটতে দেখেছি। আর আমি যদি সাঈ করে থাকি তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সাঈ করতে দেখেছি। আমি (এখন) অধিক বৃদ্ধ।

৫৫- بَابُ صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ

৫৫. অনুচ্ছেদ : মহানবী ﷺ-এর বিদায় হজ্জের বিবরণ

১৭০৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَاءُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّانِ وَرَبِيعَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءُ قَالُوا نَا حَاتِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرَحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نَسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا يَعْنِي ثَوْبًا مُلْفَقًا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا مِنْ مِغْرَاهَا فَصَلَّى بِنَا وَرَدَّائِهِ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمَشْجَبِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي حَجَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَلَ تِسْعًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَهٌ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحْجْ ثُمَّ أَذِنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بِشَرِّ كَثِيرٍ كَلَّمَهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتِمُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِبَيْتِهِ عَلَيْهِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى آتَيْنَا ذَا لَحْلَيْفَةَ فَوَلَدَتْ أَسَاءَ بِنْتَ عَمَيْسِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اغْتَسِلِي وَأَسْتَدِي فِرْيَ بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْتِ قَالَ جَابِرٌ نَظَرْتُ إِلَى مَنْ بَصْرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهَرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ فَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَأَهْلٌ بِالتَّوْحِيدِ لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ وَأَهْلٌ النَّاسِ بِهَذَا الَّذِي يَهْمُونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلْبِيَةَ

قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنُومِي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا
وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، مُصَلًى فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ قَالَ ابْنُ نَفِيلٍ وَعُثْمَانُ وَلَا أَعْلَمُهُ ذِكْرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
سَلِيمَانُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقُولُ يَا أَيُّهَا الْكُفْرُونَ
ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: إِنَّ الصَّفَا
وَالشَّرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، نَبَدًا بِهَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَفَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ
وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيَاتُ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَأَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الشَّرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى حَتَّى
أَتَى الشَّرْوَةَ فَصَنَّ عَلَى الشَّرْوَةِ مِثْلَ مَا صَنَّ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ الطَّوَانِ عَلَى الشَّرْوَةِ وَقَالَ
إِنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لِمِ اسْتَقْبَلْتُ الْهُدَى وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ
هُدًى فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلَّهُمْ قَصْرًا إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هُدًى فَقَامَ سُرَاقَةً
بَنُ جَعَشْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لِللَّابِدِ فَشَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ فِي الْآخِرَى ثُمَّ قَالَ
دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ هَكَذَا مَرَّتَيْنِ لِأَبْلِ لِأَبْدٍ لِأَبْدٍ قَالَ وَقَدِمْ عَلَيَّ مِنَ الْيَمِينِ بِبَدَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِنْ حَلٍّ وَلَبِستُ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاسْتَحَلَّتْ فَأَنْكَرْتُ عَلَى ذَلِكَ عَلَيْهَا وَقَالَ مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَتْ
أَبِي قَالَ وَكَانَ عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي
الْأَمْرِ الَّذِي صَنَعْتَهُ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرْتُ عَنْهُ فَأَخْبَرْتَهُ إِنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا
فَقَالَتْ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا فَقَالَ صَدَقْتُ صَدَقْتُ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلٌ
بِأَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِنَّ مَعِيَ الْهُدَى فَلَا تَحْلِلْ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهُدَى الَّذِي قَدِمْ بِهِ
ي مِنَ الْيَمِينِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَيْمَنَةِ مَائَةٌ فَحَلَّ النَّاسُ كُلَّهُمْ وَقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ

وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَوَجَّهُوْا إِلَى مَنَى أَهْلُوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَصَلَّى بَيْنَى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقَبَّةٍ لَهٗ
مِنْ شَعْرٍ فُضِّرَتْ بِنَهْرَةٍ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَشْكُ قُرَيْشٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَقْبَعَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
بِالْمَزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقَبَّةَ قَدْ
ضُرِبَتْ لَهٗ بِنَهْرَةٍ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقُصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهٗ فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ
الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامًا كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي
بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوْلُ دَا
أَضَعَهُ دِمَاءٌ نَادٍ قَالَ عَثْمَانُ دَا ابْنُ رِبِيعَةَ وَقَالَ سَلِيمَانُ دَا رِبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ
مُسْتَرَضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُنَا وَيْلٌ وَرَبُّوْا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوْلُ رَبُّوْا أَضَعُ رَبُّوْا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِإِمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمُوهُنَّ فَرَوْجَهُنَّ
بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنْ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئَنَّ فَرُشِكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاذْنُكُمْ فَضَرْبُواهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَجٍ
وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَالَيْنِ تَصَلُّوْا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ
اللَّهِ وَأَنْتُمْ مُسْتَأْذِنُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ ثُمَّ قَالَ يَا صَبِغِ
السَّبَابَةَ يَرْفَعَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اأَللَّهُمَّ اأَللَّهُمَّ اأَللَّهُمَّ اأَللَّهُمَّ اأَشْهَدُ اأَللَّهُمَّ اأَشْهَدُ اأَشْهَدُ اأَشْهَدُ اأَشْهَدُ اأَشْهَدُ اأَشْهَدُ اأَشْهَدُ اأَشْهَدُ
أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ الْقُصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ
فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقُصْوَاءَ إِلَى الصَّخْرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمَشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمَّ يَزَلُ
وَأَقْبَعَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَدَهَبَتِ الصُّغْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقَوْصُ وَارْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ فَنَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَقَدْ شَنَقَ لِلْقُصْوَاءِ الرِّمَاءَ حَتَّى أَنْ رَأَسَهَا لِيُصِيبَ مَوْزِكَ رَحْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ الْيَمِينِ السَّكِينَةَ أَيُّهَا
النَّاسُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّهَا أَتَى جَبَلًا مِنَ الْجِبَالِ ارْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمَزْدَلِفَةَ
فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ قَالَ عَثْمَانُ وَلَمْ يُسْبِحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اتَّفَقُوا ثُمَّ

أَضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ قَالَ سَلِيمَانُ نِدَاءً وَإِقَامَةً ثُمَّ اتَّفَقُوا ثُمَّ رَكِبَ الْقِصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقَى عَلَيْهِ قَالَ عَثْمَانُ وَسَلِيمَانُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ زَادَ عَثْمَانُ وَوَحْدَةً فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا ثُمَّ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَارْدَفَ الْفُضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسَيْمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّ الظَّنَّ يَجْرَيْنِ فَطَفِقَ الْفُضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفُضْلِ وَصَرَفَ الْفُضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْأَخِيرِ وَحَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الشِّقِّ الْأَخْرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَسَّرًا فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَسْطَى الَّذِي يُخْرِجُكَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَنْفِ فَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَيْرَ يَقُولُ مَا بَقِيَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدْنَةٍ بِبُضْعَةٍ فَجَعَلَتْ فِي قَدْرِ فَطَبَّخَتْ فَكَوَلًا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبًا مِنْ مَرَقِهَا قَالَ سَلِيمَانُ ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أفاض رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْرًا فَقَالَ ائْزَعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا إِنْ يَغْلِبُكُمْ النَّاسُ عَلَى سَقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَأُولُوهُ دَلُّوا فَشَرِبَ مِنْهُ

১৯০৩। আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী..... জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হ'লাম। আমরা তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার পর তিনি (অন্ধ হওয়ার কারণে আগমনকারীদের সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করেন। আমার নিকট তাঁর প্রশ্নটি সমাণ্ড হওয়ার পর আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন হুসায়ন (রা)। এতদ্বশবণে তিনি আমার মাথায় তাঁর হাত বোলান এবং আমার কামীসের (জামার) উপর ও নিম্নাংশ টেনে তাঁর হস্ততালু আমার বুকের উপর স্থাপন করেন। এ সময় আমি যুবক ছিলাম। অতঃপর তিনি (জাবির) বলেন : তোমার জন্য মারহাবা ও খোশ-আমদেদ! হে ভ্রাতৃস্পুত্র তোমার যা ইচ্ছা, আমাকে জিজ্ঞাসা কর। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, আর তিনি ছিলেন অন্ধ। অতঃপর নামাযের সময় উপস্থিত হওয়ায় তিনি (জাবির) জায়নামাযে দণ্ডয়মান হন, এমতাবস্থায় যে, তাঁর কাঁধে ভাঁজ করা চাদর ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। অতঃপর তিনি (ইমাম) আমাদের সাথে নামায আদায় করেন এবং তাঁর বড় চাদর আলনায় সংরক্ষিত ছিল। আমি বললাম, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিদায় হজ্জ সম্পর্কে কিছু বলুন। জাবির (রা) তাঁর হাতের প্রতি ইশারা করেন এবং (দু'হাতের) নয়টি আঙ্গুল বন্ধ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় নয় বছর অবস্থান করেন এবং এই সময় তিনি কোন হজ্জ সম্পন্ন করেননি। অতঃপর (অষ্টম হিজরীতে) মক্কা বিজয়ের পর, দশম হিজরীতে লোকদের নিকট এরূপ ঘোষণা দেয়া হয় : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জ গমন করবেন। এতে মদীনায় অসংখ্য লোকের সমাগম হয়

এবং প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইকতিদা করে তাঁর অনুরূপ 'আমল করতে চায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রওনা হলে, আমরাও তাঁর সাথে রওনা হই। অতঃপর আমরা যুল-হলায়ফাতে উপনীত হই। ঐ সময় আসমা বিনতে উমায়স (রা) মুহাম্মাদ ইব্ন আবু বাকরকে প্রসব করেন। তখন তিনি (আসমা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ইহরামের ব্যাপারে কী করবেন, তা জানার জন্য লোক পাঠান। তিনি বলেন, তুমি (পবিত্রতা হাসিলের জন্য) গোসল কর, কাপড় দ্বারা নিজের লজ্জাস্থান ব্যাণ্ডেজ কর এবং ইহরাম বাঁধ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হলায়ফার মসজিদে দুই রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে (কাসওয়ায়) আরোহণ করে বায়দা নামক স্থানে উপস্থিত হন। জাবের (রা) বলেন, আমি তাঁর সম্মুখভাগে, আমার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কেবল আরোহী ও পদাতিক লোকদের দেখি। তাঁর ডানে, বামে এবং পশ্চাতেও অনুরূপ লোক ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে ছিলেন এবং তাঁর নিকট তখনও কুরআন নাথিল হচ্ছিল। আর তিনি এর ব্যাখ্যা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিলেন। আর তিনি যেরূপ 'আমল করছিলেন, আমরাও সেরূপ করছিলাম। অতঃপর তিনি তাল্‌বিয়া পাঠ শুরু করেন, যা তাওহীদ ভিত্তিক ছিল।

الغ ليبيك اللهم ليبيك (অর্থ) "আমি উপস্থিত হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নেই, আমি উপস্থিত, সকল প্রশংসা ও নি'আমত তোমারই এবং সাম্রাজ্য, তোমার কোন শরীক নেই।" আর লোকেরা এ কথার দ্বারা এবং এর অধিক দ্বারাও তাল্‌বিয়া পাঠ করছিল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিষেধ করেননি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় তাল্‌বিয়া পাঠ অব্যাহত রাখেন। জাবির (রা) বলেন, আমরা হজ্জের নিয়্যাত করি এবং উমরা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। অতঃপর (যিল-হজ্জের চতুর্থ দিনে) আমরা তাঁর সাথে বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী হই। তিনি হাজ্জের আসওয়াদকে চুম্বন করেন এবং তিনবার রমল ও চারবার হেঁটে (তাওয়াফ) সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি মাকামে ইব্রাহীমে উপস্থিত হন এবং বলেন, তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থানে পরিণত কর। অতঃপর তিনি মাকামে ইব্রাহীমের পশ্চাতে দুই রাক'আত নামায আদায় করেন। রাবী (জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ) বলেন, আমার পিতা (মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন) বলতেন, রাবী ইব্ন নুফায়ল ও উসমান বলেন, তিনি নামাযে কী পড়েন তা আমার জানা নেই। তবে সুলায়মান নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুই রাক'আতের এক রাক'আতে সূরা ইখলাস ও অন্য রাক'আতে সূরা কাফিরূণ পড়বে। অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহর নিকট আগমন করেন এবং হাজ্জের আসওয়াদ চুম্বন করেন। অতঃপর এর দরজা দিয়ে বের হয়ে তিনি সাফার দিকে গমন করেন। তিনি সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করেন : "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া, আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম।" অতঃপর তিনি সাফা হতে সা'ঈ শুরু করেন এবং এর উপর আরোহণ করে বায়তুল্লাহ ঘর দেখে বলেন : الغ ... لا اله الا الله ...

الله أكبر لا اله الا الله ...

অর্থাৎ আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর জন্যই সাম্রাজ্য, আর তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা, তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। এক একক আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ নেই, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ ﷺ -কে সাহায্য করেছেন, এবং তিনি একাই সকল বাহিনীকে পরাভূত করেছেন।" অতঃপর তিনি এর মধ্যে দু'আ করেন এবং তিনবার উক্তরূপ ইরশাদ করেন। অতঃপর তিনি মারওয়ার দিকে গমন করেন এবং দু' পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে রমল করেন। তিনি মারওয়ার উপর আরোহণ করে ঐ সমস্ত 'আমল করেন, যা তিনি সাফা পাহাড়ের উপর উঠে করেছিলেন। অতঃপর তিনি মারওয়ার তাওয়াফ সমাপ্ত করে বলেন, যা আমি পরে অবগত হয়েছি, যদি তা পূর্বে অবগত হতে পারতাম, তবে আমি কুরবানীর পশু অথ্রে প্রেরণ করতাম না এবং একে (হজ্জকে) উমরায় রূপান্তরিত করতাম। আর তোমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু নেই, তারা যেন উমরার পরে হালাল হয়-যাতে তা কেবল উমরা হয়। তখন নবী করীম ﷺ এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত অন্য সমস্ত লোকেরা হালাল হয় এবং তাদের চুল মুগুন বা ছোট করে। তখন সুরাকা ইব্ন জা'আশাম দণ্ডায়মান হয়ে প্রশ্ন

করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরূপ ব্যবস্থা (হজ্জের মধ্যে উমরা পালন) কি কেবল এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর একহাতের অঙ্গুলি অন্য হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বলেন, উমরা হজ্জের মধ্যে এরূপে প্রবেশ করেছে। এরূপ তিনি দু'বার উচ্চারণ করেন। আর তা সর্বকালের জন্য। অতঃপর তিনি (জাবির) বলেন, এ সময় আলী (রা) ইয়ামান হতে তাঁর ও নবী করীম ﷺ -এর কুরবানীর পশুসহ আগমন করেন। ঐ সময় তিনি ফাতিমা (রা) কে হালাল অবস্থায় রঙিন কাপড় পরিহিতা ও সুরমা ব্যবহারকারিণী দেখতে পেয়ে অপছন্দ করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে কে এরূপ করতে বলেছে? তিনি বলেন, আমার পিতা। জাবির (রা) বলেন, আলী (রা), যিনি তখন ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে ফাতিমার কাজে রাগান্বিত হয়ে উপস্থিত হই এবং ঐ সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করি, যা সে আমাকে বলেছিল। আর আমি তার কাজে অসন্তুষ্ট হওয়ার কথা প্রকাশ করায়, “আমার পিতা আমাকে এরূপ করতে বলেছে”, তা-ও তাঁর কাছে বলি। তিনি বলেন, সে সত্য বলেছে, সে সত্য বলেছে। আচ্ছা, তুমি যখন হজ্জের নিয়্যাত করেছ, তখন কী বলেছ? তিনি বলেন, আমি বলেছি, ইয়া আল্লাহ! আমি ঐরূপ ইহরাম বাঁধছি, যে রূপ ইহরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ বেঁধেছেন। তিনি বলেন, আমার সাথে কুরবানীর পশু আছে, কাজেই তুমি আমার মত হালাল হতে পারবে না। জাবির (রা) বলেন, আর কুরবানীর পশু, যা আলী (রা) ইয়ামান হতে সঙ্গে আনেন এবং যা মদীনা হতে নবী করীম ﷺ -এর সাথে এনেছিলেন এর মোট সংখ্যা ছিল একশ’। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ এবং যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল, তারা ব্যতীত অন্য সকলে হালাল হয় এবং তাদের মস্তক মুগুন বা চুল ছোট করে। রাবী (জাবির) বলেন, অতঃপর তারবিয়ার দিন (৮ই যিল-হজ্জ) আসলে, তাঁরা মিনায় গমন করেন এবং হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহনে সাওয়ার হন এবং মিনায় পৌঁছে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায় আদায় করেন এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত কিছুক্ষণ সে স্থানে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি তাঁর জন্য একটি পশমী কাপড়ের তাঁবু টানাতে নির্দেশ দেন। তাঁর জন্য নামেরা^১ নামক স্থানে তা টানানো হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে গমন করেন। যাতে কুরায়শরা এরূপ সন্দেহ করতে না পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হারামের নিকটবর্তী স্থান মুযদালিফায় অবস্থান করবেন, (এবং আরাফাতে গমন করবেন না), যে রূপ কুরায়শরা জাহিলিয়াতের যুগে করত। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফা অতিক্রম করে আরাফাতে পৌঁছান এবং তাঁর জন্য প্রস্তুতকৃত তাঁবু যা নামেরাতে স্থাপন করা হয়, সেখানে উপস্থিত হন। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে পড়লে তিনি তাঁর বাহন প্রস্তুতের নির্দেশ দেন এবং তাতে আরোহণ করে বাতনে-ওয়াদী^২ নামক স্থানে গমন করেন। অতঃপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন, তোমাদের রক্ত ও সম্পদ (একে অপরের জন্য) হারাম। যেমন হারাম (পবিত্র) তোমাদের আজকের এ দিন, এ মাস ও এ শহর। খবরদার! জাহিলিয়া যুগের সর্বপ্রকার কাজকর্ম (আজ) আমার পায়ের নিচে বাতিল ঘোষিত হ’ল। জাহিলিয়া যুগের রক্ত (প্রতিশোধ গ্রহণ) পরিত্যক্ত হল। আর সর্বপ্রথম আমি আমার পক্ষ হতে (আহলে-ইসলামের) যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তাঁর দাবি পরিত্যাগ করলাম। উসমান বলেন, এটা আবু রাবী’আর রক্ত। আর সুলায়মান বলেন, এটা রাবী’আ ইবনুল হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিবের খুনের রক্ত। সে (ইবন রাবী’আ) ছিল বনী সা’আদ গোত্রের একটি শিশুপুত্র, যাকে হুযায়ল গোত্রের লোকেরা হত্যা করে। আর জাহিলিয়া যুগের সুদ প্রথা বাতিল ঘোষিত হ’ল। আর এ প্রসঙ্গে আমি আমাদের প্রাপ্য সুদ, যা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সবই বাতিল করলাম। আর তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ, আর আল্লাহ তা’আলার নির্দেশে তোমরা তাদের স্ত্রী-অঙ্গ (ব্যবহার) হালাল করেছ (অর্থাৎ শরী’আতসম্মত পন্থায়

১. আরাফাতের নিকটবর্তী একটি পাহাড়।

২. আরাফাতের মধ্যে অবস্থিত একটি স্থানের নাম।

ইজাব-কবুলের দ্বারা তাদের বিবাহ করেছে)। তাদের ওপর তোমাদের হক এই যে, তারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন কোন লোককে আসার অনুমতি প্রদান না করে, যাকে সে (স্বামী) অপছন্দ করে। যদি তারা এরূপ করে, তবে তাদের (এ জন্যে) সামান্য প্রহার করবে। আর তোমাদের উপর তাদের উত্তমরূপে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে একটি বিশেষ বস্তু রেখে যাচ্ছি। আমার পরে যদি তোমরা তা মজবুতভাবে ধারণ কর, তবে তোমরা কখনও গোম্‌রাহ্ হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব। আর তোমাদেরকে (কিয়ামতের দিন) আমার প্রসংগে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তোমরা আমার সম্পর্কে কী বলবে? সাহাবীগণ বলেন, আমরা এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করব যে, আপনি আপনার (রিসালাতের) দায়িত্ব সঠিকভাবে পৌঁছিয়েছেন, আপনার (আমানতের) হক আদায় করেছেন এবং আপনি আপনার (উম্মাতকে) নসীহত করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর শাহাদাত অঙ্গুলি আকাশের দিকে উত্তোলন করেন এবং পরে লোকদের প্রতি ইশারা করে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকে। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকে! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকে। অতঃপর তিনি বিলাল (রা) কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং যোহরের নামায আদায় করেন। অতঃপর দণ্ডায়মান হয়ে আসরের নামাযও আদায় করেন এবং তিনি এর সাথে অন্য কোন কিছুই (সুন্নাত, নফল ইত্যাদি) করেন নাই। (অর্থাৎ যোহর ও আসরের নামায পরপর আদায় করেন)। অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে সাওয়ার হন এবং আরাফাতে (মূল ভূমিতে) গমন করেন। অতঃপর তিনি তাঁর বাহন উষ্ট্রিকে বড় শ্রস্তরের নিকট (যা জাবালে-রহমতের নিকটে অবস্থিত) নিয়ে যান এবং হাবল আল মাশাত-কে সম্মুখে রাখেন এবং কিবলামুখী হন। আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে তিনি অবস্থান করেন। অতঃপর সূর্যের লালিমা বিলুপ্ত হওয়ার পর তিনি উসামাকে স্বীয় উষ্ট্রের পশ্চাতে বসিয়ে নেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত হতে মুযদালিফায় গমন করেন। ঐ সময় তিনি তাঁর উষ্ট্রের লাগাম নিজের হাতে নেন, যাতে তাঁর (উষ্ট্রের) মাথা, পাদানির নিকট পৌঁছায়। আর এ সময় তিনি ডান হস্ত দ্বারা ইশারা করে বলেন, শান্ত হও (অর্থাৎ তোমরা এখন শান্তি বা স্বস্তি গ্রহণ কর)। হে জনগণ! তোমরা স্বস্তি গ্রহণ কর। হে লোক সকল! তোমরা শান্তি কবুল কর। অতঃপর তিনি যখন এর কোন পাহাড়ের নিকটবর্তী হন, তখন উষ্ট্রের লাগামকে কিছুটা টিল দেন এবং এই অবস্থায় মুযদালিফায় গমন করেন। আর এ স্থানে তিনি মাগরিব ও এশার নামায একই আযান ও দুই ইকামাতের দ্বারা একত্রে আদায় করেন।

রাবী উসমান বলেন, তিনি মাগরিব ও এশার নামায (একত্রে আদায়ের সময়)-এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন তাসবীহ পাঠ করেন নাই। অতঃপর সমস্ত রাবী একমত হয়ে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকাল পর্যন্ত নিদ্রা যান। আর ফজরের সময় হওয়ার পর তিনি ফজরের নামায আদায় করেন। রাবী সুলায়মান বলেন, তিনি এক আযান ও একই ইকামাতে তা আদায় করেন। অতঃপর সকল রাবী ঐক্যমতে বর্ণনা করেন যে, অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করে মাশ'আরুল হারামে^১ গমন করেন এবং সেখানে অবতরণ করেন। রাবী উসমান ও সুলায়মান বলেন, এ সময় তিনি কিবলামুখী হন এবং আল্লাহ তা'আলার হাম্দ ও তাক্বীর পাঠ করেন। রাবী উসমান একা এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আর তিনি সে স্থানে ততক্ষণ অবস্থান করেন, যতক্ষণ না স্পষ্টরূপে (পূর্বের আকাশ) পরিষ্কার হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা হতে মিনায় গমন করেন। আর এ সময় তাঁর উষ্ট্রের পশ্চাতে ফযল ইবন আব্বাস (রা) ছিলেন। আর ইনি ছিলেন কৃষ্ণ চুল, সুন্দর ও সুশ্রী দেহের অধিকারী যুবক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফা হতে গমনকালে যখন স্ত্রীলোকদের বাহনের পার্শ্ব দিয়ে গমন করতে থাকেন, তখন ফযল (রা) তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফযলের চেহারায় হস্ত স্থাপন করে তার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর ফযল (রা) অন্যদিকে মুখ ফিরালে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন।

১. একটি স্থানের নাম যা আরাফাতে অবস্থিত।

অতঃপর ফযল আবার তাঁর চেহারা অন্যদিকে ফিরাবার সময় তাঁরা 'মুহাসসার' নামক স্থানে পৌঁছান। এ সময় তাঁর উট কিছুটা দ্রুতগামী হয় এবং তা মধ্যবর্তী রাস্তায় গমন করে, যে রাস্তা ছিল জাম্রাতুল কুব্রায় গমনের পথ। অতঃপর তিনি জাম্রার নিকটবর্তী হন, যা বৃক্ষের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। অতঃপর তিনি সে স্থানে সাতটি কংকর নিষ্ক্ষেপ করেন এবং প্রত্যেকবার কংকর নিষ্ক্ষেপের সময় তাকবীর (আল্লাহ্ আকবার) পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বাতনুল ওয়াদীতে (গমনপূর্বক) কংকর নিষ্ক্ষেপ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর স্থানে উপস্থিত হন এবং স্বহস্তে তেষটিটি পশু কুরবানী করেন এবং কুরবানীর অবশিষ্ট পশুগুলি আলী (রা) কে কুরবানী করার নির্দেশ দেন। আর তিনি প্রত্যেক কুরবানীর পশুর গোশত হতে এক টুকরা গোশত তাঁকে দেওয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর তা একটি পাতিলের মধ্যে রান্না করা হয়। তখন তাঁরা সকলে তা ভক্ষণ করেন এবং (তৃপ্তি সহকারে) আহার করেন।

রাবী সূলায়মান বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা ঘরে গমন করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় যোহরের নামায আদায় করেন। পরে তিনি বনী আবদুল মুত্তালিবদের নিকট গমন করেন, যারা যমযমের নিকট (লোকদের) পানি পান করছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে বলেন, তোমরা লোকদেরকে অধিক পানি পান করাতে থাকো। আর আমি যদি লোকদের অত্যধিক ভিড়ের আশংকা না করতাম তবে আমিও তোমাদের সাথে পানি তুলে লোকদের পান করতাম। অতঃপর তারা তাঁকে এক বালতি যমযমের পানি সরবরাহ করলে তিনি তা হতে কিছু পান করেন।

১৭০৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ نَا سُلَيْمَانَ يَعْنِي بَنَ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ السَّعْنِيُّ وَاحِدٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ اسْنَدُهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْعِيلَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ وَوَأَفَقَ حَاتِمُ بْنُ إِسْعِيلَ عَلَى إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ •

১৯০৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা, আহমাদ ইব্ন হাম্বল জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ আরাফাতে একই আযানে এবং দুই ইকামাতে যোহর ও আসরের নামায আদায় করেন এবং তিনি এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন তাসবীহ পাঠ করেননি। আর তিনি (মুযদালিফাতে) মাগরিব ও এশার নামায একই আযানে এবং দুই ইকামাতের সাথে আদায় করেন এবং এর মধ্যবর্তী সময়ে কোনরূপ তাসবীহ পাঠ করেননি। ইমাম আবু দাউদ (র) জাবির (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মাগরিব ও এশার নামায একই আযান ও একই ইকামাতে আদায় করেন।

১৭০৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا جَعْفَرُ نَا أَبِي عَنْ جَابِرٍ قَالَ ثُرٌّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ نَحَرْتُ هُنَا وَمِنِّي كُلُّهَا مِنْحَرٌّ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ قَدْ وَقَفْتُ هُنَا وَعَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفَ بِالْمَزْدَلِفَةِ وَقَالَ قَدْ وَقَفْتُ هُنَا وَمَزْدَلِفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ •

১. মুযদালিফায় অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

১৯০৫। আহমাদ ইব্ন হাযল জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : আমি এ স্থানে কুরবানী করেছি এবং মিনাতেও অবস্থানের সময় কুরবানী করেছি। আর তিনি আরাফাতেও অবস্থান করেন। রাবী (জাবির) বলেন, আমিও এ স্থানে, আরাফাতে ও অন্যান্য স্থানে, (যেখানে নবী করীম ﷺ অবস্থান করতেন) অবস্থান করি। আর তিনি মুয্দালিফাতেও অবস্থান করেন। রাবী বলেন, আমিও এ স্থানে এবং অন্যান্য অবস্থানের স্থানে (যেখানে নবী করীম ﷺ অবস্থান করতেন) অবস্থান করি।

১৭০৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ بِإِسْنِدِهِ زَادَ فَاَنْحَرُوا فِي رِحَالِ الْكُمُرِ

১৯০৬। মুসাদ্দাদ জা'ফর (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী (হাফস ইব্ন গিয়াস) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা তোমাদের বাহনে (আরোহণের স্থানে অর্থাৎ মিনায়) কুরবানী করবে।

১৭০৭ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى قَالَ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِالتَّوْحِيدِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الْكُفْرُونَ وَقَالَ فِيهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ رِزْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْكَوْفَةِ قَالَ أَبِي هَذَا الْحَرْفُ لَمْ يَذْكُرْهُ جَابِرٌ فَذَهَبَتْ مُحَرَّرًا وَذَكَرَ قِصَّةَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

১৯০৭। ইয়া'কুব ইব্ন ইবরাহীম সূত্রে ও মিলিত সনদে জাবির (রা) হতে বর্ণিত। আর রাবী (ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর রাবী ইয়াহুইয়া আল-কাত্তান তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেন যে, (আল্লাহর বাণী) : “আর তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে তোমাদের নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর।” রাবী বলেন, এ স্থানে নামায আদায়ের সময় তিনি সূরা ইখলাস ও সূরা কাফিরূণ পাঠ করেন।

৫৬- بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

৫৬. অনুচ্ছেদ : আরাফাতে অবস্থান

১৭০৮ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قَرِيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَفْقُونَ بِالْمِزْدَلِجَةِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَفْقُونَ بِعَرَفَةَ قَالَتْ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهٗ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا ثُرًّ يَفِيضُ مِنْهَا فَنُكَلِّكَ قَوْلَهُ تَعَالَى : ثُرًّ أَيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

১৯০৮। হান্নাদ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শরা তাদের ধর্মের অনুসরণ করে মুয্দালিফাতে অবস্থান করতো এবং এ-কে বীরত্বের (প্রকাশ) হিসাবে আখ্যায়িত করতো। আর আরবের অন্যান্য সমস্ত লোকেরা আরাফাতে অবস্থান করতো। তিনি (আয়েশা (রা) বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পর, আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে আরাফাতে গমনের এবং সেখানে অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনেরও নির্দেশ দেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী : “আর তোমরা সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন কর, যে স্থান হতে লোকেরা ফিরে আসে।”

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড)—১০

৫৬- بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمِنَى

৫৭. অনুচ্ছেদ : (মক্কা হতে) মিনায় গমন

১৭০৭ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَابِ الضَّبِيِّ نَا عَمَارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ سَلِيمَانَ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُقْسِمِ بْنِ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرَ يَوْمَ الْعُرْفَةِ بَيْنِي .

১৯০৯। যুহায়র ইব্ন হারব ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়াওমুত তারবিয়ার^১ যোহরের নামায এবং ইয়াওমুল আরাফার^২ ফজরের নামায মিনায় আদায় করতে হবে।

১৭১০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بَيْنِي قُلْتُ وَأَيَّنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفَرِ قَالَ بِالْإِبْطَحِ ثُمَّ قَالَ أَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرًاؤُكَ .

১৯১০। আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম..... আবদুল আযীয ইব্ন রুফাই' (র) বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা) কে বলি, আপনি আমাকে ঐ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করুন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে অবগত হয়েছেন। আর তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াওমুত তারবিয়াতে যোহরের নামায কোথায় আদায় করেন? তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি মিনাতে ইয়াওমুন নাফারে^৩ আসরের নামায কোথায় আদায় করেন? তিনি বলেন, আব্বাতাহ নামক স্থানে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা ঐরূপ করবে, যে রূপ তোমাদের নেতৃত্ব করবেন।

৫৮- بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عُرْفَةِ

৫৮. অনুচ্ছেদ : (মিনা হতে) আরাফাতে গমন

১৭১১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوبُ نَا أَبِي عَيْنٍ إِسْحَقُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيحَةَ يَوْمِ عُرْفَةِ حَتَّى أَتَى عُرْفَةَ فَنَزَلَ بِبَيْرَةِ وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ بِعُرْفَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَوةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهْجَرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عُرْفَةِ .

১৯১১। আহমাদ ইব্ন হাম্বল..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরাফার দিন সকালে ফজরের নামায আদায়ের পর নবী করীম ﷺ মিনা হতে আরাফাত অভিমুখে রওয়ানা হন। অতঃপর তিনি আরাফার সন্নিহিত উপস্থিত হয়ে নামেরাতে অবস্থান গ্রহণ করেন। আর তা সে স্থান, যেখানে ইমাম আরাফার দিন অবস্থান করেন। অতঃপর যোহরের নামাযের সময় হলে, তিনি একত্রে যোহর ও আসরের নামায আদায় করেন এবং পরে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেন এবং আরাফার ময়দানে অবস্থানের স্থানে অবস্থান করেন।

১. ৮ মিলহজ্জকে ইয়াওমুত তারবিয়া বা মিনায় গমনের দিন বলা হয়।

২. ৯ মিলহজ্জকে ইয়াওমে আরাফাহ বা আরাফাত ময়দানে অবস্থানের দিন বলে।

৩. ১৩ মিলহজ্জকে ইয়াওমুন নাফার বা প্রত্যাবর্তনের দিন বলা হয়।

৫৯- بَابُ الرُّوْحِ إِلَى عَرَفَةَ

৫৯. অনুচ্ছেদ : সূর্য পশ্চিমাকাশে যাওয়ার পর আরাফাতে গমন

১৭১২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكَيْعٌ نَا وَنَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَهَا أَنْ قَتَلَ الْحَجَّاجُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَيَّةَ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرُوحُ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا فَلَهَا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرُوحَ قَالَ قَالُوا لِمَ تَزْعُ الشَّمْسُ قَالَ أَزَاغَتْ قَالُوا لِمَ تَزْعُ قَالَ فَلَهَا قَالُوا قَدْ زَاغَتْ ارْتَحَلْ .

১৯১২। আহমাদ ইবন হাম্বল..... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ যখন ইবন যুবায়র (রা) কে হত্যা করে, তখন সে (হাজ্জাজ) তার নিকট জিজ্ঞাসা করে, এই দিনে (আরাফার দিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন সময় (নামাযের জন্য) বের হতেন। তিনি বলেন, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে পড়ত, তখন আমরা রওনা হতাম। অতঃপর ইবন উমার (রা) বের হতে ইচ্ছা করলে (সাসীদ) বলেন, তখন তাঁরা (সাথীরা) বলেন, এখনও সূর্য পশ্চিম দিকে চলে পড়েনি। অতঃপর তিনি (আবার) জিজ্ঞাসা করেন, সূর্য কি পশ্চিম দিকে চলে পড়েছে? তাঁরা বলেন, না। অতঃপর যখন তাঁরা (সাথীরা) বলেন, এখন সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে পড়েছে, তখন তিনি (ইবন উমার) রওনা হন।

৬০- بَابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

৬০. অনুচ্ছেদ : আরাফাতের খুত্বা (ভাষণ)

১৭১৩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي ضِرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ .

১৯১৩। হান্নাদ..... যুম্‌রা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, তাঁর পিতা অথবা চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আরাফাতে মিন্বরের উপর দেখেছি।

১৭১৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْحَيِّ عَنْ أَبِيهِ نُبَيْطٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ أَحْمَرَ يَخْطُبُ .

১৯১৪। মুসাদ্দাদ সালামা ইবন নুবাইত (র) তাঁর গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করছেন। তিনি নবী করীম ﷺ কে আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে একটি লাল গাধার উপর সাওয়ার থাকাবস্থায় খুত্বা প্রদান করতে দেখেছেন।

১. প্রকাশ থাকে যে, নবী করীম (সা)-এর যুগে আরাফাতের ময়দানে ভাষণ দেওয়ার জন্য কোন মিন্বর ছিল না। তিনি তাঁর উষ্ট্রের পৃষ্ঠে সাওয়ার অবস্থায় ভাষণ প্রদান করেন।

১৯১৫ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا نَا وَكَيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنِى الْعَدَاءُ
 بِنُ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ قَالَ هَنَادٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنِى خَالِدُ بْنُ الْعَدَاءِ بِنُ هُوْدَةَ قَالَ رَأَيْتُ
 رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيْرٍ قَائِمٍ فِى الرِّكَابِيْنَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ بِنُ الْعَدَاءِ عَنْ
 وَكَيْعٍ كَمَا قَالَ هَنَادٌ .

১৯১৫। হান্নাদ আল আদা ইবন খালিদ ইবন হাওয়া (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফাতের
 দিন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একটি গাধার উপর উপবিষ্ট অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতে দেখেছি, যা আল
 রিকাবীন নামক স্থানে ছিল।

১৯১৬ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ نَا عَثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ أَبُو عَمْرٍو عَنِ الْعَدَاءِ بِنِ
 خَالِدِ بْنِ بَعْنَاءَ .

১৯১৬। আব্বাস ইবন আবদুল আযীম মিলিত সনদে আল-আদা ইবন খালিদ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ
 অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬১- بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

৬১. অনুচ্ছেদ : আরাফাতে অবস্থানের স্থান

১৯১৮ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِيْنََارٍ عَنْ عَمْرٍو بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ صَفْوَانَ عَنْ
 يَزِيْدِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ بِعَرَفَةَ فِى مَكَانٍ يَبَاعِدُهُ عَمْرٍو عَنِ الْإِمَامِ فَقَالَ
 إِنِّى رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُوْلُ لَكُمْ قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَانْكُرُوا عَلَى إِرْثٍ مِّنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيْمَ .

১৯১৯। ইবন নুফায়ল ইয়াযীদ ইবন শায়বান (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন মিরবা' আল-আনসারী
 আমাদের নিকট আগমন করেন, যখন আমরা আরাফাতের ময়দানে এমন স্থানে ছিলাম, যে স্থানটি 'আমর ইবন
 আবদুল্লাহ কতৃক আমাদের জন্য নির্ধারিত হওয়ার কারণে আমরা ইমাম হতে দূরে পড়ে গিয়েছিলাম। তখন তিনি
 বলেন, আমি আপনাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একজন দূত। তিনি বলেছেন, আপনারা এখানে আপনাদের
 নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করুন। কেননা আপনারা ইব্রাহীম (আ)-এর যোগ্য উত্তরাধিকারী।

৬২- بَابُ النَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

৬২. অনুচ্ছেদ : আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন

১৯১৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بِيَانَ نَا عُبَيْدَةَ نَا
 سَلِيْمَانَ الْأَعْمَشِ الْمَعْنَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَفَاضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ

وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَرَدِيْفُهُ أَسَامَةُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيْجَانِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ قَالَ فَمَا رَأَيْتُمَا رَافِعَةً يَدَيْهَا عَادِيَةٌ حَتَّى أَتَى جَمْعًا زَادَ وَهَبٌ ثُمَّ أَرْدَنَى الْفُضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيْجَانِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ قَالَ فَمَا رَأَيْتُمَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنِّي .

১৯১৮। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ও ওয়াহুব ইব্ন বায়ান..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত হতে প্রশান্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর সাওয়ারীর পশুতে সাওয়ার ছিলেন উসামা ইব্ন যায়িদ। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন : লোক সকল! তোমরা শান্ত হও, কেননা ঘোড়া ও উটকে দ্রুত চালনার মধ্যে কোন সাওয়াব নেই। রাবী বলেন, এরূপ ঘোষণার পর আমি কোন ঘোড়া বা উটকে সহীসদের দু'হাত দ্রুত পরিচালনা করতে দেখিনি। এমতাবস্থায় আমরা মুযদালিফায় আগমন করি। রাবী ওয়াহুব অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, অতঃপর (মুযদালিফা হতে) মিনায় গমনকালে তাঁর উটের পশুতে ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) সাওয়ার হন। আর ঐ সময়ও তিনি বলেন : হে জনগণ! ঘোড়া বা উটকে দ্রুত চালনার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই বরং তোমাদের উচিত এখন শান্ত হওয়া। রাবী (ইব্ন আব্বাস) বলেন, অতঃপর আমি কাউকেই তার দু'হাত দ্রুত পরিচালনা করতে দেখিনি, মিনায় আগমন করা পর্যন্ত।

১৭১৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِيَانُ وَهَذَا لَفْظًا حَدِيثُ زُهَيْرٍ نَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قُلْتُ أَخْبَرَنِي كَيْفَ فَعَلْتُمَا أَوْ صَنَعْتُمَا عَشِيَّةَ رَدْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ جِئْنَا الشَّعْبَ الَّذِي يُنْبِغُ فِيهِ النَّاسُ لِلْمَعْرَسِ فَاَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاقَتَهُ ثُمَّ بَالَ وَمَا قَالَ أَهْرَاقَ الْمَاءِ ثَمَّا دَعَا بِالْوُضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَوَضَّأَ لَيْسَ بِالْبَالِغِ جِدًّا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ قَالَ فَرَكِبَ حَتَّى قَدِمْنَا مَرْدَلَفَةَ فَاقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ وَصَلَّى ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ زَادَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ فَعَلْتُمَا حِينَ أَصْبَحْتُمَا قَالَ رَدَفَهُ الْفُضْلُ وَأَنْطَلَقْتُ أَنَا فِي سَبَاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رَجُلِي .

১৯১৯। আহম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ইব্রাহীম ইব্ন উকবা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে কুরায়্ব বলেছেন যে, একদা তিনি উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন : আমাকে বলুন, আপনারা সেই সন্ধ্যায় কিরূপ করেছিলেন, যেদিন আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পশুতে একই বাহনে সাওয়ার ছিলেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, আমরা সেই ঘাঁটিতে (স্থানে) গমন করি, যেখানে লোকেরা শেষ রাত্রিতে তাদের উট হতে আরামের উদ্দেশ্যে অবতরণ করত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সে স্থানে তাঁর উষ্ট্র বসিয়ে পেশাব করেন। আর (উসামা এ স্থানে) পানি প্রবাহের কথা বলেননি। অতঃপর তিনি ওয়ূর জন্য পানি চান এবং এমনভাবে ওয়ূ করেন, যা অসম্পূর্ণ ছিল। তখন আমি বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামায়ের সময় উপস্থিত (কাজেই আমরা কি নামায় আদায়

করব?)। তখন জবাবে তিনি বলেন, নামায তোমার সম্মুখে, (অর্থাৎ আজকের দিনের নামায মুয়দালিফায় গিয়ে আদায়ের নির্দেশ)। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে সাওয়ার হন এবং মুয়দালিফায় গিয়ে হাযির হন। অতঃপর তিনি সেখানে মাগরিবের নামায আদায় করেন। এ সময় লোকেরা তাঁদের উটগুলোকে স্ব-স্ব স্থানে বসায়, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠ হতে মালপত্র নামাবার পূর্বেই এশার নামায আদায় করেন। অতঃপর লোকেরা স্ব-স্ব মালপত্র নামায়। রাবী মুহাম্মাদ বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমি বলি, আপনারা ঐ সময় কিরূপ করেছেন যখন আপনারা সকাল বেলায় উপনীত হন? (অর্থাৎ আপনারা মিনার দিকে রওয়ানা হন)। তখন জবাবে তিনি বলেন, এ সময় তাঁর সাওয়ারীর পশ্চাতে ফযল (রা) সাওয়ার ছিলেন এবং আমি কুরায়শদের সাথে পদব্রজে মিনার দিকে রওয়ানা হই।

১৭২০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَا نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ثَمَّ أَرْدَنَّا أَسَامَةَ فَجَعَلَ يَعْنِقُ عَلِيَّ نَاقَتِهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ الْإِبِلَ يَمِينًا وَشِمَالًا لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ السَّكِينَةُ أَيُّهَا النَّاسُ وَدَفَعَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ

১৯২০। আহমাদ ইবন হাযল আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামাকে তাঁর বাহনের পশ্চাতে সাওয়ার করিয়ে নেন এবং তাঁর উষ্ট্রে সাওয়ার হয়ে মধ্যগতিতে চলতে থাকেন। আর ঐ সময় লোকেরা তাদের উষ্ট্রকে ডানে ও বামে হাঁকছিলেন। আর তিনি তাদের প্রতি জ্রক্ষেপ না করে বলছিলেন, হে জনগণ! শান্ত হও। অতঃপর তিনি আরাফাত হতে এমন সময় প্রত্যাবর্তন করেন, যখন সূর্য অস্ত যায়।

১৭২১- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعُنُقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ قَالَ هِشَامٌ النَّصُّ فَوْقَ الْعُنُقِ

১৯২১। আল্ কা'নাবী..... হিশাম ইবন উরওয়া (রহ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা উসামাকে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, আর ঐ সময় আমি তার কাছে বসা ছিলাম- রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় আরাফাত হতে মুয়দালিফায় গমনকালে কিরূপে যান? তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি মধ্যম গতিতে ভ্রমণ করেন। অতঃপর তিনি যখন রাস্তা প্রশস্ত পান, তখন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হন। রাবী হিশাম বলেন, মধ্যম গতি হতে দ্রুততর গতিতে চলাকে 'নস' বলে।

১৭২২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوبُ نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَسَامَةَ قَالَ كُنْتُ رَدْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

১৯২২। আহমাদ ইবন হাযল..... উসামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর উষ্ট্রের পশ্চাতে সাওয়ার ছিলাম (যখন তিনি আরাফাত হতে রওনা হন)। অতঃপর যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত হতে মুয়দালিফায় রওনা হন।

১৭২৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ وَكَرِئِيسِغَ الوُضُوءِ قُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَركَبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمَزْدَلِغَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَاسْبَغَ الوُضُوءَ ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بِعَيْرِهِ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَكَرِئِيسِغَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا •

১৯২৩। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা..... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। রাবী কুরায়ব তাঁর নিকট হতে শ্রবণ করেছেন যে, তিনি (উসামা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন শা'আব নামক স্থানে পৌছান, তখন তিনি তাঁর বাহন হতে অবতরণ করেন এবং পেশাব করেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, নামাযের সময় হল কি? জবাবে তিনি বলেন, তোমার নামাযের স্থান সম্মুখে। অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে সাওয়ার হন, আর মুয়দালিফায় গমনের পর সাওয়ারী হতে অবতরণ করেন এবং পূর্ণরূপে ওযু করে মাগরিবের নামায আদায় করেন। অতঃপর সমস্ত লোক তাদের উষ্ট্র স্ব-স্ব স্থানে বসানোর পর তিনি এশার নামায আদায় করেন। আর এ দুই নামাযের (মাগরিব ও এশা) মধ্যবর্তী সময়ে তিনি অন্য কোন নামায আদায় করেননি।

৬৩- بَابُ الصَّلَاةِ بِجَمْعٍ

৬৩. অনুচ্ছেদ : মুয়দালিফায় নামায

১৭২৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْرَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمَزْدَلِغَةِ جَمِيعًا •

১৯২৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়দালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন।

১৭২৫- حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ نَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ بِإِقَامَةِ إِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَحْمَدُ قَالَ وَكَيْفَ صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ بِإِقَامَةٍ •

১৯২৫। আহমাদ ইব্ন হাম্বল ইমাম যুহরী (র) হতে হাদীসের সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন আবু জিব ইমাম যুহরী (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, প্রতি নামাযের জন্য পৃথক ইকামত প্রদান করা হয়। অতঃপর নবী করীম ﷺ মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন। রাবী আহমাদ ও ওকী' বলেন, তিনি উভয় নামায (একত্রে) একই ইকামতে আদায় করেন।

১. এ স্থানকে জাম'আ এ কারণে বলা হয় যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ) বেহেশত হতে অবতরণের পর পুনরায় এখানে মিলিত হন।

১৭২৬- حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا شَبَابَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنَى نَا عَثْمَانَ بْنَ عَمْرِو بْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ ابْنِ حَنْبَلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَمْ يُنَادِ فِي الْأُولَى وَلَمْ يُسَبِّحْ عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَالَ مُحَمَّدٌ لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا •

১৯২৬। উসমান ইবন আবু শায়বা..... হাম্মাদ (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উসমান বলেন, উভয় নামাযের জন্য তিনি একবার ইকামত প্রদানের নির্দেশ দেন। আর তিনি প্রথম নামাযের জন্য আযান দেওয়ার নির্দেশ দেননি। আর উক্ত নামাযদ্বয় আদায়ের পর কোন তাসবীহও পাঠ করেননি। রাবী মুখাল্লাদ (র) বলেন, উক্ত নামাযদ্বয়ের (মাগরিব ও এশা) জন্য কোন আযান দেয়া হয়নি।

১৭২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَمْرِو الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ وَرَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ •

১৯২৭। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর..... আবদুল্লাহ ইবন মালিক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমরের সাথে (মুযদালিফায়) মাগরিবের নামায তিন রাক'আত এবং এশার নামায দু'রাক'আত আদায় করি। তখন মালিক ইবন হারিস (র) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, এ কিরূপ নামায? জবাবে তিনি বলেন, আমি নামাযদ্বয়কে এ স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একই ইকামতের সাথে আদায় করেছি।

১৭২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يَوْسُفَ عَنْ شَرِيكَ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَا صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عَمْرِو بِالْمَزْدَلِيَّةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَذَكَرَ مَعْنَى ابْنِ كَثِيرٍ •

১৯২৮। মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান..... সাঈদ ইবন জুবায়র ও আবদুল্লাহ ইবন মালিক (র) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা ইবন উমার (রা)-এর সাথে মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একই ইকামতে আদায় করেছি।

১৭২৯- حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَفْضَلْنَا مَعَ ابْنِ عَمْرِو فَلَمَّا بَلَّغْنَا جَمْعًا صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَمْرِو هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ •

১৯২৯। ইবন আল-আলা..... সাঈদ ইবন জুবায়র (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমার (রা)-এর সাথে আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করি। অতঃপর আমরা যখন জাম'আতে (মুযদালিফাতে) পৌঁছাই, তখন তিনি আমাদের সাথে মাগরিবের তিন রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত নামায একই ইকামতে আদায় করেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তনের সময় ইবন উমার (রা) (আমাদিগকে) বলেন, এ স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে একরূপে নামায আদায় করেন।

১. এ স্থানকে জাম'আ এ কারণে বলা হয় যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ) বেহেশ্ত হতে অবতরণের পর পুনরায় এখানে মিলিত হন।

১৭৩০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ قَالَ رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جَبْرِ أَقَامَ بِجَمْعٍ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ وَرَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عَمَرَ صَنَّعَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا وَقَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَّعَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ .

১৯৩০। মুসাদ্দাদ..... সালামা ইব্ন কুহায়ল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) কে মুয়দালিফাতে অবস্থান করতে দেখি। অতঃপর তিনি মাগরিবের জন্য তিন রাক'আত এবং এশার জন্য দু'রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা)-কে এ স্থানে একরূপে (একই ইকামতে) নামায আদায় করতে দেখেছি। আর তিনি (ইব্ন উমার) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ স্থানে একরূপ করতে দেখেছি।

১৭৩১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ نَا أَشْعَثُ بْنُ سَلِيمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ ابْنِ عَمَرَ مِنْ عَرَافَاتٍ إِلَى الْمَزْدَلِفَةِ فَلَمْ يَكُنْ يَفْتَرُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّمْلِيلِ حَتَّى آتَيْنَا الْمَزْدَلِفَةَ فَآذَنَ وَأَقَامَ أَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا فَآذَنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ انْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ الصَّلُوةُ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عِلَاجُ بْنُ عَمْرٍو بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَنِ ابْنِ عَمَرَ فَقِيلَ لِابْنِ عَمَرَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا .

১৯৩১। মুসাদ্দাদ..... আশ'আস ইব্ন সুলাইম (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা)-এর সাথে আরাফাত হতে মুয়দালিফাতে রওয়ানা হই। আর এ সময় তিনি তাক্বীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহলীল পাঠে মশগুল থাকাবস্থায় আমরা মুয়দালিফাতে পৌছাই। অতঃপর আযান ও ইকামত দেওয়া হয় অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি এক ব্যক্তিকে আযান ও ইকামত প্রদানের জন্য নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে মাগরিবের তিন রাক'আত নামায আদায় করেন এবং পরে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, তোমরা নামায আদায় কর। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে দুই রাক'আত এশার নামায আদায় করেন। পরে তিনি রাত্রির খাবার দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

রাবী আশ'আস ইব্ন সুলাইম বলেন, আমার কাছে ইলাজ ইব্ন আমর, আমার পিতা হতে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি ইব্ন উমার (রা) হতে এটি বর্ণনা প্রসংগে বলেন, একদা ইব্ন উমর (রা)-কে বতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জবাবে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে একরূপে নামায আদায় করেছি।

১৭৩২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عَبْدَ الرَّوَّاحِ بْنَ زِيَادٍ وَأَبَا عَوَّانَةَ وَأَبَا مَعَاوِيَةَ حَدَّثُوهُمُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ عُمَارَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَوةً إِلَّا لَوَقَّتَهَا إِلَّا بِجَمْعٍ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى صَلَوةً الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا .

১৯৩২। মুসাদ্দাদ..... ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কোন নামায এর জন্য নির্ধারিত সময় ব্যতীত আদায় করতে দেখিনি। কিন্তু তিনি মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন। আর তিনি আগামী দিনের (কুরবানীর দিনের) ফজরের নামায এর সময় হওয়ার পূর্বে আদায় করেন।

১৯৩৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ إِدْرِائِثَ تَنَا سَفِيَّانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ وَوَقَفَ عَلَى قُرْحٍ فَقَالَ هَذَا قُرْحٌ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَجَمَعَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنِّي كُلُّهَا مَنَعَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ.

১৯৩৩। আহমাদ ইব্ন হাম্বল আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মুযদালিফাতে উষার পর 'কুযাহ' নামক স্থানে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এটাই 'কুযাহ' এবং এটাই অবস্থানের স্থান। আর মুযদালিফার সব স্থানই মাওকিফ^১। আর আমি এস্থানে ও মিনার সর্বত্র কুরবানী করেছি, যা কুরবানীর স্থান। আর তোমরা তোমাদের কুরবানীর পশুকে মিনায় কুরবানী করবে।

১৯৩৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَقَفْتُ هَهُنَا بِعَرَفَةَ وَعَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَهُنَا بِجَمْعٍ وَجَمَعَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنِّي كُلُّهَا مَنَعَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ.

১৯৩৪। মুসাদ্দাদ জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আমি আরাফাতের এ স্থানে অবস্থান করেছি, আর আরাফাতের সবই অবস্থান-স্থল। আর আমি মুযদালিফার এ স্থানে অবস্থান করেছি, আর এর সবই অবস্থান-স্থল। আর আমি মিনার এ স্থানে কুরবানী করেছি, কাজেই এর সবই কুরবানীর স্থান। আর তোমরা তোমাদের পশুকে এ স্থানে কুরবানী করবে।

১৯৩৫ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مَنَعَرٍ وَكُلُّ الْمَزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنَعَرٌ.

১৯৩৫। আল-হাসান ইব্ন আলী..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আরাফাতের সবই অবস্থান-স্থল আর মিনার সবই কুরবানীর স্থান এবং সমস্ত মুযদালিফাই অবস্থান-স্থল আর মক্কার সমস্ত প্রশস্ত রাস্তাই চলাচলের রাস্তা ও কুরবানীর জায়গা।

১৯৩৬ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِيَّانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ عَمْرٍو بْنُ الْخَطَّابِ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَفِيضُونَ حَتَّى يَرَوْا الشَّمْسَ عَلَى ثَبِيرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَنَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

১. মুযদালিফাতে ইমামের অবস্থানের স্থানকে 'কুযাহ' বলা হয়।

২. অবস্থানের স্থান।

১৯৩৬। ইব্ন কাসীর..... আমর ইব্ন মায়মূন (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেছেন যে, জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা হতে প্রত্যাবর্তন করত না, যতক্ষণ না সূর্য 'সাবীর' পর্বতের উপর দেখা যেত। অতঃপর নবী করীম ﷺ উহার বিপরীত করেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুযদালিফা হতে প্রত্যাবর্তন করেন।

৬২- بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

৬৪. অনুচ্ছেদ : (ভীড়ের কারণে) মুযদালিফা হতে জলদি প্রত্যাবর্তন করা

১৯৩৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سَفْيَانَ أَخْبَرَنِي عَبِيدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنَا مِنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ .

১৯৩৭। আহমাদ ইব্ন হাম্বল উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবু ইয়াযীদ ইব্ন আব্বাস (রা) কে বলতে শোনেন। তিনি বলেন, আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, যারা মুযদালিফার রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্বে (অত্যধিক ভীড়ের কারণে) গমন করেছিল, আর অন্যরা ছিলেন তাঁর পরিবারের দুর্বল শ্রেণী, (অর্থাৎ স্ত্রী ও শিশুরা)।

১৯৩৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ نَا سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرْنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أَغْلِيْمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْكَادَنَا وَيَقُولُ أَبِينِي لَا تَرْمُوا الْجَبْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ اللَّطْحُ الضَّرْبُ اللَّيْنُ .

১৯৩৮। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বনী আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা মুযদালিফার রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্বে গাধার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক গমন করি। এই সময় তিনি স্বীয় হস্ত দ্বারা আমাদের রানের উপর মৃদু আঘাত করে বলেন, হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! সূর্যোদয়ের পূর্বে তোমরা কংকর নিষ্কেপ করবে না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, 'লাতহা' শব্দের অর্থ হল- মৃদু করাঘাত।

১৯৩৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ نَا حَزْرَةَ الزِّيَّاتِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْدِرُ ضَعْفَاءَ أَهْلِهِ بِفَلَسٍ وَيَأْمُرُهُمْ يَعْنِي لَا يَرْمُونَ الْجَبْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

১৯৩৯। উসমান ইব্ন আবু শায়বা..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের দুর্বল শ্রেণীকে (নারী ও শিশু) অন্ধকার থাকতে (মুযদালিফা হতে) পাঠিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে এরূপ নির্দেশ দিতেন যে, তাঁরা যেন (মিনায় পৌছে) সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিষ্কেপ না করে।

১৯৪০ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَايَ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النُّحْرِ فَرَمَّتِ الْجَبْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثَمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعْنِي عَنْهَا .

১৯৪০। হারুন ইবন আবদুল্লাহ্..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ উম্মে সালামাকে কুরবানীর দিনে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিষ্ক্ষেপ করেন এবং পরে বায়তুল্লাহ্য় উপস্থিত হয়ে অতিরিক্ত তাওয়াফ করেন। আর সেই দিনটি ছিল এমন দিন, যেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্ধারিত দিন ছিল, তাঁর সাথে অবস্থান করার।

১৯৪১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ نَا يَحْيَىٰ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبْرِ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا رَمَتْ الْجَمْرَةَ قُلْتُ إِنَّا رَمِينَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ قَالَتْ إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

১৯৪১। মুহাম্মাদ ইবন খাল্লাদ..... আস্মা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিষ্ক্ষেপ করি। তিনি আরো বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগেও এরূপ করতাম।

১৯৪২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِينٌ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمْرُهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخُذْنِ فَأَوْضَعَ فِي وَادِيٍّ مَكْسِرٍ.

১৯৪২। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয়দালিফা হতে শান্তির সাথে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে (সাথীদেরকে) ছোট প্রস্তরখণ্ড নিষ্ক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন এবং ওয়াদী মাহাসসির^১ দ্রুত অতিক্রম করতে বলেন।

৬৫ - بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

৬৫. অনুচ্ছেদ : মহান হজ্জের দিন

১৯৪৩ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا الْوَلِيدُ نَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ الْغَزَا نَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمْرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ.

১৯৪৩। মুআম্মাল ইবন আল ফযল..... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় নহরের দিন^২ তিনটি কংকর নিষ্ক্ষেপের স্থানে অবস্থান করেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এটি কোন দিন? তখন জবাবে তারা (সাহাবীগণ) বলেন, এটি নহরের দিন। তখন তিনি বলেন, এটি হাজ্জুল আকবারের (বড় হজ্জের) দিন।

১৯৪৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فَارِسٍ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ أَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي مَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِوَيْئِي أَنْ لَا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرِيَانٌ وَيَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْحَجِّ الْأَكْبَرِ الْحَجَّ.

১. সেই প্রান্তর যেখানে আব্রাহাম হস্তিবাহিনী ধ্বংস হয়।

২. ১০ মিলহাজ্জকে ইয়াওমুনাহার বা কুরবানীর দিন বলা হয়।

১৯৪৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া ইব্ন ফারিস..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকর (রা) আমাকে এরূপ ঘোষণা দেওয়ার জন্য নহরের দিন মিনায় শ্রেরণ করেন যে, এ বছরের পর হতে কোন মুশরিক যেন (এ ঘরের) হজ্জ না করে। আর কেউ যেন আল্লাহর ঘর উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ না করে। আর হাজ্জুল আকবারের দিন হল নহরের দিন। আর হাজ্জুল আকবর হল হজ্জ।

৬৬. بَابُ الْأَشْهُرِ الْحَرَّمَ

৬৬. অনুচ্ছেদ ৪ হারাম বা সম্মানিত মাসসমূহ

১৯৪৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْعِيلُ نَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرَّمَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحَرَّمَ وَرَجَبٌ مَفْرَافٌ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ .

১৯৪৫। মুসাদ্দাদ ইব্ন আবু বাকরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নহরের দিন খুত্বা প্রদানকালে বলেন, আল্লাহ তা'আলার যমীন ও আসমান সৃষ্টির সময় হতে সময় চক্রাকারে ঘুরছে। আর বছর হল বার মাসে। তন্মধ্যে চারটি হারামের মাস^১। এগুলোর মধ্যে তিনটি পর্যায়ক্রমে এসেছে, যেমন- যিল-কা'আদা, যিল-হাজ্জা ও মুহাররাম, আর চতুর্থ মাসটি হল রজব। আর এটা জুমাদাস সানী ও শা'বানের মধ্যবর্তীতে।

১৯৪৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَاضٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ نَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو ذُوْدٍ وَسَمَاءُ ابْنُ عَوْفٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

১৯৪৬। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া আবু বাকরা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বেক্ত হাদীসের অর্থের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৭. بَابُ مَنْ لَمْ يَدْرِكَ عَرَفَةَ

৬৭. অনুচ্ছেদ ৪ যে ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের সুযোগ পায়নি

১৯৪৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنِي بَكِيرُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيَلِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَجَاءَ نَاسٌ أَوْفَرَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَأَمَرُوا رَجُلًا فَنَادَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

১. সম্মানিত মাস, পবিত্র মাস।

كَيْفَ الْحَجِّ فَاَمَرَ رَجُلًا فَنَادَى الْحَجَّ الْحَجُّ يَوْمَ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةٍ جَمَعَ فَتَمَّ حَجَّهُ أَيَّامًا
مِنِي ثَلَاثَةً فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ قَالَ تَمَّ أَرَدَنَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ
يُنَادِي بِذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَهْرَانٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ الْحَجُّ الْحَجُّ مَرَّتَيْنِ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ الْحَجُّ مَرَّةً ۝

১৯৪৭। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর..... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়া'মার আদ-দীলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন সময় নবী করীম ﷺ -এর কাছে গমন করি, যখন তিনি আরাফাতে ছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে একজন লোক বা (রাবীর সন্দেহ) নজদের কিছু লোক আগমন করে। তখন তারা তাদের একজনকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। তখন সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করে, হজ্জ কিরূপ? তখন তিনি জনৈক ব্যক্তিকে এতদসম্পর্কে ঘোষণা দিতে বললে, সে বলে, হজ্জ হল, আরাফাতে অবস্থান করা। যে ব্যক্তি (আরাফাতে) মুয়দালিফার রাত্রিতে ফজরের নামায়ের পূর্বে আসে, সে তার হজ্জ পূর্ণ করে। মিনাতে অবস্থানের দিন হল তিনটি।^১ আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিনে (সব কাজ শেষে) জলদি প্রত্যাবর্তন করে, তার কোন গুনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি বিলম্ব করে, তার উপরও কোন গুনাহ নেই। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি প্রথমে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, যে এ খবর সকলকে জানিয়ে দেয়। ইমাম আবু দাউদ (র) সুফইয়ান (র) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্-হাজ্জ, আল্-হাজ্জ শব্দটি দু'বার উচ্চারণ করেন। ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ সুফইয়ান (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হাজ্জ শব্দটি একবার উচ্চারণ করেন।

۱۹۴۸ - حَلَّ ثَنَا مُسَدُّ نَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ نَا عَائِرٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مَرْسٍ الطَّائِيُّ قَالَ أَتَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْمَوْقِفِ يَعْنِي بِجَمْعٍ قُلْتُ جِئْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلِي طَرِئًا أَكَلَلْتُ مِطْبِيئِي وَأَتَعَبْتُ
نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هُنَا
الصَّلَاةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفْتَهُ ۝

১৯৪৮। মুসাদ্দাদ উরওয়া ইব্ন মুদারিস্ আত্-তায়ী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুয়দালিফাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গমন করি। তখন আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি তায়ে অবস্থিত দু'টি পর্বতের নিকট হতে এসেছি। আমার সাওয়ারী ক্লান্ত হয়ে পড়ছে এবং নিজেও শান্ত হয়েছি। আল্লাহর শপথ! আমি এমন কোন পর্বত ছাড়িনি যেখানে আমি অবস্থান করিনি। এমতাবস্থায় আমার হজ্জ সম্পন্ন হয়েছে কি? তখন জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের সাথে সকালের (ফজরের) এ নামায় প্রাপ্ত হয় এবং পূর্বে আরাফাতে আসে দিনে বা রাতে, সে ব্যক্তি তার হজ্জ পূর্ণ করল এবং সমস্ত করণীয় কাজ সম্পন্ন করল।

১. ১১, ১২ ও ১৩ই যিল-হজ্জ এই তিন দিন মিনাতে অবস্থানের সময়।

৮৮- بَابُ النَّزُولِ بَيْنِي

৬৮. অনুচ্ছেদ : মিনায় অবতরণ

১৭৩৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حَمِيدِ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ بَيْنِي وَنَزَلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فَقَالَ لِيَنْزِلَ الْمُهَاجِرُونَ هَهُنَا وَأَشَارَ إِلَى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ وَالْأَنْصَارُ هَهُنَا وَأَشَارَ إِلَى مَيْسِرَةِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ لِيَنْزِلَ النَّاسُ حَوْلَهُمْ •

১৯৪৯। আহমাদ ইব্ন হাম্বল আবদুর রহমান ইব্ন মু'আয (র) নবী করীম ﷺ-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মিনাতে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন এবং তাদের জন্য স্থান নির্ধারিত করে দেন। অতঃপর তিনি বলেন, মুহাজিরগণ এ স্থানে অবস্থান করবে, এই বলে তিনি কিব্বার ডান দিকে ইশারা করেন এবং আনসাররা এ স্থানে বলে তিনি কিব্বার বাম দিকে ইশারা করেন। অতঃপর অন্যান্য লোক এদের চতুর্দিকে অবস্থান করবে।

৬৯- بَابُ أَيِّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بَيْنِي

৬৯. অনুচ্ছেদ : মিনাতে কোন্ দিন খুত্বা দিতে হবে

১৭৫০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِّنْ بَنِي بَكْرِ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي خَطَبَ بَيْنِي •

১৯৫০। মুহাম্মাদ ইব্ন আল 'আলা ইব্ন আবু নাজীহ (র) তাঁর পিতা হতে, তিনি বনী বাকরের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আয়্যামে তাশরীকের মধ্যম দিনে (অর্থাৎ ১২ই যিল হজ্জ) খুত্বা প্রদান করতে দেখেছি। আর এ সময় আমরা তাঁর সাওয়ারীর কাছে উপস্থিত ছিলাম। আর তা ছিল সেই খুত্বা যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনাতে পেশ করেন।

১৭৫১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ نَا رِبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ حَدَّثَنِي جَدِّي سَرَاءُ بِنْتُ نُبَهَانَ وَكَانَتْ رِبَّةَ بَيْتِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الرَّؤْسِ فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ عَمْرُ بْنُ حُرَّةٍ الرَّقَاشِيُّ أَنَّهُ خَطَبَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ •

১. ১১, ১২ ও ১৩ যিল হজ্জকে আয়্যামে তাশরীক বলা হয়।

১৯৫১। মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার ----- সার্বরা বিন্ত নায়হান (রহ) হতে বর্ণিত। আর জাহেলিয়াতের যুগে তিনি বুতখানার (মূর্তিঘর) মালিক ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদিগকে যিল হজ্জের ১২ তারিখে খুত্বা প্রদান করেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এটি কোন দিন? জবাবে আমরা বলি, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল এ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বলেন, এটা কি অ্যায়ামে তাশরীকের মধ্যম দিন নয়?

৮০- بَابُ مَنْ قَالَ خَطْبَ يَوْمِ النَّحْرِ

৭০. অনুচ্ছেদ ৪ যিনি বলেন, কুরবানীর দিন খুত্বা প্রদান করেছেন

১৭৫১ - حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا هِشَاءُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ نَا عِكْرَمَةَ حَدَّثَنِي الْهَرْمَاسُ بْنُ زِيَادِ الْبَاهِلِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعُضْبَاءِ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنِي .

১৯৫২। হারুন ইবন আবদুল্লাহ্ হারমাস ইবন যিয়াদ আল বাহিলী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে মিনাতে কুরবানীর দিন তাঁর কর্তিত কর্ণবিশিষ্ট উষ্ট্রের ওপর উপবিষ্ট অবস্থায় খুত্বা প্রদান করতে দেখেছি।

১৭৫৩ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيَّ نَا الْوَلِيدُ نَا ابْنُ جَابِرٍ نَا سَلِيمُ بْنُ عَامِرٍ الْكَلَاعِيُّ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي يَوْمَ النَّحْرِ .

১৯৫৩। মুআম্মাল আবু উমামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইয়াওমুনাহ্‌রে, মিনাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে খুত্বা দিতে শুনেছি।

৮১- بَابُ أَبِي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

৭১. অনুচ্ছেদ ৪ কুরবানীর দিন কখন খুত্বা দিবে

১৭৫৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الرَّاشِقِيُّ نَا مَرْوَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرِ الْمَزْنِيِّ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو الْمَزْنِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بَيْنِي حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعْبُرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائِمٍ وَقَاعِلٍ .

১৯৫৪। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবন আবদুর রহীম রাফে' ইবন আমর আল মাযানী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মিনাতে লোকদের উদ্দেশ্যে খুত্বা প্রদান করতে দেখেছি; দ্বি-প্রহরের নিকটবর্তী সময়ে তাঁর সাদা বেশি কালো কম মিশ্রিত রং-এর খচ্চরের উপর উপবিষ্ট হয়ে। আর এ সময় আলী (রা) তাঁর ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন। তখন লোকদের কিছু দণ্ডায়মান এবং কিছু বসা অবস্থায় ছিল।

১৯৫৭। উসমান ইব্ন আবু শায়বা ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট মিনায় অবস্থানের রাত্রিতে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মক্কায় রাত্রিযাপনের জন্য অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন।

৮৮- بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنِي

৭৪. অনুচ্ছেদ : মিনাতে নামায (কসর করা এবং না করা)

১৭৫৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ أَبَا مَعَاوِيَةَ وَحَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ حَلَّ ثَاهِرًا وَحَدِيثُ أَبِي مَعَاوِيَةَ أَتَرَعُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ صَلَّى عُثْمَانُ بَيْنِي أَرْبَعًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رُكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رُكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رُكْعَتَيْنِ زَادَ عَنِ حَفْصِ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا زَادَ مِنْ هَهُنَا عَنْ أَبِي مَعَاوِيَةَ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطَّرِيقُ فَلَوَدِدْتُ أَنْ لِي مِنْ أَرْبَعِ رُكْعَاتِ رُكْعَتَيْنِ مَتَقَبَلَتَيْنِ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مَعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَشْيَاخِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى أَرْبَعًا قَالَ فَقِيلَ لَهُ عِبْتُ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا قَالَ الْخِلافُ شَرٌّ .

১৯৫৮। মুসাদ্দাদ আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) মিনাতে (কসর না করে) চার রাক'আত নামায আদায় করেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি (এ স্থানে) নবী করীম ﷺ -এর সাথে দু'রাক'আত, আবু বাকর (রা)-এর সাথে দু'রাক'আত, উমার (রা)-এর সাথে দু'রাক'আত এবং উসমান (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে দু'রাক'আত নামায আদায় করি। অতঃপর তিনি তাঁর খিলাফতের শেষ দিকে চার রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর রাবী মুসাদ্দাদ আবু মু'আবিয়া (র) হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, পরে এ নিয়মের (দু' বা চার রাক'আত আদায়ের) ব্যাপারে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রাবী বলেন, আমি দু'রাক'আতের পরিবর্তে চার রাক'আত আদায় করতে ভালবাসি। রাবী আ'মাশ, মু'আবিয়া ইব্ন কুররা হতে, তিনি তাঁর শায়খ হতে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ্ চার রাক'আত আদায় করতেন। রাবী বলেন, অতঃপর তাঁকে বলা হয় : উসমানের অনুরূপ চার রাক'আত আদায় করুন। অতঃপর আমি চার রাক'আত (নামায) আদায় করি। তবে তিনি বলেন, ইমামের বিরোধিতা করা ঠিক নয়।

১৭৫৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّهَا صَلَّى بَيْنِي أَرْبَعًا لِأَنَّهُ أَجْمَعَ عَلَى الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْحَجِّ .

১৯৫৯। মুহাম্মাদ ইব্ন আল 'আলা ইমাম যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) মিনাতে অবস্থানকালে চার রাক'আত নামায আদায় করেন। আর তা এজন্য যে, তিনি হজ্জের পর মক্কায় অবস্থানের জন্য কৃতসংকল্প ছিলেন।

১৭১০ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِنَّ عُمَانَ صَلَّى
أَرْبَعًا لِأَنَّهُ اتَّخَذَهَا وَطْنَاً •

১৯৬০। হান্নাদ ইব্রাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় উসমান (রা) চার রাক'আত নামায (মিনাতে) আদায় করেন। কেননা তিনি এটাকে স্বীয় জন্মস্থান হিসাবে পরিগণিত করেন।

১৭১১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَبَّا اتَّخَذَ عُمَانَ
الْأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ وَارَادَ أَنْ يَقِيمَ بِهَا صَلَّى أَرْبَعًا قَالَ ثُمَّ أَخَذَ بِهَا الْأَيْمَةَ بَعْدَهُ •

১৯৬১। মুহাম্মাদ ইব্ন আল-'আলা ইমাম যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) যখন তায়েফবাসীদের নিকট হতে মালসম্পদ গ্রহণ করেন এবং সেখানে অবস্থানের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি চার রাক'আত নামায আদায় করেন। রাবী যুহরী বলেন, পরবর্তীকালে লোকেরা এটাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে।

১৭১২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنَى مِّنْ
أَجْلِ الْأَعْرَابِ لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا يَوْمَئِذٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيَعْلَمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ •

১৯৬২। মূসা ইব্ন ইসমাইল ইমাম যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) সে বছর আরবদের অধিক উপস্থিতির কারণে মিনাতে লোকদের সাথে চার রাক'আত নামায আদায় করেন এ উদ্দেশ্যে যে, যাতে তারা জানতে পারে যে, আসলে নামায চার রাক'আত।

৷৵ - بَابُ الْقَصْرِ لِأَهْلِ مَكَّةَ

৭৫. অনুচ্ছেদ ৃ মক্কাবাসীদের জন্য কসর বা নামায সংক্ষেপ করা

১৭১৩ - حَدَّثَنَا النَّفِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا أَبُو إِسْحَقَ حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهَبٍ الْخَزَاعِيُّ وَكَانَتْ أُمُّهُ
تَحْتِ عَمْرِ فَوَلَدَتْ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَمَرَ قَالَ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا فَصَلَّى
بِنَا رُكْعَتَيْنِ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ •

১৯৬৩। আন্ নুফায়লী হারিসা ইব্ন ওয়াহ্ব আল্ খুযা'ঈ (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর মাতা ছিলেন উমারের স্ত্রী, তার গর্ভে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি মিনাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে নামায আদায় করি। আর বিদায় হজ্জের সময় অধিকাংশ লোক আমাদের সাথে (এই স্থানে) দু'রাক'আত নামায আদায় করে (এমনকি মক্কাবাসীরাও)।

৬৭- بَابُ فِي رَمَى الْجِمَارِ

৭৬. অনুচ্ছেদ : কংকর নিষ্ক্ষেপ

১৭৬২ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ أَنَّ أَبِي زَيْدٍ قَالَ أَنَا سَلِيمَانُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي الْجِمَارَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ يَكْبُرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلٍ مِنْ خَلْفِهِ يَسْتَرُهُ فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالُوا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَأَزْدَحَمَ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجِمَارَةَ فَارْمُوا بِهَا بِئْسَ حَصَى الْخَذْفِ .

১৯৬৪। ইব্রাহীম ইবন মাহ্দী সুলায়মান ইবন আমর ইবন আল আহুওয়াস তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বাতনে-ওয়াদী হতে কংকর নিষ্ক্ষেপ করতে দেখেছি। এ সময় তিনি তাঁর সাওয়ারীর উপর ছিলেন এবং প্রতিটি কংকর নিষ্ক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি (আল্লাহ আকবার) দিচ্ছিলেন আর তাঁর পশ্চাতে এক ব্যক্তি তাঁকে আড়াল করেছেন। তখন তিনি জনৈক ব্যক্তিকে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তাঁরা বলেন, ইনি ফযল ইবন আব্বাস (রা)। কংকর নিষ্ক্ষেপের সময় লোকদের সমাগম অধিক হয়। এতদর্শনে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, হে জনগণ! তোমরা (বড়) কংকর নিষ্ক্ষেপ করে একে অপরকে হত্যা করো না। আর তোমরা যখন কংকর নিষ্ক্ষেপ করবে, তখন অবশ্যই ছোট ছোট কংকর নিষ্ক্ষেপ করবে।

১৭৬৫ - حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَّانٍ قَالَا نَا عَبِيدَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ جِمَارَةِ الْعُقْبَةِ رَاكِبًا وَرَأَيْتُ بَيْنَ أَمَايِبِهِ حَجْرًا فَرَمَى وَرَمَى النَّاسُ .

১৯৬৫। আবু সাওর ইব্রাহীম ইবন খালিদ সূত্রে মিলিত সনদে সুলায়মান ইবন আমর ইবন আল-আহুওয়াস তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জুমরায় আকাবাত বাহনের উপর সাওয়ার অবস্থায় কংকর নিষ্ক্ষেপ করতে দেখেছি। এ সময় আমি তাঁর অংগুলির ফাঁকে কংকর দেখেছি যা তিনি নিষ্ক্ষেপ করছিলেন এবং লোকেরাও নিষ্ক্ষেপ করছিল।

১৭৬৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا ابْنُ إِثْرِيسَ نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَلَمْ يَقْرَأْ عِنْدَهَا .

১৯৬৬। মুহাম্মাদ ইবন আল-আলা সূত্রে বর্ণিত। ইয়াযীদ ইবন আবু যিয়াদ পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী ইবন ইদরীস অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, আর তিনি তার নিকট অবস্থান করেননি, (বরং কংকর নিষ্ক্ষেপ শেষে প্রত্যাবর্তন করেন)।

১৭৬৮ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْجِمَارَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَا شِئًا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

১৯৬৭। আল্ কা'নাবী ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি কংকর নিষ্ক্ষেপের জন্য কুরবানীর পরে এগার, বারো বা তেরো যিলহজ্জ তারিখে পদব্রজে আসতেন এবং কংকর নিষ্ক্ষেপের পর প্রত্যাবর্তন করতেন। অতঃপর তিনি খবর দেন যে, নবী করীম ﷺ এরূপ করতেন।

১৭৬৮ - حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَأِحَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ مَضَى فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .

১৯৬৮। ইব্ন হাশল আবু যুবাযর (র) বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ১০ যিল-হজ্জ তারিখে দ্বি-প্রহরের সময় তাঁর বাহনের উপর সাওয়ার অবস্থায় কংকর নিষ্ক্ষেপ করতে দেখেছি। আর ১০ যিলহজ্জের পরে তিনি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পরার পর তা নিষ্ক্ষেপ করতেন।

১৭৬৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمَى الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَأَرَامَ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا .

১৯৬৯। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ওবরা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইব্ন উমার (রা)-কে (১০ যিল-হজ্জের পর) কংকর নিষ্ক্ষেপ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বলেন, যখন তোমার ইমাম কংকর নিষ্ক্ষেপ করবে, তুমিও তা নিষ্ক্ষেপ করবে এবং তাঁকে (বিরোধিতা না করে) অনুসরণ করবে। অতঃপর তিনি (ইব্ন উমার) বলেন, আমরা কংকর নিষ্ক্ষেপের জন্য সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার অপেক্ষায় থাকতাম। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর আমরা কংকর নিষ্ক্ষেপ করতাম।

১৭৭০ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْنِيُّ قَالَا نَا أَبُو خَالٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنِّي مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ مِنْ فَمَكَتُ بِهَا لَيْلِيَ الْأَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبَّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيَطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي وَالثَّلَاثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا .

১৯৭০। আলী ইব্ন বাহর ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় যুহরের নামায আদায়ের পর দিনের অর্ধাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর অতিরিক্ত তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি মিনাতে গমন করেন এবং সেখানে তাশরীকের দিনগুলো অতিবাহিত করেন। আর তিনি সূর্য

পশ্চিমাকাশে চলে যাওয়ার পর কংকর নিষ্ক্ষেপ করেন। নবী করীম ﷺ প্রতি জুম্মাতে সাতটি কংকর নিষ্ক্ষেপ করেন এবং প্রতিটি কংকর নিষ্ক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি (আল্লাহ আকবার) দেন। আর তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় জুম্মাতে কংকর নিষ্ক্ষেপের পর দীর্ঘক্ষণ সেখানে অবস্থান করেন এবং কান্নাকাটি করে দু'আ করেন। অতঃপর তৃতীয় জুম্মা (জুম্মাতুল-আকাবা) সম্পন্ন করে তিনি সেখানে অবস্থান না করে ফিরে আসেন।

১৭৮১ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو وَ مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَالَا نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا أَتَيْتُمُ إِلَى الْجُمُوعَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنِّي عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى الْجُمُوعَةَ بِسَبْعِ حَصِيَاةٍ وَقَالَ هَكَذَا رَمَى النَّبِيُّ أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ •

১৯৭১। হাফস ইবন আমর ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি (ইবন মাসউদ) যখন জুম্মাতুল কুব্বা (জুম্মাতুল-আকাবা) শেষ করতেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহকে তাঁর বামদিকে এবং মিনাকে তাঁর ডান দিকে রেখে সাতটি কংকর নিষ্ক্ষেপ করতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, যার উপর সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ) তিনি একরূপে কংকর নিষ্ক্ষেপ করতেন।

১৭৮২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّ مَالِكًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْرًا عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتِ يَوْمَ يَوْمِ الْبَيْتِ يَوْمَ يَوْمِ الْبَقَرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ يَوْمَيْنِ وَيَوْمِ يَوْمِ النَّفْرِ •

১৯৭২। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা আল-কানাবী ও ইবন সারহ আবু বান্দাহ ইবন আসিম (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উষ্ট্র পালকদের জন্য মিনাতে কংকর নিষ্ক্ষেপের ব্যাপারটি রুখসাত হিসাবে ধার্য করেন। আর তারা কেবল জুম্মাতুল-আকাবা সম্পন্ন করতো। অতঃপর পরের দিন (১১ যিল-হজ্জ) তারা কংকর নিষ্ক্ষেপ করতো এবং তারপর দু'দিনে (১২ ও ১৩ যিল-হজ্জ) তারা সর্বশেষ কংকর নিষ্ক্ষেপ করতো।

১৭৮৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدْعُوا يَوْمًا •

১৯৭৩। মুসাদ্দাদ আবু বান্দাহ ইবন আদী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ উষ্ট্র পালকদের জন্য একদিন (১০ যিল-হজ্জ) কংকর নিষ্ক্ষেপ করাকে 'রুখসাত' হিসাবে সাব্যস্ত করেন এবং ১১ যিল-হজ্জ তা নিষ্ক্ষেপ করতে নিষেধ করেন, (বরং এর পরবর্তী দু'দিন, ১২ ও ১৩ তারিখে তা সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দেন)।

১৭৮৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَارِكِ نَا خَالِدُ بْنُ الْكَارِثِ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَجْلَزٍ يَقُولُ سَأَلْتُ بَنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَرَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعِ أَوْ بِسَبْعِ •

১. যা অবশ্য করণীয় নয় একরূপ।

১৯৭৪। আবদুর রহমান কাতাদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মাজ্‌লাযকে বলতে শুনেছি যে, একদা আমি ইব্ন আব্বাস (রা) কে কয়টি কংকর নিষ্ক্ষেপ করতে হবে তা জিজ্ঞাসা করি। তখন জবাবে তিনি বলেন, আমার সঠিক জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছয়টি কংকর নিষ্ক্ষেপ করেছিলেন, না সাতটি।

১৭৮৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْنُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ نَا الْحَجَّاجُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْنِ الرَّحْمَنِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جُمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّسَاءَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ الْحَجَّاجُ لِمُرَيْرِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ .

১৯৭৫। মুসাদ্দাদ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যখন তোমাদের কেউ জুমরাতুল-আকাবাতে কংকর নিষ্ক্ষেপ সম্পন্ন করে, তখন তার জন্য স্ত্রীসহবাস ব্যতীত আর সবই হালাল হয়ে যায়।

৮৮- بَابُ الْكَلْقِ وَالتَّصْيِيرِ

৭৭. অনুচ্ছেদ : মস্তক মুগুন ও চুল ছোট করা

১৭৮৬ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْنِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلْتُمْ أَحْرَمَ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُ الْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ .

১৯৭৬। আল-কা'নাবী আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন যে, ইয়া আল্লাহ! আপনি মস্তক মুগুনকারীদের উপর রহম করুন। তখন সাহাবীরা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যারা চুল ছোট করে কাটবে তাদের কী হবে? তখন তিনি বলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি মস্তক মুগুনকারীদের উপর রহম করুন! তখন তারা (সাহাবীগণ) পুনরায় বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যারা চুল ছোট করে কাটে তাদের জন্য কী? তখন তিনি পূর্বের ন্যায় জবাব প্রদান করেন। অর্থাৎ মাথার চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপরও রহম করুন।

১৭৮৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا يَعْقُوبُ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقَبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَّقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

১৯৭৭। কুতায়বা ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় স্বীয় মস্তক মোবারক মুগুন করেন।

১৭৮৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى جُمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنَى فَدَعَا بِذَبْحٍ فَذَبَحَ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَاقِ فَأَخَذَ

بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ فَجَعَلَ يَقْسِرُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ
ثُمَّ قَالَ هُمْنَا أَبُو طَلْحَةَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ •

১৯৭৮। মুহাম্মাদ ইব্ন আল 'আলা আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ১০ মিলহজ্জ জুমরাতুল আকাবায় কংকর নিষ্কেপ করেন। অতঃপর তিনি মিনাতে স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনি কুরবানী করতে চান এবং কুরবানী করেন। পরে তিনি তাঁর মস্তক মুগুনকারীকে আহ্বান করেন, যিনি তাঁর মাথার ডানপার্শ্বের চুল মুগুন করেন। অতঃপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ চুল একটি বা দুটি করে বণ্টন করে দেন। অতঃপর মুগুনকারী তাঁর বামপার্শ্বের মস্তক মুগুন করে দেয়। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এখানে কি আবু তাল্হা (উপস্থিত) আছে? অতঃপর তিনি তা আবু তাল্হাকে প্রদান করেন।

১৭৮৭ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَنَا خَالِدٌ عَنِ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسْتَلُّ يَوْمًا مِنْهُ فَيَقُولُ لَأَحْرَجُ نَسَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُذْبِحَ قَالَ أَذْبِحْ وَلَا حَرَجَ قَالَ
إِنِّي أَمْسَيْتُ وَلَمْ أَرَ قَالَ أَرَأَيْتَ وَلَا حَرَجَ •

১৯৭৯। নাসর ইব্ন আলী ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনাতে অবস্থানকালে নবী করীম ﷺ কে (হজ্জের করণীয় বিষয় আগে-পরে করা সম্পর্কে) কিছু প্রশ্ন করা হয়। তখন জবাবে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, আমি কুরবানীর পূর্বে মস্তক মুগুন করেছি। জবাবে তিনি বলেন, তুমি কুরবানী (এখন) কর। এতে কোন দোষ নেই। অপর এক ব্যক্তি বলেন, (সূর্যাস্তের পূর্বে) আমি কংকর নিষ্কেপ করতে ভুলে গিয়েছি এবং আমি (এখনও) কংকর নিষ্কেপ করিনি। এতদশ্রবণে তিনি বলেন, তুমি (এখন) কংকর নিষ্কেপ কর এবং এতে কোন দোষ নেই।

১৭৮০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ بَلَّغَنِي عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بِنْتِ عُمَانَ قَالَتْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى
النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ •

১৯৮০। মুহাম্মাদ ইব্ন আল-হাসান ইব্ন জুরায়জ (র) বলেছেন, আমি সাফিয়্যা বিন্ত শায়বা ইব্ন উসমান হতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমাকে উম্মে উসমান খবর দিয়েছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন স্ত্রীলোকদের জন্য মস্তক মুগুনের প্রয়োজন নেই, বরং (এক আঙুল পরিমাণ চুল) কর্তন করবে।

১৭৮১ - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيُّ ثِقَةً نَاهِشًا بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَيْهِلِ بْنِ
جَبْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّ عُمَانَ بْنَ أَبِي سَفْيَانَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ •

১৯৮১। আবু ইয়া'কুব ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, স্ত্রীলোকদের জন্য মস্তক মুগুনের দরকার নেই, বরং তারা (এক আঙুল পরিমাণ চুল) কর্তন করবে।

৬৮. بَابُ الْعُمْرَةِ

৭৮. অনুচ্ছেদ : উমরা

১৭৮২ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَيَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ •

১৯৮২। উসমান ইবন আবু শায়বা ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের পূর্বে উমরা আদায় করেন।

১৭৮৩ - حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ نَا ابْنِ أَبِي جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ فَإِنَّ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا عَفَا الْوَبْرَ وَبَرَأَ الدَّبْرَ وَدَخَلَ مَصْرَ فَقَدْ حَلَسَ الْعُمْرَةَ لِمَنْ اعْتَمَرَ فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمَاتُ •

১৯৮৩। হান্নাদ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-কে যিলহজ্জ মাসে উমরা সম্পন্ন করে তা দিয়ে শিরক যুগের কাজের বিরোধিতা করেন। কেননা কুরায়শের এ গোত্র এবং তাদের ধর্মের অনুসারীরা এরূপ বলত, যখন উটের পিঠের পশম লম্বা হয় এবং তার পৃষ্ঠে ক্ষত হয়, আর সফর মাস আগমন করে, এ সময় যে ব্যক্তি উমরা সম্পন্ন করে, তা হালাল (বৈধ) হয়। আর তারা যিলহজ্জ ও মুহাররাম মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত উমরা সম্পন্ন করাকে হারাম সাব্যস্ত করতো।

১৭৮৪ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي هَيْمٍ عَنْ ابْنِ مَهَاجِرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَى أَبِي مَعْقِلٍ قَالَتْ كَانَ أَبُو مَعْقِلٍ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَتْ أَبُو مَعْقِلٍ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عَلِيَّ حَاجٌّ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتَّى دَخَلَا عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيَّ حَاجٌّ وَإِنَّ لِأَبِي مَعْقِلٍ بَكْرًا قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ مَدَقْتُ جَعَلْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا فَتَجَجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَعْطَاهَا الْبَكْرَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَةَ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ قَدْ كَبُرَتْ وَسَقَمَتْ فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يَجْزِي عَنِّي مِنْ حَجَّتِي قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَجْزِي حَجَّةً •

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড)—১৩

১৯৮৪। আবু কামিল উম্মে মা'কাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু মা'কাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে হজ্জ সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি হজ্জ শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে উম্মে মা'কাল বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, আমার উপরও হজ্জ ফরয। অতঃপর তারা উভয়ে পদব্রজে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হন এবং বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিশ্চয় আমার জন্য হজ্জ ফরয, আর আমার পিতা মা'কালের রয়েছে একটি যুবক উট। এতদ্বশবণে আবু মা'কাল বলেন, তুমি সত্য বলেছ, কিন্তু আমি এর দ্বারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। (কাজেই কিরূপে এটা তোমাকে প্রদান করব) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এটা তাকে প্রদান কর, যাতে সে উহার পৃষ্ঠে সাওয়ার হয়ে হজ্জ করতে পারে। তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এমন একজন মহিলা যার বয়স অনেক বেশি এবং রোগাক্রান্ত। কাজেই এমন কোন 'আমল আছে কি যা আমার হজ্জের বিনিময় হতে পারে? তখন জবাবে তিনি বলেন, রমযান মাসের উম্মরা হজ্জের অনুরূপ হতে পারে।

১৯৮৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ ثَنَا إِحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوُهَيْبِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْقِلِ بْنِ إِدْرِيسَ مَعْقِلِ الْأَسَدِيِّ أَسَدِ خَزِيمَةَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ جَدِّهِ أَيْ مَعْقِلِ قَالَتْ لَهَا حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَصَابْنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ فَقَالَ يَا أُمَّ مَعْقِلِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا قَالَتْ لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحَجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ لَأَخْرَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا إِذَا فَاتَتْكَ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ فَكَانَتْ تَقُولُ الْحَجَّ حُجَّةً وَالْعُمْرَةَ عُمْرَةً وَقَدْ قَالَ هَذَا لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَدْرِي أَلِي خَاصَّةٌ

১৯৮৫। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ আত্‌তায়ী উম্মে মা'কাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করেন, এই সময় আমাদের একটি উট ছিল, যদ্বারা আবু মা'কাল জিহাদে গমন করতো। এ সময় আমরা রোগগ্রস্ত হই, আবু মা'কাল মৃত্যুবরণ করে এবং নবী করীম ﷺ বের হন। তিনি তার হজ্জ সমাপনাতে প্রত্যাবর্তন করার পর, আমি তাঁর নিকট গমন করলে তিনি বলেন, হে উম্মে মা'কাল! আমাদের সাথে বের হতে কিসে তোমাকে বাধা প্রদান করেছিল? তখন সে বলে, আমরাও হজ্জের নিয়্যাত করেছিলাম। কিন্তু এ সময় আবু মা'কাল মৃত্যুবরণ করে। এ সময় আমাদের একটি উট ছিল, যদ্বারা আমরা হজ্জ সম্পন্ন করতাম। কিন্তু আবু মা'কাল আমাদের সেটা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেয়ার জন্য ওসীয়াত করেন। এতদ্বশবণে তিনি বলেন, যদি তুমি এটাকে নিয়ে বের হতে, তবে ভাল হতো; কেননা হজ্জ গমনও আল্লাহর রাস্তায় গমন সদৃশ। কাজেই আমাদের সাথে এ বছর যখন তুমি হজ্জ করতে পারনি, তখন তুমি রামাযান মাসে উম্মরা সম্পন্ন করবে, কেননা এটা হজ্জেরই মত। তখন তিনি বলেন, হজ্জ তো হজ্জ, আর উম্মরা তো উম্মরা-ই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এরূপ বলেন। আর আমি অবগত নই যে, এটা কি আমার জন্য খাস, নাকি গোটা উম্মতের জন্যও এরূপ নির্দেশ?

১৭৮৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
 أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَّ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لِرُجُومِهَا أَحَجَّجْنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أَحَجَّجُكَ
 عَلَيْهِ قَالَتْ أَحَجَّجْنِي عَلَى جَمَلِكَ فَلَانَ قَالَ ذَلِكَ حَيْسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهَا سَأَلَتْنِي الْحَجَّ مَعَكَ قَالَتْ أَحَجَّجْنِي مَعَ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ مَا عِنْدِي مَا أَحَجَّجُكَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَحَجَّجْنِي جَمَلِكَ فَلَانَ فَقُلْتُ ذَلِكَ حَيْسُ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحَجَّجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّهَا أَمَرْتَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ
 حَجَّةً مَعَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِقْرَأْهَا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَ يَعْنِي
 عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ •

১৯৮৬। মুসাদ্দাদ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের (বিদায়-হজ্জ) ইচ্ছা পোষণ করলে, জনৈক মহিলা (উম্মে মা'কাল) তার স্বামীকে বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হজ্জ যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। তখন জবাবে তিনি (স্বামী) বলেন, আমার নিকট এমন কোন উট নেই, যদ্বারা আমি তোমার হজ্জ গমনের ব্যবস্থা করতে পারি। তখন সেই স্ত্রীলোক বলেন, আমাকে আপনার অমুক উটের দ্বারা হজ্জ প্রেরণের ব্যবস্থা করুন। জবাবে তিনি (স্বামী) বলেন, এটা (উক্ত উট) তো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য আবদ্ধ। তখন উক্ত ব্যক্তি (স্বামী) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমার স্ত্রী আপনাকে সালাম বলেছেন। আর তিনি আমার নিকট আপনার সাথে হজ্জ যাওয়ার জন্য বায়না ধরেছেন এবং বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হজ্জ গমনের ব্যবস্থা করে দিন। তখন আমি তাকে বলেছি, আমার নিকট এমন কিছুই নেই, যদ্বারা আমি তোমাকে হজ্জ পাঠাতে পারি। তখন সে বলেছে, আমাকে আপনার অমুক উষ্ট্রযোগে হজ্জ প্রেরণ করুন। তখন আমি তাকে বলি, এ উটতো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য আবদ্ধ অর্থাৎ নির্ধারিত। এতদৃশ্বণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার পক্ষ হতে তাকে সালাম দেবে এবং বলবে, রামাযানের মধ্যে উমরা পালন আমার সাথে হজ্জের (সাওয়াবের) সমতুল্য হবে।

১৭৮৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ عُمَرَتَيْنِ عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ •

১৯৮৭। আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ ---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি উমরা সম্পন্ন করেন, একটি উমরা যিলক্বাদ মাসে এবং অন্যটি শাওয়াল মাসে।

১৭৮৮ - حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ كَرَّمَ اللَّهُ رُؤُوسَهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 فَقَالَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ اعْتِمَارِ ثَلَاثًا سِوَى الَّتِي قَرَنَهَا
 بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ •

১৯৮৮। আনু নুফায়লী মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইবন উমার (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতবার উমরা সম্পন্ন করেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, দু'বার। তখন আয়েশা (রা) বলেন, ইবন উমার (রা) জানত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের সাথে উমরা সম্পন্ন করা ব্যতীতও তিনবার উমরা করেন।

১৭৮৭ - حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ وَقَتَيْبَةُ قَالَا نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَالثَّانِيَةَ حِينَ تَوَاطَوْا عَلَى عُمَرَةَ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّلَاثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي قَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ •

১৯৮৯। আনু নুফায়লী ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনে চারবার উমরা সম্পন্ন করেন। প্রথমত হৃদায়বিয়ার (সন্ধির সময়ের) উমরা; দ্বিতীয়ত কুরায়শদের সাথে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী পরবর্তী বছরের উমরা; তৃতীয়ত মক্কা বিজয়ের সময়ে সম্পন্নকৃত উমরা এবং চতুর্থত বিদায় হজ্জের সময় হজ্জের কিরানের সাথে সম্পন্নকৃত উমরা।

১৭৭০ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَهَدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَا نَا هِمَّا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ اتَّقَنْتُ مِنْ هُمَانٍ مِنْ هَدْبَةَ وَسَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَلَمْ أَضْبِطْهُ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَوْ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ عُمَرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَرَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةً مَعَ حَجَّتِهِ •

১৯৯০। আবুল ওয়ালীদ আত্ তায়ালিসী আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ চারবার উমরা আদায় করেন, তন্মধ্যে একটি ব্যতীত, যা হজ্জের সাথে যিলহজ্জ মাসে আদায় করেন, অন্যগুলি যিলক্বাদ মাসে সম্পন্ন করেন।

৮৭ - بَابُ الْإِهْلَةِ بِالْعُمَرَةِ تَحْيِيزُ فَيْدِرِكُمَا الْحَجَّ فَتَنْقُضُ عُمَرَتَهَا وَتَهِلُّ بِالْحَجِّ هَلْ تَقْضِي عُمَرَتَهَا •

৭৯. অনুচ্ছেদ : যদি কোন স্ত্রীলোক উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার পর ঋতুমতী হয়, অতঃপর হজ্জের সময় উপস্থিত হওয়ায় সে তার উমরা পরিত্যাগ করে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধে, এমতাবস্থায় সে তার উমরার কাযা (আদায়) করবে কিনা

১৭৭১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَيْمَرَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَرَدْنَا أَخْتَكِ عَائِشَةَ فَأَعْيَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ فَاهْبَطْتَ بِهَا مِنَ الْأَكْمَةِ فَلْتَحْرَأْ فَإِنَّهَا عُمَرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ •

১৯৯১। আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্বাদ হাফসা বিন্ত আবদুর রহমান ইব্ন আবু বাকর (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আবদুর রহমানকে বলেন, হে আবদুর রহমান! তুমি তোমার ভগ্নি আয়েশাকে তোমার সাওয়ারীর পশ্চাতে আরোহণ করে তানঈম নামক স্থান হতে উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধাও এবং উমরা করাও। অতঃপর তিনি তাঁর (আয়েশার) সাথে আক্কা নামক স্থানে অবতরণ করলে তিনি সে স্থান হতে উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধেন এবং পূর্বে পরিত্যক্ত উমরার (কাযা) আদায় করেন।

১৭৭২ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُزَاهِرٍ بْنِ أَبِي مُزَاهِرٍ حَدَّثَنِي أَبُو مُزَاهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ عَنْ مَحْرَشِ الْكَعْبِيِّ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْجِعْرَانَةَ فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَحْرَأَ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرْفٍ حَتَّى لَقِيَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَأَصْبَحَ بِهَكَّةَ كَبَائِسَ .

১৯৯২। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ মুহাররিশ আল্ কা'বী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জি'ইররানা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে সেখানে অবস্থিত মসজিদে গমন করেন এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী সেখানে যত ইচ্ছা নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধেন এবং মক্কায় গমন-পূর্ব রাত্রিতে উমরা সম্পন্ন করে আবার উক্ত স্থানে রাত্রিতেই প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর (পরের দিন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে) তিনি তাঁর বাহনে সাওয়ার হন এবং বাত্নে সারাফ নামক স্থান অভিমুখে রওয়ানা হয়ে মদীনার রাস্তায় গিয়ে মিলিত হন। বস্তুত তিনি সকাল পর্যন্ত মক্কাতে রাত্রি জাগরণকারী ছিলেন। (অর্থাৎ এক রাত্রিতেই তিনি উমরার যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করত পুনরায় জি'ইররানা নামক স্থানে ফিরে আসেন। আর এতদসম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ ছিল)।

৪০- بَابُ الْمَقَامِ فِي الْعُمْرَةِ

৮০. অনুচ্ছেদ : উমরা সম্পাদনকালে মক্কায় অবস্থান

১৭৭৩ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيَانَ بْنِ صَالِحٍ وَعَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ثَلَاثًا .

১৯৯৩। দাউদ ইব্ন রাশীদ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাযা উমরা আদায়ের পর (মক্কাতে) তিনদিন অবস্থান করেন।

৪১- بَابُ الْإِفَاضَةِ فِي الْحَجِّ

৮১. অনুচ্ছেদ : হজ্জ তাওয়াকে যিয়ারত

১৭৭৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا عَبِيدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ يَمِينِي يَغْنِي رَاجِعًا .

১৯৯৪। আহমাদ ইবন হাম্বল ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাওয়াফে ইফাদা (অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারত) দশ যিলহজ্জের দিন সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি (মক্কা হতে) প্রত্যাভর্তন করে মিনাতে যোহরের নামায আদায় করেন।

১৯৯৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الْمَعْنِيُّ وَاحِدٌ قَالَا نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ نَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ فَصَارَ إِلَيَّ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهَبُ بْنُ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنَ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُوهَبِ هَلْ أَفْضَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْزَعَ عَنْكَ الْقَمِيصَ قَالَ فَنَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ وَلِيَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحْلُوا يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِّمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ حُرِّمَ حُرْمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ .

১৯৯৫। আহমাদ ইবন হাম্বল উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পালার রাত্রি ছিল ইয়াওমুন-নাহরের (১০ যিলহজ্জের) শেষের রাত্রি, তিনি আমার নিকট আসতেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট আগমন করেন। আর এই সময় আমার নিকট ওয়াহ্ব ইবন যুম'আ এবং তার সাথে আবু উমাইয়া গোত্রের জনৈক ব্যক্তি উভয়েই জামা পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়াহ্বকে বলেন, হে আবু আবদুল্লাহ্! তুমি কি তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করেছ? তখন জবাবে সে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহর শপথ, না। তখন তিনি বলেন, তুমি তোমার শরীর হতে জামা খুলে ফেল। রাবী বলেন, তখন তিনি তার দেহ হতে জামাটি মাথার দিক দিয়ে খুলে ফেলেন এবং তাঁর সাথীও একইরূপে জামা খুলে ফেলে। তখন তিনি (ওয়াহ্ব) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কেন এরূপ করব? তখন জবাবে তিনি বলেন, এ দিনটিতে তোমাদের জন্য অবসর দেয়া হয়েছে, কাজেই যখন তোমরা কংকর নিষ্ক্ষেপের কাজ সমাপ্ত করবে, তখন তোমাদের জন্য স্ত্রীসহবাস ব্যতীত আর সমস্ত কাজই হালাল (বৈধ) হবে। অতঃপর যখন তোমরা রাত্রিতে প্রবেশ করবে, এই গৃহের তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করার পূর্বে তখন তোমরা মুহর্রিম ব্যক্তির ন্যায় হবে; তোমাদের কংকর নিষ্ক্ষেপের পূর্বে, যতক্ষণ না তোমরা ঐ তাওয়াফ সম্পন্ন কর।

১৯৯৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْرَطَ وَانَفَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ .

১৯৯৬। মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার আয়েশা ও ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, নবী করীম ﷺ ইয়াওমুন-নাহরের দিন তাওয়াফকে রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেন।

১৭৭৮ - حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا يَرْمَلُ مِنَ السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ •

১৯৯৭। সুলায়মান ইব্ন দাউদ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাওয়াফে ইফাদাতে যে সাতবার তাওয়াফ করেন, সেখানে রামল^১ করেননি।

৪২- بَابُ الْوُدَاعِ

৮২. অনুচ্ছেদ : তাওয়াফে আল বিদা^১

১৭৭৯ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سَفْيَانَ عَنْ سَلِيمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْلِهِ الطَّوَأَفِ بِالْبَيْتِ •

১৯৯৮। নাসর ইব্ন আলী ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমনের পর তার হুকুম আহুকাম সমাপনান্তে তাওয়াফে যিয়ারতের পর) প্রত্যাবর্তন করতো। তখন নবী করীম ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন শেষবারের মত তাওয়াফ না করে (অর্থাৎ তাওয়াফে বিদা) প্রত্যাবর্তন না করে।

৪৩- بَابُ الْكَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

৮৩. অনুচ্ছেদ : ঋতুমতী মহিলা যদি তাওয়াফে আল বিদার পূর্বে তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করে বের হয়

১৭৭৭ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَبِيبٍ فَقِيلَ إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّهَا حَاطَتْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَقَالَ فَلَا إِذَا •

১৯৯৯। আল কা'নাবী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফিয়্যা বিন্ত হুয়ায়ে (রা)-এর কথা জিজ্ঞাসা করেন (অর্থাৎ তিনি তাঁর সংগ লাভের ইরাদা করেন)। তখন তাকে বলা হয়, তিনি ঋতুমতী। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সম্ভবত সে আমাদের আবদ্ধ করে ফেলেছে (অর্থাৎ তিনি তাওয়াফে যিয়ারত না করা পর্যন্ত আমরা মদীনায় ফিরতে পারব না)। তখন তাঁরা (অন্যান্য স্ত্রীগণ) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করেছেন। এতদশ্রবণে তিনি বলেন, তবে তো এখনই (আমরা মদীনাতে প্রত্যাবর্তন করতে পারি এবং তার জন্য আর বিদায়ী তাওয়াফের প্রয়োজন নেই)।

১. বীরত্বের সাথে দ্রুত গমন।

১. বিদায়ী তাওয়াফ বা শেষ তাওয়াফ।

২০০০ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ أَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْوُفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثَمَّ تَحِيضُ قَالَ لَيْكُنْ أُخْرَ عَمْدَهَا بِالْبَيْتِ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ كُنْ لَكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَرَبْتَ عَنِ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِكَيْمَا أَخَالَفَ .

২০০০। আমর ইবন আওন হারিস ইবন আবদুল্লাহ ইবন আওস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমার ইবন খাতাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হই এবং জনৈক মহিলা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, যে ১০ যিল-হজ্জ (তাওয়াফে ইফাদা) সম্পন্ন করার পর ঋতুমতী হয়। তখন তিনি বলেন, তার জন্য এটা ওয়াজিব যে, সে যেন তাওয়াফে বিদা' সম্পন্ন না করা পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন না করে। রাবী (ওয়ালীদ ইবন আবদুর রহমান) বলেন, রাবী হারিসও এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে এরূপ ফাত্বা প্রদান করেন। রাবী (ওয়ালীদ) বলেন, তখন উমার (রা) বলেন, তোমার দু'হস্ত কতিত হোক বা ধুলায় ধূসরিত হোক! তুমি আমাকে এমন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ, যে সম্পর্কে (ইতিপূর্বে) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যাতে তাঁর মতের বিপরীত কিছু না হয়।

৪৮ - بَابُ طَوَافِ الْوُدَاعِ

৮৪. অনুচ্ছেদ : বিদায়ী তাওয়াফ

২০০১ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَيْلَعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعِمْرَةَ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمَرَتِي وَأَنْتَظَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ حَتَّى فَرَعْتُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ قَالَتْ وَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ خَرَجَ .

২০০১। ওয়াহ্ব ইবন বাকিয়্যা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরার জন্য তানঈম নামক স্থান হতে ইহরাম বাঁধি। অতঃপর আমি (মক্কায়) প্রবেশ করে উমরা সম্পন্ন করি। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য আবতাহ নামক স্থানে অপেক্ষায় ছিলেন। অতঃপর আমি উমরা সম্পন্ন করে ফেললে তিনি লোকদেরকে (মদীনার দিকে) গমনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহ গমন করেন এবং বিদায়ী তাওয়াফ সম্পাদন করে (মদীনার উদ্দেশ্যে) রওনা হন।

২০০২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي الْحَنْفِيَّ أَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَهُ تَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّفْرِ الْأَخْرِ فَنَزَلَ الْمُحَصَّبُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ ثُمَّ جِئْتَهُ بِسَحَرٍ فَاذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَارْتَحَلَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَوةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهِ حِينَ خَرَجَ ثُمَّ أَنْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ .

২০০২। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সাথে যিলহজ্জের তেরো তারিখে রওনা হই। অতঃপর তিনি আল্ মুহাস্‌সার নামক স্থানে অবতরণ করেন। পরে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাবী বলেন, অতঃপর আমি আমার উমরা সম্পন্ন করে তাঁর নিকট শেষ রাত্রিতে আগমন করি তখন তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে গমনের জন্য প্রস্তুত হতে ঘোষণা দেন এবং তারা মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে বায়তুল্লাহ্‌য় গমন করেন এবং মদীনার দিকে রওনা হওয়ার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। পরে তিনি মদীনা অভিমুখে রওনা হন।

২০০৩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا هِشَاءُ بْنُ يَوْسُفَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَازَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلَى نَسَبَهُ عَبِيدُ اللَّهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَرَعَا .

২০০৩। ইয়াহুইয়া ইব্ন মু'ঈন আবদুর রহমান ইব্ন তারিক (র) তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ইয়ালার গৃহের নিকট দিয়ে গমন করেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'আ করেন।

৪৫ - بَابُ التَّكْصِيبِ

৮৫. অনুচ্ছেদ ৪ মুহাস্‌সাবে অবতরণ

২০০৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَاءِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّهَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَحْصَبَ لِيَكُونَ اسْمَحَ لَخُرُوجِهِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ .

২০০৪। আহমাদ ইব্ন হাম্বল আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়াদী মুহাস্‌সাব নামক স্থানে এজন্যই অবতরণ করেছিলেন, যাতে মদীনা অভিমুখে রওনা হওয়া সহজ হয়। আর এ স্থানে অবতরণ করা সূনাত নয়। কাজেই যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, এখানে অবতরণ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি চায়, এখানে অবতরণ না করতেও পারে।

২০০৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى ح وَحَدَّثَنَا مَسَدٌ قَالُوا يَا سَفِيَّانُ نَا مَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرُنِي أَنْ أَنْزَلَهُ وَلَكِنْ ضَرَبْتُ قَبْتَهُ فَنَزَلَهُ قَالَ مَسَدٌ وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عَثْمَانُ يَعْنِي فِي الْأَبْطَحِ .

২০০৫। আহমাদ ইব্ন হাম্বল, উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও মুসাদ্দাদ সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু রাফে' বলেছিল, নবী করীম ﷺ আমাকে উক্ত স্থানে (মুহাস্‌সাব) অবতরণ করতে নির্দেশ দেননি, বরং আমি সেখানে তাঁর তাঁবুটি স্থাপন করায় তিনি সেখানে অবতরণ করেন। রাবী মুসাদ্দাদ বলেন, আবু রাফে' নবী করীম ﷺ এর মালপত্রাদি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১. নবী করীম ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম ও খাদেম।

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড) — ১৪

২০০৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ عَثْمَانَ عَنِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ قَالَ هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّنْزِلًا ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَأْزِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَامَسَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّهُ بَنَى كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يَأْتُوا كُحُومَهُمْ وَلَا يُؤَدُّهُمْ وَلَا يَبَايَعُوهُمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِيُّ .

২০০৬। আহমাদ ইবন হাম্বল উসামা ইবন যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আগামীকাল (ইনশাআল্লাহ) আপনি কোথায় অবতরণ করবেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, আকীল কি আমার জন্য কোন গৃহ রেখেছে? অতঃপর তিনি বলেন, আমরা বনী কেনানার খায়ফে (অর্থাৎ মুহাস্সাবে) অবতরণ করব, যেখানে কুরায়শরা কুফরীর উপর পরস্পর অঙ্গীকার করেছিল অর্থাৎ তারা মুহাস্সাবে অবস্থিত আর কুফরীর যুগে বনী কেনানা কুরায়শদের বনী হাশিম গোত্রের সাথে পরস্পর এরূপ হলফ করেছিল যে, তারা তাদের সাথে পরস্পর বিবাহশাদী দেবে না, তারা তাদের ভালবাসবে না এবং তাদের সাথে বোচাকেনাও করবে না। রাবী যুহরী (র) বলেন, খায়ফ হল একটি উপত্যকা (যেখানে বনী কেনানা বসবাস করতো)।

২০০৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عَمْرٌو تَنَا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِّنَى نَحْنُ نَأْزِلُونَ غَدًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ لَمْ يَنْكُرْ أَوْلَاهُ وَلَا ذَكَرَ الْخَيْفَ الْوَادِيَّ .

২০০৭। মাহমূদ ইবন খালিদ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনা হতে প্রত্যাভর্তনের সময় ইরশাদ করেন, আমরা আগামীকাল অবতরণ করব। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পূর্বের হাদীসের উসামার প্রশ্ন ও নবী করীম ﷺ-এর জবাবের প্রসঙ্গ এতে উল্লেখ নেই। আর এখানে খায়ফ উপত্যকার কথাও উল্লেখ হয়নি।

২০০৮ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مَوْسَى نَا حَمَّادٌ عَنْ حَمِيْلٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو كَانَ يَهْجَعُ هَجْعَةً بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَزْعُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

২০০৮। আবু সালামা নাকে' (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমার (রা) যখন মিনা হতে প্রত্যাভর্তন করতেন, তখন তিনি বাত্হাতে (অর্থাৎ মুহাস্সাবে) সামান্য নিদ্রা যেতেন। অতঃপর তিনি মক্কায় প্রবেশ করতেন। এতে তিনি ধারণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।

২০০৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَفَانَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَا حَمِيدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ •

২০০৯। আহমাদ ইবন হাম্বল ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায বাত্বাহতে (অর্থাৎ মুহাস্সাবে) আদায় করেন। অতঃপর তিনি সামান্য নিদ্রার পর মক্কায় প্রবেশ করতেন। আর ইবন উমার (রা)ও এরূপ করতেন। (কারণ ইবন উমার (রা) নবীজীর পদাংক অনুসরণকারী ছিলেন)।

৪৬ - بَابُ فِي مَنْ قَلَّ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فِي حَجِّهِ

৮৬. অনুচ্ছেদ : হজ্জের সময় যদি কেউ আগের কাজ পরে বা পরের কাজ আগে করে

২০১০ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَبْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ بِبَيْتِي يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمَرَأَةٌ أَشْعَرُ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذْبَحْ وَلَا حَرَجَ وَجَاءَ رَجُلٌ أُخْرَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمَرَأَةٌ أَشْعَرُ فَحَرَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ أَوْ أُخَّرَ إِلَّا قَالَ اصْنَعْ وَلَا حَرَجَ •

২০১০। আল্ কা'নাবী আবদুল্লাহ্ ইবন আমর ইবনুল 'আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হুজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনাতে অবস্থান করেন। এ সময় লোকেরা তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। তখন এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি জানতাম না, তাই কুরবানীর পূর্বে মস্তক মুণ্ডন করে ফেলেছি, (এমতাবস্থায় কী করব?) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তুমি এখন কুরবানী কর এবং এতে কোন ক্ষতি নেই। তখন অপর এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি অবহিত ছিলাম না, তাই কংকর নিষ্ক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তখন জবাবে তিনি বলেন, তুমি এখন কংকর নিষ্ক্ষেপ কর এবং এতে কোন দোষ নেই। আর এ দিন তাঁকে পূর্বে-পরে (হজ্জের কাজ) করা সম্পর্কে যত প্রশ্ন করা হয় তার জবাবে তিনি বলেন, তুমি এখন কর এবং এতে কোন দোষ নেই।

২০১১ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَمَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ أَقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرَجَ وَهَلَكَ •

২০১১। উসমান ইব্ন আবু শায়বা উসামা ইব্ন শুরায়ক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হই। এ সময় লোকেরা তাঁর নিকট (বিভিন্ন ব্যাপার সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করতে আসতে থাকে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি তাওয়াফের পূর্বে সা'ঈ করেছি অথবা আমি কিছু কাজ আগে পরে করে ফেলেছি। আর তিনি এর জবাবে বলছিলেন : কোন দোষ নেই, কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এক ব্যক্তি জনৈক মুসলিম ব্যক্তির ইজ্জত নষ্ট করায় সে অত্যাচারী সাব্যস্ত হয়। অতঃপর সেই দোষের কারণে সে ধ্বংস হয়।

৪৮ - بَابُ فِي مَكَّةَ

৮৭. অনুচ্ছেদ : মক্কাতে নামাযের জন্য সুতরা ১ ব্যবহার

২০১২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ بِنِ الْمَطَّلِبِ ابْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي هَمْرٍ وَالنَّاسُ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرَةٌ قَالَ سُفْيَانُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سِتْرَةٌ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَنْهُ قَالَ أَنَا كَثِيرٌ عَنْ أَبِيهِ فَسَأَلْتَهُ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَبِي سِعْتَهُ وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِي عَنْ جَدِّي *

২০১২। আহমাদ ইব্ন হাম্বল কাসীর ইব্ন কাসীর ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আবু বিদা'আ (র) হতে, তিনি তাঁর পরিবারের জনৈক ব্যক্তি হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ -কে বনী সাহাম গোত্রের দরজার নিকট নামায আদায় করতে দেখেন, যখন লোকেরা তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করছেন এবং তাদের মধ্যে কোন সুতরা ছিল না। রাবী সুফইয়ান (র) বলেন, তাঁর ও কা'বার মধ্যে কোন সুতরা ছিল না।

৪৮ - بَابُ تَكْرِيمِ مَكَّةَ

৮৮. অনুচ্ছেদ : মক্কার পবিত্রতা

২০১৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أَهَلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ هِيَ حَرَاءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَنُ شَجَرُهَا وَلَا يَنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لِقُطَّتْهَا إِلَّا لِمُنْشَنِ فَقَامَ عَبَّاسٌ أَوْ قَالَ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْأَذْخِرُ فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا

১. খোলা জায়গায় বা সাধারণের চলাচলের স্থানে নামায আদায়ের জন্য সম্মুখে যে লাঠি বা কাঠের দণ্ড স্থাপন করা হয়, তাকে সুতরা বলে। কা'বা ঘরে নামায আদায়ে সুত্রার প্রয়োজন নেই।

الإذخِرَ قَالَ أَبُو أَوْدَ وَزَادَ فِيهِ ابْنُ الْمَصْفِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُوا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قُلْتُ لِلذُّوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قَالَ هُنَا الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২০১৩। আহমাদ ইবন হাম্বল..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রাসূলের উপর মক্কা বিজয় দান করেন, তখন নবী করীম ﷺ তাদের মধ্যে বক্তা হিসাবে দণ্ডায়মান হয়ে, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা (আব্রাহার) হস্তীবাহিনীর মক্কায় প্রবেশ করা প্রতিহত করেন। আর তিনি (মক্কার উপর) প্রধান্য প্রদান করেন তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে। আর আমার জন্য দিবসের একটি অংশকে (যখন তিনি তাঁর সৈন্যসহ সেখানে প্রবেশ করেন) হালাল করা হয়েছে। অতঃপর সেখানে (মক্কায়) কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য (যুদ্ধ-বিগ্রহ করা) হারাম। তার (সবুজ) বৃক্ষরাজি কর্তন করা যাবে না, সেখানে কিছু শিকার করা যাবে না এবং সেখানে পড়ে থাকা কোন বস্তু ঘোষক ব্যতীত অন্যের (প্রদান বা সাদকা করা) জন্য হালাল হবে না। তখন আব্বাস (রা) দণ্ডায়মান হন অথবা (রাবীর সন্দেহ) আব্বাস (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়খির' ব্যতীত, কেননা সেটা আমাদের গৃহ নির্মাণের ও কবরের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হ্যাঁ, ইয়খির ব্যতীত। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইবন আল-মুসাফফা, আল্ ওয়ালীদ হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন আবু শাহ নামক ইয়ামনের জনৈক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা আমার জন্য লিখে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা আবু শাহকে এটা লিখে দাও। রাবী (ওয়ালীদ বলেন, তখন আমি আওয়া'ঈকে এ সম্পর্কে বলি, তোমরা আবু শাহকে যেটা লিখে দিচ্ছ তা কী? (আওয়া'ঈ) বলেন, এটা ঐ খুতবা যা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে শ্রবণ করেন।

২০১৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَا يَخْتَلِي خَلَاهَا .

২০১৪। উসমান ইবন আবু শায়বা ইবন আব্বাস (রা) হতে এ হাদীস (মক্কায় হারাম) বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানকার শুষ্ক ঘাস (সবুজ নয় এমন) কর্তন করা হারাম নয়।

২০১৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْجَرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكَ عَنْ أُمِّهِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُبْنِي لَكَ بِمَنْئَى بَيْتِنَا أَوْ بِنَاءٍ يُّظَلُّكَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ مَنَاحٌ مِّنْ سَبَقِ إِلَيْهِ .

২০১৫। আহমাদ ইবন হাম্বল আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলি, আমরা (সাহাবীরা) আপনার জন্য মিনাতে একটি ঘর অথবা এমন কিছু তৈরি করতে চাই, যা আপনাকে সূর্যের কিরণ হতে ছায়া প্রদান করবে। তখন জবাবে তিনি বলেন, না, বরং সেটা তো (হাজীদেব) উট বসানোর স্থান, যে প্রথমে সেখানে পৌঁছবে (সে স্থান তার হবে)।

১. শন জাতীয় এক ধরনের ঘাস যা মক্কাবাসীরা তাদের গৃহ নির্মাণে ও লাশ দাফনের সময় কবরে ব্যবহার করে। ঐ ঘাস কাটা হালাল।

২০১৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ أَخْبَرَنِي عَمْرَةَ بِنْتُ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ بَاذَانَ قَالَ أَتَيْتُ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِحَادٌ فِيهِ .

২০১৬। আল্ হাসান ইব্ন আলী মুসা ইব্ন বাযান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আমি ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়্যার নিকট গমন করি। তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, হারামের মধ্যে খাদ্যশস্য (অধিক মূল্যে বিক্রির আশায়) গুদামজাত করে রাখা যুলুম ও সীমালংঘনের পর্যাযুক্ত।

৪৯- بَابُ فِي نَبِيْنِ السَّقَايَةِ

৮৯. অনুচ্ছেদ : নাবীয ১ পানীয়

২০১৮ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا بَالُ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ النَّبِيْنَ وَيَبْنُو عِمَّهُمْ يَسْقُونَ اللَّبْنَ وَالْعَسَلَ وَالسَّوِيْقَ أَبْخُلُ بِهِمْ أَمْ حَاجَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا بِنَا مِنْ بَخْلِ وَلَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلَكِنْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ وَخَلْفَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَرَابٍ فَأَتَى بِنَبِيْنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَدَفَعَ فَضْلَهُ إِلَى أَسَامَةَ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنْتُمْ وَأَجْلَسْتُمْ كُنْ لِكَ فَافْعَلُوا فَفَعَلْنَا هَكَذَا لِأَنِّي لَأُرِيدُ أَنْ تُغَيَّرَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

২০১৯। আম্র ইব্ন আওন বাক্র ইব্ন আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা) কে বলেন, এ গৃহের অধিবাসীদের (আব্বাসের) অবস্থান কী? এরা নাবীয পান করে এবং এদের চাচার সন্তানসন্ততির দূধ, মধু ও পানীয় পান করে। এটা কি তাদের কৃপণতা, না তাদের অসচ্ছলতার জন্য? তদুত্তরে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমাদের সাথে না কৃপণতা আছে, না অসচ্ছলতা বরং (প্রকৃত ব্যাপার এই যে) একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাহনে আমাদের নিকট আগমন করেন, যার পশ্চাতে উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) সাওয়ার ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পানীয় কিছু চাইলে তাঁর সম্মুখে নাবীয পেশ করা হয়। তা হতে তিনি কিছু পানের পর অবশিষ্টাংশ উসামাকে প্রদান করেন। অতঃপর তিনি (উসামা) তা পান করেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা অত্যন্ত উত্তম ও উৎকৃষ্ট কাজ করেছ। আর তোমরা এরূপই করতে থাকবে। কাজেই আমরা এরূপই করি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন তার ব্যতিক্রম করতে চাই না।

১. আছুর বা খেজুর ইত্যাদি মিশ্রিত পানীয় বিশেষ।

৯০- بَابُ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

৯০. অনুচ্ছেদ : (মুহাজিরের জন্য) মক্কায় অবস্থান

২০১৮ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ هَلْ سَمِعْتَ فِي الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِلْمُهَاجِرِينَ إِقَامَةٌ بَعْدَ الصُّلَاةِ ثَلَاثًا .

২০১৮। আল্ কা'নাবী আবদুর রহমান ইব্ন হুমায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) হতে শ্রবণ করেন, যিনি সায়েব ইব্ন ইয়াযীদকে প্রশ্ন করেন, মুহাজিরের জন্য মক্কায় অবস্থান করা সম্পর্কে আপনি কিছু শুনেছেন কি? এর জবাবে তিনি বলেন, আমাকে ইব্ন আল্ হাযরামী খবর দিয়েছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, মুহাজিরগণ মিনা হতে প্রত্যাবর্তনের পর (মক্কায়) তিনদিন অবস্থান করতে পারবে।

৯১- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

৯১. অনুচ্ছেদ : কা'বা ঘরের মধ্যে নামায

২০১৯ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَكْبِيُّ وَبِلَالٌ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ فَمَكَتَ فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالَ حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ جَعَلَ عُمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعُمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثَمَّ صَلَّى .

২০১৯। আল্ কা'নাবী আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং এ সময় তাঁর সংগে ছিলেন উসামা ইব্ন যায়িদ, উসমান ইব্ন তালহা আল-হাজ্জাবী, (কা'বার দারোয়ান) এবং বিলাল (রা)। অতঃপর তিনি (ভীড়ের আশংকায়) এর দরজা বন্ধ করে দেন। পরে তিনি তন্মধ্যে অবস্থান করেন। রাবী আবদুল্লাহ ইব্ন উমার বলেন, অতঃপর আমি বিলাল (রা) কে সেখান থেকে বের হওয়ার পর জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তন্মধ্যে কী করেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি একটি স্তম্ভকে বামদিকে, দুটি স্তম্ভকে ডানদিকে এবং তিনটি স্তম্ভকে পশ্চাতে রেখে নামায আদায় করেন এবং এ সময় বায়তুল্লাহ্ ছয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

২০২০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْحَقَ الْأَنْزَرِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ بِهِ نَا لَمْرِيذُكَرِ السَّوَارِيَّ قَالَ ثَمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةٌ أَذْرَعٍ .

২০২০। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আল-আযরাঈ মালিক হতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। রাবী আবদুর রহমান সাওয়ীরীর কথা উল্লেখ করেননি। রাবী ইবন মাহ্দী মালিক হতে বর্ণনা করেন যে, অতঃপর তিনি নামায আদায় করেন এবং এই সময় তাঁর ও কিুবলার মধ্যে তিনগজ পরিমাণ ব্যবধান ছিল।

২০২১ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَيْلِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَلِيشِ الْقَعْنَبِيِّ قَالَ نَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَ كَرْمَ صَلَّى .

২০২১। উসমান ইবন আবু শায়বা ইবন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে আল কা'নাবী বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কত রাক'আত নামায আদায় করেন, তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

২০২২ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مَجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَيْفَ مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ .

২০২২। যুহায়র ইবন হার্ব আবদুর রহমান ইবন সাফওয়ান (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার মধ্যে প্রবেশ করে কী করেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি সেখানে দু'রাক'আত নামায আদায় করেন।

২০২৩ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَبِي أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْإِلَهَةُ فَأَمَرَهَا فَأَخْرَجَتْ قَالَ فَأَخْرَجَ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْعَاقَ وَفِي أَيُّدِيهِمَا الْأَزْلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَقْسَمُوا بِهَا قَطًّا قَالَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ وَفِي زَوَايَاهُ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ .

২০২৩। আবু মা'মার ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মক্কায় আগমন করেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন। কেননা সেখানে তখন অসংখ্য দেবদেবী বিদ্যমান ছিল। তখন তিনি সেগুলোকে বের করতে নির্দেশ দিলে সেগুলো বহিষ্কার করা হয়। রাবী বলেন, অতঃপর ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আ)-এর মূর্তি এবং তাদের হস্তে যে ভাগ্য পরীক্ষার তীর ছিল সেটা বহিষ্কার করা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় তাঁরা (কুরায়শরা) জানত যে, ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আ) কখনই তীরের সাহায্যে ভাগ্যের (ভাল-মন্দ) পরীক্ষা করেননি। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং প্রতিটি কোণায় তাকবীর (আল্লাহ আকবার) প্রদান করেন এবং এর প্রতিটি রুকনেও। অতঃপর তিনি সেখানে নামায আদায় না করে বের হয়ে আসেন।

২০২২ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَحِبُّ أَنْ
أَدْخُلَ الْبَيْتَ وَأَصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحِجْرِ فَقَالَ صَلَّى فِي الْحِجْرِ إِذَا
أَرَدْتَ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ فَإِنِ قَوْمَكَ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ
الْبَيْتِ.

২০২৪। আল্ কা'নাবী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করে
সেখানে নামায আদায় করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে হাতীমে কা'বার মধ্যে প্রবেশ করান এবং
বলেন, তুমি যখন বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করছ, তখন এ স্থানে নামায আদায় কর। কেননা এটা
বায়তুল্লাহ-ই একটি অংশ। আর তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা (কুরায়শরা) যখন কা'বা পুনঃনির্মাণ করেছে, তখন
তারা সংক্ষেপ করে (কম খরচের জন্য) নির্মাণের ফলে একে (হাতীমে-কা'বাকে) বাইরে রেখেছে।

২০২৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَلِيكَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَهُوَ مَسْرُورٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا وَهُوَ كَثِيبٌ فَقَالَ إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ
وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَنْبَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي.

২০২৫। মুসাদ্দাদ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট হতে
হুটুটিঙে বাইরে গমন করেন। অতঃপর ভারাক্রান্ত মনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেন, আমি কা'বায় প্রবেশ
করেছিলাম, তবে যা আমি পরে অবগত হয়েছি যদি তা আমি পূর্বে জানতে পারতাম, তবে আমি এর মধ্যে প্রবেশ
করতাম না। আর আমি এতদসম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত যে, আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টের কারণ হই কিনা।

২০২৬ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُسَدَّدٌ قَالُوا نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ الْحَكْبِيِّ حَدَّثَنِي
خَالِي عَنْ أُمِّي قَالَتْ سَمِعْتُ الْأَسْلَمِيَّةَ تَقُولُ قُلْتُ لِعُثْمَانَ مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَعَاكَ قَالَ
إِنِّي نَسِيتُ أَنْ أَمْرَكَ تُخَيِّرَ الْقَرْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغُلُ الْمُصَلِّيَّ قَالَ
ابْنُ السَّرْحِ خَالِي مَسَافِعُ بْنُ شَيْبَةَ.

২০২৬। ইব্ন আল্ সারাহ্ মানসূর আল্ হাজাবী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামা আমার মাতা
(সাফিয়া) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আস্লামিয়াকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আমি একদা
উসমানকে জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বলেন, যখন তিনি তোমাকে আহ্বান করেন? জবাবে তিনি
(উসমান) বলেন, আমি আপনাকে এতদসম্পর্কে অবহিত করতে ভুলে যাই যে, আপনি (দুয়ার) ঐ শিং দুটি ঢেকে
রাখুন (যা ফিদয়া স্বরূপ ছিল ইসমাসিল (আ)-এর জন্য)। কেননা, বায়তুল্লাহর মধ্যে এমন কিছু থাকা উচিত নয়, যা
মুসল্লীকে তার নামায হতে অন্যমনস্ক করে।

৭২- بَابُ فِي مَالِ الْكُعْبَةِ

৯২. অনুচ্ছেদ : কা'বা ঘরে রক্ষিত মালামাল

২০২৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ مَحْمَدٍ الْمَجَارِيَّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ شَيْبَةَ يَعْنِي ابْنَ عَثْمَانَ قَالَ قَعَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مَقْعَدِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِرَ مَالَ الْكُعْبَةِ قَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ بَلَى لِأَفْعَلَنَّ قَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ بِمَا قُلْتُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبَوَا بَكَرٌ وَهِيَ أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُحْرِكَاهُ فَقَالَ فَخَرَجَ •

২০২৭। আহমাদ ইব্ন হাম্বল শায়বা অর্থাৎ ইব্ন উসমান (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আপনি যে স্থানে বসে আছেন, একদা উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) উক্ত স্থানে বসা ছিলেন এবং বলেন, আমি কা'বার মালামাল বণ্টন না করা পর্যন্ত বের হব না। তিনি (শায়বা) বলেন, তখন আমি তাঁকে বলি যে, আপনি এরূপ করতে সক্ষম হবেন না, এর জবাবে তিনি বলেন, হাঁ, অবশ্যই আমি এটা করব। তখন তিনি (শায়বা) আবার বলেন, আপনি এটা করতে পারবেন না। তখন তিনি (উমার) জিজ্ঞাসা করেন, কেন পারব না? তখন আমি বলি, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং আবু বাকর (রা) ও। আর তাঁরা উভয়েই মালের ব্যাপারে আপনার চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা তা বের করেন নি। এতদ্রূপে তিনি দণ্ডায়মান হন এবং বের হয়ে যান।

২০২৮ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِنْسَانَ الطَّائِفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَهَا أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ لَيْبَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ السِّدْرَةِ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَرْفِ الْقُرْنِ الْأَسْوَدِ حَلَّوْهَا فَاسْتَقْبَلَ نَخْبًا بِبَصْرَةٍ وَقَالَ مَرَّةً وَادِيَةً وَوَقَفَ حَتَّى أَنْقَفَ النَّاسُ كُلَّهُمْ ثُمَّ قَالَ أَنْ صَيِدَ وَجَّ وَعِضَاهُ حَرًّا مُحْرًّا لِلَّهِ وَذَلِكَ قَبْلَ نَزُولِ الطَّائِفِ وَحِصَارِهِ لِثَقِيفٍ •

২০২৮। হামেদ ইব্ন ইয়াহুয়া যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা লিয়্যা নামক স্থান হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওনা হয়ে সিদরাহ নামক স্থানের নিকটবর্তী হই, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কালো পাথরের পাহাড়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে তায়েফের দিকে দৃষ্টিপাত করে দাঁড়ান। রাবী বলেন, তিনি একবার তাঁর উপত্যকার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং দণ্ডায়মান হন, যদরুন সমস্ত লোকেরা দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন, সায়দুওয়াজ্জা^১ এবং ইজাহা^২ উভয়ই হারাম, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন। আর এটা তাঁর তায়েফে অবতরণের এবং বনী সাকীফ গোত্র অবরুদ্ধ করার পূর্বের ঘটনা।

১. এটি একটি পাহাড় যা তায়েফের সীমানা নির্দেশ করে।

২. উক্ত বৃক্ষরাজি বিশিষ্ট স্থানের নাম, যা হেরেমের পূর্ব সীমানায় ও তায়েফের পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত।

৭৩- بَابُ فِي إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

৯৩. অনুচ্ছেদ : মদীনাতে আগমন

২০২৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهْزِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَشُدُّ الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى .

২০২৯। মুসাদ্দাদ আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও গমনের জন্য সফর করবে না--মসজিদুল হারাম, আমার এ মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা।

৭৩- بَابُ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

৯৪. অনুচ্ছেদ : মদীনার পবিত্রতা

২০৩০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَلِيٍّ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَّثًا أَوْ أَوْى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَكُوتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَكُوتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَمَنْ وَلَّى قَوْمًا يَغْيِرُ إِذْنَ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَكُوتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ .

২০৩০। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে কুরআন ব্যতীত আর কিছুই লিপিবদ্ধ করিনি। আর এ সহীফার মধ্যে কী (যা আলীর তরবারীর খামের মধ্যে ছিল) আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আয়ের হতে সাওর পর্যন্ত সমস্ত মদীনা হারাম, (অর্থাৎ খুবই সম্মানিত) কাজেই যে ব্যক্তি কোন বিদ্'আতের সৃষ্টি করে অথবা কোন বিদ্'আত সৃষ্টিকারীকে সাহায্য করে, তার উপর আল্লাহ তা'আলার, ফিরিশ্বাদের এবং সমস্ত মানবকুলের লা'নত^৩। সে ব্যক্তির কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবুল হবে না। আর মুসলমানদের অঙ্গীকার পালন করা তাদের জন্য খুবই দরকারী। যদিও তা সাধারণ ব্যক্তিদের (কাফিরদের) জন্য হয়। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তার উপর আল্লাহ তা'আলার, ফিরিশ্বাদের ও সমস্ত মানবকুলের লা'নত। সে ব্যক্তির কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবুল হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের লোকদের অনুমতি ব্যতীত এর আমীর হয় তার উপর আল্লাহ তা'আলার, ফিরিশ্বাদের এবং সমস্ত মানবকুলের অভিসম্পাত। সে ব্যক্তির কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল হবে না।

১. মদীনার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম।

২. মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড়ের নাম।

৩. অভিসম্পাত।

২০৩১ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الصَّمَدِ نَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يَنْفِرُ صَيْدَهَا وَلَا تَلْتَقَطُ لُقْطَتَهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلَا يَصْلَحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحُولَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ وَلَا يَصْلَحُ أَنْ يَقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةً إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَةً ۝

২০৩১। ইবন আল্ মুসান্না আলী (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সেখানকার (মদীনার) সবুজ বৃক্ষ যেন কেউ কর্তন না করে এবং এর কোন প্রাণী যেন শিকার না করে। আর কেউ যেন সেখানে পড়ে থাকা বস্তু (লুক্‌তা) গ্রহণ না করে, অবশ্য যে ব্যক্তি তা ঘোষণা করে লোকদেরকে জানাবে তার কথা আলাদা। আর হত্যার উদ্দেশ্যে সেখানে তরবারি নিয়ে যাওয়া কোন ব্যক্তির জন্য উচিত নয়। আর সেখানকার কোন বৃক্ষরাজি কর্তন করাও উচিত নয়, অবশ্য উটের খাদ্য হিসাবে যা ব্যবহৃত হয় তার ব্যাপার আলাদা।

২০৩২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْكُبَّابِ حَدَّثَنَا عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ كِنَانَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ حَمِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا لَا يَخْبَطُ شَجَرَةً وَلَا يَعْضُ إِلَّا مَا يَسَاقُ بِهِ الْجَهْلُ ۝

২০৩২। মুহাম্মাদ ইবন আল্ 'আলা আদী ইবন যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার সমস্ত গাছ, বৃক্ষরাজির হিফায়তের বন্দোবস্ত করেন। তার কোন পাতা পাড়া (ঝরান) হতো না এবং কোন বৃক্ষ কর্তন করাও যেত না। অবশ্য ভারবাহী পশুদের খাদ্যের জন্য যে পরিমাণ প্রয়োজন তা ব্যতীত।

২০৩৩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ نَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاسٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوْلَاهُ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَّمَ وَقَالَ مَنْ وَجَدَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ وَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طَعْمَةً أَطْعَمْنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ ۝

২০৩৩। আবু সালামা সুলায়মান ইবন আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবন আবু ওক্বাস (রা) কে জনৈক ব্যক্তিকে পাকড়াও করতে দেখি, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত মদীনার নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে শিকার করছিল। তখন তিনি তার কাপড় ছিনিয়ে নেন। এরপর তিনি (সা'দ) তার মনিবের নিকট গমন করেন এবং উক্ত ব্যক্তির ব্যাপার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি জবাবে বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ এ এলাকাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বলেন, যদি কেউ কাউকে এখানে শিকার করতে দেখে, তবে সে যেন তার কাপড় কেড়ে (ছিনাইয়া) লয়। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করেছেন, তা আমি তোমাদের প্রদান করব না বরং যদি তোমরা চাও, তবে আমি তোমাদিগকে তার মূল্য প্রদান করব।

২০৩৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا ابْنُ أَبِي ذَثْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ مَوْلَى لِسَعْنٍ أَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَيْبًا مِنْ عَبِيدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مِنْتَاعَهُمْ

১. লুক্‌তা : পশ্চিমদিকে পড়ে থাকা মাল বা সম্পদ, পতিত প্রাণু দ্রব্য।

وَقَالَ يَعْنِي لِمَوَالِيهِمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ يَقْتَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ وَقَالَ مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَيْسَ أَخِيًّا سَلْبَةً •

২০৩৪। উসমান ইব্ন আবু শায়বা তাওয়ামার আযাদকৃত গোলাম সালিহ হতে, তিনি সা'দের মনিব হতে বর্ণনা করেছেন একদা সা'দ (রা) মদীনার গোলামদের মধ্য হতে কোন একজনকে মদীনার বৃক্ষরাজি কাটতে দেখে তার সমস্ত সম্পদ ও কাপড়চোপড় ছিনিয়ে নেন। অতঃপর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শ্রবণ করেছি যে, তিনি মদীনার বৃক্ষরাজি কাটতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি আরো বলেন, যদি কেউ এখন থেকে কিছু কর্তন করে, তবে ঐ ব্যক্তির সম্পদ ও কাপড়চোপড় সহ তাকে পাকড়াও করবে।

۲۰۳۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الرَّحْمَنِ الْقَطَّانُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بِنُ الْحَارِثِ الْجَهَنِيَّةُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُخْبَطُ وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ يَهْشُ هَشًّا رَقِيقًا •

২০৩৫। মুহাম্মাদ ইব্ন হাফস জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, কেউ যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুরক্ষিত এলাকা হতে গাছের পাতা না পাড়ে এবং কোন বৃক্ষ যেন না কাটে। অবশ্য উটের খাদ্যের জন্য যা প্রয়োজন সেটা ব্যতীত।

۲۰۳۶ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قَبَاءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَصَلِّي رُكْعَتَيْنِ •

২০৩৬। মুহাম্মাদ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোবার মসজিদে কোনো সময় পদব্রজে এবং কোনো সময় উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে আসতেন। রাবী ইব্ন নুমায়র অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সেখানে দু'রাক'আত নামায আদায় করেন।

৭৫- بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

৯৫. অনুচ্ছেদ : কবর যিয়ারত

۲۰৩৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نَا الْمُفَرِّجِيُّ نَا حَيْوَةَ عَنْ أَبِي صَخْرٍ حَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَسِيطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْلُرُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ •

২০৩৭। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে কেউই আমার উপর যখন সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার খবর দেন এবং আমি তার জবাব প্রদান করে থাকি।

۲۰৩৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذُنَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْقَبْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْعَلُوا بِيُوتِكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قُبُورِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتِكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ •

২০৩৮। আহুমাৎ ইব্ন সালিহ্ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা তোমাদের গৃহকে কবরে (অর্থাৎ আল্লাহর যিক্র বা নামায হতে খালি) পরিণত করো না। আর তোমরা আমার কবরকে ঈদের স্থানে পরিণত করো না। বরং তোমরা আমার উপর সালাম পেশ করবে। কেননা তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের সালাত ও সালাম আমার নিকট পৌছে থাকে।

২০৩৯ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَىٰ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ الْمَدِينِيُّ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ الْهَدَيْرِ قَالَ مَا سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَمِيْرٍ اللَّهُ يَحْكُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا قَطًّا غَيْرَ حَدِيثٍ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُرِيدُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَىٰ حَرَّةٍ وَأَقْرَبْنَا تَدَلَّيْنَا مِنْهَا فَاذَا قُبُورٌ بِمَجْنِبَةٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبُورُ إِخْوَانِنَا هُنَا قَالَ قُبُورُ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا جِئْنَا قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ هُنَا قُبُورُ إِخْوَانِنَا •

২০৩৯। হামিদ ইব্ন ইয়াহুয়া রাবী'আ অর্থাৎ ইব্ন আল্ হুরায়র হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তালহা ইব্ন আবদুল্লাহকে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে একটি হাদীস ব্যতীত, আর কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, সেটা কী? তখন জবাবে তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে শহীদদের কবর মিয়ায়রতের উদ্দেশ্যে বের হই। অতঃপর যখন আমরা হুরাতে ওয়াকিম নামক স্থানে উপনীত হই, তখন সেখানে অবতরণ করি, যেখানে তাদের কবর ছিল। রাবী বলেন, তখন আমরা বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহা কি আমাদের ভাইদের কবর? জবাবে তিনি বলেন, এগুলো আমার সাহাবীদের কবর। অতঃপর যখন আমরা শহীদদের কবরের নিকট উপস্থিত হই, তখন তিনি বলেন, এগুলো আমাদের শহীদ ভাইদের কবর।

২০৪০ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِيَدِي الْحَلِيفَةِ فَصَلَّىٰ بِهَا فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ •

২০৪০। আল্ কা'নাবী আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বাত্বা নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্র বসান, যা যুল-হুলায়ফাতে অবস্থিত ছিল। অতঃপর তিনি সেখানে নামায আদায় করেন। পরবর্তীকালে আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) এরূপ-ই করতেন।

২০৪১ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَجَاوِزَ الْمَعْرَسَ إِذَا قَفَلَ رَجَعًا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ فِيهَا مَا بَدَأَ لَهُ لِأَنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَسَ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَقَ الْمَدِينِيَّ قَالَ الْمَعْرَسُ عَلَى سِنَةِ أُمَيَّالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ •

২০৪১। আল কা'নাবী মালিক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা হতে মদীনাতে প্রত্যাবর্তনের সময় মু'আররিস নামক স্থান অতিক্রমকালে, সেখানে নামায আদায় করা সকলের জন্য কর্তব্য। কেননা আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। রাবী আবু দাউদ বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আল-মাদানী হতে শ্রবণ করেছি যে, মু'আররিস নামক স্থানটি মদীনা হতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

১. যুল-হুলায়ফার মসজিদকে আল-মু'আররিস বলা হয়। তা মদীনা হতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

كِتَابُ النِّكَاحِ

বিবাহের অধ্যায়

৭৬- بَابُ التَّحْرِيزِ عَلَى النِّكَاحِ

৯৬. অনুচ্ছেদ : বিবাহের ব্যাপারে উৎসাহিত করা

২০৪২ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَاجِرِيٌّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَمِينِي إِذْ لَقِيَهُ عُمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَن لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُمَانُ الْإِلَّا تَزُوجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بَكَرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْمَهُنَّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِن لُّنْتُ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ *

২০৪২। উসমান ইব্ন আবু শায়বা..... আলকামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস্উদ (রা)-এর সাথে মিনাতে গমনকালে উসমানের সাথে সাক্ষাত হলে তিনি তাঁর নিকট হতে দূরে সরে নির্জন আলাপের জন্য অনুমতি চান। অতঃপর যখন আব্দুল্লাহ্ দেখতে পান যে, তাঁর (বিবাহের) কোন প্রয়োজন নেই, তিনি আমাকে বলেন হে আলকামা! আমার নিকট এসো! আমি তার নিকট এলে উসমান তাকে বলেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমি কি তোমাকে একটি কুমারী নারীর সাথে বিবাহ দেব না? যাতে তুমি তোমার শারীরিক শক্তি সামর্থ ও বলবীর্ষ ফিরে পাও? আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমি তা এজন্য বলছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে সক্ষম, সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিকে সংবরণকারী এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণকারী। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে অসমর্থ, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। কেননা তা তার জন্য কামম্পূহা দমনকারী।

৭৭- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

৯৭. অনুচ্ছেদ : ধর্মপরায়ণা রমণী বিবাহের নির্দেশ

২০৪৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى يَعْنِي مَابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عَبِيدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَنْكَحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدُكَ *

২০৪৩। মুসাদ্দাদ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : (সাধারণত) রমণীদেরকে চারটি গুণের অধিকারিণী দেখে বিবাহ করা হয়। যথা : (ক) তার ধন-সম্পদ, (খ) তার বংশমর্যাদা, (গ) তার সৌন্দর্য, (ঘ) তার ধর্মপরায়ণতার জন্য। তোমরা ধর্মপরায়ণা নারীকে বিবাহ করে ধন্য হও, অন্যথায় তোমার উভয় হস্ত অবশ্যই ধুলায় ধূসরিত হবে। (অর্থাৎ তুমি লালিত ও অপমানিত হবে। হাদীসে ধর্মপরায়ণা নারীকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে।)

৭৯- بَابُ فِي تَزْوِجِ الْأَبْكَارِ

৯৮. অনুচ্ছেদ : কুমারী নারীকে বিবাহ করা

২০৪৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَزَوَّجْتُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكَرٍّ أَمْ تُبِّبُ فَقُلْتُ ثُبَّأُ قَالَ أَفَلَا بِكَرًّا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَتَبَ إِلَى حُسَيْنِ بْنِ حُرَيْثِ الْمُرُوزِيِّ .

২০৪৪। আহমাদ ইবন হাম্বল জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বলি, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, সে কি কুমারী, নাকি অকুমারী? আমি বলি, অকুমারী। তিনি বলেন, তুমি কোন কুমারী স্ত্রীলোককে কেন বিবাহ করলে না, যার সাথে তুমি আমোদ-ফুর্তি করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে আমোদ-ফুর্তি করতে পারত?

২০৪৫ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ ابْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ غَرِبَهَا قَالَ أَخَانِي أَنْ تَتَّبِعَهَا نَفْسِي قَالَ فَاسْتَمْتَعُ بِهَا .

২০৪৫। আল্-ফায়ল ইবন মুসা ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ পেশ করে যে, আমার স্ত্রী কোন স্পর্শকারীর হাতকে মানা করে না, (অর্থাৎ ভাবগতিতে ভ্রষ্টা মনে হয়) তিনি বলেন, তুমি তাকে ত্যাগ করো (অর্থাৎ তালাক দাও)। সে ব্যক্তি বলে, আমি এরূপ আশংকা করি যে, হয়ত আমি তার বিরহে ব্যথিত হব। তিনি বলেন, তুমি তার নিকট হতে ফায়দা গ্রহণ করতে থাক। (ব্যভিচারের কোন প্রমাণ না থাকার কারণে এরূপ বলা হয়েছে)।

২০৪৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ نَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ أَنَا مُسْتَلِمِرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَخْنَسِ مَنصُورِ ابْنِ زَادَانَ عَنْ مَنصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

১. এমন স্ত্রীলোক যে কোন পুরুষের সাথে ইতিপূর্বে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়েছে।

فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ وَإِنَّمَا لَا تَلِي أَمَا تَرَوْجَهَا قَالَ لَا تُرِّمْنَا أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ
 أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَرَوْجُوا الْوُدَّ الْوُدَّ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ ۝

২০৪৬। আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম মা'কাল ইব্ন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, আমি এক সুন্দরী এবং সৎশীয়া রমনীর সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সে কোন সন্তান প্রসব করে না (বন্ধ্যা)। আমি কি তাকে বিবাহ করব? তিনি বলেন, না। অতঃপর সে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার এসে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে নিষেধ করেন। পরে তৃতীয়বার সে ব্যক্তি এলে তিনি বলেন, তোমরা এমন স্ত্রীলোকদের বিবাহ করবে, যারা স্বামীদের অধিক মহব্বত করে এবং অধিক সন্তান প্রসব করে। কেননা আমি (কিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে (পূর্ববর্তী উম্মাতদের উপর) গর্ব প্রকাশ করব।

৯৭- بَابُ فِي قَوْلِهِ : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الْإِزَانِيَةَ

৯৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : যিনাকার পুরুষ কেবল যিনাকারিণী স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে

۲۰۴۷ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْطَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارِيَّ بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيًّا يُقَالُ لَهَا عَنَاقٌ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ عَنَاقًا قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي فَفَزَلْتُ : وَالزَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ لَا تَنْكِحْهَا ۝

২০৪৭। ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ আমর ইব্ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল-আস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মারহাদ ইব্ন আবু মারহাদ আল-গানাবী মক্কাতে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন। আর সে সময় মক্কাতে আনাক নামী জনৈক যিনাকারিণী ছিল, যে (জাহিলিয়াতের যুগে) তার বান্ধবী ছিল। তিনি বলেন, তখন আমি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে হাজির হয়ে আরয করি, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি কি আনাক-কে বিবাহ করব? তিনি (রাবী) বলেন, তিনি চুপ করে থাকাকালে এই আয়াত নাযিল হয় : “যিনাকারিণী স্ত্রীলোক, তাকে কোন যিনাকার পুরুষ বা মুশরিক ব্যতীত আর কেউই বিবাহ করবে না।” তখন তিনি আমাকে ডেকে আমার সম্মুখে তা তিলাওয়াত করেন। অতঃপর বলেন, তুমি তাকে বিবাহ করো না।

۲۰۴۸ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَا نَا عَبْنُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيبِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلَهُ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ نَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ ۝

২০৪৮। মুসাদ্দাদ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যিনাকার পুরুষ, যিনাকারিণী স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্যকে বিবাহ করবে না।

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড) — ১৬

১০০- بَابُ فِي الرَّجُلِ يَعْتَقُ أَمْتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

১০০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করার পর তাকে বিবাহ করে

২০৪৭ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ تَنَا عَبَثْرُ عَنْ مَطْرَفِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ .

২০৪৯। হান্নাদ.... আবু হুরায়রা (রা) ও আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করার পর তাকে বিবাহ করবে সে দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবে।

২০৫০ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صِدْقًا .

২০৫০। আমর ইবন আওন আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সাফিয়াকে মুক্ত করে দেন এবং তাঁর মুক্তিপণকে তাঁর মাহর হিসাবে গণ্য করেন (ও বিবাহ করেন)।

১০১- بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

১০১. অনুচ্ছেদ : বংশীয় সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, তা দুগ্ধ পানের কারণেও হারাম হয়

২০৫১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ .

২০৫১। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, বংশের কারণে যা হারাম হয়, তা দুগ্ধ পানের কারণেও হারাম হয়।

২০৫২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُبَيِّ سَلَمَةَ عَنْ أُبَيِّ سَلَمَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي قَالَ فَاذِقِي مَاذَا قَالَتْ فَتَنَكِحَهَا قَالَ أُخْتِكَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَوْتَحِبِّينِ ذَاكَ قَالَتْ لَسْتُ بِمُخْلِيةٍ بِكَ وَأُحِبُّ مِنْ شَرِّكِينِي فِي خَيْرِ أُخْتِي قَالَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قَالَتْ فَوَا اللَّهُ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ ذُرَّةَ أَوْ ذُرَّةَ شَكِّ زُهَيْرِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتُ أُبَيِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَمْ تَكُنْ رَيْبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاهَا ثَوَيْبَةَ فَلَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بِنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ .

২০৫২। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী..... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার বোনের ব্যাপারে আপনার কি কোন প্রয়োজন বা অনুরাগ আছে? তিনি বলেন, সে যা বলেছে যে, আপনি তাকে বিবাহ করুন, তা আমি করতাম। (কিন্তু) তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি তোমার বোনকে বিবাহ করব? তিনি (উম্মে হাবীবা) বলেন হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, অথবা তুমি কি তা পছন্দ কর? তিনি বলেন, আপনি কি এ ব্যাপারে একক সিদ্ধান্তের অধিকারী নন? তবে আমি আমার বোনের মঙ্গলের ব্যাপারে শরীক হতে পছন্দ করি। (অর্থাৎ সে আপনার স্ত্রী হওয়ার গৌরব লাভ করলে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের অধিকারিনী হবে এবং আমি তার জন্য তা কামনা করি) তিনি বলেন, সে আমার জন্য হালাল নয় (কেননা দুই বোনকে একই সঙ্গে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত নয়)। তিনি (উম্মে হাবীবা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নাকি দুব্রা অথবা যুররা (রাবীর সন্দেহ) যুহায়র বিনত আবু সালামাকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব পেশ করেছেন? তিনি জিজ্ঞাসা করেন, বিনতে উম্মে সালামা? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! যদি সে আমার ঘরে প্রতিপালিত না হত এবং আমার দুধ-ভাইয়ের কন্যা না হত, তবে সে আমার জন্য হালাল হত। কেননা তার পিতা আবু সালামাকে ও আমাকে সুওয়াইবিয়া দুগ্ধপান করিয়েছেন। কাজেই তোমরা তোমাদের বোন ও কন্যাকে আমার (সাথে বিবাহের) জন্য পেশ কর না।^১

১০২- بَابُ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ

১০২. অনুচ্ছেদ : দুধ সম্পর্কীয় পুরুষ আত্মীয়

২০৫১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَنَّ سَفْيَانَ بْنَ هِشَامٍ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ أَمْرَأَةٌ ابْنِ أَبِي الْقَعِيسِ فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ قَالَ تَسْتَتِرِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمَّاكَ قَالَ قُلْتُ مِمَّنْ أَيْنَ قَالَ أَرْضَعْتِكِ امْرَأَةً أَخِي قَالَتْ إِنَّهَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَرْضَعْنِي الرَّجُلُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثَنِي فَقَالَ إِنَّهُ عَمَّاكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ.

২০৫৩। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আফ্লাহ ইবন আবু কু'আয়স (রা) প্রবেশ করলে আমি তার নিকট পর্দা করি। তিনি বলেন, তুমি আমার কাছে পর্দা করছ, অথচ আমি তোমার চাচা। তিনি বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কিরূপে আমার চাচা হন? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী তোমাকে দুধ পান করিয়েছে। তিনি বলেন, আমাকে তো একজন মহিলা দুধ পান করিয়েছে, কোন পুরুষ তো আমাকে দুধ পান করায়নি? এমতাবস্থায় আমার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলেন। আমি তাঁকে সব খুলে বললাম, তিনি বললেন, হাঁ, সে তোমার চাচা, কাজেই সে তোমার নিকট আসতে পারে।

১০৩- بَابُ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ

১০৩. অনুচ্ছেদ : বয়স্ক ব্যক্তির দুধপান সম্পর্কে

২০৫২ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَّ سَفْيَانَ بْنَ هِشَامٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَالَ حَفْصُ فَشَقَّ

১. সুওয়াইবিয়া নামক দাসীকে নবী করীম (সা)-এর জন্মের সুসংবাদ দানের জন্য তাঁর চাচা আবু লাহাব মুক্ত করে দিয়েছিল। তাই সেই দিন হতে তিনি নবীজীকে স্বীয় দুধ পান করিয়েছিলেন। আর আবু সালামাকেও সে দাসীই দুধ পান করিয়েছিলেন। অতএব, আবু সালামা দুধভাই হওয়ায় তার কন্যার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবাহ জাযিয় ছিল না।

ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغْيِرَ وَجْهَهُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ فَقَالَ انظُرْنَ مَنْ إِخْوَتُكُنَّ فَإِنَّهَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ •

২০৫৪। হাফস ইবন উমার আয়েশা (রা) হতে একই রকম (শু'বা ও সাওরী বর্ণিত হাদীসের মত) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট এমন সময় হাজির হন, যখন তাঁর নিকট একজন পুরুষ লোক উপস্থিত ছিল। রাবী হাফস বলেন, এটা তাঁর নিকট খুবই অপছন্দনীয় মনে হয় এবং তাঁর চেহারা মোবারক (রাগের কারণে) পরিবর্তিত হয়। অতঃপর রাবী (হাফস ও মুহাম্মাদ ইবন কাসীর) একমত হয়ে বর্ণনা করেন যে, তখন তিনি (আয়েশা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইনি আমার দুধভাই। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে সুযোগ দিবে। বস্তুত শিশুকালে একই সঙ্গে দুধপান, যা ক্ষুধা নিবারণ করে-এর দ্বারা সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

২০৫৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ أَنَّ سَلِيمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَارْضَاعَ إِلَّا مَا شَنَّ الْعَظْمَ وَانْبَتَ اللَّحْمَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَاتَسْتَلُونَا وَهَذَا الْحَبْرُ فَيَكْمُرُ •

২০৫৫। আবদুস সালাম ইবন মুতাহহার..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুধপান করানোর অর্থই হল (পানকারীর) অস্থি মজবুত করানো এবং গোশত বৃদ্ধি করা। তখন আবু মুসা আল-আশ্'আরী (রা) বলেন, আমাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করো না, বরং এ ব্যাপারে তোমরাই অধিক ওয়াকিফহাল।

২০৫৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا وَكَيْعٌ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْهَلَالِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ أَنْشَزَ الْعَظْمَ •

২০৫৬। মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান ইবন মাসউদ (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী (ওয়াকী) বলেন, এর দ্বারা অস্থি মজবুত করানো হয়।

১০২- بَابُ فِي مَنْ حُرِّمَ بِهِ

১০৪. অনুচ্ছেদ : বয়স্ক (দুধ পানকারী) ব্যক্তির জন্য যা হারাম হয়

২০৫৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ نَا عَنبَسَةَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حَنْدَلَةَ بْنَ عَتَبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنَّكَ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدًا بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عَتَبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِمَرْأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مِنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَعَاةَ النَّاسِ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ فِي ذَلِكَ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَارْتَدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ
يَعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلَى وَأَخًا فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سَهَيْلِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَايِرِيُّ
وَهِيَ امْرَأَةٌ أَبِي حَذِيفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا فَكَانَ يَأْوِي مَعِيَ وَمَعَ أَبِي حَذِيفَةَ
فِي بَيْتِ وَأَجِدُ وَيَرَانِي فَضَلًّا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ
أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعْتَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ يَمْنَزِلُنِي وَلَدِيهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ
إِخْوَانِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يَرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ
رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَابْتِئَتْ سَلْمَةَ وَسَائِرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرِّضَاعَةِ
أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَا لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رِخْصَةً مِّنَ النَّبِيِّ ﷺ
لِسَالِمٍ تُوْنَ سَائِرِ النَّاسِ .

২০৫৭। আহমাদ ইব্ন সালিহ নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) ও উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত।
নিশ্চয় আবু হুযায়ফা ইব্ন উত্বা ইব্ন রাবী'আ ইব্ন আব্দ শামস সালেমকে পালক পুত্র হিসাবে লালনপালন করেন
এবং তার সাথে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী হিন্দা বিনতুল ওয়ালীদ ইব্ন রাবী'আর বিবাহ দেন। আর সে ছিল একজন আনসার
মহিলার আযাদকৃত গোলাম। যেমন- রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়িদকে পালক পুত্র হিসাবে লালনপালন করেন।
জাহিলিয়াতের যুগের প্রথা ছিল, কাউকে পালক পুত্র হিসাবে লালনপালন করা হলে লোকেরা তাকে তার সাথে
সম্পর্কিত করে ডাকতো এবং সে তার উত্তরাধিকারীও হতো। অতঃপর কুরআনের এই আয়াত নাযিল হল :
“তোমরা তাদের ডাকবে তাদের প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কিত করে, তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং তোমাদের
আযাদকৃত গোলাম”। কাজেই, তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার সহিত সম্পর্কিত করবে। আর যদি কারো পিতৃ
পরিচয় জানা না যায়, তবে সে দীনী ভাই ও আযাদকৃত গোলাম হবে। অতঃপর সাহ্লা বিন্ত সুহায়ল ইব্ন উমার
আল্-কুরায়শী, পরে আল্-আমিরী যিনি আবু হুযায়ফার স্ত্রী ছিলেন, আগমন করেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা
সালেমকে আমাদের পুত্র হিসাবে গণ্য করি। আর সে আমার সাথে এবং আবু হুযায়ফার সাথে আমাদের ঘরে
(আমাদের সন্তান হিসাবে) লালিতপালিত হয়েছে। আর সে আমাকে একই বস্ত্রের মধ্যে দেখেছে। আর আল্লাহ
তা'আলা এদের সম্পর্কে যা নাযিল করেছেন, তা আপনি বিশেষভাবে অবগত। এখন তার সম্পর্কে আপনি কী নির্দেশ
দেন? নবী করীম ﷺ তাকে বলেন, তাকে পাঁচবার তোমার দুধ পান করাও তাতে তুমি তার দুধ-মাতা হিসাবে
পরিগণিত হবে। অতঃপর তিনি তাকে পাঁচবার দুধ পান করান এবং তিনি তার দুধমা হিসাবে গণ্য হন। এই কারণেই
আয়েশা (রা) তাঁর বোনের ও ভাইয়ের মেয়েদের ও ছেলেদেরকে পাঁচবার দুধ পান করাতে নির্দেশ দিতেন যারা তাকে
ভালবাসতেন, যাতে তিনি তাদের সাথে দেখা করতে পারেন। কিন্তু উম্মে সালামা (রা) ও নবী করীম ﷺ -এর
অন্যান্য স্ত্রীগণ এ বয়সে দুগ্ধ পানকারীগণকে নিজেদের নিকট উপস্থিত হতে বাধা দিতেন, বরং তারা ছোট বেলার দুধ
পান করাকেই প্রাধান্য দিতেন (বয়স্ক ব্যক্তির নয়)। আর আমরা আয়েশা (রা) সম্পর্কে বলতাম, আল্লাহর শপথ!
আমাদের জানা নেই, সম্ভবত এটা (সালেমের ব্যাপারটি) নবী করীম ﷺ -এর তরফ হতে বিশেষভাবে অনুমোদিত
ছিল, যা অন্যদের জন্য নয়।

১০৫- بَابُ هَلْ يَكْرَهُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ

১০৫. অনুচ্ছেদ : পাঁচবারের কম দুধপানে হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হবে কি

২০৫৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يُكْرَهُ مَنْ تَمَّ نَسْخِنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُكْرَهُ مَنْ تَفَوَّضِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ مَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ .

২০৫৮। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে যা অবতীর্ণ করেছেন, তাতে দশবার দুধ পান করা হলে হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর পাঁচবার দুধ পান করানো হুরমাতের জন্য নির্ধারিত হয় এবং পূর্বোক্ত নির্দেশ মানসূখ (রহিত) হয়। অতঃপর নবী করীম ﷺ ইনতিকাল করেন এবং এর শুধু কিরআত (পঠন) অবশিষ্ট থাকে।

২০৫৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ نَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُكْرَهُ الْمِصَّةُ وَلَا الْمِصَّتَانِ .

২০৫৯। মুসাদ্দাদ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, একবার বা দু'বার দুধ চোষার কারণে হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হয় না।

১০৬- بَابُ فِي الرُّضْدِ عِنْدَ الْفِصَالِ

১০৬. অনুচ্ছেদ : দুধপান ত্যাগের সময় বিনিময় প্রদান

২০৬০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ أَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَذْهَبُ عَنِّي مِنْ مِثْمَةِ الرُّضَاعَةِ قَالَ الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ قَالَ النَّفِيلِيُّ حَجَّاجُ بْنُ الْحَكَّاجِ الْأَسْلَمِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ .

২০৬০। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ..... হিশাম ইবন উরওয়া (র) তাঁর পিতা হাজ্জাজ ইবন হাজ্জাজ হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার উপর দুধ পানের জন্য হক (দেয়) কি? তিনি বলেন, আল-গুররা অর্থাৎ দাস অথবা দাসী (দিতে হবে)।

১০৮ - بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

১০৭. অনুচ্ছেদ : যে সমস্ত স্ত্রীলোককে একত্রে বিবাহ করা হারাম।

২০৬১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ عَامِرٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَتُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى وَلَا الصَّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى •

২০৬১। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কোন স্ত্রীলোককে তার ফুফুর সাথে অথবা ফুফুকে তার ভাইয়ের মেয়ের সাথে একত্রে বিবাহ করবে না। আর কোন স্ত্রীলোককে তার খালার সাথে অথবা খালাকে তার বোনের মেয়ের সাথে একত্রে বিবাহ করবে না। আর তোমরা বড় (বোন) কে, ছোট (বোনের) উপর এবং ছোট (বোন) কে বড় (বোনের) উপর বিবাহ করবে না (অর্থাৎ দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করবে না)।

২০৬২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ نَا عُنْبَسَةُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بِنْتُ ذُوَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا •

২০৬২। আহমাদ ইবন সালিহ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন স্ত্রীলোককে তার খালার সাথে এবং কোন স্ত্রীলোককে তার ফুফুর সাথে একত্রে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

২০৬৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ خُصَيْفٍ عَنِ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَتِ وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ •

২০৬৩। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ..... ইবন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোন স্ত্রীলোকের সাথে তার খালা ও ফুফুকে এবং দু'জন খালা এবং দু'জন ফুফুকে একত্রে বিবাহ করাকে হারাম বলে অপছন্দ করতেন।

২০৬৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْدِ الْهَمْصِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِيَّهَا تَشَارِكُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالَهَا فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يَقْسُطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ

مَا يُعْطِيهَا غَيْرَهُ فَهَوَا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَقْسُطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ عَلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأَمْرُوا
 أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثَمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِمْ وَمَا يَتْلَى
 عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ
 وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يَتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةَ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا: وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ
 لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ
 الْأُخْرَى تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنِ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرَةٍ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةً
 الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَهَوَا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ
 رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ قَالَ يُونُسُ وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى،
 قَالَ يَقُولُ أَتُرْكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ أَحَلَّتْ لَكُمْ أَرْبَعًا •

২০৬৪। আহমাদ ইবন আমর ইবন শিহাব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) বলেছেন যে, একদা তিনি নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন : “আর যদি তোমরা ইয়াতীমদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না বলে আশংকা কর, তবে তোমরা (ইয়াতীম ব্যতীত) অন্য যে কোন স্ত্রীলোকদের খুশীমত বিবাহ কর।” তিনি (আয়েশা) বলেন, হে আমার বোনের পুত্র! ঐ ইয়াতীমরা (স্ত্রীগণ) তার মুরুব্বীর গৃহে অবস্থান করে এবং তার মালের অংশীদার হয়। অতঃপর সে ব্যক্তি তার সম্পদ ও সৌন্দর্য দর্শনে অভিভূত হয়। তখন তার ওলী (মুরুব্বী) তার প্রতি ইনসাফ প্রদর্শন না করে তাকে বিবাহ করতে চায় এবং সে অন্য স্ত্রীলোককে যা দিতে চায়, তার চাইতে তাকে কম (মাহর) দিতে ইচ্ছা করে। কাজেই এদের সঙ্গে ইনসাফের সাথে ব্যবহার করা উচিত এবং তাদের উচিত-প্রাপ্য (মাহর) প্রদান করা দরকার। তারা ব্যতীত অন্য যে কোন পছন্দনীয় স্ত্রীলোককে (যে কোন মাহরে) বিবাহ করতে পারবে।

রাবী উরওয়া (রহ) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, অতঃপর লোকেরা উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করতে থাকলে পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন : আর তারা আপনাকে স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছে।-আপনি বলুন! আল্লাহ ইহাদের ব্যাপারে সমাধান দিয়েছেন। “আর ইয়াতীম মহিলাদের ব্যাপারে কুরআনের মধ্যে তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা হল, তাদের জন্য যে মাহর নির্ধারিত, তা তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদের বিবাহ করতে পছন্দ কর।” তিনি (আয়েশা) বলেন, আর আল্লাহ তাদের সম্পর্কে প্রথম আয়াতে (কুরআনে) যা বর্ণনা করেছেন, তা হল, যদি তোমরা ইয়াতীম স্ত্রীলোকদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না বলে আশংকা কর, তবে তোমাদের খুশীমত, তোমরা অন্য স্ত্রীদেরকে বিবাহ কর। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বর্ণিত দ্বিতীয় আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা হল, আর তোমরা তাদেরকে বিবাহ

করতে পছন্দ কর, এই পছন্দ তোমাদের কারোও ঐ ইয়াতীম সম্পর্কে, যে তোমাদের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং তার ধন সম্পদ এবং সৌন্দর্যও কম থাকে। কাজেই ইয়াতীমদের মাল ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, বরং ইনসাফের সাথে তাদের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আকর্ষিত হতে বলা হয়েছে।

২০৬৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ الدَّيْلِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَقِيَهُ الْهِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَا قَالَ هَلْ أَنْتَ مُعْطَى سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَنَّكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَإِمْرَ اللَّهِ لَنْ أُعْطِيَنِيهِ لِيَاخُلَّصَ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى نَفْسِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ بِئِثَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِرٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صَهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبَسَ الشَّمْسِ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مَصَاهِرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوْفَانِي وَإِنِّي لَسْتُ أَحْرًا حَلَالًا وَلَا أَجَلٌ حَرَامًا وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا .

২০৬৫। আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আলী ইবন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা যখন হুসায়ন ইবন আলী (রা)-এর শাহাদাতের সময়, ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার নিকট হতে মদীনায আসেন; তখন তাঁর সাথে আল্-মুসাওওয়ার ইবন মাখ্রামার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কি আমার নিকট কোন প্রয়োজন আছে, যা সম্পাদনের জন্য আপনি আমাকে নির্দেশ দিবেন? তিনি (আলী) বলেন, না। তখন তিনি (মুসাওওয়ার) বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরবারিটি আমাকে দান করবেন? কেননা আমার আশংকা হয়, হয়ত লোকেরা তা আপনার নিকট হতে কেড়ে নিবে। আর আল্লাহর শপথ! যদি আপনি তা আমাকে প্রদান করেন, আমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা কেউই নিতে পারবে না। (রাবী কিরমানী বলেন) আলী ইবন আবু তালিব (রা) ফাতিমা (রা)-এর জীবদ্দশায় আবু জেহেলের কন্যা বিবাহের উদ্দেশ্যে পয়গাম প্রেরণ করেন। এই সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদানের সময় এ সম্পর্কে বলতে শুনি, আর এই সময় আমি সাবালক ছিলাম। তিনি বলেন, নিশ্চয় ফাতিমা আমা হতে। আর আমি এরূপ আশংকা করি যে, সে এর ফলে ঈর্ষানলে জ্বলতে থাকবে। (কেননা এটাই মেয়েদের স্বভাব) অতঃপর তিনি বনী আবদুশ শামসের সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের সদ্ব্যবহারের কথাও তিনি বিশেষভাবে বলেন। অতঃপর, তিনি বলেন, তারা আমার সাথে যা বলেছিল, তা সত্যে পরিণত করেছিল এবং আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিল, তা পূর্ণ করেছিল। আর আমি এমন ব্যক্তি নই যে, কোনো হালাল-কে হারাম করতে পারি বা হারাম-কে হালাল করতে পারি। (বরং আল্লাহর হুকুম ব্যতীত আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়)। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহর দুশমনের কন্যা একই ঘরে কখনো একত্রিত হতে পারে না।

২০৬৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَسَكَتَ عَلَيَّ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ .

২০৬৬। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া..... ইব্ন আবু মুলায়কা পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রাবী মুসাওওয়ার বলেছেন, তখন আলী (রা) ঐ বিবাহের সংকল্প ত্যাগ করেন।

২০৬৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْنِيُّ قَالَ أَحْمَدُ نَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَلِيكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّمِيمِيُّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْزَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمَغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا أَذْنَ ثَمْرًا وَلَا أَذْنَ ثَمْرًا إِلَّا أَنْ يَرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَطْلُقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مَنِّي يُرَبِّبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِنُنِي مَا أَذَاهَا وَالْأَخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ .

২০৬৭। আহমাদ ইব্ন ইউনুস..... আল মুসাওওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মিস্বরের উপর বলতে শুনেছি : নিশ্চয় বনী হিশাম ইব্ন মুগীরা (আবু জেহেলের চাচা) তাদের কন্যাকে আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর সাথে বিবাহ দেয়ার জন্য অনুমতি চাচ্ছে। তাদের এ ব্যাপারে অনুমতি নাই, অনুমতি নাই, অনুমতি নাই। অবশ্য যদি (আলী) ইব্ন আবু তালিব (রা) আমার কন্যাকে তালাক দেয়, তবে সে তাদের কন্যা গ্রহণ করতে পারে। কেননা, আমার কন্যা আমারই অংশ। আর তাকে যা সংশয়ে ফেলে তা আমাকেও সংশয়ে ফেলবে এবং তাকে যা কষ্ট দিবে তা আমাকেও ব্যথিত করবে। আর হাদীসের এই অংশটি আহমাদ হতে বর্ণিত।

১০৮- بَابُ فِي نِكَاحِ الْمَنْعَةِ

১০৮. অনুচ্ছেদ : মুত'আ বা ভোগ-বিবাহ

২০৬৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مَسْرُهٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَنَّنَا أَكْرُنَا مُتَعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَيَّ أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ .

২০৬৮। মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ..... যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমার ইব্ন আবদুল আযীযের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এই সময় আমরা মুত'আ বিবাহ সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করতে থাকাকালে জনৈক ব্যক্তি, যার নাম ছিল রাবী'আ ইব্ন সাবুরা তিনি বলেন, আমি যখন আমার পিতার নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় এরূপ করতে (মুত'আ বিবাহ) নিষেধ করেন।

১. যদি কোনো লোক কোনো স্ত্রীলোককে ক্ষণস্থায়ী ভোগের জন্য বিবাহ করে এরূপ বিবাহকে মুত'আ বিবাহ বলে। নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট দুই কালের জন্যও হতে পারে। কাল নির্দিষ্ট থাকলে একে নিকাহে মুয়াক্কাত বলে।

২০৬৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْمِيِّ عَنِ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنِ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ مَتْنَةَ النِّسَاءِ •

২০৬৯। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া..... রাবী'আ ইব্ন সাবুরা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুত'আ বিবাহ হারাম করেছেন।

১০৭- بَابُ فِي الشِّغَارِ

১০৯। অনুচ্ছেদ : মাহর নির্ধারণ ব্যতীত এক বিবাহের পরিবর্তে অন্য বিবাহ

২০৮০ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَسْرُودٍ عَنْ مَسْرُودِ بْنِ مَسْرُودٍ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلَاهِمَا عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعِ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكَحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكَحُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَدَاقٍ وَيَنْكَحُ أُخْتَ الرَّجُلِ فَيُنْكَحُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ مَدَاقٍ •

২০৭০। আল্ কা'নাবী..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিগার^১ করতে নিষেধ করেছেন। রাবী মুসাদ্দাদ তার বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমি নাফে'কে জিজ্ঞাসা করি, শিগার কী? তিনি বলেন, কেউ যদি কারো মেয়েকে বিবাহ করে এই শর্তে যে, সে তার মেয়েকে এর পরিবর্তে তার নিকট বিবাহ দিবে মাহর নির্ধারণ ব্যতীত। কিংবা কেউ যদি কারো বোন বিবাহ করে, আর সেও তার সাথে নিজের বোন বিবাহ দেয় মাহর ব্যতীত। (অর্থাৎ একের বিবাহের পরিবর্তে বিনা মাহরে অপরের বিবাহ সম্পাদনকে শিগার বলে। অন্ধকারযুগে আরবে এরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল)।

২০৮১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَنَّانٌ أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجُ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْكَكْرِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلَا مَدَاقًا فَكَتَبَ مَعَاوِيَةَ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ •

২০৭১। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া..... ইব্ন ইসহাক (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আবদুর রহমান ইব্ন হুরমুয আল-আ'রাজ বলেছেন যে, আব্বাস ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস আবদুর রহমান ইব্ন হাকামের সাথে তাঁর কন্যাকে বিবাহ দেন, আর আবদুর রহমান তাঁর বোনকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন এবং তাঁরা উভয়েই কোনো মাহর ধার্য করেন নাই। তখন মু'আবিয়া (রা) মারওয়ানকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, সে যেন উভয়ের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তিনি (মু'আবিয়া) তাঁর পত্রে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিগার নিষেধ করেছেন।

১. শিগার বলা হয়, এরূপ শর্তে বিবাহ-শাদী করা যে, তুমি আমার বোনকে বিবাহ করবে এবং আমি তোমার বোনকে বিবাহ করব মাহর ছাড়া। আরবে অন্ধকার যুগে এরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইসলামে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১১০- بَابُ فِي التَّحْلِيلِ

১১০. অনুচ্ছেদ : তাহলীল বা হালাল করা

২০৮২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْعَيْلُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْكَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِسْعَيْلُ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَنِ الْمُحَلَّلِ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ .

২০৭২। আহমাদ ইবন ইউনুস আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইসমাইল বলেছেন, আমার ধারণা যে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে মারফু' হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, সে এবং যে স্বামী তালাক দেওয়ার পর পুনরায় গ্রহণের ইচ্ছায় তাকে অন্যের নিকট বিবাহ দিয়ে তার জন্য হালাল করে লয়, তারা উভয়েই অভিশপ্ত।

২০৮৩ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْكَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ .

২০৭৩। ওয়াহ্ব ইবন বাকীয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত। রাবী শা'বী (র) বলেন, আমাদের ধারণা, তিনি হলেন আলী (রা), যিনি নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১১- بَابُ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهِ

১১১. অনুচ্ছেদ : মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোন ক্রীতদাসের বিবাহ করা

২০৮৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ وَكَلَامُهُ عَنْ وَكَيْعٍ نَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ .

২০৭৪। আহমাদ ইবন হাম্বল জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কোন ক্রীতদাস তার মনিবের বিনানুমতিতে বিবাহ করে তবে সে যিনাকারী হবে।

২০৮৫ - حَدَّثَنَا عَقْبَةُ بْنُ مُرَرٍ نَا أَبُو قَتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا انْكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَانْكَاحَهُ بَاطِلٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْثُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

২০৭৫। উক্বা ইবন মুকাররম ইবন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, যদি কোন গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত কাউকে বিবাহ করে, তবে তার বিবাহ বাতিল গণ্য হবে।

১১২- بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

১১২. অনুচ্ছেদ : এক ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্য ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাব দেয়া
মাকরুহ

২০৮৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ نَا سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ أَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ .

২০৭৬। আহম্মাদ ইবন আমর ইবন সারাহ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব না দেয়।

২০৮৮ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ثَابِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَخْطُبُ أَحَدٌ كُرًّا عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

২০৭৭। আল হাসান ইবন আলী..... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ

করেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। আর কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়ের সময়ে ক্রয় না করে। অবশ্য সে যদি অনুমতি দেয় তবে সেটা আলাদা ব্যাপার।

১১৩- بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يَرِيدُ تَزْوِيجَهَا

১১৩. অনুচ্ছেদ : বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির পাত্রী দেখা

২০৮৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ وَقِيلَ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ

الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ اتَّخَبْتُ لَهَا

حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا .

২০৭৮। মুসাদ্দাদ জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ

করেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন স্ত্রীলোককে বিবাহের উদ্দেশ্যে পয়গাম পাঠাবে, তখন যদি তার পক্ষে সম্ভব

হয়, তবে সে যেন তার বংশ, মাল ও সৌন্দর্য ইত্যাদি দর্শন করে, যা তাকে বিবাহে উৎসাহ দেয়। রাবী বলেন,

অতঃপর আমি জনৈকা কুমারীকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেই এবং আমি গোপনে তাকে দর্শন করি, এমনকি তার

চেহারাও দেখি, যা আমাকে তার সাথে বিবাহে প্রলুব্ধ করে। অতঃপর আমি তাকে বিবাহ করি।

১১৮- بَابُ فِي الْوَلِيِّ

১১৪. অনুচ্ছেদ : ওলী বা অভিভাবক

২০৮৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَانْكَاحَهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَكُلٌّ مِنَ الْوَالِيِّ لَهٗ .

২০৭৯। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কোন স্ত্রীলোক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কাউকে বিবাহ করে তবে তার বিবাহ বাতিল (পরিত্যক্ত) হবে। আর তিনি এই উক্তিটি তিনবার উচ্চারণ করেন। আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে তবে ঐ সহবাসের কারণে তাকে পূর্ণ মাহর প্রদান করতে হবে। আর উভয় পক্ষের অভিভাবকরা যদি এ সম্পর্কে মতবিরোধ করে তখন দেশের সরকার তার অভিভাবক হবে। কেননা, যার কোন অভিভাবক নাই, দেশের সরকারই তার অভিভাবক।

২০৮০ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ رِبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَجَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ .

২০৮০। আল কা'নাবী আয়েশা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, জা'ফর যুহরী (র) থেকে হাদীস শুনেননি, বরং যুহরী তাকে লিখেছিলেন।

২০৮১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ نَا أَبُو عَبِيَّةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَاسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَاسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ .

২০৮১। মুহাম্মাদ ইবন কুদামা আবু মুসা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ওলী ব্যতীত কোন বিবাহই হতে পারে না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসের সনদ হল, ইউনুস আবু বুরদা থেকে এবং ইসরাঈল আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবু বুরদা থেকে।

২০৮২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَعْفَرٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِيهِمْ هَاجِرٌ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ عِنْدَهُمْ .

২০৮২। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া..... উম্মে হাবীবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি ইবন জাহ্শের (উবায়দুল্লাহর) স্ত্রী ছিলেন। তিনি (ইবনে জাহ্শ) মৃত্যুবরণ করেন এবং এই সময় হাব্শাতে যারা হিজরত করেন, তিনি তাঁদের সাথে ছিলেন। তখন হাব্শার বাদশাহ নাজাশী তাঁকে তাঁদের নিকট থাকাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বিবাহ দেন।

১১৫- بَابُ فِي الْعُضْلِ

১১৫. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীলোকদেরকে বিবাহে বাধা প্রদান

২০৮৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ نَا عَبَادُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ كَانَتْ لِي أُخْتُ تُخْطَبُ إِلَيَّ فَاتَانِي ابْنُ عَمْرِو لِي فَأَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهَا رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِلَّتُهَا فَلَمَّا خَطَبْتُ إِلَيَّ أَتَانِي يَخْطُبُنِي فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَنْكَحُهَا أَبَدًا قَالَ فَنَفِي نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الْآيَةُ قَالَ فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي فَأَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ ۝

২০৮৩। মুহাম্মাদ ইবন আল্ মুসান্না..... মা'অকাল্ ইবন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি ভগ্নি ছিল, যার বিবাহ সম্পর্কে আমার নিকট পয়গাম আসত। অতঃপর আমার চাচাত ভাইয়ের তরফ হতে প্রস্তাব আসলে, আমি তাকে তার সাথে বিবাহ দেই। অতঃপর সে তাকে এক তালাকে রেজ'ঐ প্রদান করে এবং পরে তাকে (রুজ্'আত না করে) পরিত্যাগ করে। এমতাবস্থায় তার ইদতও পূর্ণ হয়। অতঃপর যখন অপর একজন তাকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেয়, তখন সে (আমার চাচাত ভাই) আমার নিকট এসে পুনরায় তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পেশ করে এবং এতে বাধা প্রদান করে। আমি বলি, আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনো তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিব না। রাবী (মা'অকাল) বলেন, তখন আমার সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয় : “যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দাও, আর সে তার ইদতও পূর্ণ করে, তখন তোমরা তাদেরকে অন্য স্বামী গ্রহণে বাধা প্রদান করো না।” রাবী বলেন, অতঃপর আমি আমার শপথ ত্যাগ করি এবং তাকে (বোনকে) পুনরায় তার সাথে বিবাহ দেই।

১১৬- بَابُ إِذَا أَنْكَحَ الْوَالِيَانِ

১১৬. অনুচ্ছেদ : যদি কোন স্ত্রীলোককে দু'জন ওলী দু'জায়গায় বিবাহ দেয়

২০৮৪ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَامُ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هِشَامُ ح وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ الْمَعْنَى عَنِ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سُرَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَوَالِيَانِ فِيهِ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ۝

২০৮৪। মুসলিম ইবন ইবরাহীম সামুরা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন স্ত্রীলোককে দু'জন সমমানের ওলী (দুই ব্যক্তির সাথে) বিবাহ দেয় তবে ঐ দু'ব্যক্তির মধ্যে যার সাথে প্রথমে বিবাহ হবে, সে তার স্ত্রী হবে। আর যদি কেউ কোন বস্তুকে দু'ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে, এমতাবস্থায় প্রথমে যার নিকট বিক্রি করবে সে-ই তার মালিক হবে।

১১৮- بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : لَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

১১৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের জন্য এটা হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হবে। আর তোমরা তাদের অন্যের সাথে বিবাহে বাধা দিবে না।

২০৮৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَسْبَابًا نَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السَّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : لَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَّائُهُ أَحَقُّ بِأَمْرَاتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوْجَهَا وَزَوْجُوهَا وَإِنْ شَاءَ وَالرَّيْزُوجُوهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ .

২০৮৫। আহমাদ ইবন মানী'..... ইবন আব্বাস (রা) এই আয়াত সম্পর্কে “তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হবে। আর তোমরা তাদের বাধা দিবে না” বলেছেন, (জাহিলিয়াতের যুগে) যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতো, তখন তার অভিভাবকগণ তার স্ত্রীর ব্যাপারে স্ত্রীর অভিভাবকদের চাইতে অধিক হকদার ছিল। কাজেই তাদের কেউ যদি তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করতো, তবে সে তা করতো; আর যদি তাকে বিবাহ করতে অনীহা প্রকাশ করতো, তবে তাকে আটকে রাখত এবং অন্যের সাথে বিবাহ করতে দিত না। তখন আল্লাহ তা'আলা এতদসম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করে এই আয়াত নাযিল করেন। (এতে নারীর অধিকারে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়)।

২০৮৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ ثَابِتٍ الْمُرُوزِيِّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ يَزِيدِ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَنْهَبُوا بَعْضَ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةً ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ مَلَأَهَا فَاحِكْمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ .

২০৮৬। আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সাবিত আল-মারওয়াযী..... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “তোমাদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হবে। আর তোমরা তাদের অন্যের সাথে বিবাহে বাধা প্রদান করবে না এই আশংকায় যে, তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তা চলে যাবে। তবে তারা যদি প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে সে আলাদা ব্যাপার।” আর এই আয়াতটি নাযিলের কারণ হল, (অন্ধকার যুগে) পুরুষেরা তাদের নিকটাত্মীয়দের মৃত্যুর পর, তাদের স্ত্রীদেরও মালিক হত এবং মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তাকে অন্যের সাথে বিবাহ করতে মানা করত অথবা সে (স্ত্রীলোক) তার প্রাপ্য মাহর ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করত। আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

২০৮৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبُوبَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْلَى عُمَرَ

عَنِ الضَّحَّاكِ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَوَعَّظَ اللَّهُ ذَلِكَ .

২০৮৭। আহমাদ যিহাক (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এতদসম্পর্কে নসীহত প্রদান করেছেন।

১১৮- بَابُ فِي الْإِسْتِئْثَارِ

১১৮. অনুচ্ছেদ : মেয়েদের নিকট বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি চাওয়া

২০৮৯ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا أَبَانٌ نَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

قَالَ لَا تَنْكُحُ الثَّيْبَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرَ إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ .

২০৮৮। মুসলিম ইবন ইব্রাহীম আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, কোন সাইয়েবা মহিলাকে তার অনুমতি ব্যতীত এবং কুমারী মেয়েকে তার স্বীকারোক্তি ব্যতীত বিবাহ প্রদান করবে না। তখন তাঁরা (সাহাবীগণ) জিজ্ঞাসা করেন, কুমারীর স্বীকারোক্তির স্বরূপ কী? তিনি বলেন, সে যদি চুপ করে থাকে তবে তা-ই তার জন্য স্বীকারোক্তি।

২০৮৯ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا يَزِيدُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ زُرَيْعٍ ح وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ الْمَعْنَى حَدَّثَنِي

مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو نَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةَ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ

فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا وَالْأَخْتَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ لِكَ رَوَاهُ أَبُو

خَالِدٍ سَلِيمَانَ بْنِ حَيَّانَ وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَرَوَاهُ أَبُو عَمْرٍو وَذُكُوَانُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَكْلَمَ قَالَ سَكَتُهَا إِقْرَارُهَا .

২০৮৯। আবু কামিল..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা ইয়াতীম (মা বাপ হারা) মেয়ের বিবাহে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবে। আর সে যদি চুপ করে থাকে, তবে তা-ই তার জন্য স্বীকারোক্তি। আর সে যদি বিবাহে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তবে তার উপর কোন যুলুম করবে না। রাবী ইয়াযীদ বর্ণিত হাদীসে ইখতিয়ার (ইচ্ছা) শব্দটি উল্লেখ আছে। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কুমারী মেয়েরা (বিবাহে) স্বীকারোক্তি করতে লজ্জাবোধ করে। তিনি বলেন, কুমারী মেয়ের চুপ থাকাই তার জন্য স্বীকারোক্তি।

২০৯০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِهِ نَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ فِيهِ

فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ زَادَ بَكَتْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ بَكَتْ بِمَحْفُوظٍ هُوَ وَهَرُ فِي الْحَدِيثِ الْوَهْرُ مِنْ ابْنِ

إِدْرِيسَ .

২০৯০। মুহাম্মাদ ইব্ন আল-আলা..... মুহাম্মাদ ইব্ন আমর পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, যদি সে ক্রন্দন করে বা চুপ থাকে। এখানে بُكَتُ (সে ক্রন্দন করে) শব্দটি অতিরিক্ত।

২০৯১ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مَعَاوِيَةَ ابْنَ هِشَامٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ •

২০৯১। উসমান ইব্ন আবু শায়বা..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা মেয়েদের সাথে তাদের বিবাহের ব্যাপারে পরামর্শ করবে।

১১৭- بَابُ فِي الْبِكْرِ يَزْوِجَهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأْذِنُهَا

১১৯. অনুচ্ছেদ : যদি কোন পিতা তার বালিগা কুমারী মেয়েকে তার বিনা অনুমতিতে বিবাহ দেয়

২০৯২ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا حُسَيْنَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا تَزَوَّجَهَا فِيهِ كَارِهَةً فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ •

২০৯২। উসমান ইব্ন আবু শায়বা..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক কুমারী (প্রাপ্ত বয়স্কা) মেয়ে নবী করীম ﷺ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ পেশ করে যে, তার পিতা তাকে এমন এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়েছে, যে তার অপছন্দ। নবী করীম ﷺ এ ব্যাপারে তাকে ইখতিয়ার প্রদান করেন। (অর্থাৎ তার স্বাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান করেন। সে ইচ্ছা করলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে বা বহালও রাখতে পারে)।

২০৯৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَرِيذٍ كَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَكَذَا رَوَاهُ النَّاسُ مَرَّةً مَعْرُوفًا •

২০৯৩। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ..... ইকরামা (র) নবী করীম ﷺ হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ বর্ণনার সনদে ইব্ন আব্বাসের উল্লেখ নেই। সেহেতু হাদীসটি মুরসাল।

১২০- بَابُ فِي الثَّيِّبِ

১২০. অনুচ্ছেদ : সাইয়েবা

২০৯৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْمِرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَبَاتُهَا وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ •

১. সাইয়েবা এমন স্ত্রীলোককে বলা হয়, যার স্বামী নাই অর্থাৎ বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা রমণী।

২০৯৪। আহমাদ ইবন ইউনুস.... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সাইয়্যেবা স্ত্রীলোক (নিজের বিবাহের ব্যাপারে) ওলীর চাইতে নিজেই বেশি হকদার। আর বালিগা কুমারী মেয়েদের (বিবাহের সময়) অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে এবং তার অনুমতি হ'ল চূপ করে থাকা। আর এই শব্দটি রাবী আল্ কা'নাবী কর্তৃক বর্ণিত।

২০৯৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بِإِسْنَادِهِ

وَمَعْنَاهُ قَالَ أَلْتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا قَالَ أَبُو دُوْدٍ أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ •

২০৯৫। আহমাদ ইবন হাম্বল আবদুল্লাহ ইবন ফযল (রহ) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, সাইয়্যেবা স্ত্রীলোক (নিজের বিবাহের ব্যাপারে) ওলীর চাইতে নিজেই বেশি হকদার। আর বালিগা কুমারী মেয়ের (বিবাহের সময়) তার পিতা যেন তার অনুমতি গ্রহণ করে।

২০৯৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْرٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ

مَطْعَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ التَّيْبِ أَمْرٌ وَالتَّيْمَةُ تَسْتَأْمِرُ وَصَمَّتْهَا إِقْرَارُهَا •

২০৯৬। আল-হাসান ইবন আলী..... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সাইয়্যেবা স্ত্রীলোকের (বিবাহের ব্যাপারে) ওলীর করণীয় কিছুই নাই। তবে (প্রাপ্তবয়স্ক) ইয়াতীম কুমারী মেয়ের (বিবাহের সময় তার) অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। আর তার চূপ থাকাই তার অনুমতির স্বরূপ।

২০৯৭ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ

ابْنَيْ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّينَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خَدِاجَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَدَرَّ نِكَاحَهَا •

২০৯৭। আল্-কা'নাবী..... খান্সা বিন্ত খিদাম আল্-আনসারীয়াহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা (খিদাম) তাঁকে এমন সময় বিবাহ প্রদান করেন, যখন তিনি সাইয়্যেবা ছিলেন। কিন্তু তিনি তা (ঐ বিবাহ) অপছন্দ করেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। রাসূল ﷺ তার বিবাহ বাতিল ঘোষণা করেন।

১২- بَابُ فِي الْأَكْفَاءِ

১২১. অনুচ্ছেদঃ কুফু বা সমকক্ষতা

২০৯৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ نَا حَمَادٌ نَا مُحَمَّدٌ نَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَرَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْيَأْفُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا بَنِيَّ بِيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ وَقَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَّأُوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ •

২০৯৮। আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন গিয়াস..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু হিন্দ নবী করীম ﷺ-এর মন্তকের তালুতে শিংগা লাগাল। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : হে বনী বায়াদা! তোমরা আবু হিন্দেদের মেয়েদের বিবাহ করবে এবং তার সাথে (বা তার সন্তানদের সাথে) তোমাদের ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিবে। এরপর তিনি বলেন, উত্তমরূপে চিকিৎসার বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হ'ল শিংগা লাগানো।

১২২- بَابُ فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

১২২. অনুচ্ছেদ : কারো জন্মের পূর্বে বিবাহ দেয়া

২০৭৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمُعْنَى قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمِ الثَّقَفِيِّ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ حَدَّثَنِي سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَا قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ مَعَهُ دِرَّةٌ كَدْرَةٌ الْكُتَّابِ فَسَمِعْتُ الْأَعْرَابَ وَالنَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ الطَّبْطَبِيَّةُ الطَّبْطَبِيَّةُ الطَّبْطَبِيَّةُ فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ فَأَقْرَهُ لَهٗ وَوَقَفَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ إِنِّي حَضَرْتُ جَيْشَ عَثْرَانَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى جَيْشَ عَثْرَانَ فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَجِّعِ مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ قُلْتُ وَمَا ثَوَابُهُ قَالَ أَزْوَاجُهُ أَوْلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِي ثُمَّ غَبْتُ عَنْهُ حَتَّى عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهٗ جَارِيَةٌ وَبَلَغَتْ ثَمْرَ جِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهٗ أَهْلِي جَهَّزْهُنَّ إِلَيَّ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ حَتَّى أَصْدِقَ صَدَاقًا جَدِيدًا غَيْرَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَصْدِقَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطَيْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَقَرْنِ أَيْ النَّسَاءِ هِيَ الْيَوْمَ قَالَ قَدْ رَأَيْتِ الْقَتِيرَ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْ تَتْرُكَهَا قَالَ فَرَأَعْنِي ذَلِكَ وَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنِّي قَالَ لَا تَأْتِرَ وَلَا سَاحِبِكَ يَأْتِرُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْقَتِيرُ الشَّيْبُ.

২০৯৯। আল্-হাসান ইব্ন আলী..... সারা বিন্ত মুকাস্‌সাম (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মায়মূনা বিন্ত কারদামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিদায় হজ্জের বছর, আমি আমার পিতার সাথে বের হই। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে স্বচক্ষে দেখি। ঐ সময় তিনি তাঁর উষ্ট্রের উপর সাওয়ার ছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিল একটি দুবরা (লাঠি), যেমন ছেলেদের শিক্ষার জন্য (যেরূপ) লাঠি ব্যবহৃত হয়। তখন আমি আরবদের ও অন্যান্য লোকদের বলতে শুনিঃ আল্-তাব্‌তাবিয়া, আল্-তাব্‌তাবিয়া, আল্-তাব্‌তাবিয়া। এরপর আমার পিতা তাঁর নিকটবর্তী হয়ে তাঁর কদম মোবারক জড়িয়ে ধরেন এবং তাঁর রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করেন। এরপর তাঁর নিকট অবস্থান করেন এবং তাঁর নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন এবং বলেন, আমি উসরান অভিযানে হাজির

১. লাঠির দ্বারা আঘাতের ফলে যে আওয়াজ বা শব্দের সৃষ্টি হয়, তাকে তাব্‌তাবিয়া বলে। ভারবাহী পণ্য দ্রব্য পরিচালনার জন্য এরূপ বলা হয়।

ছিলাম। রাবী ইব্ন মুসান্না বলেন, তা (অন্ধকার যুগের) একটি যুদ্ধ ছিল। তখন তারিক ইব্ন আল-মুরাক্কা বলেন, আমাকে এর বিনিময়ে কে একটি বর্শা প্রদান করবে? আমি বলি, ঐ বিনিময়টা কী? তিনি বলেন, আমার যে কন্যা সন্তানের প্রথম জন্ম হবে বিনিময়ে আমি তাকে তার নিকট বিবাহ দিব। আমি তাকে আমার বর্শাটি প্রদান করলাম। এরপর আমি তার নিকট হতে চলে যাই। পরে আমি শুনতে পাই যে, তার একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে এবং সে বালিগা (সাবালক) হয়েছে। এরপর আমি তার নিকট উপস্থিত হই এবং বলি, আমার বউকে আমার জন্য সাজিয়ে দিন। তখন সে এ বলে শপথ করেন যে, অতিরিক্ত কিছু মাহর না দিলে তাকে দেওয়া হবে না। তখন আমিও বিনিময় চুক্তির অতিরিক্ত কোন মাহর না দেওয়ার অঙ্গীকার করি এবং বর্শা দানের চুক্তির বিনিময়েই তাকে পেতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে আজকের মহিলা। বোধ হয় সে তোমার বার্বক্য দেখেছে। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা, তুমি তাকে পরিত্যাগ কর, তিনি (কারদাম) বলেন, আমি তখন শপথের কারণে ভীত হয়ে পড়ি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে দৃষ্টিপাত করি। এরপর তিনি আমাকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখে বলেন, এতে তুমি এবং তোমার সাথী কেউ (শপথ ভঙ্গের কারণে) পাপী হবে না।

২১০০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جَرِيْعٍ أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ هِيَ مَصَدَّقَةٌ امْرَأَةٌ مَدَّقَ قَالَتْ بَيْنَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمَضُوا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ يَّعْنِي نَعْلِيهِ وَأَنْكِحْهُ أَوْلَ بِنْتٍ تُوَلَّدُ لِي فَخَلَعَ أَبِي نَعْلِيهِ فَأَلْقَاهَا إِلَيْهِ فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً فَبَلَغَتْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ لِمَرْيَدٍ كَرِيسَةَ الْقَتَنِيرِ •

২১০০। আহমাদ ইব্ন সালিহ..... জনৈক মহিলা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমার পিতা কোন এক যুদ্ধে শরীক হন এবং তা প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে, কে আমাকে একজোড়া জুতা প্রদান করবে? আর (এর বিনিময়ে) আমি তার নিকট আমার প্রথমা মেয়ের জন্ম হলে বিবাহ দিব। তখন আমার পিতা তার পায়ের জুতা খুলে তাকে প্রদান করেন। এরপর তার একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে বালিগা হয়। এরপর রাবী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। এই বর্ণনায় বার্বক্যের কথা উল্লেখ নেই।

১২৩- بَابُ الصَّدَاقِ

১২৩. অনুচ্ছেদ : মাহর নির্ধারণ

২১০১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَاعَبَدُ الْعَزِيْزُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا يَزِيْدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَدَاقِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَنِشٌّ فَقُلْتُ وَمَانِشٌّ قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَةٍ •

২১০১। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আবু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে নবী করীম: ﷺ -এর স্ত্রীদের মাহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এর পরিমাণ হ'ল বারো উকিয়া এবং এক নশ। আমি জিজ্ঞাসা করি, 'নশ' কী? তিনি বলেন, এর পরিমাণ হল অর্ধ-উকিয়া'।

১. এক উকিয়ার পরিমাণ হল চল্লিশ দিরহাম। কাজেই বারো উকীয়া ও এক নশের সর্বমোট পরিমাণ হল : $80 \times 12 + 20 = 500$ শত দিরহাম।

২১০২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السَّلْمِيِّ قَالَ
 خَطَبْنَا عُمَرَ فَقَالَ إِلَّا تَغَالَوْا بِصَدَقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوُكَّانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ
 أَوْلَا كُرْمًا بِهَا النَّبِيُّ ﷺ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ
 ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَةً •

২১০২। মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ..... আবু আল-আজফা আস-সালামী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) খুতবা
 প্রদানের সময় বলেন, তোমরা (স্ত্রীদের) মাহর নির্ধারণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না। যদি তা দুনিয়াতে সম্মানের
 বস্তু হত অথবা আল্লাহর নিকট তাকওয়ার বস্তু হত, তবে তা পাওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি হতেন নবী করীম ﷺ।
 রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের এবং তাঁর কোন কন্যাদের জন্য বারো উকীয়ার অধিক পরিমাণ মাহর ধার্য করেননি।

২১০৩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتِ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا
 النَّجَّاشِيَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَمْرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةٌ الْآنَ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ شَرْحَيْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ
 أَبُو دَاوُدَ حَسَنَةٌ هِيَ أُمُّهُ •

২১০৩। হাজ্জাজ ইবন আবু ইয়া'কুব সাকাফী..... উম্মে হাবীবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন
 জাহাশের স্ত্রী। তিনি হাবশাতে ইনতিকাল করেন। এরপর (হাবশার বাদশাহ) নাজাশী তাঁকে নবী করীম ﷺ-এর
 সাথে বিবাহ দেন এবং তাঁর (নাজাশী) নিজের পক্ষ হতে মাহর স্বরূপ চার হাজার দিরহাম আদায় করেন এবং তা সহ
 তাঁকে (উম্মে হাবীবাকে) শুরাহ্বীল ইবন হাসানার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে প্রেরণ করেন। ইমাম আবু
 দাউদ (র) বলেন, হাসানা হলেন শুরাহ্বীলের মাতা।

২১০৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزِيْعٍ نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ يُونُسَ
 عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّجَّاشِيَّ زَوَّجَ ابْنَةَ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سَعْيَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَدَاقِ أَرْبَعَةِ الْآنَ
 دِرْهَمٍ وَكُتِبَ بِذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبِلَ •

২১০৪। মুহাম্মাদ ইবন হাতিম ইবন বাযী'..... যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজাশী উম্মে হাবীবা বিন্ত
 আবু সুফইয়ানকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিবাহ দেন এবং এই জন্য চার হাজার দিরহাম মাহর ধার্য করেন।
 এরপর তিনি (নাজাশী) এতদসম্পর্কে একটি পত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ কে লিখে সবই তাঁকে অবহিত করেন, যা তিনি
 কবুল করেন।^১

১. উপরোক্ত হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, ৫০০ দিরহামের অতিরিক্ত মাহর ধার্য করা হলে এতে কোন দোষ নেই।

১২২- بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

১২৪. অনুচ্ছেদ : মাহরের সর্বনিম্ন হার

২১০৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رِدْعُ زَعْفَرَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْمِرٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ مَا أَصَدَّقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاقِثَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمِرْ وَلَوْ بِشَاةٍ •

২১০৫। মুসা ইবন ইসমাঈল আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) কে একটি হলুদ রং বিশিষ্ট চাদর পরিহিত দেখেন। এরপর নবী করীম ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপার কী? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি (আনসার) এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তার জন্য কী পরিমাণ মাহর ধার্য করেছ? তিনি বলেন, এক নাওয়া^১ পরিমাণ স্বর্ণ। তিনি বলেন, তুমি ওয়ালীমা কর, যদি একটি বকরীর দ্বারাও হয়।

২১০৬ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ جِبْرِئِيلَ الْبَغْدَادِيُّ أَنَا يَزِيدُ أَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ بِنِ رُوْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْطَى فِي الصَّدَاقِ امْرَأَةً مِثْلًا كَفَيْهِ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحْلَقَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَسْتَمْتَعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى الْمُتَعَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ بَنُ جَرِيْعٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَلَى مَعْنَى أَبِي عَاصِمٍ •

২১০৬। ইসহাক ইবন জিব্রাঈল বাগদাদী..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন : যদি কেউ তার স্ত্রীর মাহর হিসাবে দু'অংশুলি পূর্ণ (আজলা) আটা বা খেজুর প্রদান করে, তবে তা-ই তার জন্য যথেষ্ট। জাবির (রা) অপর একটি হাদীসে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে বিবাহের মাহর হিসাবে খাদ্যের সামান্য অংশ প্রদান করে তার নিকট হতে ফায়দা গ্রহণ করতাম। আবু দাউদ (রা) বলেন, ইবন জুরায়জ তিনি আবু যুবায়র হতে, তিনি জাবির হতে আবু আসিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১. স্ত্রী দিরহামের পরিমাণ।

১২৫- بَابُ فِي التَّرْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يَعْمَلُ

১২৫. অনুচ্ছেদ : কোন কাজকে মাহর ধার্য করে বিবাহ প্রদান

২১০৮ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَلِّقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَكَ فَالتَّمِسُ شَيْئًا قَالَ لَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ فَالتَّمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالتَّمِسْ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِلسُّورِ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ •

২১০৯। আল-কা'নাবী..... সাহুল ইব্ন সা'দ আল সা'ইদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে জন্মিকা রমনী উপস্থিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমাকে আপনার নিকট বিবাহের (উদ্দেশ্যে) সমর্পণ করছি। এরপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তখন জনৈক (আনসার) ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয় এবং বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন, যদি তাতে আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমার নিকট এমন কিছু আছে কি, যদ্বারা তুমি তার মাহর আদায় করতে পার? সে বলে, আমার সাথে এই ইজার (পায়জামা) ব্যতীত দেওয়ার মত কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমার নিকট ইজার ব্যতীত দেওয়ার মত আর কিছুই নেই, তখন অন্য কিছু দেওয়ার জন্য অনুসন্ধান কর। সে বলে, আমি দেওয়ার মত কিছুই পাচ্ছি না। তিনি বলেন, যদি একটি লোহার আংটিও হয়, তবুও তা দেওয়ার চেষ্টা কর। এরপর এর সন্ধান করে আমি ব্যর্থ হই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমার নিকট কুরআনের কিছু আছে কি? সে বলে, হাঁ, কুরআনের অমুক সূরা (আমার কাছে আছে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, আমি ঐ কুরআনের বিনিময়ে তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিলাম।

২১০৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَمْ يَذْكَرِ الْإِزَارَ وَالْخَاتَمَ فَقَالَ مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا قَالَ قَرَأَ فَعَلِمَهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ أَمْرُكَ •

২১০৮। আহমাদ ইব্ন হাফস ইব্ন আবদুল্লাহ্..... আবু হুরায়রা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর তিনি ইজার ও লোহার আংটির কথা উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেন, তুমি কুরআনের কী হিফয করেছ? সে বলে, সূরাতুল বাকারা এবং এর পরবর্তী সূরা। তিনি বলেন, তুমি তাকে এর বিশ আয়াত পরিমাণ শিক্ষা দাও, আর (এর বিনিময়ে) সে তোমার স্ত্রী হবে।

২১০৯ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ نَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ نَحْوَهُ سَهْلٍ قَالَ وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২১০৯। হারুন ইব্ন যায়দ ইব্ন আবু যারকা মাকহুল (র) সাহুল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, মাকহুল বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরে এরূপ বিবাহ (মাহর ব্যতীত) আর বৈধ নয়।

১২৬- بَابُ فِيهِمْ تَزْوِجٌ وَلَمْ يُسَمَّرْ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

১২৬. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মাহর নির্ধারণ ব্যতীত বিবাহ করে মৃত্যুবরণ করে

২১১০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُرُوقٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بَرُوعٍ بِنَسَبٍ وَاشْتِقِ .

২১১০। উসমান ইব্ন আবু শায়বা..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) জ্ঞানেক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন যে, সে একজন মহিলাকে বিবাহ করার পর মৃত্যুবরণ করে। আর সে তার সাথে সহবাসও করেনি এবং তার জন্য কোন মাহরও ধার্য করেনি। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, তাকে পূর্ণ মাহর দিতে হবে, তাকে পূর্ণ ইদত পালন করতে হবে এবং সে তার মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীও হবে। রাবী মা'কিল ইব্ন সিনান বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বিরুওয়া বিন্ত ওয়াশিক সম্পর্কে এরূপ ফায়সালা দিতে শুনেছি।

২১১১ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَاقَ عُثْمَانُ مِثْلَهُ .

২১১১। উসমান ইব্ন আবু শায়বা..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২১১২ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَلَّاسٍ وَأَبِي حَسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَى فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا أَوْ قَالَ مَرَّاسٍ قَالَ فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا مَدَانًا كَصَدَاقِ نِسَاءِهَا لَا وَكَسَ وَلَا شَطَا

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড) — ১৯

وَأَنَّ لَهَا الْيَرَاتَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنَّ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ
 بَرِيَانٍ فَقَامَ نَاسٌ مِّنْ أَشْجَعٍ فِيهِمُ الْجِرَاحُ وَأَبُو سَنَانٍ فَقَالُوا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 قَضَاهَا فِينَا فِي بُرُوعٍ بِنْتٍ وَأَشَقِّ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مَرَّةٍ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ قَالَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 مَسْعُودٍ فَرِحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَائَهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২১১২। উবায়দুল্লাহ ইবন উমার আবদুল্লাহ ইবন উত্বা ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে। রাবী বলেন, লোকেরা এ ব্যাপারে একমাস ব্যাপী মতবিরোধ করে কিংবা (রাবীর সন্দেহ) একবার মতভেদ করে। তিনি (ইবন মাসউদ) বলেন, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য এই যে, তার মাহর ঐরূপ ধার্য করতে হবে, যেমন মাহর ঐ পরিবারের মেয়েদের জন্য ধার্য করা হয় এবং এতে কোনরূপ কমবেশি করা যাবে না। আর সে মীরাসের অধিকারীও হবে এবং তাকে ইদতও পালন করতে হবে। আর এ সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহর পক্ষ হতে, আর যদি ভুল হয় তবে তা আমার পক্ষ হতে এবং শয়তানের পক্ষ হতে। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। তখন আশজায়ী গোত্রের কিছু লোক দণ্ডায়মান হয়, যন্মধ্যে আল-জাররাহ ও আবু সিনান ছিলেন। তাঁরা সকলে বলেন, হে ইবন মাসউদ! আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে বিরওয়া' বিন্ত ওয়াশিক সম্পর্কে এরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তার স্বামী হিলাল ইবন মুররা আল-আশজায়ীর ব্যাপারে যেমন আপনি ফায়সালা দিলেন। রাবী বলেন, এতদৃশ্বণে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) যারপরনাই খুশি হন। কেননা তাঁর ফায়সালা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রদত্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয়েছিল।

২১১৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الدُّهْلِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي أَبُو
 الْأَصْبَغِ الْجَزْرِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ
 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
 قَالَ لِرَجُلٍ أَتْرَفِي أَنْ أَزُوجَكَ فَلَانَةَ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضِينَ أَنْ أَزُوجَكَ فَلَانًا قَالَتْ نَعَمْ فَزُوجَ
 أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا مَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُلَيْبِيَّةَ لَهُمْ
 سَهْرًا بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زُوجَنِي فَلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا مَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا
 شَيْئًا وَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي أُعْطِيتُهَا مِنْ مَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِأَلْفِ قَالَ أَبُو
 دَاوُدَ وَزَادَ عُمَرَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلرَّجُلِ
 تَرَسَّاقٌ مَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ نَخَانٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مَلْرَقًا لِأَنَّ الْأَمْرَ غَيْرُ هَذَا .

২১১৩। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন ফারিস যাহলী..... উকবা ইবন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জটনৈক ব্যক্তিকে বলেন, আমি তোমার সাথে অমুক মহিলাকে বিবাহ দিতে চাই, তুমি কি এতে রায়ী আছ? সে বলে হাঁ। এরপর তিনি উক্ত মহিলাকে সন্মোদন করে বলেন, আমি তোমাকে অমুক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক; তুমি কি এতে রায়ী আছ? সে বলে হাঁ। তিনি তাঁদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন করে দেন। এরপর সে ব্যক্তি সে মহিলার সাথে সহবাস করে এবং তার জন্য কোন মাহর ধার্য করেনি। আর তাকে নগদ কিছু (মাহর বাবদ) প্রদানও করে নাই। আর ইনি সে ব্যক্তি ছিলেন, যিনি হৃদয়বিয়াতে উপস্থিত ছিলেন এবং এদের জন্য খায়বার বিজয়ের (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদের অংশও ছিল। এরপর এই ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে সে বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক মহিলার সাথে আমার বিবাহ দেন এবং তার জন্য কোন মাহর ধার্য করেননি। আর আমিও তাকে কিছু প্রদান করিনি। এখন আমি আপনাদের সম্মুখে এরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আমার অংশে খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত গণীমতের মাল তাকে প্রদান করেছি। এরপর সে মহিলা তার অংশ গ্রহণ করে এবং তা এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, প্রথম হাদীসে উমার (রা) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, উত্তম বিবাহ তা-ই যা সহজে সম্পন্ন হয়। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে বলেন-এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (র) আরো বলেন, আমার আশংকা এই যে, সম্ভবত এই হাদীসটি অতিরিক্ত সংযোজিত। কেননা ব্যাপারটি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। (অর্থাৎ লোকটি তার মৃত্যুশয্যায় তার স্ত্রীকে নির্ধারিত মাহরের চাইতে অধিক প্রদানের জন্য এরূপ করে)।

১২৮- بَابُ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

১২৭. অনুচ্ছেদ : বিবাহের খুতবা

২১১২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي

خُطْبَةِ الْحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ •

২১১৪। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সময় খুতবার প্রয়োজন আছে।

২১১৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ الْمَعْنَى نَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي

الْأَحْوَصِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ أَنْ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مِنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَاهَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَوْتِنُوا إِلَّا وَانْتُمُ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ

فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا لَمْ يَقُلْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ أَنْ •

২১১৫। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান আল-আনবারী আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে পাঠের জন্য খুতবা শিক্ষা দিয়েছেন। যা হলো : (অর্থ) সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য চাই, এবং তাঁর নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করি। এবং তাঁর নিকট অন্তরের কুমন্ত্রনা থেকে পানাহ চাই, যাকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন তাকে গুমরাহ করার কেউ নেই। আর আল্লাহ যাকে গুমরাহ করেন তাকে পথ প্রদর্শনের কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাষণা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যথোপযুক্তভাবে ভয় করার মত এবং মুসলিম না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বলো, (তবে আল্লাহ) তোমাদের কর্ম সংশোধিত করবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, অবশ্যই সে বিরাট সাফল্য লাভ করবে। রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান তাঁর বর্ণনাতে 'أَنَّ' শব্দটি ব্যবহার করেননি। (অর্থাৎ 'لِلَّهِ' বলে খুতবা আরম্ভ করেছেন)।

২১১৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ نَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ ذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ مَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِمَهَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا •

২১১৬। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার..... ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিবাহের খুতবা প্রদান করতেন। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, (অর্থ) যিনি তাঁর রাসূলকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল সে সুপথ পেল। আর যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের আনুগত্য করল না সে নিজেরই ক্ষতি করল এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

২১১৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا بَدَلُ بْنُ الْحَبَّارِ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ أَخِي شُعَيْبِ الرَّازِيِّ عَنِ إِسْعِيلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَمَامَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ •

২১১৭। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার..... বনী সুলায়ম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমামা বিন্ত আবদুল মুত্তালিবের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ -এর নিকট প্রস্তাব দিলে তিনি আমাকে খুতবা পাঠ ব্যতীত বিবাহ দিয়ে দেন।

১২৮- بَابُ فِي تَزْوِجِ الصِّغَارِ

১২৮. অনুচ্ছেদ : অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের বিবাহ প্রদান

২১১৮ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَ أَبُو كَامِلٍ قَالَا نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ سِتٍّ وَدَخَلَ بِي وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ سِتٍّ وَدَخَلَ بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ .

২১১৮। সুলায়মান ইব্ন হারব..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার পিতা) আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে যখন বিবাহ দেন, তখন আমি মাত্র সাত বছর বয়সের কন্যা ছিলাম। রাবী সুলায়মান বলেন, অথবা ছয় বছর বয়সের কন্যা ছিলাম। আর তিনি আমার সাথে সহবাস করেন, আমার নয় বছর বয়সের সময়ে।

১২৯- بَابُ فِي الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

১২৯. অনুচ্ছেদ : কুমারী মহিলা বিবাহ করলে, তার সাথে কতদিন অবস্থান করতে হবে

২১১৯ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ إِنْ شِئْتَ سَبَعْتَ لَكَ وَإِنْ سَبَعْتَ لَكَ سَبَعْتَ لِنِسَائِي .

২১১৯। যুহায়র ইব্ন হারব..... উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উম্মে সালামাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি তাঁর নিকট তিনরাত অবস্থান করেন। এরপর তিনি বলেন, এটা তোমার জন্য আমার পক্ষ হতে কম নয়, অবশ্য যদি তুমি চাও তবে আমি তোমার সাথে সাত রাত অবস্থান করব। আর আমি যদি তোমার সাথে সাতরাত অবস্থান করি, তখন আমার অন্যান্য স্ত্রীদের সাথেও আমাকে (সমতা রক্ষার্থে) সাত রাত অতিবাহিত করতে হবে।

২১২০ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا زَادَ عُثْمَانُ وَكَانَتْ تُبَيًّا وَقَالَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ أَنَا حَمِيدٌ نَا أَنَسٌ .

২১২০। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকীয়া ও উসমান ইব্ন আবু শায়রা..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাফিয়্যা (রা)-কে বিবাহ করেন, তখন তিনি তাঁর সাথে তিনরাত অতিবাহিত করেন। রাবী উসমান অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এই সময় তিনি (সাফিয়্যা) সাইয়েবা ছিলেন।

২১২১ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا هُشَيْرٌ وَإِسْعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَا عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَا عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَلَوْ قُلْتُمْ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُمْ وَلَكِنَّهُ قَالَ السَّنَةُ كُنْ لَكُمْ

২১২১। উসমান ইব্ন আবু শায়বা..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন কুমারী স্ত্রীলোককে সায়েয়া মহিলার বর্তমানে বিবাহ করবে, তখন তার সাথে সাত রজনী যাপন করবে। আর যখন কুমারীর বর্তমানে সাইয়েয়াকে বিবাহ করবে তখন তার সাথে তিনরাত যাপন করবে। রাবী কিলাবা বলেন, যদি আমি বলি, তিনি (আনাস) এটা মারফু' হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তবে তা সঠিক হবে, বরং তিনি বলেছেন, এরূপই সূনাত।

১৩০- بَابُ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَمْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقَلَهَا

১৩০. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ তার স্ত্রীকে কিছু দেওয়ার পূর্বে তার সাথে সহবাস করতে চায়

২১২২ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْعِيلَ الطَّالِقَانِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ نَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ لَهَا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَدَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا شَيْئًا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ أَيْنَ دِرْعُكَ الْكَطِيئَةِ

২১২২। ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল তালেকানী..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী (রা) ফাতিমা (রা) কে বিবাহ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন, তুমি তাঁকে (ফাতিমাকে) কিছু প্রদান কর। তিনি (আলী) বলেন, আমার নিকট কিছুই নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার হাতমীয়া লৌহ বর্মটি কোথায়? (তা প্রদান করে সহবাস করতে পার)।

২১২৩ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ الْحَلَمِيُّ نَا أَبُو حَيَوَةَ عَنْ شُعَيْبِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنِي غِيْلَانُ

بْنُ أَنَسِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهَا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنْعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَاهَا دِرْعُكَ فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا

২১২৩। কাসীর ইব্ন উবায়দ আল-হিলসী..... রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী (রা) ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিবাহ করেন, তখন তিনি তাঁর (ফাতিমার) সাথে সহবাস করতে ইচ্ছা করেন (নগদে কিছু দেওয়ার আগে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে বাধা দান করে আলী (রা) কে কিছু নগদ মাহর আদায় করতে বলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দেওয়ার মত কিছুই নেই। নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেন, তুমি তাঁকে তোমার লৌহ-বর্মটি প্রদান কর। তখন তিনি তাঁকে তা প্রদানের পর তাঁর সাথে সহবাস করেন।

২১২৩- حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ عَيْبٍ أَنَا حَيَوَةٌ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ •

২১২৪। কাসীর ইবন উবায়দ..... ইবন আব্বাস (রা) হতেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২১২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا شَرِيكَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ خَيْثِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ خَيْثِمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ
عَائِشَةَ •

২১২৫। মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ আল-বাযযায়..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন কোন মহিলাকে তার স্বামী কর্তৃক কিছু দেওয়ার পূর্বে সহবাসের অনুমতি প্রদান করি।

২১২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبَرْسَانِيُّ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَلَّةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِنْدَ قَبْلِ عِصْمَةِ النِّكَاحِ
فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِأَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ إِبْنَتَهُ وَأَخْتَهُ •

২১২৬। মুহাম্মাদ ইবন মা'মার..... আমর ইবন ও'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে সমস্ত স্ত্রীলোকদেরকে তাদের বিবাহের পূর্বে মাহর হিসাবে, দান হিসাবে বা অন্য কোন প্রকারে পাত্র পক্ষ হতে কিছু দেয়া হয়, তা সে স্ত্রীলোকের জন্যই। আর বিবাহ বন্ধনের পরে যা কিছু দেয়া হয়, তা যাকে দেয়া হয় তার জন্য। আর বিবাহ উপলক্ষে পিতা তার মেয়ের বিবাহে এবং ভাই তার বোনের বিবাহে সম্মানজনক কোন উপটোকন প্রদানের অধিকতর যোগ্য।

১৩১- بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

১৩১. অনুচ্ছেদ : দম্পতির জন্য দু'আ করা

২১২৭- حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ •

২১২৭। কুতায়বা ইবন সাঈদ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন মানুষের জন্য তার বিবাহের সময় এরূপ দু'আ করতেন। তিনি বলতেন, (অর্থাৎ) আল্লাহ তোমার মঙ্গল সাধন করুন, তোমাকে উন্নতি দিন এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে সৎকাজে সহযোগিতা রাখুন।

১৩২- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا حَبْلِي

১৩২. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার পর গর্ভবতী পায়

২১২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْمَعْنِيُّ قَالُوا نَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ أَنَا بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ ابْنُ أَبِي

السَّريِّ مِنَ اصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الْاَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقُوا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةٌ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بَكَرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَاِذَا هِيَ حَبْلِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّكَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَاِذَا وَلَدَتْ قَالَ الْحَسَنُ فَاجْلِدِهَا وَقَالَ ابْنُ السَّرِيِّ فَاجْلِدِهَا اَوْ قَالَ فَحَدِّثُهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَرْسَلُوهُ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ اَنَّ بَصْرَةَ بِنْتُ اَكْثَرٍ نَكَحَ الْمَرْأَةَ وَكَلَّمَهُمْ قَالَ فِي حَدِيثِهِ جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ .

২১২৮। মাখলাদ ইবন খালিদ সাঈদ ইবনুল মুসায়াব জনৈক আনসার হতে বর্ণনা করেছেন। রাবী ইবন আল সারী নবী করীম ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আনসার হতে উল্লেখ করেন নি। এরপর সকল রাবী একত্রে বাসরা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি এমন একজন নারীকে বিবাহ করি, যে বাহ্যত কুমারী ছিল। এরপর আমি তার সাথে সহবাস করতে গিয়ে তাকে গর্ভবতী দেখতে পাই। তখন নবী করীম ﷺ বলেন, তুমি তার গুণ্ডাঙ্গ ব্যবহার করার ফলে তোমার উপর তার মাহর ওয়াজিব হয়েছে। আর ঐ গর্ভস্থ সন্তান (যা ব্যভিচারের ফসল) তোমার খাদিম। আর যখন সে সন্তান প্রসব করবে, রাবী হাসান বলেন, তখন তাকে দুবরা মারবে। অথবা রাবী বলেন, তার উপর হদ্ (শরী'আতের শাস্তির বিধান) কায়েম করবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি কাতাদা, ইয়াহুইয়া ইবন কাসীর ও আতা আল-খুরাসানী সাঈদ ইবন আল-মুসায়াব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন এবং ইয়াহুইয়া ইবন কাসীর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, বাসরা ইবন আকসাম জনৈক মহিলাকে বিবাহ করেন এবং সমস্ত রাবী একমত হয়ে বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ ঐ গর্ভস্থ সন্তানকে তার জন্য খাদিম হিসাবে নির্ধারিত করেন।

২১২৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَثْمَانَ بْنَ عُمَرَ نَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ بْنِ نَعِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةٌ بِنْتُ اَكْثَرٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَحَدِيثُ ابْنِ جَرِيحٍ اَثَرٌ .

২১২৯। মুহাম্মদ ইবন আল মুসান্না..... সাঈদ ইবনুল মুসায়াব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি, যার নাম ছিল বাসরা ইবন আকসাম, তিনি এক মহিলাকে বিবাহ করেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করা হয়। আর রাবী ইবন জুরায়জ বর্ণিত হাদীসটি পরিপূর্ণ।

১৩৩- بَابُ الْقَسْرِ بَيْنَ النِّسَاءِ

১৩৩. অনুচ্ছেদ : একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফভিত্তিক বণ্টন

২১৩০ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا هَمَّانٌ نَا قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَاكٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى اِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَشَقَّهُ مَائِلٌ .

২১৩০। আবুল ওয়ালীদ আত্-তায়ালিসী..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যার দু'জন স্ত্রী আছে আর সে তার মধ্যে একজনের প্রতি অধিক বুক পড়ে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অর্ধাঙ্গ অবশ অবস্থায় আসবে।

২১৩১- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطَمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِرُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسِيٌّ فِيمَا أَمَلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيهَا تَمْلِكُ وَلَا أَمَلِكُ يَعْنِي الْقَلْبَ .

২১৩১। মুসা ইবন ইসমাঈল..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফভিত্তিক (সব কিছুই) বণ্টন করতেন এবং বলতেন, ইয়া আল্লাহ! আমার পক্ষে যা সম্ভব, আমি তা করছি। আর আপনি যার মালিক (অন্তরের) এবং আমি নই, সে ব্যাপারে আমাকে দোষারোপ করবেন না।

২১৩২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مَكْتَبِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قُلَّ يَوْمًا إِلَّا وَهُوَ يَطْوِفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَنْتَوِي مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى التِّي هُوَ يَوْمَهَا فَيَبِيْتُ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسْنَتْ وَفَرَّقَتْ أَنْ يَفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا قَالَتْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ قَالَ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا .

২১৩২। আহমাদ ইবন ইউনুস হিশাম ইবন উরওয়া (রহ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আয়েশা (রা) বলেন, হে আমার বোনের পুত্র! রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কারো উপর কাউকে ফযীলত (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রদান করতেন না, আমাদের সাথে অবস্থানের ব্যাপারে। আর এরূপ দিন খুব কমই হত, যেদিন তিনি আমাদের সকলের নিকট আসতেন না এবং সহবাস ব্যতীত তিনি সকল স্ত্রীর সাথে খোশালাপ করতেন। এরপর যেদিন যার সাথে রাত্রিবাসের পালা পড়ত, সেদিন তিনি তার সাথে রাতযাপন করতেন। আর সাওদা বিন্ত যাম'আর বয়স যখন অধিক বৃদ্ধি পায় এবং তিনি এ ভয়ে ভীত হন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ত্যাগ করবেন, তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার পালার দিনটি আয়েশার জন্য দান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পক্ষ হতে তা কবুল করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন : যদি কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আশংকা করে -----।

২১৩৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْمَعْنِيُّ قَالَا نُنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مَعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ امْرَأَةٍ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ تَرْجِي مِنْ تَشَاءُ

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড) — ২০

مِنْهُمْ وَتُؤْوَىٰ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ قَالَتْ مُعَاذَةَ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتَ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنَّ
كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمَّا أُوتِرَ أَحَدًا عَلَىٰ نَفْسِي ۝

২১৩৩। ইয়াহুইয়া ইবন মুঈন ও মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রত্যেকের নিকট অবস্থানের দিন অনুমতি চাইতেন। এরপর এ আয়াত নাযিল হয়ঃ তুমি তাদের মধ্যে যার সাথে ইচ্ছা (অবস্থান) করতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট রাখতে পার। মু'আযা বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কী বলতেন? তিনি বলেন, আমি বলতাম, যদি তা আমার জন্য হয়, তবে আমি কাউকেও আমার উপর অগ্রাধিকার দিব না।

۲۱۳۴- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا مَرْحُومًا بِنَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارِ حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ يَزِيدِ بْنِ
بَابْنُوْسَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى النِّسَاءِ يَعْزِي فِي مَرْفِهِ فَاجْتَمَعْنَ فَقَالَ
إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُدَوِّرَ بَيْنَكُنَّ فَإِنَّ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَاكُونِ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ فَاذِنَ لَهَا ۝

২১৩৪। মুসাদ্দাদ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুকালীন রোগের সময় তাঁর সকল স্ত্রীকে আহ্বান করেন। আমরা সকলে একত্রিত হলে তিনি বলেন, (বর্তমানে) তোমাদের সকলের সাথে ঘুরে ঘুরে (পালাক্রমে) অবস্থানের ক্ষমতা আমার নেই। কাজেই তোমরা সকলে যদি অনুমতি দাও, তবে আমি (অসুস্থতার) দিনগুলো আয়েশার নিকট কাটাতে চাই। তখন সকলেই তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন।

۲۱۳۵- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بِنَّ
الرَّبِيعِ حَدَّثَتْ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفْرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتَهُنَّ
خَرَجَ سَهْمًا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِرُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا
لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ۝

২১৩৫। আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহু..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথাও সফরের ইরাদা করতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে (সংগে নেওয়ার জন্য) লটারী করতেন। এরপর যার নাম লটারীতে আসত, তিনি তাঁকে সংগে নিতেন। আর তিনি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একটি দিন ও রাত নির্ধারিত করতেন। অবশ্য সাওদা বিন্ত যাম'আ ব্যতীত, কেননা, তিনি (বার্ষিক্যের কারণে) তাঁর পালার দিনটি আয়েশার জন্য দান করেছিলেন।

১৩৩- بَابُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي لَهَا دَارَهَا

১৩৪. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর বাড়ীতে সহাবস্থানের শর্তে বিবাহ করলে তাকে অন্যত্র নেয়া যায় কিনা

২১৩০- حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَادٍ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفَّوْا بِهِ مَا اسْتَحَلَّلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .

২১৩৬। ইসা ইবন হাম্মাদ..... উকবা ইবন আমের (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন :
ঐ শর্তই উত্তম, যা তোমরা পূর্ণরূপে পালন করতে পার, আর যদ্বারা তোমাদের জন্য স্ত্রী-অঙ্গ ব্যবহার হালাল হয়।

১৩৫- بَابُ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

১৩৫. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর উপর স্বামীর হক (অধিকার)

২১৩৮- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ حَصِينِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمِرْزَبَانَ لَهْمٍ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ يَسْجُدَ لَهُ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمِرْزَبَانَ لَهْمٍ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِى أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَاتَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِيَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ .

২১৩৭। আমর ইবন আওন কায়স ইবন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিরা শহরে আগমন করে সেখানকার লোকদেরকে মারযুবানকে সিজ্দা করতে দেখি। আমি (মনে মনে) বলি, রাসূলুল্লাহ ﷺ ই তো সিজ্দার অধিকতর হক্‌দার। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলি, আমি হিরাতে গমন করে সেখানকার লোকদেরকে মারযুবানকে সিজ্দা করতে দেখেছি। আর ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিই তো এর অধিক হক্‌দার যে, আমরা আপনাকে সিজ্দা করি? তিনি বলেন, তুমি বল, যদি (আমার ইনতিকালের পর) তুমি আমার কবরের পাশ দিয়ে গমন কর, তবে কি তুমি সেখানে সিজ্দা করবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, না। তিনি বলেন, তোমরা সেরূপ করবে না। আর যদি আমি কাউকে কারো সিজ্দা করতে বলতাম, তবে আমি স্ত্রীলোকদেরকে তাদের স্বামীদের সিজ্দা করতে বলতাম। আর তা এইজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে (স্বামীকে) তাদের (স্ত্রীদের) উপর হক প্রদান করেছেন।

২১৩৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَكُةُ حَتَّى تَصْبَحَ .

২১৩৮। মুহাম্মাদ ইবন আমর আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় (সহবাসের জন্য) আহ্বান করে, আর সে (স্ত্রী) তার নিকট গমন করে না, যার ফলে সে (স্বামী) রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, ঐ স্ত্রীলোকের উপর ফিরিশ্তাগণ সকাল পর্যন্ত অভিসম্পাত করতে থাকেন।

১৩৬- بَابُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

১৩৬. অনুচ্ছেদ : স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

২১৩৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مَعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَلَّنَا عَلَيْهَا إِذَا طَعِمَهَا إِذَا طَعِمَتْ وَتَكَسَّوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .

২১৩৯। মুসা ইবন ইসমাঈল..... হাকীম ইবন মু'আবিয়া (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! স্বামীদের উপর স্ত্রীদের কী হক? তিনি বলেন, যা সে খাবে তাকেও (স্ত্রী) খাওয়াবে, আর সে যা পরিধান করবে তাকেও তা পরিধান করাবে। আর তার (স্ত্রীর) চেহারার উপর মারবে না এবং তাকে গালাগাল করবে না। আর তাকে ঘর হতে বের করে দিবে না।

২১৪০- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى نَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهُنَّ وَمَا نَذَرَ قَالَ أَنْتَ حَرِّثَكَ أَتَى شَيْئًا وَأَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَتْ وَأَكْسَمَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَقْبَحِ الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى شُعْبَةُ طَعِمَهَا إِذَا طَعِمَتْ وَتَكَسَّوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ .

২১৪০। ইবন বিশ্শার..... হাকীম ইবন মু'আবিয়া (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে কোথায় কিরূপে সহবাস করব এবং কোথায় করব না? তিনি বলেন, তুমি তোমার ক্ষেত্রে যেকরূপে ইচ্ছা গমন করতে পার। আর যখন তুমি খাবে, তখন তাকেও খেতে দিবে। আর যখন তুমি যা পরিধান করবে, তখন তাকেও তা পরিধান করাবে এবং তাকে গালমন্দ করবে না ও মারধর করবে না।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, শো'বা বর্ণনা করেছেন, তুমি যখন খাবে তখন তাকেও খেতে দিবে। আর তুমি যা পরিধান করবে, তাকেও তা পরিধান করাবে।

২১৪১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْمَهَلَّبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَبَّادِ اللَّهِ بْنِ رَزِيْنٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ قَالَ أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَاءِنَا قَالَ أَطْعِمُوهُنَّ مِنْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَكْسُوهُنَّ مِنْ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تَقْبَحُوهُنَّ .

২১৪১। আহমাদ ইবন ইউসুফ মুহাল্লাবী আল-নীশাপুরী বিহ্ম ইবন হাকীম তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা মু'আবিয়া আল কুশায়রী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাদের স্ত্রীর হক সম্পর্কে কী নির্দেশ দেন? তিনি বলেন, তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খেতে দিবে। আর তোমরা যা পরিধান করবে, তাদেরকেও তা পরিধান করাবে এবং তোমরা তাদেরকে মারধর করবে না ও গালমন্দ দিবে না।

১৩৮- بَابُ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ

১৩৭. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীদের মারধর করা

২১৪২- حَدَّثَنَا قُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَّاشِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَإِنْ خِفْتُمْ نَشْوَزَهُمْ فَأَهْجَرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي فِي النِّكَاحِ ۝

২১৪২। মুসা ইবন ইসমাঈল আবু হাররা আবু রুকাশী তার চাচা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যদি তোমরা স্ত্রীদের পক্ষ হতে অবাধ্যতার আশংকা কর, তবে তোমরা তাদের বিছানা পৃথক করে দিবে। রাবী হাম্মাদ বলেন, অর্থাৎ তাদের সাথে সহবাস পরিত্যাগ করবে।

২১৪৩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ لَنَا سَفِيَّانٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عَمْرٌو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ذُبْنَ النِّسَاءَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِمْ فَأَطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُمْ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ ۝

২১৪৩। ইবন আবু খাল্ফ ও আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহু ---- ইয়াস ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবু যুবাব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে প্রহার করবে না। তখন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের সাথে অবাধ্যতা করছে। তখন তিনি তাদেরকে হাল্কা মারধর করতে অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের নিকট অনেক মহিলা এসে তাদের স্বামীদের সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করে। তখন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেনঃ আলো মুহাম্মাদের নিকট অসংখ্য মহিলা এসে তাদের স্বামীদের ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করেছে। যারা তাদের স্ত্রীদের মেরেছে তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম নয়।

২১৪৪- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْلِيِّ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِي مَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ ۝

২১৪৪। যুহায়র ইবন হারব উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তিকে (দুনিয়াতে) তার স্ত্রীকে মারধর করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

১৩৮- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ عَضِّ الْبَصْرِ

১৩৮. অনুচ্ছেদ : যে ব্যাপারে চক্ষু অবনত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়

২১৪৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَمِيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجَاءَةِ فَقَالَ امْرُؤٌ بَصْرَكَ •

২১৪৫। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর জারীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে হঠাৎ কোন অপরিচিত স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তুমি তোমার দৃষ্টিকে (তৎক্ষণাৎ) ফিরিয়ে নিবে।

২১৪৬- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْغَزَارِيُّ أَنَا شَرِيْكَ عَنْ أَبِي رَيْبَعَةَ الْأَيَادِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأَوْلَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ •

২১৪৬। ইসমাইল ইবন মুসা আল-ফযারী আবু বুরায়দা (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা) কে বলেন, হে আলী! তোমার প্রথম দৃষ্টিপাতকে (বেগানা স্ত্রীলোকের প্রতি যা অনিচ্ছা সত্ত্বে হয়েছে) তোমার দ্বিতীয় দৃষ্টি (যা ইচ্ছাকৃত) যেন অনুসরণ না করে। কেননা, প্রথমবার দৃষ্টিপাত তোমার জন্য জায়গি, আর দ্বিতীয়বার (ইচ্ছাকৃতভাবে) দৃষ্টিপাত করা তোমার জন্য বৈধ নয়।

২১৪৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَالَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبَاشِرِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ لِتَنْتَعِمَا لِزَوْجِمَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا •

২১৪৭। মুসাদ্দাদ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রীলোক যেন অপর কোন স্ত্রীলোকের খালি শরীর স্পর্শ না করে, যাতে সে তার শরীরের কমনীয়তা ও লাভণ্যতা সম্পর্কে তার স্বামীর নিকট বর্ণনা করতে পারে। যার ফলে তার স্বামী তাকে দেখার জন্য আকৃষ্ট হতে পারে।

২১৪৮- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىٰ امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَكُمْ إِنْ الْمَرْأَةَ تَقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ يَضُرُّ مَا فِي نَفْسِهِ •

২১৪৮। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ জনৈক অপরিচিতা স্ত্রীলোককে দেখতে পান। অতঃপর তিনি (তাঁর স্ত্রী) যায়নাব বিন্ত জাহশের নিকট গমন করেন এবং তাঁর দ্বারা নিজের কামনা পূর্ণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাহাবীদের নিকট গমন করে তাদেরকে বলেন, নিশ্চয় মহিলারা শয়তানের ন্যায়, পুরুষের মনের মধ্যে ওয়াস্‌ওয়াসার (ধোঁকার) সৃষ্টি করে। আর যে ব্যক্তি এই অবস্থায় পতিত হবে, সে যেন তাঁর স্ত্রীর নিকট গমন করে এবং (তার সাথে সহবাসের দ্বারা) তার অন্তরে সৃষ্ট দুর্বলতা যেন দূরীভূত করে।

২১৪৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ نَافِثٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ أَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّانَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَأَمْحَالَةَ فِرْنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرَ وَزَنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقَ وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَتَشْتَهَى وَالْفَرْجُ يَصَدِّقُ ذَلِكَ وَيَكْذِبُ بِهِ .

২১৪৯। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত (হাদীসের চাইতে) অধিক সগীরা গুনাহ সম্পর্কিত হাদীস দেখি নাই। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের জন্য যিনার একটি অংশ নির্ধারিত করেছেন, আর সে তা অবশ্যই করবে। আর দু' চক্ষুর যিনা হল দৃষ্টিপাত করা, মুখের যিনা হল অশোভন উক্তি, আর নফসের যিনা হল (যিনার) ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা করা। আর সবশেষে গুণ্ডাগ্র তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে।

২১৫০ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سَهْمِيلِ بْنِ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّانَا بِهِنِ الْقِصَّةُ قَالَ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فِرْنَا هُمَا الْبَطْشُ وَالرَّجْلَانِ تَزْنِيَانِ فِرْنَا هُمَا الْمَشَى وَالْفَرْيَزْنَى فِرْنَا هُمَا الْقَبْلُ .

২১৫০। মুসা ইব্ন ইসমাইল আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্য যিনার একটি অংশ আছে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী আরো উল্লেখ করেছেন যে, দুই হাতও যিনা করে, আর তা হল কোন অপরিচিতা স্ত্রীকে স্পর্শ করা। আর দুই পা-ও যিনা করে এবং তা হল যিনার স্থানে গমন করা। আর মুখও যিনা করে এবং তা হল (কোন অপরিচিতা স্ত্রীকে) চুম্বন করা।

২১৫১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِنِ الْقِصَّةُ قَالَ وَالْأَذْنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ .

২১৫১। কুতায়বা আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী আরো বলেন, কানের যিনা হলো, (যৌন উদ্দীপক) কথাবার্তা শ্রবণ করা।

১৩৭- بَابُ فِي وَطِي السَّبَايَا

১৩৯. অনুচ্ছেদ : বন্দী স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করা

২১৫২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوَّهُمْ فَقَاتَلُوا هُرْمَ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهْمَ سَبَايَا فَكَانَ أَنَسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَحْرَجُوا مِنْ غُشْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَمْ فَمِنْ لَهْمٍ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُمْ .

২১৫২। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্ন মায়সার আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনায়নের যুদ্ধের সময় আওতাস নামক স্থানে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা তাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করে তাদেরকে হত্যা করে এবং তাদের উপর বিজয়ী হয়। আর এই সময় তারা কয়েদী হিসাবে (হাওয়ায়েন গোত্রের) কিছু মহিলাকে বন্দী করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কিছু সাহাবী তাদের সাথে অনধিকারভাবে সহবাস করতে ইচ্ছা করে, কেননা তাদের স্বামীরা মুশরিক ছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ (অর্থ) যে সমস্ত স্ত্রীলোকদের স্বামী আছে তারা তোমাদের জন্য হারাম। তবে যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী অর্থাৎ যেসব মহিলা যুদ্ধবন্দী হিসাবে তোমাদের আয়ত্বে আসবে তারা ইদত (হায়েযের) পূর্ণ করার পর তোমাদের জন্য হালাল।

২১৫৩- حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ نَا مِسْكِينٌ نَا شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً مَجْحُومَةً فَقَالَ لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلْمَرَّ بِهَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهَا كَيْفَ يُوْرَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَحِلُّ مَهْ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ .

২১৫৩। আন নুফায়লী আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক যুদ্ধে গমন করেন। অতঃপর তিনি জনৈক সন্তানসম্বল দাসীকে দেখেন। তিনি বলেন, সম্ভবতঃ এর মালিক এর সাথে সহবাস করেছে। উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, আমি তার জন্য বদদু'আ করতে ইচ্ছা করেছি, যা তার সাথে কবরে প্রবেশ করবে। উক্ত সন্তান কিরূপে তার উত্তরাধিকারী হবে? তা তার জন্য বৈধ নয়। আর সে তার (সন্তানের) নিকট হতে কিরূপে খিদমত আশা করবে? তা তার জন্য হালাল নয়।

২১৫৪- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا شَرِيكَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبْيَا أَوْطَاسٍ لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا تُغَيَّرُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً .

২১৫৪। আমর ইবন আওন আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন গর্ভবতী বন্দিণীর সাথে তার সন্তান প্রসবের আগে এবং কোন রমনীর সাথে তার হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার পূর্বে সহবাস করবে না।

২১৫৫ - حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَأَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَعًا غَيْرَهُ يَعْنِي إِثْيَانَ الْحَبَالِيِّ وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَرَ .

২১৫৫। আন-নুফায়লী রুওয়াইফি ইবন সাবিত আল-আনসারী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি (রুওয়াইফি) আমাদের মধ্যে খুত্বা প্রদানের সময় দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, আমি তোমাদেরকে তা-ই বলব, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি হনায়নের (যুদ্ধের) সময় বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, সে যেন অন্যের খেতে পানি সেচ না করে অর্থাৎ অন্যের গর্ভবতী কোন নারীর সাথে সহবাস না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, তার জন্য কোন বন্দিণী গর্ভবতী নারীর সাথে সহবাস করা বৈধ নয়, যতক্ষণ সে সন্তান প্রসব করে পবিত্র না হয়। আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য গণীমতের মাল বণ্টনের আগে বিক্রয় করা হালাল নয়।

২১৫৬ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ زَادَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِّنْ فَيْعِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِّنْ فَيْعِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا اخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَيْثُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ .

২১৫৬। সাঈদ ইবন মানসূর ইবন ইসহাক (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, যতক্ষণ না সে (বন্দিণী স্ত্রী) তার হায়েয হতে সম্পূর্ণ মুক্ত (পবিত্র) হয়। অতঃপর তিনি (রাবী) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য মুসলমানদের প্রাপ্ত কোন গণীমতের পণ্ডর উপর সাওয়ার হওয়া হালাল নয়; যে তাকে দুর্বল করে ফেরত দিবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মুসলমানদের গণীমতের কাপড় হিসাবে প্রাপ্ত কোন কাপড় পরিধান না করে, এমনভাবে যে, সে তা পুরাতন করে ফেরত দেয়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, উক্ত হাদীসে ঋতুমতী স্ত্রীলোক সম্পর্কে কিছু বর্ণিত হয়নি।

১৩০- بَابُ فِي جَامِعِ النِّكَاحِ

১৪০. অনুচ্ছেদ : সহবাস সম্পর্কীয় অন্যান্য হাদীস

২১৫৮- حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا نَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرِمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعْوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ أَبُو سَعِيدٍ ثَمَّ لِيَأْخُذَ بِنَامِيَّتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبُرْكََةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ .

২১৫৭। উসমান ইবন আবু শায়বা ও আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ আমর ইবন শু'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেনঃ যখন তোমাদের কেউ কোনো রমনীকে বিবাহ করে অথবা কোনো দাস খরিদ করে, তখন সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এর উত্তম স্বভাব ও সৎ চরিত্রের জন্য দু'আ করছি এবং এর মন্দ স্বভাব ও অনিষ্টতা হতে তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আর যখন কেউ কোন উট খরিদ করে তখন সে যেন এর ঝুঁটি স্পর্শ করে এরূপ বলে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, রাবী আবু সাঈদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সে যেন স্ত্রীর ও দাসের কপাল স্পর্শ করে বরকতের জন্য দু'আ করে।

২১৫৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْسَى نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ إِنْ قَدَّرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَنْ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبًا .

২১৫৮। মুহাম্মাদ ইবন ঈসা ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে মনস্থ করে, তখন সে যেন বলে, (অর্থ) আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! শয়তান থেকে বাঁচাও এবং যে রিয়ক তুমি আমাদের দিয়েছ, তা শয়তান থেকে পবিত্র রাখ। অতঃপর তাদের মিলনের ফলে যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, শয়তান তার কখনই কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

২১৫৯- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي مَالِحٍ عَنِ الْكَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا .

২১৫৯। হান্নাদ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদদ্বারে সহবাস করে সে অভিশপ্ত।

২১৬০- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نَا سَفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ
 إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
 نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ .

২১৬০। ইবন বাশ্শার মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদির (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, ইয়াহুদীরা বলত, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে পশ্চাদ দিক হতে তার যৌনসঙ্গ্রহ করে তখন যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে টেরা হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন :
 “তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। কাজেই, তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা সেরূপে গিয়ে ফসল উৎপাদন কর।”

২১৬১- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ مَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ ابْنَ عَمْرٍو وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ أَوْهَرُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا
 الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهَرُّ أَهْلٍ وَتَنِيَّ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودٍ وَهَرُّ أَهْلِ كِتَابٍ وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا
 عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ إِلَّا
 عَلَى حَرْفٍ وَذَلِكَ أَسْتَرٌ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ
 هَذَا الْحَيُّ مِنْ قَرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مَقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمَسْتَلْقِيَاتٍ
 فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ
 وَقَالَتْ إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي حَتَّى شَرِيَّ أَمْرَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ أَيَّ مَقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ
 وَمَسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ .

২১৬১। আবদুল আযীয ইবন ইয়াহুইয়া ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় ইবন উমার, আল্লাহ তাঁকে বা তাঁদেরকে মার্জনা করুন- বলেছেন; জাহিলিয়াতের যুগে আনসারগণ দেব-দেবীর পূজার্চনা করতো এবং ইয়াহুদীদের সাথে অবস্থান করতো। তারা (ইয়াহুদীরা) আহলে কিতাব ছিল এবং সেজন্য তারা (ইয়াহুদীরা) আনসারদের উপর জ্ঞানের দিক দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাত। আর তারা (আনসারগণ) অনেক ব্যাপারে তাদের (ইয়াহুদীদের) অনুসরণ করতো। আর আহলে কিতাবদের নিয়ম ছিল যে, তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায়) সহবাস করতো। আর এটাই ছিল স্ত্রীদের সাথে সহবাসের নিয়ম। আর আনসারদের এই গোত্রটি তাদের নিকট হতে এই নিয়মটি গ্রহণ করে। আর কুরায়শদের এই গোত্রটি, তাদের স্ত্রীদের সাথে বিভিন্ন অবস্থায় সহবাস করতো, এমনকি তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সামান্যসামানি, পশ্চাদদিক দিয়ে ও চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় সহবাস

করতো। অতঃপর তারা যখন মুহাজির অবস্থায় মদীনাতে আগমন করে, তখন তাদের কোন এক ব্যক্তি আনসারদের জনৈক মহিলাকে বিবাহ করে। তখন সে তার সাথে ঐ প্রক্রিয়ার সহবাস করতে গেলে উক্ত মহিলা তাকে ঐরূপে সংগম করতে বাধা দেয় এবং বলে, আমাদের এখানকার সহবাসের একটি নিয়ম, কাজেই তুমি সেই নিয়মে আমার সাথে সংগম করো, অন্যথায় আমার নিকট হতে দূরে সরে যাও। অতঃপর তাদের এই ব্যাপারটি জটিলতর হলে এতদসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অবহিত করা হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন : তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। কাজেই, তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন কর, চাই তা সম্মুখ দিয়ে হোক, পশ্চাদ দিক দিয়ে হোক কিংবা চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় হোক, অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন, যৌনাসঙ্গ সহবাস করবে।

১২১- بَابُ فِي إِثْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

১৪১. অনুচ্ছেদ : ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সহবাস বা মিলন

২১৬০- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْعِيلَ نَا حِمَادٌ أَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يَشَارِبُوهَا وَلَمْ يَجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَأَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرِ النِّكَاحِ فَقَالَتِ الْيَهُودُ مَا يَرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدْعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْبُ بْنُ حَضِيرٍ وَعَبَادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نُنكِحُهُنَّ فِي الْحَيْضِ فَتَبِعَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَنَّنَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَلِيَّةٌ مِنْ لَبْنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهَا فَظَنْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا .

২১৬২। মুসা ইব্ন ইসমাইল আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ইয়াহুদীদের স্ত্রীলোকেরা ঋতুমতী হতো, তখন তারা তাদেরকে ঘর হতে বের করে দিত এবং তাদের সাথে খানাপিনা করতো না। এমনকি তারা তাদের সাথে একই ঘরে অবস্থানও করতো না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন : “তারা আপনাকে হয়েযওয়ালী স্ত্রীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তা অপবিত্র বস্তু। কাজেই হয়েযকালীন সময়ে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণ হতে দূরে থাকবে-” আয়াতের শেষ পর্যন্ত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা তাদের সাথে একই ঘরে বসবাস করবে এবং সংগম ব্যতীত আর সবই করবে। তখন ইয়াহুদীরা বলে, এই লোকটি তো আমাদের নিয়মের ব্যতিক্রম করছে। অতঃপর উসায়দ ইব্ন হুযায়র ও আব্বাদ ইব্ন বিশর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়াহুদীরা এইরূপ সমালোচনা করেছে। আমরা কি স্ত্রীদের সাথে ঋতুমতী থাকাকালীন সময়ে সহবাস করব না? এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেহারা মোবারক পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমরা ধারণা করি যে, তিনি তাদের উভয়ের উপর রাগান্বিত হয়েছেন। অতঃপর তারা কিছু দুধ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করে। তখন তিনি তাঁদেরকে ডেকে পাঠান। অতঃপর এতে আমরা ধারণা করি যে, তিনি তাঁদের উপর রাগান্বিত হননি।

২১৬৩- حَلَّتْنَا مُسَدَّ نَا يَحْيَىٰ عَنِ جَابِرِ بْنِ صَبْعٍ سَمِعْتُ خَلَّاسًا الْهَجْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيْتُ فِي الشَّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْهَدْهُ وَإِنْ أَصَابَ تَعْنَىٰ ثَوْبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْهَدْهُ وَصَلَّىٰ فِيهِ ۝

২১৬৩। মুসাদ্দাদ খালাস হাজরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে বলতে শুনেছি, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঋতুকালীন সময়ে রাতে একই চাদরের নিচে শয়ন করতাম। অতঃপর তাঁর শরীর মোবারকে যদি কিছু (রক্ত) লাগত, তবে তিনি তা ধুয়ে ফেলতেন। আর যদি তাঁর কাপড়ে কিছু (রক্ত) লাগত, তবে তিনি সে স্থান ধুয়ে ফেলতেন। আর তিনি তা পরিবর্তন না করে, তা পরা অবস্থায় নামায আদায় করতেন।

২১৬৪- حَلَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا أَنْ تَنْزُرَ ثَمْرَ يَبَاشِرَهَا ۝

২১৬৪। মুহাম্মাদ ইবন আল-‘আলা আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (র) তাঁর খালা মায়মূনা বিন্ত আল্ হারিস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর কোন ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে শয়ন করতেন, তখন তিনি তাঁকে ইয়ার (পায়জামা) পরিধান করতে বলতেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে রাতযাপন করতেন।

১৩২- بَابُ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

১৪২. অনুচ্ছেদ : ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সংগমের কাফ্যারা

২১৬৫- حَلَّتْنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَىٰ عَنِ شُعْبَةَ غَيْرَهُ عَنِ سَعِيدِ حَدَّثَنِي الْحَكَمِيُّ عَنِ عَبْدِ الْكَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ مِقْسَمِ بْنِ أَبِي عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ۝

২১৬৫। মুসাদ্দাদ ইবন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ হায়েয থাকাকালীন সময়ে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে সে যেন এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার সাদকা করে।

২১৬৬- حَلَّتْنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبَنْدَانِيِّ عَنِ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزْرِيِّ عَنِ مِقْسَمِ بْنِ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا أَصَابَهَا فِي الدِّارِ فِدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدِّارِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ۝

২১৬৬। আবদুস সালাম ইবন মুত্‌তাহহার ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে হায়েযের রক্ত প্রবাহকালীন সময়ে সংগম করে তবে তাকে এক দীনার এবং রক্ত না থাকাকালীন সময়ে সংগম করে তবে অর্ধ দীনার সাদকা প্রদান করতে হবে।

১৮৩- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

১৪৩. অনুচ্ছেদ : আয়ল

২১৬৫- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّلِقَانِيُّ نَا سَفِيَّانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنِ مَجَاهِدٍ عَنِ قَزَعَةَ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي الْعَزْلَ قَالَ فَلَمْ يَفْعَلْ أَحَدٌ كُرْ وَلَمْ يَقُلْ وَلَا يَفْعَلْ أَحَدٌ كُرْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَفْسِ مَخْلُوقَةٍ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَزَعَةُ مَوْلَى زِيَادٍ ۝

২১৬৬। ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল তালেকানী আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এতদসম্পর্কে অর্থাৎ 'আয়ল' সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন এরূপ না করে। আর তিনি এরূপ বলেন নাই যে, তোমাদের কেউই এরূপ করবে না। কেননা, যে ব্যক্তি তা করে, সে কিছুই সৃষ্টির অধিকার রাখে না, বরং আল্লাহ তা'আলাই এর স্রষ্টা। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, কাযা'আ হলো যিয়াদ-এর আযাদকৃত দাস।

২১৬৬- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانٌ نَا يَحْيَى أَنْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ رِفَاعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعَزِلُّ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحِيلَ وَأَنَا أُرِيدُ مَا يَرِيدُ الرِّجَالُ وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ إِنَّ الْعَزْلَ مَوْؤَدَةٌ الصَّغْرَى قَالَ كَذَّبَتْ يَهُودٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعَتْ أَنْ تَصْرِفَهُ ۝

২১৬৮। মুসা ইব্ন ইসমাঈল আবু সাঈদ আল্ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার একটি দাসী আছে, আর আমি তার সাথে সহবাসের সময় 'আয়ল' করি। কেননা আমি এটা অপছন্দ করি যে, সে গর্ভবতী হোক এবং আমি তাকে বিক্রয় করতেও ইচ্ছা রাখি। আর ইয়াহুদীরা আয়লকে জায়য মনে করে না বরং তাদের মতে এটা ছোট গর্ভপাত। এতদশ্রবণে তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলেছে, বরং আল্লাহ তা'আলা যাকে সৃষ্টি করতে চান, কেউই তার আগমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না।

২১৬৯- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مَكْحَرٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتَهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبَايَا مِنْ سِبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْفِئَاءَ فَارَدْنَا أَنْ نَعَزِلَّ ثُمَّ قُلْنَا نَعَزِلُّ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ

১. সহবাসের সময় চরম উত্তেজনার মুহুর্তে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে বীর্যপাত না করে বাইরে বীর্যপাত করাকে আয়ল (العزل) বলে।

أَظْهَرْنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسْمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ •

২১৬৯। আল্ কা'নাবী ইবন মুহায়রীয হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে (নব্বীতে) প্রবেশ করে, সেখানে আবু সাঈদ আল্ খুদরী (রা) কে দেখতে পাই। আমি তার নিকট উপবেশন করে তাঁকে 'আয্ল' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বের হই। তখন আমাদের হাতে আরবের (বনু মুস্তালিক গোত্রের) কিছু মহিলা বন্দী হয়। ঐ সময় আমরা স্ত্রীদের নিকট হতে দূরে থাকায়, আমাদের কামস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমরা তাদের (মহিলাদের) অধিক মূল্য প্রাপ্তির জন্যও লালায়িত ছিলাম। তখন আমরা (তাদের সাথে সহবাসকালে) আয্ল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অতঃপর আমরা বলি, আমরা 'আয্ল' করব, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তো আমাদের সংগেই আছেন, তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছি না কেন? অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ যদি তোমরা তা কর, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। (তবে জেনে রাখ!) কিয়ামত পর্যন্ত যারা সৃষ্টি হওয়ার, তারা সৃষ্টি হবেই (প্রতিরোধের ক্ষমতা কারো নেই)।

২১৮০- حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّ سَيِّئَاتِيهَا مَا قَدِرَ لَهَا قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثَمْرًا أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ سَيِّئَاتِيهَا مَا قَدِرَ لَهَا •

২১৭০। উসমান ইবন আবু শায়বা জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করে, আমার একটি দাসী আছে, যার সাথে আমি সহবাসও করি। কিন্তু সে গর্ভবতী হোক তা আমি পছন্দ করি না। তিনি বলেন : তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে আয্ল করতে পার। তবে জেনে রেখ! তার ভাগ্যে যা নির্ধারিত তা হবেই। রাবী বলেন, তখন সেই ব্যক্তি কিছুদিন পর পুনরায় তাঁর নিকট এসে বলে, আমার দাসী গর্ভবতী হয়েছে। তখন তিনি বলেন, আমি তো এ ব্যাপারে তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারিত করেছেন, তা অবশ্যই প্রকাশ পাবে।

১৮৮- بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

১৪৪. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পর তা অন্য ব্যক্তির নিকট বিবৃত করার অপরাধ

২১৮১- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرٌ نَا الْجَرِيرِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ نَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى نَا حَمَادٌ كُتْمَهُ عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنِ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ طِفَاوَةِ قَالَ تَثَرَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّ أَرَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَشَدَّ تَشْمِيرًا وَلَا أَقْوَرَ عَلَى ضَيْفٍ مِّنْهُ فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ مَعَهُ

كَيْسٍ فِيهِ حَصَىٌّ أَوْ نَوَىٌّ وَاسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءٌ وَهُوَ يَسْبِغُ بِهَا حَتَّى إِذَا نَفِثَ مَا فِي الْكَيْسِ الْغَاءَةَ إِلَيْهَا فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ فِي الْكَيْسِ فَرَفَعَتْهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَلَا أَحْسَنُ لَكَ عِنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأُوعَكَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ مَنْ أَحْسَنُ الْفَتَى الدَّوْسِيُّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ ذَا يُوعَكَ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَوْضَعِ يَدِي عَلَى فَقَالَ لِي مَعْرُوفًا فَنَهَضْتُ فَاَنْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى أَتَى مَقَامَهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَانِ مِنْ رِجَالٍ وَصَفٌ مِنْ نِسَاءٍ أَوْ صَفَانِ مِنْ نِسَاءٍ وَصَفٌ مِنْ رِجَالٍ فَقَالَ إِن نَّسَانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَلْيَسْبِغِ الْقَوَامُ وَالْيَصِّقِ النِّسَاءَ قَالَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَمَرِ يَنْسَ مِنْ صَلَوَاتِهِ شَيْئًا فَقَالَ مَجَالِسُكَرٌ مَجَالِسُكَرٌ زَادَ مُوسَى هُنَا ثَمَّ حَيْدَ اللَّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثَمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ ثَمَّ اتَّفَقُوا ثَمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ قَالَ هَلْ مِنْكُمْ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَةً وَاسْتَنْتَرَبِ سِتْرَ اللَّهِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ثَمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا قَالَ فَسَكْتُوا قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ مَنْ تَحَلَّى بِفَسَكْتِنَ فَحَشَّتْ فَتَاءً عَلَى إِحْسَى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْرَاهَا وَيَسْبِغُ كَلَامَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُنَّ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ طَيَّبَ الرِّجَالُ مَا ظَهَرَ رِيحَهُ وَكَمَرِ يَظْهَرُ لَوْنَهُ إِلَّا أَنْ طَيَّبَ النِّسَاءُ مَا ظَهَرَ لَوْنَهُ وَكَمَرِ يَظْهَرُ رِيحَهُ قَالَ أَبُو دُوْدٍ وَمِنْ هُنَا حَفِظْتَهُ عَنْ مُؤَمِّلٍ وَمُوسَى أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلَا إِمْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ أَوْ ذَكَرَ ثَالِثَةً فَنَسِيَتْهَا وَهُوَ فِي حَدِيثٍ مُسَدِّدٍ وَلَكِنِّي لَمُ اتَّقَنَهُ وَقَالَ مُوسَى نَا حَمَّادٍ عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنِ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطَّفَاوِيِّ ۞

২১৭১। মুসাদ্দাদ, মু'আম্মাল ও মুসা আবু নাযরা (র) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, তাফাওত নামক স্থানের জৈনিক শায়খ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা মদীনাতে অবস্থানকালে আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর মেহমান হই। আর এ সময় আমি নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে আর কাউকে তাঁর চাইতে অধিক ইবাদতকারী ও অতিথি পরায়ণ দেখিনি। তাঁর সাথে অবস্থানকালে একদিন আমি তাঁকে খাটের উপর দেখি, যখন তাঁর

সাথে একটি পাথর বা খেজুর ভর্তি থলে ছিল। আর তাঁর খাটের নিচে ছিল একটি কৃষ্ণবর্ণ দাসী। এরপর তিনি তার গণনা সমাপ্ত করে যা থলের মধ্যে ছিল থলেটি ক্রীতদাসীর প্রতি নিষ্ক্ষেপ করেন। অতঃপর সে তা কুড়িয়ে আবার তাঁর নিকট প্রদান করে। তখন তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে আমার ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে কিছু বর্ণনা করব? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, একদা আমি কঠিন জুরে আক্রান্ত হয়ে মসজিদের এক কোনায় গুয়ে ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং তিনবার জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কেউ কি আবু হুরায়রাকে দেখেছে? জনৈক ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি তো কঠিন জুরে আক্রান্ত হয়ে মসজিদের এক পার্শ্বে (শায়িত) আছেন। এতদৃশ্বণে তিনি হেঁটে আমার নিকট আসেন এবং তাঁর হাত মোবারক আমার শরীরের উপর রাখেন। এরপর তিনি আমার সাথে কিছুক্ষণ খোশালাপ করেন। এরপর আমি উঠে বসি। অতঃপর তিনি তাঁর নামায আদায়ের স্থানে গমন করেন। তিনি লোকদের নিকট গমন করেন এবং এ সময় তাঁর সাথে পুরুষদের দু'টি কাতার এবং মহিলাদের একটি কাতার ছিল। অথবা মহিলাদের দুটি এবং পুরুষদের একটি কাতার ছিল। এরপর তিনি বলেন, নিশ্চয় শয়তান আমাকে আমার নামায হতে কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। কাজেই (নামাযের মধ্যে ভুলের সময়) পুরুষেরা যেন তাস্বীহ পাঠ করে এবং মহিলারা যেন হাতের তালু বাজায় (অর্থাৎ হাতে তালি দেয়)। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আদায় করেন এবং তিনি তাঁর নামাযে আর কোন ভুল করেননি। এরপর (নামায শেষে) তিনি বলেন, তোমরা স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান কর। রাবী মুসা এখানে অতিরিক্ত বর্ণনা করছেন যে, অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা পেশ করেন এবং বলেন। অতঃপর সমস্ত রাবী একমত হয়ে বর্ণনা করেন যে, তখন তিনি লোকদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যখন সে তার স্ত্রীর নিকট গমন করে, তখন সে দরজা বন্ধ করে এবং নিজের উপর একটি পর্দা টানে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মত (স্ত্রীর সাথে মিলন পর্বে যা করে) তা গোপনে করে? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, এরপর এই লোকটি (স্ত্রীর সাথে মিলন শেষে) উঠে গিয়ে (অন্যের নিকট) বলে, আমি এটা করেছি, আমি এরূপ করেছি? রাবী বলেন, এতদৃশ্বণে সকলে নিশ্চুপ হয়ে যায়। রাবী বলেন, এরপর তিনি মহিলাদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার গোপন কথা (স্বামী-স্ত্রীর মিলনের) অন্য স্ত্রীলোকের নিকট বর্ণনা কর? এতদৃশ্বণে তারাও নিশ্চুপ হয়ে যায়। অতঃপর জনৈক যুবতী রমনী তার পায়ের পাতার উপর ভর করে, গর্দান উঁচু করে এজন্য বসে যে, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে পান এবং তার কথা শুনতে পান। এরপর সে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষেরা এরূপ বলে এবং মহিলারাও। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি অবগত আছ, এটা কিসের সদৃশ? এরপর তিনি নিজে বলেন, এর উদাহরণ ঐ শয়তানের, যে একজন স্ত্রী শয়তানের নিকট গমন করে, এরপর সে তার নিকট হতে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে (অর্থাৎ সহবাস করে) আশ লোকেরা স্বচক্ষে তা অবলোকন করে। জেনে রাখ! পুরুষের জন্য ঐ আতর ব্যবহার করা উচিত, যার সুগন্ধি অধিক; কিন্তু রং অপ্রকাশ্য। সাবধান! মহিলাদের এরূপ আতর ব্যবহার করা উচিত, যার রং প্রকাশ্য, কিন্তু সুগন্ধি অপ্রকাশ্য।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এর পরবর্তী বর্ণনা আমি মু'আম্মাল ও মুসা হতে সংগ্রহ করেছি (মুসাদ্দাদ হতে নয়) কিন্তু (এই বর্ণনা) কোন পুরুষ যেন অন্য পুরুষের সাথে একই বিধানায় একত্রে শয়ন না করে এবং কোন স্ত্রীলোক অপর কোন স্ত্রীলোকের সাথে। অবশ্য পিতা ও সন্তানের সাথে শয়নে দোষ নেই। আর তারা তৃতীয়ত যা বর্ণনা করেন তা আমার স্মরণ নেই। আর রাবী মুসাদ্দাদ-এর বর্ণনায় কী উল্লেখ আছে, আমি তাঁর নিকট হতে তা জ্ঞানতে পারিনি।

كِتَابُ الطَّلَاقِ

তালাকের অধ্যায়

১৩৫- بَابٌ فِي مَنْ حَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

১৪৫. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে

২১৮২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابِ نَا عَمَّارُ بْنُ رَزِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ •

২১৭২। আল্ হাসান ইব্ন আলী আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কোন স্ত্রীলোককে তার স্বামীর বিরুদ্ধে এবং কোন দাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে।

১৩৬- بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهَا

১৪৬. অনুচ্ছেদ : ঐ স্ত্রীলোক যে তার স্বামীর নিকট তার অন্য স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য বলে

২১৮৩- حَدَّثَنَا الثَّقَنِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَكْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّهَا لَهَا مَا قَدِرَ لَهَا •

২১৭৩। আল্ কানাবী আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রীলোক যেন নিজের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য তার ভগ্নির তালাক কামনা না করে, নিজে তার সাথে বিবাহবন্ধ হওয়ার জন্য। কেননা, তার জন্য তা-ই যা তার তাকদীরে আছে।

১৩৭- بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ

১৪৭. অনুচ্ছেদ : তালাক একটি গর্হিত কাজ

২১৮৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا مَعْرَفٌ عَنْ مَحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ •

২১৭৪। আহমাদ ইব্ন ইউনুস মুহারিব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট হালাল বিষয়সমূহের মধ্যে তালাকের চাইতে অধিক নিকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নেই।

২১৮৫ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَرْفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مَكَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ .

২১৭৫। কাসীর ইব্ন উবায়দ ইব্ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বস্তু হল তালাক।

১৩৮ - بَابُ فِي طَلَاقِ السَّنَةِ

১৪৮. অনুচ্ছেদ : সন্নাত তরীকায় তালাক

২১৮৬ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فَنَتِكَ الْعِنَةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ .

২১৭৬। আল্ কা'নাবী আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে, তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক প্রদান করেন। তখন উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বল এবং হায়েয হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রাখতে বল। এরপর সে (মহিলা) পুনরায় হায়েযা এবং পুনরায় হায়েয হতে পবিত্র হলে সে তাকে চাইলে রাখতেও পারে এবং যদি চায় তাকে তালাকও দিতে পারে, এই তালাক অবশ্য তার সাথে সহবাসের পূর্বে পবিত্রতাবস্থায় দিতে হবে। আর এ ইন্দত (সময়সীমা) আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের তালাক প্রদানের জন্য নির্ধারিত করেছেন।

২১৮৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً

بِعْنَى حَلِيشِ مَالِكٍ .

২১৭৭। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ নাফে' (র) হতে বর্ণিত যে, ইব্ন উমার (রা) তার স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক প্রদান করেন। এরপর রাবী কর্তৃক মালিক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অর্থে বর্ণিত হয়েছে।

২১৮৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا إِذَا طَهَّرْتَ أَوْ وَهِيَ حَائِلٌ .

২১৭৮। উসমান ইব্ন আবু শায়বা ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি তার স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক দেন। তখন উমার (রা) এতদসম্পর্কে নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি তাকে (ইব্ন উমারকে) তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলো। এরপর সে যখন (হায়েয হতে) পবিত্র হয়, কিংবা সে গর্ভবতী হয়, তখন যেন তাকে তালাক দেয়।

২১৮৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنبَسَةَ نَا يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطَهَّرَ ثُمَّ تَحِيَّضَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ •

২১৭৯। আহমাদ ইব্ন সালিহ সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (রহ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক দেন। তখন উমার (রা) এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি রাগান্বিত হন এবং বলেন, তুমি তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলো। অতঃপর যতক্ষণ না সে হয়েয হতে পবিত্র হয়, ততক্ষণ নিজের নিকট রাখতে বলো। অতঃপর পুনরায় সে ঋতুমতী হয়ে পবিত্র হলে, সে ইচ্ছা করলে তাকে সহবাসের পূর্বে পবিত্রাবস্থায় তালাক প্রদান করতে পারে। আর এ তালাক (পবিত্রাবস্থায়) ইন্দতের জন্য, যেরূপ আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করেছেন।

২১৮০- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ كَرَّمْتَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ وَاحِدَةً •

২১৮০। আল্ কা'নাবী আল্ হাসান ইব্ন আলী ইব্ন সীরীণ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইউনুস ইব্ন জুবায়র আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি ইব্ন উমার (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি আপনার স্ত্রীকে কয়টি তালাক প্রদান করেছেন? তিনি বলেন, একটি।

২১৮১- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا يَزِيدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَآتَى عُمَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا قَالَ قُلْتُ فَيَعْتَدُ بِهَا قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزُوا وَاسْتَحَقَّ •

২১৮১। আল্ কা'নাবী মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীণ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইউনুস ইব্ন জুবায়র আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, একদা আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) কে জিজ্ঞাসা করি। এক ব্যক্তি হয়েয অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি ইব্ন উমারকে চেন? আমি বলি, হ্যাঁ। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) তার স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক প্রদান করে। তখন উমার (রা) নবী করীম ﷺ -এর খিদ্মতে উপস্থিত হয়ে তাকে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে

বলো। এরপর সে যেন তাঁকে তার হয়েয আসার পূর্বে তালাক প্রদান করে। তখন আমি বলি, এটা হতে কি তার ইদ্দত গণনা করতে হবে? তখন জবাবে তিনি বলেন, হাঁ। আর সে যদি এরূপ করতে অপারগ হয়, তবে সে আহ্মকের মত কাজ করবে।

২১৮২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ إِذَا طَهَّرْتَ فَلْيَطَّلِقْ أَوْ لِيَمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلٍ عَن تِهْنٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يُوْنُسُ بْنُ جَبْرِ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جَبْرِ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ عَنْ وَائِلٍ مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَنْ يَرْجِعَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَنْ يَرْجِعَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ أَوْ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَرَوَى عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافٍ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ .

২১৮২। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ আবদুর রায্যাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইব্ন জুরায়জ আবু যুবায়র হতে খবর দিয়েছেন। তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আয়মনকে যিনি উরওয়ার আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, ইব্ন উমার (রা) কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেন এবং আবু যুবায়রও তা শ্রবণ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক দেয়, সে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে তাঁর স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক দেয়। উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার তার স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছে। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, তখন তিনি আমাকে পুনরায় তাকে (স্ত্রীকে) গ্রহণ করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, এতে দোষের কিছু নেই। অতঃপর তিনি বলেন, তাকে পুনঃগ্রহণের পর যখন সে পবিত্র হবে, তখন তাকে তালাক দিবে বা তোমার নিকট রাখবে। অতঃপর ইব্ন উমার (রা) বলেন, তখন নবী করীম ﷺ এ আয়াত পাঠ করেনঃ “হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিবে, তখন তাদের ইদ্দত (গণনার সীমা) আসার পূর্বে তালাক দিবে।”

ইমাম আবু দাউদ আবু ওয়ায়েল হতে অন্যান্য রাবীদের বর্ণিত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, নবী করীম ﷺ তাকে (ইব্ন উমার) তার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন, যতক্ষণ না সে পবিত্র হয়। এরপর যদি ইচ্ছা করে, তাকে তালাক দিতে বা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন।

১২৭- بَابُ فِي نَسْخِ السَّرَاجِعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

১৪৯. অনুচ্ছেদ : তিন তালাক প্রদানের পর পুনঃ গ্রহণ বাতিল হওয়া

২১৮৩- حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هَلَالٍ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِيِّ عَنْ مَطْرِفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى طَلْقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سَنَةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سَنَةٍ أَشْهَدُ عَلَى طَلْقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدُّ.

২১৮৩। বিশ্বর ইবন হিলাল মুতাররিফ ইবন আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইমরান ইবন হুসায়ন এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন, যে তার স্ত্রীকে তালাকে রিজ'ঈ প্রদান করে, এরপর সে তার সাথে সহবাস করে। আর তার তালাক প্রদান ও পুনঃগ্রহণের সময় কাউকে সাক্ষী রাখেনি। তিনি বলেন, তুমি তাকে সন্নাত তরীকার বিপরীতে তালাক প্রদান করেছ এবং সন্নাতের বিপরীতে পুনঃগ্রহণ করেছ। (আর জেনে রাখ!) তাকে তালাক প্রদানের সময় এবং পুনঃগ্রহণের সময় সাক্ষী রাখবে (এটাই সন্নাত তরীকা)। আর তালাক দেওয়ার পর পুনরায় তার কাছেও যাবে না, পুনঃগ্রহণও করবে না।

২১৮৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرُوزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْآيَةَ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنَسَخَ ذَلِكَ فَقَالَ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ الْآيَةَ.

২১৮৪। আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল মারওয়াযী ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আল্লাহ তা'আলার বাণী) “তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণকে নিজ গৃহে তিন হায়েয পর্যন্ত আবদ্ধ রাখবে। আর তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন রাখা বৈধ নহে” (আর এ আয়াত নাযিলের উদ্দেশ্য হল): যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে ইতিপূর্বে তালাক প্রদান করতো, তখন সে তাকে পুনঃগ্রহণের অধিক হকদার হতো; যদিও সে তাকে তিন তালাক প্রদান করতো। এরপর এ আয়াতটি, পরবর্তী আয়াতের দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন : (অর্থ) “তালাক দু'ধরনের ----- আয়াতের শেষ পর্যন্ত।” অর্থাৎ ১. তালাকে রিজ'ঈ : এক বা দু'তালাক দেয়ার পর ফেরত নেয়া চলে। ২. তালাকে মুগাল্লাযা : তিন তালাক দেয়ার পর পুনঃগ্রহণ চলে না।

১৫০- بَابُ فِي سَنَةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

১৫০. অনুচ্ছেদ : গোলামের তালাক প্রদানের নিয়ম

২১৮৫- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ نَا عَلِيَّ بْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ مَعْتَبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا حَسَنِ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي

مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا التَّطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلَحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ قَضَى
بِنِكَاحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২১৮৫। যুহায়র ইব্ন হারব বনী নাওফলের আযাদকৃত গোলাম আবু হাসান বলেন, তিনি ইব্ন আক্বাস (রা) কে এমন একজন দাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যার অধীনে একজন দাসী স্ত্রী ছিল। আর সে তাকে দু'তালাক প্রদান করেছিল। এরপর তারা উভয়েই আযাদ হয়। এমতাবস্থায় দাসটি কি তাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, পারবে। কেননা, এতদসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ফয়সালা প্রদান করেছেন।

২১৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا سَفِيَانُ ابْنُ عَمْرٍو أَنَا عَلِيٌّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلَا إِخْبَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

২১৮৬। মুহাম্মাদ ইব্ন আল-মুসান্না আলী (রা) হতে পূর্বেজ্ঞ হাদীসের সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আক্বাস (রা) বলেন, তোমার জন্য একটি তালাক বাকী ছিল। আর এর জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ফয়সালা দিয়েছেন। (অর্থাৎ দাস মুক্ত হওয়ার পর তুমি তিন তালাক পর্যন্ত দেয়ার অধিকারী হয়েছ। এখন বাকী তালাকটি না দিয়ে ফেরত গ্রহণের সুযোগ তোমার রয়েছে)।

২১৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ نَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مَظَاهِرٍ عَنِ الْقَسِيرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ طَلَّاقُ الْأُمَّةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرُوءُهُمَا حَيْضَتَانِ قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنِي مَظَاهِرٌ حَدَّثَنِي الْقَسِيرُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَعِدَّتُهُمَا حَيْضَتَانِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ حَدِيثٌ مَجْهُولٌ

২১৮৭। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসউদ আয়েশা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, দাসীর জন্য তালাক হ'ল দু'টি এবং তার ইদতের সময় হ'ল দু'হায়েয পর্যন্ত।

আবু আসিম আয়েশা (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বলেন, তার ইদত হল দু'হায়েয।

১৫১- بَابُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

১৫১. অনুচ্ছেদ : বিবাহের পূর্বে তালাক

২১৮৮- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَنَا بْنُ الصَّبَّاحِ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ نَا مَطَرُ الْوَرَّاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِاطَّلَاقِ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ

২১৮৮। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম আমর ইব্ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতা হতে এবং পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : স্ত্রীর অধিকারী হওয়া ব্যতীত তালাক হয় না। কোন

দাস-দাসীর মালিক হওয়া ব্যতীত তাদের আযাদ করা যায় না। আর কোন জিনিস-পত্রের মালিক হওয়া ছাড়া উহা বিক্রি করা যায় না। রাবী ইব্ন আল্ সাব্বাহ অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, কোন মালের মালিক হওয়া ব্যতীত উহার মান্নত করা যায় না।

২১৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْكَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينُ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةٍ رَجِمَ فَلَا يَمِينُ لَهُ.

২১৮৯। মুহাম্মাদ ইব্ন আল্ 'আলা আমর ইব্ন শু'আয়ব (রহ) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি (মুহাম্মাদ) ইহা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেহ কোনরূপ গোনাহের কাজের জন্য শপথ করে, তবে উহা তার জন্য আদায় করা প্রয়োজনীয় নয়, আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করার জন্য শপথ (হলফ) করে, তার শপথও পালনীয় নয়।

২১৯০- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْكَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي هَذَا الْخَبْرِ زَادَ وَلَا تَذَرُ إِلَّا فِيهَا ابْتغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرَهُ.

২১৯০। ইব্ন আল্ সার্বহ আমর ইব্ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী ইব্ন আল্ সার্বহ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, কেবল আল্লাহ তা'আলার ইবাদত সংক্রান্ত মান্নত ছাড়া অপর কোন মান্নতই হয় না।

১৫২- بَابُ فِي الطَّلَاقِ عَلَى غَيْظٍ

১৫২. অনুচ্ছেদ : রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া

২১৯১- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الْحَمَصِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ إِثْلِيَا قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَاطْلَاقٌ وَلَاعِتَاقٌ فِي غِلَاقٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغِلَاقُ أَظَنَّهُ فِي الْغَضَبِ.

২১৯১। উবায়দুল্লাহ ইব্ন সা'দ আল যুহরী মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ ইব্ন আবু সালিহ (র) হতে বর্ণিত, যিনি (সিরিয়ার) ইলিয়া নামক স্থানে বসবাস করতেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া হতে আদী ইব্ন আদী আল কিন্দীর সাথে বের হই। এরপর আমরা মক্কায় উপনীত হলে, আমাদের সাক্ষিয়্য বিন্ত শায়বার নিকট তিনি প্রেরণ করেন। যিনি

আয়েশা (রা) হতে এ হাদীসটি সংগ্রহ করেন। রাবী বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : গিলাক^১ অবস্থায় কোন তালাক হয় না বা দাস মুক্ত করা যায় না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আমার ধারণা غلاق অর্থ হল রাগান্বিত অবস্থায় তালাক প্রদান করা।

১৫৩- بَابُ فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْمَهْلِ

১৫৩. অনুচ্ছেদ : হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে তালাক প্রদান

২১৭২- حَدَّثَنَا الثَّقَعْبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَلُكُ جِدْمٍ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرُّجْعَةُ .

২১৯২। আল্ কান্নাবী আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তিনটি এমন কাজ আছে, যার জন্য চেষ্টা করা দরকার। যথা : বিবাহ, তালাক, এবং পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ সম্পর্কে। (অর্থাৎ হাসি ঠাট্টাচ্ছলে এরূপ কোনো কাজ করা যায় না)।

১৫৪- بَابُ بِقِيَةِ نَسَخِ الرَّاجِعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

১৫৪. অনুচ্ছেদ : তিন তালাক প্রদানের পর পুনঃ গ্রহণ বাতিল হওয়া সম্পর্কে অবশিষ্ট হাদীস

২১৭৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا ابْنُ جَرِيحٍ أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عِكْرَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مَرْبِئَةَ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ مَا يَغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا يَغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةَ لِشَعْرَةٍ أَخَذْتُهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ حَمِيَّةً فَذَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِحَسَّاسِ بْنِ أَتْرُونَ فَلَنَا يَشْبَهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفَلَانًا يَشْبَهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا قَالُوا انْعَمَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقْتُمَا فَعَلَّ قَالَ رَاجِعِ امْرَأَتِكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُمَا تَلُّثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْتُمَا وَتَلَا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عَجَّيْزٍ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدِ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّحَ لِأَنَّهُمْ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلُهُ أَعْلَمُ بِهِ أَنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَاحِدَةً .

১. রাগান্বিত বা বল প্রয়োগ। স্ত্রীপক্ষের বল প্রয়োগে রাগান্বিত হয়ে তালাক প্রদান।

২১৯৩। আহমাদ ইবন সালিহু ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুকানার পিতা আব্দ ইয়াযীদ উম্মে রুকানাকে তালাক প্রদান করেন এবং মুয়ায়না গোত্রের জনৈক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। সেই মহিলা নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, সে সহবাসে অক্ষম, যেমন আমার মাথার চুল অন্য চুলের কোন উপকারে আসে না। কাজেই আপনি তার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন। এতদশ্রবণে নবী করীম ﷺ রাগান্বিত হন এবং তিনি রুকানা ও তার ভাইদিগকে আহ্বান করেন। এরপর তিনি সেখানে উপস্থিত করে সাথীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা লক্ষ্য করে দেখ যে, এদের মধ্যে অমুক অমুকের বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদের পিতা আব্দ ইয়াযীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে কি মিল আছে না? তখন তারা বলেন, হাঁ। নবী করীম ﷺ আব্দ ইয়াযীদকে বলেন, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। তিনি তাকে তালাক দিলেন। এরপর তিনি তাকে নির্দেশ দেন যে, তুমি উম্মে রুকানাকে পুনরায় গ্রহণ কর। তখন তিনি বলেন, আমি তো তাকে তিন তালাক প্রদান করেছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তিনি বলেন, আমি তোমার তালাক প্রদানের কথা অবগত আছি। তুমি তাকে পুনরায় গ্রহণ কর। এরপর তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন, “হে নবী! যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক প্রদান করবে, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনের জন্য তালাক দিবে।”

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আব্দ ইয়াযীদ তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলে, নবী করীম ﷺ তাকে পুনরায় ঐ স্ত্রীকে গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

২১৭২- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَا إِسْعِيلُ أَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مَجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحِمْلَةَ ثُمَّ يَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَإِنَّكَ لَمِنَ اتَّقِينَ اللَّهُ فَمَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَ مِنْكَ أَمْرُكَ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حُمَيْدُ بْنُ الْأَعْرَجِ وَغَيْرُهُ عَنْ مَجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَيْبُوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيعًا عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُلُّهُمْ قَالُوا فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ أَجَازَهَا قَالَ وَبَانَ مِنْكَ لِحْوَحْدَيْهِ إِسْعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَرْقٍ وَاحِدٍ فِيهِ وَاحِدَةٌ وَرَوَاهُ إِسْعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ هَذَا قَوْلَهُ لَمَّا نَكَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَعَلَهُ قَوْلَ عِكْرَمَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَصَارَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا .

২১৯৪। হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা) -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে বলে যে, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করেছে। তখন তিনি চুপ করে থাকেন, যাতে আমার মনে হয়, তিনি (ইব্ন আব্বাস) তাকে ঐ স্ত্রী পুনরায় গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিবেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলেন, তোমাদের কেউ যেন এখান থেকে গমনপূর্বক আহমকের মত কাজ না করে এবং বলে, হে ইব্ন আব্বাস! হে ইব্ন আব্বাস! আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : “আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা পরিত্রাণের ব্যবস্থা করে দেন।” আর তুমি আল্লাহকে ভয় করো না, কাজেই আমি তোমার জন্য পরিত্রাণের কোনো পথ দেখছি না। তুমি তোমার রবের নাফরমানী করেছ এবং তোমার স্ত্রীকে তোমার নিকট হতে পৃথক করে দিয়েছ। অথচ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ : “ হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিবে, তখন তাদের ইন্দতের মধ্যে তাদেরকে তালাক দিবে।”

আবু দাউদ, শু'বা, আইউব, ইব্ন জুরায়জ ও আ'মাশ প্রমুখ রাবীগণ- সকলেই ইব্ন আব্বাস (রা) হতে উক্ত হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি এটাকে তিন তালাক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক প্রদান করবে তাতে এক তালাকই হবে।

২১৭৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَكِيْبٍ وَهَذَا حَدِيثٌ أَحْمَدٌ قَالَ لَا نَأْبُو عَبْدَ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَّاسِ بْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سَنِلُوا عَنِ الْبَكْرِ يَطْلِقُهَا زَوْجَهَا ثَلَاثًا فَكَلَّمَهُمْ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْخُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ أَنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ حِينَ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ إِيَّاسِ بْنِ الْبَكْرِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عَمْرِو فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذْ هَبَّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثَمَّ سَأَلَ هَذَا الْخَبَرَ.

২১৯৫। আহমাদ ইব্ন সালিহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইব্ন আব্বাস, আবু হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল 'আস (রা) কে ঐ কুমারী স্ত্রীলোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যাকে তার স্বামী তিন তালাক প্রদান করেছে। এর জবাবে তারা সকলেই বলেন, ঐ স্ত্রী তার জন্য ততক্ষণ হালাল হবে না, যতক্ষণ না তাকে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ দেয়া হয়।

২১৭৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ نَأْبُو النَّعْمَانَ نَأْبُو حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ أَيُّوبَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبُو الصُّهْبَاءِ وَكَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَنَابَعُوا فِيهَا قَالَ أَجِزُوهُمْ عَلَيْهِمْ.

২১৯৬। মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান তাউস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সাহবা নামক জনৈক ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। একদা সে বলে, আপনি কি ঐ ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত আছেন যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তিন তালাক প্রদান করে, একে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে, আবু বাকর (রা)-এর যুগে এবং উমার (রা)-এর খিলাফতের যুগে এক তালাক হিসাবে গণ্য করতো? ইবন আব্বাস (রা) বলেন, হ্যাঁ। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তিন তালাক প্রদান করতো; তাঁরা একে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাকর (রা) উমার (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে, এক তালাক গণ্য করতো। এরপর তিনি (উমার) যখন দেখেন যে, মানুষ অধিক হারে তিন তালাক দিচ্ছে তখন তিনি বলেন, এতে তাদের উপর তিন তালাক বর্তাবে।

۲۱۹۷- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ اتَّعَلَّمْتُ إِنَّهَا كَانَتْ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِّنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ.

২১৯৭। আহম্মাদ ইবন সালিহ একদা আবু সাহবা (র) ইবন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি অবগত আছেন যে, নবী করীম ﷺ -এর যুগে, আবু বাকর (রা)-এর যুগে এবং উমার (রা)-এর খিলাফতের তিন বছর কাল পর্যন্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হতো? ইবন আব্বাস (রা) বলেন, হ্যাঁ।

۱۵۵- بَابُ فِي مَا عَنِ بِهِ الطَّلَاقَ وَالنِّيَّاتِ

১৫৫. অনুচ্ছেদ : যে শব্দের দ্বারা তালাকের ইচ্ছা বোঝায় তা এবং নিয়াত

۲۱۹۸- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِينُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِنَيْئٍ أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ.

২১৯৮। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর আলকামা ইবন ওয়াক্কাস আল-লায়সী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সমস্ত কাজ নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যে কাজের জন্য যে নিয়াত করে, তা তদ্রূপ হয়ে থাকে। যেমন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের জন্য হয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কিছু লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে বা কোন স্ত্রীলোককে বিবাহের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, এমতাবস্থায় সে যে নিয়াতে হিজরত করে, সে তা-ই প্রাপ্ত হবে।

২১৭৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍوُ بْنُ السَّرْحِ وَسَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَسَأَقِ قِصَّةً فِي تَبْوَكٍ حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزَلَ إِمْرَأَتَكَ قَالَ فَقُلْتُ أَطَلَّقَهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلْ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبْنَهَا فَقُلْتُ لِإِمْرَأَتِي الْحَقِّي بِأَهْلِكَ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الْأَمْرِ .

২১৯৯। আহমাদ ইবন আমর ইবন শিহাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেছেন। আর কা'ব (রা) যখন অন্ধ হয়ে যান, তখন তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে নিয়ে চলাফেরা করতো। রাবী বলেন, আমি কা'ব ইবন মালিককে বলতে শুনেছি। এরপর তাবুকের ঘটনা সম্পর্কে বিধৃত হয়েছে। তিনি বলেন, এরপর যখন পঞ্চাশ দিনের মধ্যে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূত আমার নিকট আগমন করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে আপনার স্ত্রীর নিকট হতে দূরে অবস্থান করতে বলেছেন। তখন তিনি (কা'ব) জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি তাকে তালাক দিব, না কি রাখব? দূত বলেন, না, (তালাক দিবেন না) বরং তার নিকট হতে দূরে থাকুন এবং তার সাথে সহবাস করবেন না। এতদশ্রবণে আমি আমার স্ত্রীকে বলি, তুমি তোমার (পিতার) পরিবারের নিকট গমন করো এবং তাদের সাথে অবস্থান করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপার সম্পর্কে কোন ফায়সালা প্রদান করেন।

১৫৬- بَابُ فِي الْخِيَارِ

১৫৬. অনুচ্ছেদ : যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ইচ্ছা (ক্ষমতা) দেয়, তবে এতে তালাক হবে কিনা

২২০০- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاَهُ فَلَمْ يَعْنِ ذَلِكَ شَيْئًا .

২২০০। মুসাদ্দাদ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সময় আমাদের তালাকের ইচ্ছা প্রদান করেন। তখন আমরা তাঁর নির্দেশ পালন করি এবং তালাকের ইচ্ছা সম্পর্কে কিছু ঘটেনি। (অর্থাৎ কেউই তালাক গ্রহণ করেননি, বরং নবীজীর স্ত্রী হিসাবে থাকাই পছন্দ করেছেন।

১৫৭- بَابُ فِي أَمْرِكَ بِبَيْدِكَ

১৫৭. অনুচ্ছেদ : যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, “তোমার ব্যাপার তোমার হাতে”

২২০১- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ قُلْتُ لِأَيُّوبَ هَلْ تَعَلَّمَ أَحَدًا قَالَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِي أَمْرِكَ بِبَيْدِكَ قَالَ لَا إِلَّا شَيْءٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سُرَّةَ عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْنَا عَلَيْنَا كَثِيرٌ فَسَأَلْتَهُ فَقَالَ مَا حَدَّثْتُ بِهَذَا قَطُّ فَنَكَّرْتَهُ لِقِتَادَةَ فَقَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ نَسِيَ.

২২০১। আল-হাসান ইবন আলী হাম্মাদ ইবন যায়িদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আইউবকে বলি, তোমরা কি হাসান বর্ণিত ঐ হাদীসটি সম্পর্কে কেউ জ্ঞাত আছ? তোমার ব্যাপার তোমার হাতে? তিনি বলেন, না। তবে কাতাদা আবু হুরায়রা (রা) হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২২০২- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَاءَ عَنْ قِتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ فِي أَمْرِكَ بِبَيْدِكَ قَالَ ثَلَاثٌ.

২২০২। মুসলিম ইবন ইব্রাহীম হাসান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “তোমার ব্যাপার তোমার হাতে” - এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়্যাত করলে, তিন তালাক বর্তাবে।

১৫৮- بَابُ فِي الْبَتَّةِ

১৫৮. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীকে ‘আলবাত্তাতা’ (অবশ্যই তালাক দিলাম বা এক শব্দে তিন তালাক দিলাম বলে) তালাক প্রদান করে

২২০৩- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَأَبِرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ فِي أُخْرَيْنَ قَالُوا نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنِي عَمِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ ابْنِ عَجِيظٍ بِنِ عُبَيْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّ رُكَانَةَ بِنَ عُبَيْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سَهْمِيَةَ الْبَتَّةَ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَعْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَفَرَدَهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَوْلَهُ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ وَأُخْرَى لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ.

২২০৩। ইবন আল সারহ নাফি ইবন উজায়র ইবন আবদ ইয়াযীদ ইবন রুকানা (রা) হতে বর্ণিত। রুকানা ইবন আবদ ইয়াযীদ তাঁর স্ত্রী সুহায়মাকে ‘আলবাত্তাতা’ শব্দের দ্বারা তালাক প্রদান করে। তখন এতদসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অবহিত করা হয়। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহর শপথ, তুমি কি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করেছ? তখন জবাবে রুকানা বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করি। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে স্বীয় স্ত্রী পুনরায় গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি উমার (রা)-এর খিলাফতকালে তাকে দ্বিতীয় তালাক দেন এবং তৃতীয় তালাক প্রদান করেন- উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে।

২২০৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ حَدَّثَنِي عَمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَجِيْبٍ عَنْ رُكَّانَةَ عِبْنِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

২২০৪। মুহাম্মাদ ইব্বন ইউনুস রুকানা ইব্বন আবদ ইয়াযীদ (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের মনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২২০৫- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيْدٍ بْنِ رُكَّانَةَ عَنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَيْتَةَ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ قَالَ وَاحِدَةً قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ هُوَ عَلِيٌّ مَا أَرَدْتَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ بْنِ جَرِيْرٍ أَنَّ رُكَّانَةَ طَلَّقَتْ امْرَأَتًا ثَلَاثًا لِأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَحَدِيثُ جَرِيْرٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

২২০৫। সুলায়মান ইব্বন দাউদ আবদুল্লাহ ইব্বন আলী ইব্বন ইয়াযীদ ইব্বন রুকানা তার পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে 'আলবাত্তাতা' শব্দের দ্বারা তালাক প্রদান করেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলে, তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, এর দ্বারা তুমি কী ইরাদা করেছ? তিনি বলেন, এক তালাকের ইরাদা করেছি। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনিও বলেন, আল্লাহর শপথ!

১৫৭- بَابُ فِي الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

১৫৯. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ মনে মনে স্ত্রীকে তালাক দেয়

২২০৬- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعَمَّلَ بِهِ وَبِمَا حَلَّتْ بِهِ أَنْفُسَهَا .

২২০৬। মুসলিম ইব্বন ইব্রাহীম আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের অন্তরে যা উদয় হয়, উহা যতক্ষণ না সে মুখে বলে ও কাজে বাস্তবায়িত করে- তা মার্জনা করেছেন। (অর্থাৎ মুখে কিছু না বলে মনে তালাকের ধারণা পোষণ করলে তালাক হয় না)।

১৬০- بَابُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتِي

১৬০. অনুচ্ছেদ : ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে স্বীয় স্ত্রীকে বলে, হে আমার ভগ্নি!

২২০৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي حَسْبٍ وَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا عَبْدُ الرَّوَّاحِ وَخَالِدُ الطَّحَّانُ الْمَعْنَى كُتِبَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي تَيْمِيَّةَ الْهَجَمِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخِيَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُخْتُكَ هِيَ فَكَّرَهُ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ .

২২০৭। মুসা ইব্ন ইসমাঈল আবু তামীমা আল হুজায়মী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হে আমার ভগ্নি বলে সম্বোধন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে কি তোমার (সত্যই) ভগ্নি? তিনি তা অপছন্দ করেন এবং তাকে এরূপ বলতে নিষেধ করেন।

২২০৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الْبَزَّازُ نَا أَبُو نَعِيمٍ نَا عَبْدُ السَّلَامِ يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي تَيْمِيَّةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخِيَّةَ فَتَنَاهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ تَيْمِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنِ رَجُلٍ عَنْ أَبِي تَيْمِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২২০৮। মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আবু তামীমা (র) তার গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রীকে 'হে আমার ভগ্নি' সম্বোধন করতে শুনে তাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন।

২২০৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ نَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ إِبرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا يَكْتُمُ قَطًّا إِلَّا ثَلَاثًا ثِنْتَانِ فِي ذَاتِ اللَّهِ قَوْلُهُ إِنِّي سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ فِي أَرْضِ جَبَّارٍ مِنْ الْجَبَابِرَةِ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا فَاتَى الْجَبَّارَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ نَزَلَ هُنَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةٌ هِيَ أَحْسَنُ النَّاسِ قَالَ فَارْسَلِ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّهَا أُخْتِي فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهَا قَالَ إِنَّ هَذَا سَأَلَنِي عَنْكَ فَأَنْبَأْتَهُ أَنَّكَ أُخْتِي وَإِنَّهُ لَيْسَ الْيَوْمَ مُسْلِمٌ غَيْرِي وَغَيْرِكَ وَإِنَّكَ أُخْتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَا تَكُنِّي بَيْنِي وَعِنْدَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْخَبْرَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَزْرَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২২০৯। মুহাম্মাদ ইব্ন আল্ মুসান্না আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইব্রাহীম (আ) তিনবার (আপাত) মিথ্যা বলেছিলেন। যার দুটি ছিল আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা সম্পর্কে। যেমনঃ তাঁর কথা : আমি পীড়িত এবং তাঁর কথা : বরং এদের বড়টাই (মূর্তি) তা করেছে। আর তিনি যখন অত্যাচারী শাসকদের মধ্যে কোন এক অত্যাচারী রাজার এলাকার ভিতর দিয়ে গমন করছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি (তাঁর স্ত্রী সারা সহ) যখন কোন এক স্থানে অবতরণ করেন; তখন ঐ অত্যাচারী রাজার জনৈক ব্যক্তি সেখানে আসে। এরপর সে তাকে (রাজাকে) গিয়ে বলে, এখানে এক ব্যক্তি এসেছে যার সাথে এক সুন্দরী রমণী আছে। এরপর তিনি বলেন, তখন সে (অত্যাচারী রাজা) তাঁর (ইব্রাহীমের) নিকট একজন অনুচরকে পাঠিয়ে দেয়। তখন তিনি তার নিকট উপস্থিত হলে, সে তাঁর (সারার) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে-সে কে? জবাবে তিনি বলেন, সে আমার ভগ্নি। অতঃপর তিনি (ইব্রাহীম) তাঁর (সারার) নিকট ফিরে এসে বলেন, এই ব্যক্তি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে: আমি তাকে বলেছি, তুমি আমার ভগ্নি। আর অবস্থা এই যে, বর্তমান দুনিয়াতে তুমি এবং আমি ব্যতীত আর কোন মুসলিম নেই। আর আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তুমি আমার বোন। কাজেই, আমি তোমার সম্পর্কে তার নিকট মিথ্যা বলেছি—এরূপ মনে করবে না। এরূপে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটির অনুরূপ হাদীস শু'আয়ব ইব্ন আবু হামযা ---- আবু হুরায়রা (রা) হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে। (অর্থাৎ আদম সন্তান হিসেবে সকল মুসলিম স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর ভাই-বোন। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহারকে তাওরিয়াহ বলে, তা মিথ্যা নয়)।

১৬১- بَابُ فِي الظَّهَارِ

১৬১. অধ্যায় : যিহার

২২১০- حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ السَّعْنِيُّ قَالَا نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ صَخْرِ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ الْبِيَّاضِيُّ قَالَ كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي شَيْئًا يَتَّبِعُ بِي حَتَّى أَصْبِحَ فَنَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكْشَفُ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَلَمَّ الْبَيْتُ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ وَقُلْتُ امْشُوا مَعِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا لَا وَاللَّهِ فَاذْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتَهُ فَقَالَ أَنْتَ بِنْتُ ابْنِ كَيْ يَأْسَلُ قُلْتُ أَنَا بِنْتُ ابْنِ كَيْ يَأْسَلُ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ وَأَنَا صَابِرٌ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَحْكُرُ فِيهَا بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ حَرِّرْ رَقَبَةً قُلْتُ وَاللَّيْلِ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَفَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي قَالَ فَصَرَّ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ هَلْ أَصَبْتُ اللَّيْلِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصَّبَا قَالَ فَاطْعِرْ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مَسْكِينًا قَالَ وَاللَّيْلِ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بَتْنَا وَحَشِينُ مَا لَنَا طَعَامًا قَالَ

فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ مَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَاطْعِمِ سِتِينَ مَسْكِينًا وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بِقَيْتِهَا فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَ كُرْمِ الضِّيْقِ وَسَوْءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ السَّعَةَ وَحَسَنَ الرَّأْيِ وَقَدْ أَمَرَنِي بِصَدَقَتِكَ زَادَ ابْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَبَيَاضَةُ بَطْنٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ

২২১০। উসমান ইব্ন আবু শায়বা সালামা ইব্ন সাখার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনুল 'আলা আল-বায়াদবী বলেছেন, স্ত্রীদের সাথে সহবাসে আমি খুবই সক্ষম ছিলাম। আর আমার মতো সহবাসে সামর্থ্য ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। এরপর মাহে রামাযান সমাগত হওয়াতে আমার আশংকা হয় যে, হয়ত আমি সকাল বেলাতেও আমার স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হতে পারি। তখন আমি তার সাথে যিহার করি এবং এমতাবস্থায় মাহে রামাযান প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে। কিন্তু একদা রাতে সে আমার খিদমতের সময়, তার সৌন্দর্য আমার সম্মুখে উন্মোচিত হওয়ায় আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ হই এবং তার সাথে সহবাস করি। এরপর সকালবেলা আমি আমার কাওমের লোকদের নিকট গমন করি এবং তাদের নিকট এ ঘটনা ব্যক্ত করি- তাদেরকে বলি : তোমরা আমার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট চলে। তারা বলে, আল্লাহ্র শপথ! আমরা তোমার সাথে গমন করব না। তখন আমি একাই নবী করীম ﷺ-এর নিকট গমন করি এবং তাঁকে সব খুলে বলি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে সালামা! তুমি কি এরূপ কাণ্ড করেছ? আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এরূপই করেছি এবং তা দু'বার বলি। আর এমতাবস্থায় আমি আল্লাহু তা'আলার নির্দেশের প্রতি দৈর্ঘ্য ধারণকারী। এখন আল্লাহু যা বলেছেন, সে হিসেবে আমার উপর হুকুম জারী করুন। তিনি বলেন, তুমি একজন দাসী মুক্ত করো। আমি বলি, ঐ আল্লাহ্র শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এ ব্যতীত আমার আর কোন দাসী নেই এবং এই বলে আমি তার শরীর স্পর্শ করি। তিনি বলেন, তবে তুমি দু'মাস একাধারে রোযা রাখো। সে বলে, রোযার মধ্যে আমি যে মুসীবতে পড়েছি, হয়ত সেরূপ মুসীবতে আবার পড়তে পারি। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় তুমি ষাটজন মিসকীনকে তৃপ্তি সহকারে খুরমা খাওয়াও। সে বলে, ঐ আল্লাহ্র শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আমরা (স্ত্রী, পরিবার) তো রাতে খালি পেটে উপোষ করি, আর আমাদের কোন খাবারই নেই। তিনি বলেন, তুমি বনী যরীক গোত্রের সাদ্কা আদায়কারী ব্যক্তির নিকট গমন করো, সে তোমাকে খুরমা প্রদান করবে। আর তদ্বারা তুমি ষাটজন মিসকীনকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াবে এবং তুমি ও তোমার পরিজনবর্গও বাকি অংশ খাবে। তখন আমি আমার কাওমের নিকট ফিরে এসে বলি, আমি তোমাদের নিকট সংকীর্ণতা ও খারাপ ব্যবহার পেয়েছি এবং আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উদারতা, ভাল ব্যবহার পেয়েছি। তিনি আমাকে তোমাদের সাদ্কার মাল গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। রাবী ইবনুল 'আলা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন ইদ্রীস বলেছেন, বায়াদা বনী যুরাইক গোত্রের একটি শাখা।

২২১১- حَلَّئْنَا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ نَا يَحْيَى بْنَ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَاةٍ عَنِ خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ اتَّقِي

১. যিহার বলা হয়- যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার নিকট আমার মায়ের (পিঠের) মতো অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করাকে যিহার বলে।

اللَّهُ فَإِنَّ ابْنَ عَمِّكَ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا إِلَى الْفَرَضِ فَقَالَ يَعْتِقُ رَقَبَةً قَالَتْ لَا يَجِدُ قَالَ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَاءٍ قَالَ فَلْيَطْعِمِ سِتِّينَ مَسْكِينًا قَالَتْ مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَتْ فَاتَى حِينُنِي بِعِرْقٍ مِنْ تَمْرٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي أَعِينَهُ بِعِرْقٍ آخَرَ قَالَ قَدْ أَحْسَنْتِ إِذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مَسْكِينًا وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكَ قَالَ وَالْعِرْقُ سِتُّونَ صَاعًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا إِنَّمَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأْمِرَهُ ۰

২২১১। আল্ হাসান ইব্ন আলী খুওয়ায়লা বিন্ত মালিক ইব্ন সা'লাবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথে আমার স্বামী আওস ইব্নুস সামিত (রা) যিহার করে। আমি এ সম্পর্কে অভিযোগ পেশের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গমন করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে আমার সাথে বচসা করেন এবং বলেন, তুমি আল্লাহকে ভয় করো, সে তো তোমার চাচার ছেলে। এরপর আমার বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয় : (অর্থ) "আল্লাহ তা'আলা ঐ মহিলার কথা শ্রবণ করেছেন, যে তার স্বামী সম্পর্কে তোমার সাথে ঝগড়া করছে ----- এখান থেকে কাফ্ফারা (প্রদান) পর্যন্ত আয়াত নাযিল হয়। তিনি বলেন, সে যেন একটি দাস আযাদ করে। তখন সে (মহিলা) বলে, তার কোন দাস নেই। তিনি বলেন, সে যেন দু'মাস একাধারে রোযা রাখে। সে (মহিলা) বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সে তো খুবই বৃদ্ধ। তার রোযা রাখার সামর্থ নেই। তিনি বলেন, সে যেন ষাটজন মিস্কীনকে খানা খাওয়ায়। সে (মহিলা) বলে, তার নিকট সাদকা (কাফ্ফারা) দেওয়ার মত কিছুই নেই। সে (মহিলা) বলে, সে সময় তাঁর নিকট থলে ভর্তি খুরমা আসে, যাতে এক ইরুক পরিমাণ খুরমা ছিল। তিনি তা তাকে প্রদান করেন। সে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কাফ্ফারার জন্য দেয় বাকি আরো এক ইরুক পরিমাণ খুরমা দিতে সে (আমার স্বামী) অপারগ। তিনি বলেন, তুমি খুব ভালই বলেছ। তুমি এর দ্বারা ষাটজন মিস্কীনকে খাওয়াও এবং তুমি তোমার চাচাত ভাইয়ের নিকট ফিরে যাও। রাবী বলেন, এক ইরুক হল ষাট সা'য়ের সমান।

۲۲۱۲- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ بِهَِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّ قَالَ وَالْعِرْقُ مِثْلُ يَسَعُ ثَلَاثِينَ صَاعًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَدَا ۰

২২১২। আল্ হাসান ইব্ন আলী ইব্ন ইসহাক (র) হতে পূর্বেক্ত হাদীসের সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁর মতে ইরুক হলো তিরিশ সা'য়ের সমান। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইয়াহুইয়া ইব্ন আদাম বর্ণিত হাদীসের চেয়ে এ হাদীসে বর্ণিত অভিমতটি অধিক সত্য।

۲۲۱۳- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانٌ نَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ يَعْنِي الْعِرْقَ زَنْبِيلاً يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ۰

২২১৩। মুসা ইব্ন ইসমাঈল আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরুক এমন একটি থলে, যা পনের সা'য়ের সমান ধারণ করে।

২২১৩- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْكَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ خُمْسَةِ عَشَرَ مَاعًا قَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَفْقَرِ مِنِّي وَمِنْ أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَعَطَاءٌ لَمْ يَدْرِكْ أَوْسًا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ قَلِيْمِ السَّوْبِ وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ.

২২১৪। ইবন আল-সারহ্ সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে কিছু খেজুর এলে তিনি তা তাকে দান করেন, যার পরিমাণ ছিল পনের সা'য়ের মতো। তিনি বলেন, তুমি এটা সাদকা করে দাও। তিনি (সালামা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ও আমার পরিবারের চাইতে নিঃস্ব আর কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি ও তোমার পরিবারের লোকেরা তা খাও।

২২১৫- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ خَوْلَةَ كَانَتْ تَحْتِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ رَجُلًا يَبِيْ لَمْرٍ فَكَانَ إِذَا اشْتَدَّ لِمَهْ ظَاهَرَ مِنْ أَمْرَاتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ كَفَّارَةَ الظَّهَارِ .

২২১৫। মুসা ইবন ইসমাইল হিশাম ইবন উরওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাওলা (রা) আওস ইবন সামিতের স্ত্রী ছিল। আর সে ছিল পাগল প্রকৃতির পুরুষ। এমতাবস্থায় পাগলামী বৃদ্ধি পাওয়ায়, সে তার স্ত্রী হতে যিহার করে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে যিহারের কাফফারার আয়াত নাযিল করেন।

২২১৬- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ .

২২১৬। হারুন ইবন আবদুল্লাহ্ আয়েশা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২২১৬- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالِقَانِيُّ نَا سُفْيَانُ نَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ أَمْرَاتِهِ ثُمَّ وَأَقْعَمَهَا قَبْلَ أَنْ يَكْفَرَ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِيهَا فِي الْقَمْرِ قَالَ فَاعْتَرَلَهَا حَتَّى تَكْفُرَ عَنْكَ .

২২১৭। ইসহাক ইবন ইসমাইল ইক্রামা (র) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর কাফফারা দেওয়ার পূর্বে তার সাথে সহবাস করে। সে ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে এতদসম্পর্কে অবহিত করে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে এরূপ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে ব্যক্তি বলে, চন্দ্রালোকে তার স্ত্রীর উজ্জ্বল পায়ের গোছাছায়ে। তিনি বলেন, তুমি (যিহারের) কাফফারা না দেওয়া পর্যন্ত তার নিকট হতে দূরে অবস্থান কর।

২২১৮- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نَا إِسْعِيلُ نَا الْكَكْرُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَهَوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ السَّاقَ .

২২১৮। যিয়াদ ইব্ন আইয়ুব ইব্ন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে পায়ের গোছার কথা উল্লেখ নেই।

২২১৭- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَهُمْ نَا خَالِ بْنِ حَنْثَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوُ حَدِيثِ سَفِيَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَيْسَى يُحَدِّثُ بِهِ نَا مُعْتَبِرٌ قَالَ سَمِعْتُ الْكَكْرُ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ بِهِ أَلِ الْكَسِينِ بْنِ حَرِيثٍ قَالَ أَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُعَمَّرٍ عَنِ الْكَكْرُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعِنَاةٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২২১৯। আবু কামিল ইক্রামা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইক্রামা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৬২- بَابُ فِي الْخُلْعِ

১৬২. অনুচ্ছেদ : খুল'আ' তালাক

২২২০- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّهَا امْرَأَةُ سَأَلْتِ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسَ فَكَّرَا أُمَّ عَلَيْهَا رَائِكَةَ الْجَنَّةِ .

২২২০। সুলায়মান ইব্ন হার্ব সাওবান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন স্ত্রীলোক যদি অহেতুক তার স্বামীর নিকট তালাক চায়, তবে তার জন্য জান্নাতের স্বাগ লাভও হারাম হয়ে যায়।

২২২১- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ زُرَّارَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْفَلَسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هِيَ قَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتِ سَهْلِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَتْ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِيَزْوَجَهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ

১. কোনো স্ত্রীলোক যদি ধন-সম্পদের বিনিময়ে তার স্বামীর নিকট হতে তালাক নেয়, তাকে খুল'আ (খুল) তালাক বলে।

بُنُ قَيْسٍ قَالَ لَدَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ حَبِيبَةٌ بِنْتُ سَهْلٍ فَذَكَرْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكَرَ وَقَالَتْ حَبِيبَةٌ
يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا
وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.

২২২১। আল-কা'নাবী হাবীবা বিন্ত সাহাল আনসারীয়াহ (রা) হতে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন, সাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাসের স্ত্রী। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামায আদায়ের জন্য বের হন। তখন তিনি হাবীবা বিন্ত সাহালকে হালকা অঙ্ককারের মধ্যে তাঁর দরজার নিকট দণ্ডায়মান দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : কে? সে বলে, আমি হাবীবা বিন্ত সাহাল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তোমার কী হয়েছে, এ সময়ে এখানে কেন? সে বলে, সাবিত ইবন কায়সের সাথে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর সাবিত ইবন কায়স, আগমন করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, এ তো হাবীবা বিন্ত সাহাল। এরপর সে যা বলেছিল পুনরায় সব খুলে বলে। হাবীবা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আমাকে যা প্রদান করেছে, তা আমার সাথেই আছে। (ফেরত নিতে পারে) রাসূলুল্লাহ ﷺ সাবিত ইবন কায়সকে বলেন, তুমি তার নিকট হতে তা গ্রহণ করো। সে (সাবিত) তার নিকট হতে সব গ্রহণ করে এবং হাবীবা তার পিত্রালয়ে গিয়ে অবস্থান করে।

۲۲۲۲- حَلَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ نَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو نَا أَبُو عَمْرٍو السُّدُسِيُّ الْمَدِينِيُّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ
ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِبَّاسٍ فَضْرِبَهَا فَكَسَرَ نَفْسَهَا فَآتَتْ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ الصُّبْحِ فَاسْتَكْتَتَهُ إِلَيْهِ فِدَعَا النَّبِيَّ
ﷺ ثَابِتًا فَقَالَ خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا فَقَالَ وَيَصْلِحُ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاثْبُتْ أَصْلَ قَتْمِهَا
حَلَّ يَفْتَيْنَ وَهِيَ بَيْنَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهُمَا فَفَارِقْهُمَا فَفَعَلَ.

২২২২। মুহাম্মদ ইবন মু'আম্মার আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাবীবা বিন্ত সাহাল (রা) সাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাসের স্ত্রী ছিল। সে তাকে মারধর করলে, তার শরীরের কোন অংগ ভেঙ্গে যায়। সে (হাবীবা) ফজরের নামাযের পর নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসে এবং সাবিতের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট অভিযোগ করে। নবী করীম ﷺ সাবিতকে ডাকেন এবং বলেন, তুমি তোমার প্রদত্ত মাহরের মাল-গ্রহণ করো এবং তাকে ত্যাগ করো। সে (সাবিত) জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কি উত্তম হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তখন সে বলে, আমি তাকে তার মাহর স্বরূপ দু'টি বাগান প্রদান করেছিলাম এবং সে এখন তার মালিক, নবী করীম ﷺ বলেন, তুমি তা গ্রহণ করো এবং তাকে ত্যাগ করো। সে (সাবিত) এরূপই করে।

۲۲۲۳- حَلَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ
عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ
عِدَّتَهَا حَيْضَةً قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ مَرْسَلًا.

২২২৩। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহীম ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবিত ইব্ন কায়সের স্ত্রী তার নিকট হতে খুল'আ তালাক গ্রহণ করে। নবী করীম ﷺ তার ইদ্দতের সময় একটি হয়েই নির্ধারণ করেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি ইব্রামা (র) নবী করীম ﷺ হতে মুবসাল (হাদীস হিসাবে) বর্ণনা করেছেন।

২২২৩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ حَيْضَةٌ •

২২২৪। আল্ কা'নাবী..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুল'আ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত হলো এক হয়েই মাত্র।

১৬৩- بَابُ فِي الْمَمْلُوكَةِ تَعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

১৬৩. অনুচ্ছেদ : আযাদকৃত দাসী যদি কোনো স্বাধীন ব্যক্তি বা ক্রীতদাসের স্ত্রী হয়, তবে তার বিবাহ ঠিক রাখা বা বাতিল করা

২২২৫- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَادٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَكِّ إِيَّاهُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَغِيثًا

كَانَ عَبْدًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْفَعْ لِي إِلَيْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بَرِيْرَةَ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ زَوْجُكَ وَأَبُو وَلَدِكَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي بِذَلِكَ قَالَ لَا إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ فَكَانَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ الْآتَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مَغِيثِ بَرِيْرَةَ وَبَغْضِهَا أَيَّاهُ •

২২২৫। মুসা ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীস একজন ক্রীতদাস ছিল (আর সে ছিল বুয়ায়রার স্বামী) সে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তাকে (বুয়ায়রাকে) আমার জন্য একটু সুপারিশ করুন! রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, হে বুয়ায়রা! তুমি আল্লাহকে ভয় করো। আর সে তোমার স্বামী এবং তোমার সন্তানদের পিতা (কাজেই তোমার জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত হবে না)। সে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাকে তার সাথে থাকতে নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বলেন, না, বরং আমি একজন সুপারিশকারী। এ সময় মুগীসের অশ্রু গড়িয়ে তার গন্ডদেশে পড়তে থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাস (রা)-কে বলেন, তুমি কি বুয়ায়রার প্রতি মুগীসের ভালবাসা এবং মুগীসের প্রতি বুয়ায়রার ক্রোধ দেখে আশ্চর্য হবে না?

২২২৬- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ

بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يَسَى مَغِيثًا فَخَيْرَهَا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَقَ •

২২২৬। উসমান ইব্ন আবু শায়বা ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বুয়ায়রার স্বামী ছিল একজন হাব্শী ক্রীতদাস, যার নাম ছিল মুগীস। নবী করীম ﷺ তাকে (বুয়ায়রাকে) তার স্বামীকে পরিত্যাগ করার ইখতিয়ার প্রদান করেন এবং তাকে ইদ্দত গণনার নির্দেশ দেন।

২২২৬- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيْرَةَ

قَالَتْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيْرَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يَخِيْرَهَا •

২২২৭। উসমান ইবন আবু শায়বা (রা) বুয়ায়রার ঘটনা সম্পর্কে বলেন, তার স্বামী ছিল ক্রীতদাস। নবী করীম ﷺ তাকে ইখতিয়ার প্রদান করেন। সে সেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর যদি সে (বুয়ায়রার স্বামী) স্বাধীন হতো, তবে তার ইখতিয়ার থাকত না।

২২২৮। উসমান ইবন আবু শায়বা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বুয়ায়রাকে ইখতিয়ার (ইচ্ছাধিকার) প্রদান করেন; এমতাবস্থায় যে, তার স্বামী ছিল ক্রীতদাস।

১৬৮ - بَابُ مَنْ قَالَ كَانَ حُرًّا

১৬৪. অনুচ্ছেদ : যারা বলেন, (মুগীস) স্বাধীন ছিল

২২২৭ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أَعْتَقَتْ وَأَنَّهَا خَيْرَتْ فَقَالَتْ مَا أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَهُ وَإِنِّي لَأُكْفَى وَكَذَلِكَ

২২২৯। ইবন কাসীর আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বুয়ায়রার স্বামী (মুগীস) স্বাধীন ব্যক্তি ছিল, যখন সেও মুক্ত হয়। আর তাকে ইখতিয়ার প্রদান করা হলে সে বলে, আমি তার (স্বামীর) সাথে থাকতে পছন্দ করি না। আর আমার অসুবিধা এরূপ, সেরূপ।

১৬৫ - بَابُ حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

১৬৫. অনুচ্ছেদ : সেচ্ছায় বিচ্ছেদ ঘটানোর সময়সীমা

২২৩০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَنْ ابْنِ مَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ أَعْتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغَيْبِ عَبْدِ لَالٍ أَحْمَدَ فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَهَا إِنَّ قَرْبَكَ فَلَا خِيَارَ لَكَ

২২৩০। আবদুল আযীয ইবন ইয়াহুইয়া..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বুয়ায়রা সে সময় মুক্ত হয়, যখন সে আবু আহমাদ গোত্রের ক্রীতদাস মুগীসের স্ত্রী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইখতিয়ার প্রদান করে বলেন, এখন যদি সে তোমার সাথে সহবাস করে, তবে তোমার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

১৬৬ - بَابُ فِي الْمَمْلُوكِينَ يُعْتَقَانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

১৬৬. অনুচ্ছেদ : বিবাহিত দাস-দাসীকে একত্রে মুক্ত করা হলে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানোর ইখতিয়ার

২২৩১ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ زُهَيْرٌ نَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ ثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَسِمِ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجًا قَالَ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تُبَدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ نَصْرٌ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ

২২৩১। যুহায়র ইবন হারব ও নাসর ইবন আলী..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি তাঁর দু'জন দাস-দাসীকে আযাদ করতে ইরাদা করেন, যারা পরস্পরে বিবাহিত ছিল। রাবী (কাসিম) বলেন, তিনি নবী করীম ﷺ কে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তাঁকে প্রথমে দাস (পুরুষ)-কে ও পরে দাসীকে আযাদ করার নির্দেশ দেন। (কারণ প্রথমে দাসীকে মুক্ত করা হলে দাসের সাথে তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার সে হয়ত প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু পুরুষকে মুক্ত করলে এ আশংকা থাকে না)।

১৬৮- بَابُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

১৬৭. অনুচ্ছেদ : যখন স্বামী-স্ত্রীর একজন ইসলাম কবুল করে

২২৩২- حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِيَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتَهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِيَ فَردَّهَا عَلَيْهِ .

২২৩২। উসমান ইবন আবু শায়বা ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে প্রথমে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, পরে তার স্ত্রীও ইসলাম কবুল করে। সে ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তো আমার সাথেই ইসলাম কবুল করেছে। তিনি তাকে (স্ত্রীকে) তার নিকট ফিরিয়ে দেন।

২২৩৩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِيَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمْتُ بِإِسْلَامِهَا فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْأَخْرٍ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ .

২২৩৩। নাসর ইবন আলী..... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে জনৈক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর সে (মদীনাতে) একজনকে বিবাহ করে। এরপর তার (পূর্বের) স্বামী নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো ইসলাম কবুল করেছি। আর আপনি আমার ইসলাম কবুল করা সম্পর্কে অবহিত আছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত মহিলাকে, তার পরবর্তী স্বামীর নিকট হতে নিয়ে প্রথম স্বামীর নিকট প্রদান করেন।

১৬৮- بَابُ إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

১৬৮. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের পর যদি স্বামীও ইসলাম কবুল করে, এমতাবস্থায় কতদিন পরে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেয়া যাবে

২২৩৪- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ نَا سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ ح وَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ الْمَعْنِيُّ كُلُّهُمُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড) — ২৫

الْحَصِينِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ
الْأَوَّلِ لَمْ يُحَدِّثْ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ
سِنِينَ •

২২৩৪। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আল্ নুফায়লী..... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
তাঁর কন্যা যায়নাবকে (তার স্বামী) আবুল আসের নিকট প্রথম বিবাহের সূত্রে ফিরিয়ে দেন এবং এ জন্য নতুন
কোন মাহর ধার্য করেননি। রাবী মুহাম্মাদ ইবন আমর তাঁর হাদীসে বলেন, (এ প্রত্যর্পণ ছিল) ছয় বছর পর। তবে
হাসান ইবন আলী (রা) বলেন, দু'বছর পর (ঐ পর্যন্ত যায়নাবের অপর কোন বিবাহ হয়নি)।

১৬৭- بَابُ فِيْمَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

১৬৯. অনুচ্ছেদ : ইসলাম গ্রহণের পর যদি কারো নিকট চারের অধিক স্ত্রী থাকে

২২৩৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْرٌ ح وَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَنَا هُشَيْرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حَبِيبَةَ بْنِ
الشَّرَدَلِ عَنِ الْكَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ مُسَدَّدُ بْنُ عَمِيرَةَ وَقَالَ وَهْبُ الْأَسَدِيُّ قَالَ أَسَلَّمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ
نِسْوَةٍ قَالَ فَلَكْرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَحَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا هُشَيْرٌ بِهَذَا
الْحَدِيثِ فَقَالَ قَيْسُ بْنُ الْكَارِثِ مَكَانَ الْكَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ
يَعْنِي قَيْسُ بْنُ الْكَارِثِ •

২২৩৫। মুসাদ্দাদ ওয়াহ্ব আল্-আসাদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম কবুল করি,
তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিল। তিনি বলেন, আমি এ সম্পর্কে নবী করীম কে অবহিত করলে তিনি বলেন, তুমি
এদের মধ্যে চারজনকে গ্রহণ করো।

২২৩৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَاضِي الكُوفَةِ عَنِ عَيْسَى بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حَبِيبَةَ بْنِ الشَّرَدَلِ عَنِ قَيْسِ بْنِ الْكَارِثِ بِمَعْنَاهُ •

২২৩৬। আহমাদ ইব্রাহীম কায়স ইবন আল্-হারিস (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত
হয়েছে।

২২৩৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهْبِ الْجَيْشَانِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي أَسَلَّمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ قَالَ طَلِقْ أَيْتَهُمَا شِئْتَ •

২২৩৭। ইয়াহুইয়া ইব্ন মু'ঈন..... আল্ যিহাক ইব্ন ফায়রুয তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি বলি, ইয়া রাসূলান্নাহ্! আমি ইসলাম কবুল করেছি এবং দুই রোন একই সংগে আমার স্ত্রী হিসাবে আছে। তিনি বলেন, এদের মধ্যে যাকে খুশি তুমি তালাক প্রদান করো।

১৮০- بَابُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الْأَبْوَيْنِ لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ

১৭০. অনুচ্ছেদ : যখন পিতা-মাতার একজন ইসলাম কবুল করে, তখন সন্তান কার হবে

২২৩৮- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عَيْسَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْهُ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمَةُ أَوْ شِبْهَهُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَقْعَدُ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا أَقْعَدِي نَاحِيَةً وَأَقْعَدِ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُواهَا فَمَا لَتِ الصَّبِيَّةَ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ أَهْلِهَا فَمَا لَتِ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا •

২২৩৮। ইব্রাহীম ইব্ন মুসা আবদুল হামীদ ইব্ন জা'ফর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার দাদা রাফি' ইব্ন সিনান (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেও তাঁর স্ত্রী ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করে। তখন সে (তার স্ত্রী) নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলে, সে আমার কন্যা সন্তান। আর সে আমারই মতো। অপর পক্ষে রাফি' দাবি করেন, সে আমার কন্যা! নবী করীম ﷺ তাকে এক পার্শ্বে এবং তার স্ত্রীকে অপরপার্শ্বে বসতে বলেন এবং কন্যা সন্তানটিকে তাদের মাঝখানে বসিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন, এখন তোমরা উভয়ে তাকে আহ্বান করো। কন্যাটি তার মাতার প্রতি আকৃষ্ট হলে, নবী করীম ﷺ বলেন, ইয়া আল্লাহ্! তুমি একে (কন্যাকে) হিদায়াত দান কর। তখন সে তার পিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং সে (রাফি') তাকে গ্রহণ করে।

১৮১- بَابُ فِي اللَّعَانِ

১৭১. অনুচ্ছেদ : লি'আন

২২৩৯- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمَرَ بْنَ أَشْقَرَ الْعَجَلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَامِرِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَا عَامِرُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلِّ لِي يَا عَامِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ عَامِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَامِرٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَامِرٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمَرٌ فَقَالَ يَا عَامِرُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَامِرٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدَ

১. স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আনে এবং এর অনুকূলে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে আদালতের সামনে সূরা নূর-এ বর্ণিত বিশেষ পন্থায় পাঁচবার হলফ করতে হয়। আইনের পরিভাষায় একে লি'আন (لعان) বলে।

كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْئَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَهُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْبٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهَى حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْبٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ وَسَطُ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ قُرْآنٌ فَأَذْهَبْ فَأَنْتَ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَّعْنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَعْنَا قَالَ عُوَيْبٌ كُنْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَتْ تِلْكَ سَنَةَ الْمُتَلَّعِينَ ۝

২২৩৯। উবায়দুল্লাহ ইবন মাসলামা আল কা'নাবী..... ইবন শিহাব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবন সা'দ সাঈদী তাকে খবর দিয়েছেন যে, উওয়াইমের ইবন আশ্কার আল-আজলানী আসিম ইবন আদীর নিকট আগমন করেন এবং বলেন, হে আসিম! আমাকে বলুন, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে কোন অপরিচিত লোককে এক বিছানায় দেখে সে কি তাকে হত্যা করবে? আর কিসাস (বদলা) হিসাবে কি তোমরা তাকে হত্যা করবে নাকি করবে না? তুমি এ সম্পর্কে আমার জন্য হে আসিম! রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একটু জিজ্ঞাসা করো। আসিম এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাকে দোষারোপ করেন। এমনকি আসিম রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে যা শ্রবণ করেন তা তার জন্য খুবই ভয়ানক মনে হয়। এরপর আসিম তার পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করলে উওয়াইমের তাঁর নিকট গমন করেন এবং বলেন, হে আসিম! রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বলেছেন? আসিম বলেন, তুমি আমার নিকট কোন ভাল বিষয় নিয়ে আগমন করোনি। আমি ঐ মহিলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যে প্রশ্ন করেছিলাম তাতে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এতদশ্রবণে উওয়াইমের বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তার (মহিলার) সম্পর্কে এ প্রশ্নটি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নিজে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবো না। উওয়াইমের এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গমন করেন, যখন তিনি মানুষের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে অপরিচিত কোনো লোক পায়, তবে এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? সে কি তাকে হত্যা করবে? আর এজন্য আপনারা কি তাকে কিসাস হিসাবে হত্যা করবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে কুরআন (আয়াত) নাযিল করেছেন। তুমি যা ও এবং তাকে (স্ত্রীকে) নিয়ে এসো। রাবী সাহল বলেন, তারা উভয়ে একে অপরের প্রতি শপথ করে ব্যতিচারের দোষারোপ করতে থাকে এবং আমিও তখন অন্যান্য লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ছিলাম। তারপর তারা যখন অভিসম্পাত ও দোষারোপ করা হতে বিরত হয়, তখন উওয়াইমের বলে, যদি এখন আমি তাকে আমার নিকট রাখি, তবে ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার ব্যাপারে আমি লোকদের নিকট মিথ্যুক প্রতিপন্ন হবো। উওয়াইমের নবী করীম ﷺ -এর অনুমতি প্রদানের পূর্বে তাকে (স্ত্রীকে) তিন তালুক প্রদান করেন। রাবী ইবন শিহাব বলেন, আর তাদের মধ্যকার এ বিচ্ছেদ, শপথ করে ব্যতিচারের অপবাদদানকারীদের জন্য সুনাত স্বরূপ হয়ে যায়। (কারণ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৌন সম্মতি ছিল)।

২২৪০- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى حَلَّ ثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ مَسْلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَلَّ ثِنِّي

عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَمْسِكِ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِي.

২২৪০। আবদুল আযীয ইব্ন ইয়াহুইয়া..... আব্বাস ইব্ন সাহল (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ আসিম ইব্ন আদীকে বলেন, তুমি তাকে (উওয়াইমেরের স্ত্রীকে) তোমার নিকট রাখ, যতদিন না সে সন্তান প্রসব করে।

২২৪১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ حَضَرْتُ لِعَائِمَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ سَنَةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجْتُ حَامِلًا فَكَانَ الْوَلَدُ يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ .

২২৪১। আহমাদ ইব্ন সালিহ..... সাহল ইব্ন সা'আদ আল সাঈদী বলেন, তাদের (উওয়াইমের ও তার স্ত্রীর) লি'আনের বিষয়টি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে পেশ করা হয়, তখন আমি পনের বছরের যুবক ছিলাম। এরপর (রাবী ইউনুস বর্ণিত) হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি (ইউনুস) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তার গর্ভবতী হওয়া প্রকাশ পায়। আর যে সন্তান সে প্রসব করে তাকে তার মাতার সাথে সম্পর্কিত করা হয়, (পিতার সাথে নয়)।

২২৪২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوُرْكَانِيُّ أَنَا إِبرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي خَبَرِ الْمُتَلَاعِنِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ ادْعَجِ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمِ الْإِلَيْتَيْنِ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ .

২২৪২। মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর..... সাহল ইব্ন সা'আদ (র) হতে, লি'আন সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সব কিছু শ্রবণের পর ইরশাদ করেন, উক্ত মহিলার দিকে তোমরা দৃষ্টি রাখ; যদি সে কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠে ও রানে অধিক মাংসবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে আমার ধারণা সে (উওয়াইমের) সত্যবাদী। আর যদি সে (মহিলা) লাল রং বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, যেন সে তারই অংশ; তবে আমার ধারণায় সে (উওয়াইমের) মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হবে। তিনি (সাহল) বলেন, এরপর সে এমন সন্তান প্রসব করে, যাতে উওয়াইমের সত্যবাদী হিসাবে প্রতিপন্ন হয়, (এবং সে মহিলা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হয়)।

২২৪৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْفَرَّيَابِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَكَانَ يُدْعَى يَعْنِي الْوَلَدَ لِأُمِّهِ .

২২৪৩। মাহমূদ ইব্ন খালিদ সাহল ইব্ন সা'দ আল সাঈদী (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী যুহরী (র) বলেন, এরপর সে সন্তানকে তার মাতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকা হতো।

২২৪৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَهْرِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْفَذَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ مَا صَنَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سُنَّةً قَالَ سَهْلٌ حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَضَّتْ
السَّنَةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنِينَ أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبًا •

২২৪৪। আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহু সাহুল ইবন সা'আদ (র) হতে পূর্বেক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী (ইয়ায) বলেন, তখন সে (উওয়াইমের) তাকে রাসূলুল্লাহু ﷺ -এর সম্মুখেই তিন তালাক প্রদান করে। আর রাসূলুল্লাহু ﷺ তাকে তালাক হিসাবে গণ্য করেন। আর সে নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে একরূপ করাতো তা সুন্নাতরূপে পরিগণিত হয়। রাবী সাহুল বলেন, তা (লি'আনের ব্যাপারটি) রাসূলুল্লাহু ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হওয়াতে পরবর্তীকালে তা পরস্পর ব্যাভিচারের দোষারোপকারীদের জন্য সুন্নাত হিসাবে পরিগণিত হয় যে, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটতে হবে এবং আর কখনও তাদেরকে একত্রিত করা যাবে না।

২২৪৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بِيَانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَبْنُ السَّرْحِ وَعَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا
ابْنُ خُمَسٍ عَشْرَةَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَلَاعَنَّا وَتَرَّ حَلِيْثٌ مُسَدَّدٌ وَقَالَ الْآخَرُونَ إِنَّهُ شَهِدَ
النَّبِيَّ ﷺ فَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ فَقَالَ الرَّجُلُ كَذَبْتَ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكْتَهَا وَبَعْضُهُمْ لَمَّا يَقُلُ
عَلَيْهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمَّا يَتَابِعُ ابْنَ عَيَيْنَةَ أَحَدٌ عَلَى أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ •

২২৪৫। মুসাদ্দাদ সূত্রে মিলিত সনদে সাহুল ইবন সা'আদ (র) হতে বর্ণিত। রাবী মুসাদ্দাদ তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাহুল) বলেন, রাসূলুল্লাহু ﷺ -এর যুগে দু'জন পরস্পর অভিসম্পাত ও দোষারোপকারীর ব্যাপারটা যখন উপস্থাপিত হয়, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং এ সময় আমার বয়স ছিল পনের বছর। এরপর তারা শপথ করে পরস্পর অভিসম্পাত ও যিনার দোষারোপ করার পর রাসূলুল্লাহু ﷺ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন। এরূপে মুসাদ্দাদ বর্ণিত হাদীসের বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে। আর অন্যের (সাহুলের) বর্ণনা এই যে, তিনি নবী করীম ﷺ কে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটতে দেখেন। তখন ঐ ব্যক্তি (উওয়াইমের) বলেন, যদি আমি তাকে আমার নিকট রাখি, তবে লোকদের নিকট আমি মিথ্যাবাদী বিবেচিত হব। তবে কোনো কোনো শায়খ, عَلَيْهَا শব্দটির উল্লেখ করেননি।

২২৪৬ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ نَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي هَذَا الْحَلِيْثِ
وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَّتِ السَّنَةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرْتَهَا وَتَرَّتْ مِنْهُ مَا
فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا •

২২৪৬। সুলায়মান ইবন দাউদ আল্ উতাকী সাহুল ইবন সা'আদ হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর সে (মহিলা) ছিল গর্ভবতী, যা সে অপছন্দ করতো। আর তার ভূমিষ্ট সন্তানকে, তার (মহিলার) দিকেই সম্পর্কিত করা হতো। এরপর মীরাসে (উত্তরাধিকার আইনে) এটা সুন্নাত হিসেবে নির্দ্ধারিত হয় যে, সে সন্তান তার মায়ের সম্পত্তির এবং মাতা তার (সন্তানের) সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। আর তা ঐ হিসেবে, যা আল্লাহু তা'আলা নির্দ্ধারিত করেছেন।

২২৮৮- حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا لَيْلَةَ جُمُعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدَتْهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلَتْهُ فَإِنَّهُ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهُ لَأَسْتَلِنُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدَتْهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلَتْهُ أَوْ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ افْتَحْ وَجْعَلْ يَدَعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللَّعَانِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ هَذِهِ الْآيَةُ فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلَاَعْنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ عَلَيْهِ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ مَهْ فَاَبْتَ فَفَعَلْتَ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعَلًا فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعَلًا •

২২৪৭। উসমান ইব্ন আবু শায়বা আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমু'আর রাতে আমি মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। তখন সেখানে জনৈক আনসার প্রবেশ করে এবং বলে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে অবৈধ কর্মে লিপ্ত দেখে, এরপর সে তা ব্যক্ত করে, তবে এজন্য কি তোমরা তাকে (মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে) তার উপর হদ্ (শারী'আতের শাস্তি বিধান) প্রয়োগ করবে? অথবা তাকে (যিনকারীকে) হত্যা করার অভিযোগে, তাকেও হত্যা করবে? আর যদি সে এ ব্যাপারে চুপ থাকে, তবে সে গযবের উপর চুপ থাকবে। আল্লাহ্ শপথ! আমি এ ব্যাপারে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করব। পরদিন সকালে সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কোন ব্যক্তিকে অবৈধ কাজে (যিনায়) লিপ্ত অবস্থায় দেখে, আর সে যদি এ সম্পর্কে কিছু বলে, তখন কি তাকে (মিথ্যা দোষারোপ করার অভিযোগে) শাস্তি দেওয়া হবে? অথবা সে যদি তাকে হত্যা করে তবে হত্যার অভিযোগে কিসাস হিসাবে কি তাকেও হত্যা করা হবে? আর সে যদি এ ব্যাপারে চুপ থাকে, তবে সে গযবের উপর চুপ থাকবে। তিনি বলেন : ইয়া আল্লাহ্! এ ব্যাপারে কী হুকুম, তা আমাকে জ্ঞাত করুন। এরূপ তিনি দু'আ করতে থাকেন। তখন লি'আন সম্পর্কীয় আয়াতটি নাযিল হয় : "যারা তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে যিনার দোষারোপ করে, আর এ ব্যাপারে তারা নিজেরা ব্যতীত আর কোন সাক্ষ্যদাতা না থাকে"..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তখন লোকদের মধ্য হতে সে ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে পরীক্ষা করা হয়। সে ব্যক্তি ও তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয় এবং একে অপরকে হলফ করিয়ে দোষারোপ করে অভিসম্পাত দিতে থাকে। তখন সে ব্যক্তি চারবার আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে, সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত, এরপর পঞ্চমবারে সে নিজের উপরই অভিসম্পাত করে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়। রাবী বলেন, এরপর সেই মহিলা শপথ করে অভিসম্পাত করতে গেলে, নবী করীম ﷺ তাকে ধমক দিয়ে তা করা হতে বিরত থাকতে বলেন। কিন্তু সে তা মানতে অস্বীকার করে এবং অভিসম্পাত করে। এরপর সে যখন প্রত্যাবর্তন করতে থাকে, তখন তিনি বলেন : অবশ্যই সে একটি কৃষ্ণকায় স্থূলদেহী সন্তান প্রসব করবে। (কারণ, যার সাথে সে ব্যতিচারে লিপ্ত হয়ে এ সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে; তার দৈহিক রূপ ও আকার এরূপ ছিল)।

২২৩৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا ابْنَ أَبِي عَدِيٍّ أَنبَأَنَا هِشَاءُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِي عِكْرَمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدَفَ أُمَّرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلْبَيِّنَةُ أَوْ حَدَّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلًا عَلَى إِمْرَأَتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَالْأَفْحَدُ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنزِلُنِي اللَّهُ فِي أَمْرِي مَا يَبْرِي ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَتْ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَزَادَ حَتَّى بَلَغَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَنْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَ فَقَالَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدْ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَقَالُوا لَهَا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّاتُ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّا سَتَرَجُعُ فَقَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَهَضَمَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغِ الْإِلَيْتَيْنِ خَدَّيْكَ فَهُوَ لِشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَدِيثُ ابْنِ بَشَّارٍ حَدِيثُ هِلَالٍ .

২২৪৮। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হিলাল ইব্ন উমাইয়্যা, তার স্ত্রীর সাথে গুরায়ক ইব্ন সাহ্মার অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করে। নবী করীম ﷺ তাকে বলেন, তুমি এ সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করো, নতুবা তোমার উপর হদ্ কায়েম করা হবে। সে বলে, ইয়া রাসূলান্নাহ্! যখন আমাদের কেউ স্বচক্ষে তার স্ত্রীকে এরূপ অবৈধ কাজে লিপ্ত দেখে, সেখানেও কি সাক্ষীর প্রয়োজন? নবী করীম ﷺ বলেন : তুমি সাক্ষী পেশ করো, নতুবা মিথ্যা দোষারোপের অভিযোগে তোমার উপর হদ্ (শাস্তি) কায়েম করা হবে। হিলাল (রা) বলেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার ব্যাপারে এমন আয়াত নাযিল করবেন, যা আমার পৃষ্ঠকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় : (অর্থ) “যারা তাদের স্ত্রীদের উপর যিনার দোষারোপ করে, এ ব্যাপারে তারা নিজেরা ব্যতীত আর কোন সাক্ষী না থাকে- হতে **صَادِقِينَ** (বা তারা ই সত্যবাদী) পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। নবী করীম ﷺ প্রত্যাবর্তন করেন এবং জনৈক ব্যক্তিকে তাদের ডাকার জন্য নির্দেশ দেন। তারা উভয়ে সেখানে উপস্থিত হলে, হিলাল ইব্ন উমায়্যা দণ্ডায়মান হন এবং সাক্ষ্য প্রদান করেন। নবী করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ্-ই অবগত, নিশ্চয় তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। কাজেই তোমাদের মধ্যে কেউ তাওবাকারী আছ কি? সে যখন পঞ্চমবার সাক্ষ্য প্রদান করে, তখন বলে, তার (নিজের) উপর আল্লাহ্‌র গযব (অভিসম্পাত), যদি

সে (তার স্বামী) সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর তখন তারা তাকে (মহিলাকে) পঞ্চমবার সাক্ষ্য প্রদানের পরিণতি হিসাবে সতর্ক করে বলেন, অবশ্যই এটা আল্লাহর গযবকে নির্দিষ্ট করবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এটা শুনে সে খমকে দাঁড়ায় এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, যাতে আমরা ধারণা করি যে, নিশ্চয় সে এহেন অভিশাপের সাক্ষ্য প্রদান হতে বিরত থাকবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে বলে, না আমি আমার বংশের কলঙ্ক হব না। সে মহিলা শপথ করে সাক্ষ্য প্রদান করে। নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা এর দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবে। যদি সে সুরমারঞ্জিত স্রু এবং স্থলগোছা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে তা হবে শুরায়ক ইব্ন সাহমের ঔরসজাত সন্তান। সে মহিলা তদ্রূপ সন্তান প্রসব করলে নবী করীম ﷺ বলেন : যদি এ ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে কুরআনের নির্দেশ না আসত, তবে আমার ও তার (মহিলার) মধ্যকার ফায়সালার ব্যাপারটি সংকটজনক হতো।

২২২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعْبِيُّ نَا سَفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنِينَ أَنْ يَتْلَعْنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَيْهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ يَقُولُ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ •

২২৪৯। মুখাব্বাদ ইব্ন খালিদ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর জনৈক সাহাবীকে নির্দেশ প্রদান করেন, যখন তিনি পরস্পর অভিসম্পাতকারীদ্বয়কে পরস্পর অভিসম্পাত করার জন্য বলেছিলেন, যেন অভিসম্পাতকারী পঞ্চমবার অভিসম্পাত করার সময় তার মুখে হাত রেখে বলে : নিশ্চয় এতে (সে মিথ্যাবাদী হলে) শাস্তি অবধারিত হবে।

২২৫০- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَرَأَى بَعْضَهُ وَسَمِعَ بِأَذْنِيهِ فَلَمْ يَهْجَهُ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ عَنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلًا فَرَأَيْتُ بَعْضَهُ وَسَمِعْتُ بِأَذْنِي فَكَّرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا جَاءَ بِهِ وَاسْتَدْتُ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَلَايَتَيْنِ كَلْتِيهِمَا فَسَرِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنْبِئْهُ يَا هِلَالُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرْجًا وَمَخْرَجًا قَالَ هِلَالٌ قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَاكَ مِنْ رَبِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلُوا إِلَيْهَا فَجَاءَتْ فَتَلَا عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

১. লি'আন শব্দটি লা'নত (অর্থাৎ অভিসম্পাত) হতে উদ্ভূত। স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে সাক্ষী প্রমাণ না থাকলে নিজের সাক্ষী নিজেই শপথ করে প্রদান করতে হয়। এর বিধান হল : প্রত্যেকে প্রথমে চারবার শপথ করে নিজে সত্য বলার সাফাই সাক্ষ্য দিবে আর পঞ্চমবারে শপথ করে বলবে যে, আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি তবে যেন আমার উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়। একরূপে উভয়ের সাফাই সাক্ষ্য প্রদানের পর আপনাপনি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। বিচারককে বিবাহ বিচ্ছেদের রায় দান করতে হয়। অন্যথায় অপরাধী স্বীয় অপরাধ স্বীকার করলে ও সাফাই সাক্ষ্য দানে বিরত থাকলে সে শরী'আতের বিধান মতে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়। অপরাধের মাত্রানুপাতে শাস্তির বিধানকে শরী'আতের পরিভাষায় হদ বলা হয়।

وَذَكَرَهَا وَآخِرُهَا أَنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا فَقَالَ هِلَالٌ وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَّقْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ
 قَدْ كَذَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَعْنُوا بَيْنَهُمَا فِقِيلٌ لِهَلَالٍ أَشْهَدُ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
 الصَّادِقِينَ فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةَ قِيلَ يَا هِلَالُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ عِقَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَإِنَّ
 هَذِهِ الْمَوْجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا فَشَهِدَ
 الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ قِيلَ لَهَا أَشْهَدُ فِئْتَمَّ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
 مِنَ الْكَاذِبِينَ فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةَ قِيلَ لَهَا اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَإِنَّ
 هَذِهِ الْمَوْجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ فَتَلَكَّاتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي فَشَهِدَتْ
 الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يَدْعَى
 وَلِنَهَا لِأَبٍ وَلَا تَرْمَى وَلَا تَرْمَى وَلَا تَرْمَى وَمِنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَقَضَى أَنْ لَا يَبِيتَ لَهَا
 عَلَيْهِ وَلَا تَوْتٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا تَمُوتُ عَنْهَا وَقَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهٍ أُصِيبَ أُرِيضَ
 أَثِيبَ خَمَشَ السَّاقِينَ فَهُوَ لِهَلَالٍ وَإِنْ جَاءَتْ بِهٍ أَوْرَقَ جَعَدَ إِجْمَالِيَا خَدَلَجَ السَّاقِينَ سَابِغَ الْإِلَيْتَيْنِ فَهُوَ
 لِلذِّي رُمِيَتْ بِهٍ فَجَاءَتْ بِهٍ أَوْرَقَ جَعَدًا إِجْمَالِيَا خَدَلَجَ السَّاقِينَ سَابِغَ الْإِلَيْتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 لَوْلَا الْإِيمَانُ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ قَالَ عِكْرَمَةُ فَكَانَ بَعْنُ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مَضْرٍ وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ .

২২৫০। আল্-হাসান ইব্ন আলী..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হিলাল ইব্ন
 উমাইয়া, যিনি ঐ তিন ব্যক্তির একজন ছিলেন, (যারা অকারণে তাবুক যুদ্ধে গমন করেননি, যার ফলে আপরাধী
 সাব্যস্ত হন এবং কান্নাকাটির পর) আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন। একদা তিনি তার খামার হতে রাতে
 প্রত্যাবর্তনের পর তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে (গুরায়ক ইব্ন সাহ্মাকে) যিনায় লিগু দেখতে পান এবং তাঁর দু'কর্ণে
 তাদের কথোপকথন শ্রবণ করেন। কিন্তু তিনি এতদসত্ত্বেও কোনরূপ বাড়াবাড়ি না করে রাতযাপন করেন।
 সকালবেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি রাতে আমার স্ত্রীর নিকট
 গমনপূর্বক তার সাথে এক ব্যক্তিকে (ব্যভিচারে লিগু বা স্থায়) আমার স্বচক্ষে অবলোকন করি এবং তার কথাও আমি
 স্বকর্ণে শ্রবণ করি। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাঁর নিকট ইহা খুবই গুরুতর মনে হয়।
 তখন এ আয়াত নাযির হয় : (অর্থ) “যারা তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে যিনার দোষারোপ করে, আর এ ব্যাপারে (স্ত্রীর
 ব্যভিচারের) তাদের কোন সাক্ষী থাকে না নিজে ব্যতীত”- আয়াতের শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়। আর ঐ সময় রাসূলুল্লাহ
 ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হওয়াকালীন সময়ের কাঠিন্যতা প্রকাশ পায়। এরপর তিনি বলেন : হে হিলাল! তুমি
 সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ তা’আলা তোমার ব্যাপারে স্বস্তির বিধান জারি করেছেন। তখন হিলাল (রা) বলেন, আমি
 আমার রবের নিকট এ রকম কিছুর প্রত্যাশা করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তাকে এখানে নিয়ে এসো!

তখন সে (হিলালের স্ত্রী) সেখানে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের (উভয়ের) সম্মুখে ঐ আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, আখিরাতের আযাব দুনিয়ার আযাবের চাইতে ভয়াবহ। হিলাল (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তার (স্ত্রীর) ব্যাপারে যা বলেছি, সত্য বলেছি। তার স্ত্রী বলে, সে মিথ্যা বলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলেন, তোমরা তাদের পরস্পরের মধ্যে লি'আন করতে বল। হিলালকে বলা হয়, তুমি সাক্ষ্য প্রদান কর। তিনি আল্লাহর শপথপূর্বক চারবার বলেন যে, তিনি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর তিনি পঞ্চমবারের জন্য সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হলে তাঁকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, আখিরাতের আযাবের তুলনায় দুনিয়ার আযাব খুবই নগণ্য। আর এ সাক্ষ্য (পঞ্চমবারের) তোমার জন্য শাস্তিকে অবধারিত করবে (যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও)। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি আমাকে এর জন্য শাস্তি প্রদান করবেন না, যেমন তিনি তার সম্পর্কে বলাতে আমাকে শাস্তি প্রদান করেননি। অতঃপর তিনি পশ্চমবার সাক্ষ্য প্রদানের সময় বলেন, যদি সে (নিজে) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত (যেন বর্ষিত হয়)। এরপর তার স্ত্রীকে সাক্ষ্য প্রদান করতে বলা হলে, সে চারবার আল্লাহর নামে এরূপ শপথবাক্য উচ্চারণ করে যে, সে (তার স্বামী) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর সে পঞ্চমবার শপথবাক্য উচ্চারণের জন্য প্রস্তুত হলে তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং (জেনে রেখো) আখিরাতের আযাবের তুলনায় দুনিয়ার আযাব খুবই নগণ্য। আর এটা তোমার জন্য শাস্তিকে অবধারিত করবে। এতদশ্রবণে সে ক্ষণকালের জন্য থেমে যায় এবং পরে বলে, আমি আমার কাণ্ডেমের লোকদের হেয় করব না। এরপর সে পঞ্চমবারের মতো সাক্ষ্য প্রদানের সময় বলে, তার (নিজের) উপর আল্লাহর গযব (যেন নাযিল হয়), যদি সে (তার স্বামী) সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং ফায়সালা দেন যে, তার গর্ভস্থিত সন্তানকে যেন তার পিতার সাথে সম্পর্কিত না করা হয়। আর সেই মহিলাকে যেন যিনাকারী হিসেবে এবং তার সন্তানকে যেন ব্যভিচারের ফসল হিসেবে আখ্যায়িত না করা হয়। আর যে ব্যক্তি তাকে (মহিলাকে) ব্যভিচারীর দোষারোপ করবে অথবা তার সন্তানের প্রতি এরূপ দোষারোপ করবে তার উপর হৃদ (শরী'আতের শাস্তির বিধান) জারি করা হবে। আর তিনি এরূপ সিদ্ধান্তও ব্যক্ত করেন যে, তার উপর (স্বামীর) ঐ মহিলার থাকার জন্য এবং ভরণ পোষণের জন্য কোনরূপ দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না। কেননা, তারা তালাক ব্যতীত উভয়ই বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর সে (স্বামী) তার প্রতি দৃষ্টিপাতও করতে পারবে না। এরপর তিনি বলেন : সে যদি স্থূল (পায়ের) গোছা বিশিষ্ট, লাল চুল বিশিষ্ট (যার উপরিভাগ কালো) এবং হালকা পাতলা গড়নের সন্তান প্রসব করে তবে তা হবে হিলালের সন্তান। অপর পক্ষে, সে যদি স্বাস্থ্যবান, মোটাতাজা সন্তান প্রসব করে, তবে তা তার গর্ভজাত সন্তান হবে, যার প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে। সে (মহিলা) মোটাতাজা, স্বাস্থ্যবান একটি সন্তান প্রসব করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি সে আল্লাহর নামে সাক্ষ্য প্রদান না করতো, তবে তার ও আমার মধ্যকার ফায়সালার ব্যাপারটি অন্যরকম হতো। রাবী ইক্রামা বলেন, পরবর্তীকালে সে (সন্তান) মুদের গোত্রের আমীর হয়। কিন্তু তাকে তার পিতার সাথে সম্পর্কিত করা হতো না।

২২৫১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سَفْيَانَ بْنَ عَمِيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ سَعِيدٍ بْنَ جَبْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ

ابْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُتَلَاعِنِينَ حِسَابُكُمْ عَلَى اللَّهِ أَحْنُكُمْ كَذِبٌ لَأَسْبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ مَدَّقْتَ عَلَيْهَا فَهِيَ بِهَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَّبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبَعْنُ لَكَ •

২২৫১। আহমাদ ইবন হাম্বল আমর ইবন সাঈদ ইবন জুবায়র বলেন, আমি ইবন উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যভিচারের পরস্পর অভিসম্পাতকারীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন : তোমাদের হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত। আর অবশ্যই তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। আর তোমার তার (স্ত্রীর) উপর কোন অধিকার নেই। তখন সে (স্বামী) জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার প্রদত্ত মালের (মাহর) বিষয় কী? তিনি বলেন : যদি তুমি তার ব্যাপারে সত্য কথাও বলে থাকো, তবুও তোমার দেয় মাল (মাহর) তুমি ফেরত পাবে না। আর তা এজন্য যে, তুমি তার যৌনাংগ এর বিনিময়ে হালাল করেছিলে। আর যদি তুমি তার সম্পর্কে মিথ্যা বলে থাকো তবে তো এ সম্পর্কে কোন কথাই ওঠতে পারে না।

২২৫২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ نَا إِسْمَاعِيلُ نَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عَمْرٍو رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعِجْلَانَ وَقَالَ اللَّهُ يَغْلُرُ أَنْ أَحَدُكُمَا كَذَبَ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ يَرُدُّهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

২২৫২। আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল সাঈদ ইবন জুবায়র হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমার (রা) কে বলি, যদি কেউ তার স্ত্রীর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, তবে কি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটতে হবে? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী আজলান গোত্রস্থিত আমার ভাই ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন : আল্লাহ সবই অবগত। তবে নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। কাজেই তোমাদের দু'জনের মধ্যে কেউ তাওবকারী আছ কি? এরূপ তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। এরপর তারা উভয়েই এরূপ করতে অস্বীকার করলে, তিনি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।

২২৫৩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتَفَى مِنْهَا وَكَلِمَاتُهَا فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ .

২২৫৩। আল কা'নাবী..... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রী সম্পর্কে লি'আন করে এবং স্ত্রীর গর্ভস্থিত সন্তানকে তার ঔরসজাত নয় বলে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং সন্তানের সম্পর্ক মায়ের সাথে স্থির করেন।

১৮৮ - بَابُ إِذَا شَكَّ فِي الْوَلَدِ

১৭২. অনুচ্ছেদ : সন্তানের উপর সন্দেহ পোষণ করা

২২৫৪ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلْفٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَنِي فِزَارَةَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي جَاءَتْ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبْلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا

الْوَأْنَمَا قَالَ حَمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَبُورًا قَالَ فَأَنَّى تَرَاهُ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ
عِرْقٌ قَالَ وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ *

২২৫৪। ইবন আবু খালুফ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা বনু ফাযারা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমার স্ত্রী কৃষ্ণবর্ণের একটি সন্তান প্রসব করেছে (যাকে আমার সন্তান হিসেবে আমি অস্বীকার ও সন্দেহ করি)। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কি কোন উট আছে? সে বলে, হাঁ, আছে। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এর রং কিরূপ? সে বলে, প্রায় লাল বর্ণের। তিনি পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা, এর মধ্যে কাল রংয়ের কিছু পশম আছে কি? সে বলে, হাঁ, এর দেহে অনেক কাল পশমও আছে। তিনি বলেন, আচ্ছা তা কোথা হতে এল? সে বলে, হয়ত তা তার বংশের কারণে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ সন্তানও হয়ত তার আসল বংশের প্রভাবে এরূপ হয়েছে।

২২৫৫- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَهُوَ
حِينَئِذٍ يَعْزُضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ *

২২৫৫। হাসান ইবন আলী ইমাম যুহরী (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে মা'মার অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ঐ ব্যক্তি তখনও তার ঔরসজাত সন্তান হিসেবে তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতো।

২২৫৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرُهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ *

২২৫৬। আহমাদ ইবন সালিহ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে এসে বলে, আমার স্ত্রী একটি কাল রং বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করেছে, আর আমি তাকে অস্বীকার করি (যে, সে আমার ঔরসজাত নয়)। এরপর রাবী ইউনুস, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৮৩- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْإِنْتِفَاءِ

১৭৩. অনুচ্ছেদ : ঔরসজাত সন্তান গ্রহণে অস্বীকৃতির ভয়ংকর পরিণতি

২২৫৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ يُونُسَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ
الْمَتَلَاعِنِينَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ انْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يَدْخُلَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ
وَأَيُّمَا رَجُلٍ حَجَدَ وَلَدًا وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِحْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤْسِ الْأُولِيِّينَ وَالْآخِرِينَ *

২২৫৭। আহমাদ ইব্ন সালিহ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ইরশাদ করতে শুনেছেন, যখন পরস্পর অভিসম্পাতকারীদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয় : যে স্ত্রীলোক কোন কাওমের মধ্যে প্রবেশ করায় (এমন সন্তান) যা তাদের নয়; (অর্থাৎ অন্যের সাথে ব্যভিচারের ফলে গর্ভবতী হয়); সে আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবে না এবং আল্লাহ তাকে কখনই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে ব্যক্তি তার ঔরসজাত সন্তান অস্বীকার করে, অথচ সে (সন্তান) তার দিকেই চেয়ে থাকে; আল্লাহ তা'আলা তাকেও তাঁর রহমত হতে বঞ্চিত করবেন এবং তাকে (কিয়ামতের দিন) পূর্বাপর সমস্ত মাখলূকের সম্মুখে অপমানিত করবেন।

১৮৮- بَابُ فِي إِعْءَاءِ وَلَدِ الرَّئِئَا

১৭৪. অনুচ্ছেদ : জারজ সন্তানের দাবি

২২৫৮- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ إِبرَاهِيمَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي النَّيَالِ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَمْسَاعَةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَأَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ أَدْعَى وَلَدًا مِّنْ غَيْرِ رِشَّةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ .

২২৫৮। ইয়া'কুব ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইসলামের মধ্যে ব্যভিচারের কোন স্থান নেই। জাহিলিয়াতের যুগে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, এর ফলে সৃষ্ট সন্তানেরা তাদের সাথে সম্পর্কিত হবে। যে ব্যক্তি ব্যভিচারের কারণে সৃষ্ট সন্তানের দাবি করবে, সে তার ওয়ারিস হবে না এবং সে সন্তানও তার উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।

২২৫৭- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ح وَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَىٰ إِنَّ كُلَّ مُسْتَلْحِقٍ اسْتَلْحَقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَدْعَاءَهُ وَرَثَتَهُ فَقَضَىٰ أَنْ كُلٌّ مِّنْ كَانَ مِّنْ أُمَّةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قَسَرَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَمَا أَدْرَكَ مِنَ مِيرَاثٍ لَّمْ يَقْسُرْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُو الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَةً وَإِنْ كَانَ مِّنْ أُمَّةٍ لَّمْ يَمْلِكُهَا أَوْ مِّنْ حَرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ أَدْعَاءَهُ فَهُوَ وَلَدٌ زَيْنَةٌ مِّنْ حَرَّةٍ كَانَ أَوْ أُمَّةٍ .

২২৫৯। শায়বান ইব্ন ফাররুখ আমর ইব্ন শু'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইসলামের প্রথম যুগে এরূপ ফায়সালা করতেন যে, প্রত্যেক উত্তরাধিকারী, তার পিতার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, যাকে সে তার উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করে। আর তিনি

এরূপ ফায়সালাও করতেন, যে ব্যক্তির কোন দাসীর গর্ভে সন্তান লাভ করবে, সে তার (সন্তানের) মালিক হবে তার সাথে সহবাসের দিন হতে। আর সে তারই সাথে সম্পর্কিত হবে, যদি সে তাকে জীবিতাবস্থায় অস্বীকার না করে। (আর যদি তাকে অস্বীকার করে) এমতাবস্থায় সে তার সম্পত্তির ওয়ারিস হবে না। আর বটনের পূর্বে সে যে সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে, তা তারই প্রাপ্য। আর সে (সন্তান) যার সাথে সম্পর্কিত হয়, সে যদি তাকে (সন্তান হিসাবে গ্রহণ করতে) অস্বীকার করে তবে সে তার সম্পত্তি পাবে না। আর যদি সে সন্তান কোন দাসীর হয়, যার সে মালিক নয় অথবা কোন স্বাধীন স্ত্রীলোকের, যার সাথে সে যিনা করে; এমতাবস্থায় সে তার ওয়ারিস হবে না এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদও পাবে না। আর যাকে তার সাথে সম্পর্কিত করা হয়, আর সেও সম্পর্কিত হয়—সে ব্যাভিচারের ফলে সৃষ্ট (সন্তান), চাই সে দাসীর গর্ভেই হোক বা স্বাধীন স্ত্রীলোকের গর্ভে।

২২৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا أَبِي عَنِ مَكْمُولِ بْنِ رَاشِدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَهُوَ وَلَدُ زَيْنَا لِأَهْلِ
أَمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أُمَّةً وَذَلِكَ فِيهَا اسْتَلْحَقَ فِي أَوْلِ الْإِسْلَامِ فَمَا اقْتَسَمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ
مَضَىٰ

২২৬০। মাহ্মুদ ইবন খালিদ..... মুহাম্মাদ ইবন রাশেদ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে রাবী খালিদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সে ব্যাভিচারের কারণে সৃষ্ট মায়ের সন্তান হবে, চাই সে দাসী হোক বা স্বাধীন স্ত্রীলোক। আর এরূপ নির্দেশ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে। আর ইসলাম-পূর্বে যে মাল বণ্টিত হয়েছে, তা তো গত হয়ে গেছে।

১৫- بَابُ فِي الْقَافَةِ

১৭৫. অনুচ্ছেদ : রেখা বিশেষজ্ঞ

২২৬১- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ
عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُسَدَّدٌ وَابْنُ السَّرْحِ يَوْمًا مَسْرُورًا وَقَالَ عَثْمَانُ
تُعْرَفُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَيْ عَائِشَةَ الْمُرْتَرَىٰ إِنَّ مُجْرَزَ الْمُدَلِجِيِّ رَأَىٰ زَيْدًا وَأَسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُؤُسَهُمَا
بِقَطِيفَةٍ وَبَدَتْ أَعْيُنُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هُنَّ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ أَسَامَةُ أَسْوَدَ وَزَيْدٌ
أَبْيَضَ

২২৬১। মুসাদ্দাদ.... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট প্রবেশ করেন, রাবী মুসাদ্দাদ ও ইবন সারহু বলেন, সন্তুষ্টচিত্তে। রাবী উসমান বলেন, তাঁর চেহারায় সন্তুষ্টির আভা প্রকাশ পেয়েছিল। এরপর তিনি বলেন : হে আয়েশা! তুমি কি দেখনি, মুজরায মুদলেজী দেখতে পেল যে, যায়িদ ও উসামা (রা) তাদের মস্তক চাদর দিয়ে আবৃত করে রেখেছেন; আর তাদের উভয়ের পা ছিল খোলা, তখন সে বলল, নিশ্চয়ই এ পাগুলো, একে অপরের থেকে। (অর্থাৎ এদের মধ্যে রক্ত সম্পর্ক রয়েছে।) ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, উসামা (রা) ছিলেন কালো আর যায়িদ (রা) ছিলেন গৌর বর্ণের।

২২৬২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ تَبَرَّقَ أَسَارِيرٌ وَجْهَهُ

২২৬২। কুতায়বা ইবন শিহাব হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর চেহারা সন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ ছিল।

২২৬৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَىٰ عَنِ الْأَجَلَعِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ عَنِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ

قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ اتَّوَأَ عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي الْوَلَدِ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَىٰ امْرَأَةٍ فِي طَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لِإِثْنَيْنِ مِنْهُمْ طَيْبًا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَعَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِإِثْنَيْنِ طَيْبًا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَعَلِيًّا فَقَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مَتَشَاكِسُونَ إِنِّي مَقْرَعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبِيهِ ثَلَاثًا الدِّيَةِ فَاقْرَعْ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ أَمْرَأَتُهُ وَتَوَاجَهَتْ

২২৬৩। মুসাদ্দাদ যামিদ ইবন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন ইয়ামান হতে জনৈক ব্যক্তি আগমন করে এবং বলে, ইয়ামানের তিন ব্যক্তি আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে একটি সন্তানের (মালিকানা) সম্পর্কে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, যারা একটি স্ত্রীলোকের সাথে একই তুহুরে^১ উপগত হয়। তিনি (আলী রা) তাদের মধ্যকার দু'জনকে বলেন, এ সন্তানটি এ (তৃতীয়) ব্যক্তির। তারা উভয়ে চিৎকার করে ওঠে। এরপর তিনি বলেন, বেশ তাহলে সন্তানটি তোমাদের দু'জনের। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তারা অস্বীকৃতি জানায়। তিনি (আলী রা) বলেন, তোমরা পরস্পর ঝগড়াকারী, কাজেই আমি তোমাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করব। আর লটারীতে যার নাম ওঠবে, সে সন্তানের পিতা সাব্যস্ত হবে। আর সে ব্যক্তিকে অপর দু' ব্যক্তির জন্য দু' তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করতে হবে। এরপর তিনি তাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করেন এবং লটারীতে যার নাম আসে, তাকে তিনি সন্তান প্রদান করেন। এতদ্বশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ এত জোরে হেসে ওঠেন যে, তাঁর সম্মুখের ও এর পার্শ্ববর্তী দাঁতসমূহ প্রকাশিত হয়।

২২৬৪- حَدَّثَنَا حَشِيْبُ بْنُ أَصْرَةَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِحِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ أَتَىٰ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَىٰ امْرَأَةٍ فِي طَهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ إِثْنَيْنِ اتَّقِرَا لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالَا لَا حَتَّىٰ سَأَلَهُمْ جَمِيعًا فَجَعَلَ كُلُّمَا سَأَلَ إِثْنَيْنِ قَالَا لَا فَاقْرَعْ بَيْنَهُمْ فَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقِرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثِي الدِّيَةِ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ

১. দুই হায়মের মধ্যবর্তী সময়কে এক 'তুহুর' বা পবিত্রকাল বলা হয়।

২২৬৪। হাশীশ্ ইব্ন আসরাম..... যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আলী (রা)-এর নিকট ইয়ামানের তিন ব্যক্তি আগমন করে, যারা একই তুহুরের মধ্যে জনৈক স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করে। তিনি তাদের দু'জনকে বলেন, আমি এ সন্তানকে তৃতীয় ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত করেছি। তারা উভয়ে তা মানতে অস্বীকার করে, বরং তারা সকলে তাকে স্বীয় ঔরসজাত সন্তান হিসেবে দাবি করে। তিনি বলেন, তবে তা তোমাদের দু'জনের সন্তান। তারা এ-ও মানতে অস্বীকার করায় তিনি তাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করেন। এরপর লটারীতে যার নাম আসে, তিনি সে সন্তানকে তার জন্য নির্ধারিত করেন এবং সে ব্যক্তির উপর দু'তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ধার্য করেন। এ ঘটনা নবী করীম ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি এত জোরে হাসেন যে, তাঁর সম্মুখদিকের দন্তরাজি দেখা যায়।

২২৬৫- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا شُعْبَةَ عَنْ سَلْمَةَ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْخَلِيلِ أَوْ ابْنِ الْخَلِيلِ قَالَ أَتَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَكَذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةِ نَحْوَةٍ لَمْ يَذْكُرِ الْيَمِينَ وَلَا النَّبِيَّ ﷺ وَلَا قَوْلَهُ طَيْبًا بِالْوَالِدِ .

২২৬৫। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয..... খলীল অথবা ইব্ন খলীল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-র নিকট একটি স্ত্রীলোকের ব্যাপার পেশ করা হয়, যে তিনজন পুরুষের সাথে সহবাসের ফলে সন্তান প্রসব করে। এরপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর তিনি ইয়ামান ও নবী করীম ﷺ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি এবং তিনি طيبا بالوالدين শব্দটিরও উল্লেখ করেননি।

১৮৬- بَابُ فِي وَجْهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

১৭৬. অনুচ্ছেদ : জাহিলিয়াতের যুগে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ

২২৬৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ نَا عَنبَسَةَ بِنَ خَالِ بْنِ حَنْثَلَةَ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بِنَ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنَ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوَّجَ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرْتَهُ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ فَيُصَلِّ قُبَاهُ ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرَ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَّرْتَ مِنْ طَمِئْتِهَا أَرْسَلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلْهَا زَوْجَهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَالِدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحَ يُسَمَّى نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرَ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ نَوْنَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلِّهِمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لِيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى

يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا فَتَقُولُ لِهَمْرٍ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدَتْ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ فَتَسْبِيهِ مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِإِسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدَهَا وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لِاتِمْتِنَعُ مِنْ جَاءِهَا وَهِيَ الْبَغْيَاكُنُ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُنُ عَلَمًا لِمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جَمَعُوا لَهَا وَدَعَوْا الْهَمْرُ الْقَافَةَ ثَمَّ الْحَقُّوْا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ بِالْقَافَةِ فَالْتَاطَهَ وَدَعِيَ ابْنَهُ لِأَيِّمْتِنَعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ هُنَا نِكَاحُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهِ إِلَّا نِكَاحَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ .

২২৬৬। আহমাদ ইবন সালিহ..... উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে চার প্রকারের বিবাহ চালু ছিল। এর মধ্যে এক ধরনের বিবাহ এরূপ ছিল, যেমন আজকালের বিবাহ। বিবাহ ইচ্ছুক পুরুষ পাঞ্জীর পুরুষ অভিভাবকের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পেশ করতো। এরপর সে এর মাহুর নির্ধারণ করতো এবং পরে তাকে (স্ত্রীলোককে) মাহুর দিয়ে বিবাহ করতো। আর দ্বিতীয় প্রকারের বিবাহ ছিল, যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে বলত, যখন তুমি তোমার হায়য় হতে পবিত্র হবে, তখন তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট গমন করে তার সাথে সহবাস করবে। এ সময় তার স্বামী তার নিকট হতে দূরে সরে থাকত, যতক্ষণ না সে ঐ ব্যক্তির সাথে সহবাসের ফলে সন্তান-সম্ভবা হতো, ততক্ষণ সে তার সাথে সহবাস করতো না। আর যখন সে গর্ভবতী হতো, তখন স্বামী তার সাথে ইচ্ছা হলে সহবাস করতো। আর এরূপ করা হতো সন্তানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য। এ বিবাহকে নিকাহে ইত্তিবযা^১ বলা হতো। আর তৃতীয় প্রকারের বিবাহ ছিল, অনধিক দশজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করতো আর তারা সকলেই পর্যায়ক্রমে তার সাথে সহবাস করতো। এরপর সে গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসবের পর কিছুদিন অতিবাহিত হলে, সে সকলকে তার নিকট আসার জন্য পত্র প্রেরণ করতো, যা প্রাপ্তির পর তারা সকলেই সেখানে আসতে বাধ্য হতো। এরপর তারা সকলে সমবেত হলে, সে নারী বলতো, তোমরা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবগত আছ, যার ফলে আমি এ সন্তান প্রসব করেছি। তখন সে তাদের মধ্য হতে তার পছন্দমত একজনের নাম ধরে সম্বোধন করে বলত, হে অমুক! এ তোমার সন্তান। তখন সে তার সাথে ঐ সন্তানকে সম্পর্কিত করতো। আর চতুর্থ প্রকারের বিবাহ ছিল, বহু লোক একত্রিত হয়ে পর্যায়ক্রমে একটি মহিলার নিকট গমন করতো। আর যে কেউ তার নিকট সহবাসের উদ্দেশ্যে গমন করতো, সে কাউকে বাধা প্রদান করতো না। আর এ ধরনের মহিলারা ছিল বেশ্যা। এরা তাদের স্ব-স্ব গৃহের দরজার উপর নিশান লাগিয়ে রাখত, যা তাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ ছিল। যে কেউ তাদের নিকট গমন করে তাদের সাথে সহবাস করতে পারত। এরপর সে গর্ভবতী হওয়ার পর, সন্তান প্রসবের পরে তাদের সকলকে তার নিকট একত্রিত করতো এবং তাদের নিকট হতে সাযুজ্যতা দাবি করতো। এরপর সে তার সন্তানকে ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত করতো, যার সাথে সন্তানের সামঞ্জস্যতা পরিদৃষ্ট হতো। আর তাকে তার সন্তান হিসাবে ডাকা হতো এবং সে ব্যক্তি এতে নিষেধ করতো না। এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ ﷺ কে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন, তখন তিনি জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত ঐসব বিবাহ প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করেন। আর বর্তমানে ইসলামের অনুসারীদের জন্য যে বিবাহ পদ্ধতি চালু আছে, তিনি তা বলবৎ করেন।

১. পর-পুরুষের সাথে সহবাসের অনুমতি প্রাপ্ত বিবাহকে 'নিকাহে-ইত্তিবযা' বলা হয়।

১৮৮- بَابُ الْوَلَدِ لِلْفَرَّاشِ

১৭৭. অনুচ্ছেদ : বিছানা যার, সন্তান তার

২২৬৮- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ مُسَدَّدٌ بْنُ مُسْرَهٍ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِخْتَصَرَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ابْنِ أُمِّ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدُ أَوْصَانِي أَخِي عْتَبَةَ إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أُمِّ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنُهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي ابْنِ أُمِّ أَبِي وَلَيْدٍ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَبَهَا بَيْنَنَا بِعْتَبَةَ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاوِرِ الْحَجَرِ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سُوْدَةَ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْلُ .

২২৬৭। সাঈদ ইবন মানসূর ও মুসাদ্দাদ ইবন মুসারহাদ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস ও আব্দ ইবন যাম'আ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে যাম'আর দাসীর পুত্র আবদুর রহমান সম্পর্কে ঝগড়া শুরু করেন। সা'দ বলেন, আমার ভ্রাতা উত্বা আমাকে এ মর্মে ওসীয়াত করেছেন যে, যখন আমি মক্কায় আসি তখন আমি যেন অবশ্যই যাম'আর দাসী-পুত্রের দিকে খেয়াল রাখি। তখন তিনি তাকে ধরে ফেলেন, কেননা সে ছিল তাঁর ভাই উত্বার পুত্র। অপরপক্ষে আব্দ ইবন যাম'আ বলেন, সে (আবদুর রহমান) আমার ভাই। কেননা সে আমার পিতার (ঔরসজাত) দাসী-পুত্র, যে আমার পিতার বিছানায় জন্ম নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্বার সাথে তার স্পষ্ট মিল আছে দেখে বলেন : সন্তান হল যার বিছানায় জন্ম নিয়েছে তার এবং যিনাকারীর জন্য প্রস্তুত। আর তিনি বলেন, হে সাওদা! তুমি তার থেকে পর্দা করো। মুসাদ্দাদ (র) তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী বলেছেন : হে আব্দ! সে তোমার ভাই।

২২৬৮- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِادْعُوهُ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاوِرِ الْحَجَرِ .

২২৬৮। যুহায়র ইবন হারব..... আমর ইবন শু'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা একব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার সন্তান। কেননা, জাহিলিয়াতের যুগে আমি তার মায়ের সাথে যিনা করেছিলাম। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইসলাম-যুগে এরূপ কোন আহ্বান করা উচিত নয়। জাহিলিয়াত-যুগের কাজকর্ম শেষ হয়ে গেছে। এখন সন্তান যার বিছানায় জন্ম নিয়েছে, তার। আর যিনাকারীর জন্য হল প্রস্তুত (অর্থাৎ বঞ্চনা, সে পিতৃত্ব হতেও বঞ্চিত আর উত্তরাধিকার হতেও বঞ্চিত)।

২২৬৯- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْعِيلَ نَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ أَبُو يَحْيَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ رَبَّاحٍ قَالَ زَوَّجَنِي أَهْلِي أُمَّةً

لَهُم رُومِيَّةٌ فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ
مِثْلِي فَمَسَيْتُهُ عَبِيدَ اللَّهِ ثُمَّ طَبَنَ لَهَا غُلَامًا لِأَهْلِي رُومِيٍّ يُقَالُ لَهُ يُوْحَنَّةٌ فَرَأَتْهَا بِلِسَانِهِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا كَانَتْ
وَزَعَةً مِّنَ الرُّوزِغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا قَالَتْ هَذَا لِيُوْحَنَّةٌ فَرَفَعْنَا إِلَى عُثْمَانَ أَحْسِبُهُ قَالَ مَهْدِيٌّ قَالَ
فَسَأَلْتُهُمَا فَاعْتَرَفَا فَقَالَ لَهُمَا أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنْ
الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فَجَلَلَهَا وَجَلَدَهَا وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ •

২২৬৯। মুসা ইব্ন ইসমাঈল..... রিবাহ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার পরিবার পরিজনেরা তাদের একটি রোম দেশীয় দাসীর সাথে বিবাহ দেয়। এরপর আমি তার সাথে সহবাস করলে সে আমার ন্যায় একটি কৃষ্ণকায় পুত্র সন্তান প্রসব করে। আমি তার নাম রাখি আবদুল্লাহ্। এরপর আমি তার সাথে পুনরায় সহবাস করলে সে আমার মতো আরো একটি কৃষ্ণকায় পুত্র সন্তান প্রসব করে। আমি তার নাম রাখি উবায়দুল্লাহ্। এরপর তাকে আমার গোত্রের ইউহান্না নামক জনৈক গোলাম ফুঁসলিয়ে তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে, যার ভাষা ছিল দুর্বোধ্য। এরপর তার সাথে অবৈধ মিলনের ফলে সে যে সন্তান প্রসব করে, সে ছিল ঐ গোলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি তাকে (দাসীকে) জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপার কি? সে স্বীকার করে যে, এটা ইউহান্নার ঔরসজাত সন্তান। এ ব্যাপারটি আমি উসমানের নিকট পেশ করি। রাবী মাহদী বলেন, তিনি (উসমান) তাদের উভয়কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তারা এর (ব্যভিচারের) সত্যতা স্বীকার করে। তিনি (উসমান) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি এতে রাযী আছ যে, আমি তোমাদের উভয়ের ব্যাপারে ঐরূপ ফায়সালা করব, যে রূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফায়সালা করতেন? আর এ ধরনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফায়সালা করতেন যে, সন্তান ঐ ব্যক্তির, যে বিছানার মালিক, (অর্থাৎ স্বামীর জন্য)। রাবী বলেন, আমার ধারণা, এরপর তিনি সেই দাসী ও দাসকে, যারা আযাদকৃত ছিল দোররা মারার ব্যবস্থা করেন।

১৮৮- بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

১৭৮. অনুচ্ছেদ : সন্তানের অধিক হক্কার কে?

২২৮০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ نَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرٍو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدَى لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي •

২২৭০। মাহমুদ ইব্ন খালিদ আস সাল্মী আমর ইব্ন শু'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তার দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা জনৈক স্ত্রীলোক বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এ সন্তানটি আমার গর্ভজাত, আর সে আমার স্তনের দুগ্ধ পান করছে এবং আমার কোল-ই তার আশ্রয়স্থল। আর তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে এবং সে একে আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, তুমি যতদিন না পুনরায় বিবাহ করবে, ততদিন তুমি তার অধিক হক্কার।

২২৮১- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَسَمَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلِمَى مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ صِدْقٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادْعِيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَطَنْتُ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَنْهَبَ بَابِنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ وَرَطَّنَ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءَ زَوْجَهَا فَقَالَ مَنْ يَحَاقِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا إِنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَنْهَبَ بَابِنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بَيْرِ أَبِي عَقْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجَهَا مَنْ يَحَاقِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمَّكَ فَخُنْ بَيْنَ آيِهِمَا شَيْئًا فَاخْذْ بِيَدِ امِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ .

২২৯১। আল্ হাসান ইব্ন আলী হিলাল ইব্ন উসামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মায়মুনা সাল্‌মা যিনি মদীনার কোন এক সত্যবাদী ব্যক্তির আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন, একদা আমি যখন আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন সেখানে পারস্য দেশীয় জনৈক স্ত্রীলোক, তার সাথে একটি পুত্র নিয়ে আগমন করে; যাকে (পুত্র সন্তানকে) সে এবং তার স্বামী, যে তাকে তালাক দিয়েছিল, সন্তান হিসাবে দাবি করতে থাকে। এরপর সে (মহিলা) ফরাসী ভাষায় বলে হে আবু হুরায়রা! আমার স্বামী আমার পুত্রকে নিয়ে যেতে চায়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা উভয়ে এর (সন্তানের) ব্যাপারে লটারী করো। এরপর তিনি (আবু হুরায়রা) যখন তার নিকট জবাবের প্রত্যাশায় ছিলেন, তখন তার স্বামী সেখানে আগমন করে এবং বলে, আমার পুত্রের ব্যাপারে কে আমার সাথে ঝগড়া করতে চায়? আবু হুরায়রা (রা) বলেন, ইয়া আল্লাহ! আমি এ সম্পর্কে যা শুনেছি, তা ব্যতীত অধিক কিছু বলব না। একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট থাকাকালে জনৈক মহিলাকে তাঁর নিকট এসে বলতে শুনি : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্বামী আমার সন্তানকে নিয়ে যেতে চায়। আর অবস্থা এই যে, সে (সন্তান) আমাকে আবু উকবার কুপ হতে এনে পানি পান করায় এবং সে আমার অন্যান্য খিদমতও করে। নবী করীম ﷺ বলেন, এদের উভয়ের মধ্যে সন্তানের ব্যাপারে লটারীর ব্যবস্থা করো। তখন তার স্বামী বলে, আমার থেকে আমার সন্তানকে কে ছিনিয়ে নিতে চায়? তখন নবী করীম ﷺ সে সন্তানকে সম্বোধন করে বলেন, এ তোমার পিতা এবং এ তোমার মাতা। তুমি এদের মধ্যে যার হস্ত খুশি ধারণ করো। তখন সে (সন্তান) তার মাতার হস্ত ধারণ করলে তাকে নিয়ে সে (মাতা) চলে যায়।

২২৮২- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَجَّيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْرَةَ فَقَالَ جَعْفَرٌ أَنَا أَخِذْهَا أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي خَالَتُهَا وَإِنَّمَا

الْخَالَةَ أُمَّ فَقَالَ عَلِيُّ أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ زَيْنٌ أَنَا أَحَقُّ بِهَا أَنَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِهَا فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ حَتَّى قَالَ وَأُمُّ الْجَارِيَةِ فَاقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُونَ مَعَ خَالَتِهَا وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمَّ

২২৭২। আল্ আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা) মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। এরপর তিনি মক্কা হতে হামযার কন্যাকে নিয়ে (মাওকিফের দিকে) রওনা হলে জা'ফর ইব্ন আবু তালিব (রা) তাকে বলেন, আমি এর (লালন-পালনের) অধিক হকদার, কেননা সে আমার চাচার মেয়ে এবং আমার স্ত্রী হল তার খালা। আর খালা হল মায়ের সমতুল্য। তখন আলী (রা) বলেন, আমি এর অধিক হকদার। কেননা সে আমার চাচার মেয়ে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা (ফাতিমা রা) আমার স্ত্রী। আর সেও (ফাতিমা) তার (লালন-পালনের) অধিক হকদার। যায়িদ (রা) বলেন, আমি এর অধিক হকদার। কেননা, আমি তার-ই জন্য বের হয়েছি এবং সফর শেষে মাওকিফে উপনীত হয়েছি। এমন সময় নবী করীম ﷺ বের হলে তাঁর নিকট এ সমস্যা পেশ করা হয়। তখন তিনি সে মেয়ে সম্পর্কে এরূপ ফায়সালা দেন যে, সে জা'ফরের সাথে অবস্থান করবে। আর এমতাবস্থায় সে তার খালার সাথে অবস্থান করতে পারবে। বস্তুত খালা তো মায়েরই মতো।

২২৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى نَا سُفْيَانَ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى بِهِذَا

الْخَبْرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ وَقَضَى بِهَا لِجَعْفَرٍ لِأَنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ

২২৭৩। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এতে ঘটনার সম্পূর্ণ বর্ণনা নেই। রাবী বলেন, তখন তিনি তাঁর সম্পর্কে এরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, সে জা'ফরের সাথে অবস্থান করবে। কেননা তার খালা তার (জা'ফরের) নিকটে আছে।

২২৮৪- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ

هَالِبٍ وَهَبِيرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَهَا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ تَبِعْتَنَا بِنْتُ حَمْزَةَ تَنَادَى يَا عَمْرُ يَا عَمْرُ فَتَنَّا وَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ دُونَكَ بِنْتُ عَيْكَ فَحَمَلْتَهَا فَقَصَّ الْخَبْرَ قَالَ وَقَالَ جَعْفَرُ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتَهَا تَحْتِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

২২৭৪। আব্বাদ ইব্ন মুসা..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা মক্কা হতে বের হই, তখন হামযার কন্যা আমাদের অনুসরণ করে এবং বলতে থাকে, হে চাচা! হে চাচা! তখন আলী (রা) তাকে, তার হস্ত ধারণপূর্বক গ্রহণ করেন এবং ফাতিমা (রা)-কে বলেন, তুমি একে গ্রহণ করো! কেননা, সে তো তোমার চাচার কন্যা। তখন তিনি (ফাতিমা) তার হস্ত ধারণ করেন। এরূপে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অপর পক্ষে জা'ফর (রা) বলেন, সে তো আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী। তখন নবী করীম ﷺ তাকে (হামযার কন্যাকে) তার খালার (নিকট থাকার) ফায়সালা প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, খালা মায়ের সমতুল্য।

১৮৭- بَابُ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقةِ

১৭৯. অনুচ্ছেদ : তালাকপ্রাপ্তা রমনীর ইদত

২২৮৫- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْكَوَيْدِ الْبَهْرَانِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَالِحٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا طَلَّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقةِ عِنْدَهُ فَانزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طَلَّقَتْ أَسْمَاءَ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ أَوَّلُ مَنْ أَنْزَلَتْ فِيهَا الْعِدَّةَ لِلْمُطَلَّقاتِ .

২২৭৫। সুলায়মান ইবন আবদুল হাম্বীদ বাহরানী..... আসমা বিনত ইয়াযীদ ইবন আল-সাকান আল আনসারীয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তালাকপ্রাপ্তা হন, আর সে সময় তালাকপ্রাপ্তা রমনীর জন্য ইদত পালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। এরপর আল্লাহ তা'আলা আসমার তালাক প্রাপ্তির পর ইদত সম্পর্কীয় আয়াত নাখিল করেন। আর তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম মহিলা, যার সম্পর্কে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য ইদত পালন প্রয়োজন-এ আয়াত নাখিল হয়।

১৮০- بَابُ فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقاتِ

১৮০. অনুচ্ছেদ : তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদত পালন রহিত হওয়া

২২৮৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَوْزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عُرْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْمُطَلَّقاتِ يُتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ وَاللَّائِي يَتَسَّنَّ مِنَ الْبَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبَتْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا .

২২৭৬। আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল মারুযী..... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ তিন হয়েষ পর্যন্ত নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রিত রাখবে (অন্য কারো সাথে বিবাহ হতে)। তিনি আরো বলেন, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা তাদের হয়েষ হতে নিরাশ হয়েছে (অর্থাৎ যাদের হয়েষ বন্ধ হয়ে গেছে) তাদের ইদতের সময়সীমা হল তিন মাস। আর পরবর্তী আয়াতের দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতের নির্দেশ রহিত (বা সংশোধিত) হয়েছে। তিনি আরো বলেন, যদি তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) তাদের সাথে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করো, তবে তজ্জন্য তাদের উপর তালাকের কারণে কোন ইদত পালনের প্রয়োজন নেই।

১৮১- بَابُ فِي الْمَرَّاجَعَةِ

১৮১. অনুচ্ছেদ : তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ

২২৮০- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الزُّبَيْرِ الْعَسْكَرِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مَالِحِ بْنِ مَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا .

২২৭৭। সাহল ইবন মুহাম্মাদ ইবন যুবায়ের আসকারী ইবন আব্বাস (রা) ও উমার (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ হাফসা (রা) কে তালাক প্রদান করেন। এরপর তিনি তাঁকে পুনরায় স্বীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।

১৮২- بَابُ فِي نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

১৮২. অনুচ্ছেদ : তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা মহিলার খোরপোষ

২২৮৮- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسْتَخِطُّهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمَّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَفْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدَى فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجَلَ أُمِّي تَضَعِينَ ثِيَابَكَ وَإِذَا حَلَلْتِ فَأَذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خُطْبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقَةٍ وَأَمَّا مَعَاوِيَةُ فَصَعْلُوكٌ لِأَمَالٍ لَهُ إِنَّكِحِي إِسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَتْ فَكَرِهْتَهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكِحِي إِسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتَهُ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبْتُ ۝

২২৭৮। আল্ কা'নাবী..... ফাতিমা বিনত কায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আবু আমর ইবন হাফস তাকে তিন তালাক বায়েন প্রদান করেন এমতাবস্থায় যে, তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। এরপর তিনি তার উকিল মারফত তার (ফাতিমার) নিকট কিছু আটা প্রেরণ করেন, যাতে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! এর অধিক তোমার কিছুই আমার নিকট পাওনা নেই। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বলেন : তার নিকট তোমার কিছুই পাওনা নেই। এরপর তিনি তাকে উম্মে গুরায়কের ঘরে অবস্থানপূর্বক তার ইদ্দত পূর্ণ করার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি বলেন, এ স্ত্রীলোকটি তার অধিক খরচের দ্বারা আমার সাহাবীকে ঢেকে ফেলেছে। তুমি উম্মে মাকতূমের ঘরে অবস্থান কর, আর সে হল একজন অন্ধ লোক, কাজেই সে তোমাকে দেখবে না। এরপর তুমি যখন তোমার ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন আমাকে এ সম্পর্কে খবর দিবে। তিনি বলেন, এরপর আমি আমার ইদ্দত পূর্ণ করে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করি এবং বলি যে, মু'আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান ও আবু জাহাম উভয়ে আমার নিকট আমাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে পয়গাম পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আবু জাহাম তো তার কাঁধ হতে তার লাঠি সরায় না (অর্থাৎ অধিক মারধরকারী)। আর মু'আবিয়া-সে তো ফকীর এবং তার কোন মাল নেই। তুমি বরং উসামা ইবন যায়িদকে বিবাহ করো। তিনি বলেন, তা আমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়। তিনি পুনরায় বলেন, তুমি উসামা ইবন যায়িদকে বিবাহ করো। এরপর তিনি তাকে বিবাহ করেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এতে এত মঙ্গল প্রদান করেন, যা অন্যের জন্য দীর্ঘার বস্তুতে পরিণত হয়।

২২৮৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانَ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ
 بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِيهِ
 وَأَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَنَفَرًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَبَا حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةَ
 طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَإِنَّهُ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً يَسِيرَةً فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَحَدِيثَ مَالِكِ أَمْرًا .

২২৭৯। মূসা ইব্ন ইসমাসিল আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) বলেন, ফাতিমা বিন্ত কায়স তাকে বলেছেন যে, আবু হাফস ইব্ন মুগীরা (তার স্বামী) তাকে তিন তালাক (বায়েন) প্রদান করেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তখন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ এবং বনী মাখযুম গোত্রের কিছু লোক নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসে এবং বলে, হে আল্লাহ্র নবী! নিশ্চয় আবু হাফস ইব্ন মুগীরা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে এবং তার জন্য সামান্য খোরপোষ দিয়েছে। এতদশ্রবণে তিনি বলেন, তার জন্য কোন খোরপোষ নেই। এরপর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে (ইয়াহুইয়া হতে বর্ণিত) রাবী মালিকের হাদীস অধিক সম্পূর্ণ।

২২৮০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيدِ نَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ
 بِنْتُ قَيْسِ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَخَبَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ
 فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا مَسْكَنٌ قَالَ فِيهِ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكَ .

২২৮০। মাহমূদ ইব্ন খালিদ ইয়াহুইয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি আবু সালামা হতে, তিনি ফাতিমা বিন্ত কায়স হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু আমর ইব্ন হাফস আল-মাখযুমী (রা) তাকে তিন তালাক দেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাবী বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন, তার (ফাতিমার) থাকার ও খোরপোষের জন্য কিছুই প্রাপ্য নেই। এই বর্ণনায় রাবী আরো উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহু ﷺ তার (ফাতিমার) নিকট এই খবর প্রেরণ করেন যে, সে যেন আমার সাথে পরামর্শের পূর্বে কারও সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়।

২২৮১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي
 سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتُ قَيْسِ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ
 مَالِكٍ قَالَ فِيهِ وَلَا تَفْوُتِينِي بِنَفْسِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ وَالْبَيْهِيُّ وَعَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 بْنِ عَاصِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ كُلَّهُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتُ قَيْسِ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا .

২২৮১। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনী মাখযুম গোত্রের জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলাম। এরপর সে আমাকে তালাক (বায়েন) প্রদান করে। এরপর রাবী মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে এরূপ উল্লেখ আছে যে, সে যেন কারও নিকট বিবাহের পয়গাম প্রেরণ না করে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এভাবেই হাদিসটি শা'বী, বাহী ও আতা (র) আবদুর রহমান ইবন আসিম, আবু বাকর ইবন আবু জাহাম হতে, যারা সকলেই ফাতিমা বিন্ত কায়স হতে বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দেন।

২২৮১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِيَانُ نَا سَلَمَةَ بِنُ كَهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ نَفَقَةً وَلَا سَكْنَى .

২২৮২। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর.....ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার স্বামী তাকে তিন তালাক প্রদান করে। তখন নবী করীম ﷺ তার থাকার ও খোরপোষের জন্য কিছুই নির্ধারিত করেননি।

২২৮৩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ نَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمَغِيرَةِ وَأَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنِ الْمَغِيرَةِ طَلَّقَهَا أُخْرَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَرَعِمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أَبِي مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَابْنُ مَرْوَانَ أَنْ يَصَدِّقَ حَيْثُ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا قَالَ عُرْوَةُ أَنْكَرْتَ عَائِشَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَابْنُ جَرِيحٍ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَإِسْرَامُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ دِينَارٌ وَهُوَ مَوْلَى زِيَادٍ .

২২৮৩। ইয়াযীদ ইবন খালিদ..... ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি আবু হাফস ইবন আল-মুগীরার স্ত্রী ছিলেন। এরপর আবু হাফস ইবন আল-মুগীরা তাকে তিন তালাক (বায়েন) দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার ঘর হতে বহির্গত হওয়া সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে ইবন উম্মে মাকতূমের ঘরে (যিনি অন্ধ ছিলেন) গিয়ে থাকার নির্দেশ দেন। রাবী মারওয়ান ইবন হাকাম, তালাকপ্রাপ্ত মহিলার জন্য তার ঘর হতে বহিষ্কার সম্পর্কিত ফাতিমা বর্ণিত হাদীসটিকে সত্য বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। রাবী উরওয়া বলেন, আয়েশা (রা)ও ফাতিমা বিন্ত কায়সের হাদীসকে অস্বীকার করেছেন।

২২৮৪ - حَدَّثَنَا مُخَلَّلُ بْنُ خَالِدٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبِيدِ اللَّهِ قَالَ أَرْسَلَ مَرْوَانَ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمَغِيرَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا وَأَمَرَ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يَنْفِقَا عَلَيْهَا فَقَالَا وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَآتَتْ النَّبِيَّ ﷺ

فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الْإِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ابْنِ أَبِي مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ نِيَابِهَا عِنْدَهُ وَلَا يَبْصُرُهَا فَلَمَّا تَزَلَّ هُنَاكَ حَتَّى
مَضَتْ عِدَّتَهَا فَانْكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَسَامَةَ فَرَجَعَ قَيْبِصَةَ إِلَى مَرْوَانَ فَخَبَرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ لِمَ نَسِعَ
هُنَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ فَنَأْخُذُ بِالْعِصَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَطَلِقُوهُنَّ بَعْدَ تِهْنٍ حَتَّى لَا نَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَتْ فَأَيُّ
أَمْرٍ يُحَدِّثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَمَّا الزُّبَيْدِيُّ فَرَوَى
الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثَ عَبِيدِ اللَّهِ بِمَعْنَى مَعْمَرٍ وَحَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ بِمَعْنَى عَقِيلِ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ قَيْبِصَةَ بِنْتُ ذُوَيْبِ بْنِ ذُوَيْبِ بِمَعْنَى دَلِّ عَلَى خَيْرِ عَبِيدِ اللَّهِ بِنْتُ عَبِيدِ اللَّهِ حِينَ قَالَ فَرَجَعَ
قَيْبِصَةَ إِلَى مَرْوَانَ فَخَبَرَهُ بِذَلِكَ .

২২৮৪। মুখাল্লাদ ইব্ন খালিদ..... ইমাম যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মারওয়ান ফাতিমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরিত হন। তিনি তাকে অবহিত করেন যে, তিনি আবু হাফসের স্ত্রী ছিলেন। নবী করীম ﷺ আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) কে ইয়ামানের কোন এক অঞ্চলের আমীর হিসাবে প্রেরণ করেন। আর এ সময় তার (ফাতিমার) স্বামী (আবু হাফস)ও তাঁর সাথে সেখানে গমন করে। এরপর সে তাকে (তৃতীয়) তালাক প্রদান করে, যা (তিন তালাকের মধ্যে) অবশিষ্ট ছিল। এরপর সে আয়্যাশ ইব্ন আবু রাবী'আ এবং হারিস ইব্ন হিশামকে তার খোরপোষ প্রদানের জন্য অনুরোধ করে। তারা বলে, আল্লাহর শপথ! সে গর্ভবতী না হলে, তার জন্য কোন খোরপোষ নেই। সে নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বলেন, সে গর্ভবতী না হলে তার জন্য কোন খোরপোষ নেই। সে তাঁর নিকট তার স্বামীর ঘর হতে বের হওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করেন। এরপর সে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কোথায় যাব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি ইব্ন উম্মে মাকতূমের ঘরে গমন করো, কেননা সে অন্ধ। কাজেই তুমি যদি তার নিকট তোমার কাপড় খুলেও রাখ, তবুও সে দেখতে পাবে না (অর্থাৎ সে তোমার ব্যাপারে কিছুই জানতে পারবে না)। এরপর সে তার নিকট অবস্থানকালে তার ইন্দ্রত অতিক্রান্ত হয়। অবশেষে নবী করীম ﷺ তাকে উসামার সাথে বিবাহ দেন। কাবীসা মারওয়ানের নিকট প্রত্যাভর্তন করে এ সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। মারওয়ান বলেন, আমি এ হাদীসটি মাত্র একজন মহিলা ব্যতীত আর কারো নিকট হতে শ্রবণ করিনি। কাজেই তার পবিত্রতা সম্পর্কে যারা জানে তাদের নিকট হতে এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর সংগ্রহ করব। ফাতিমা তার (মারওয়ানের) এ বক্তব্য শ্রবণের পর বলেন, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব আছে। “তোমরা তাদেরকে, তাদের ইন্দ্রতের (অতিক্রান্ত হওয়ার) জন্য তালাক প্রদান করো। এমনকি তোমরা অবহিত নও যে, এরপর আল্লাহ কোনো কিছুর সৃষ্টি করবেন।” ফাতিমা বলেন, তিনি হায়েয অতিক্রান্ত হওয়ার পর আর কী সৃষ্টি হতে পারে? (অর্থাৎ সন্তান-সন্তবা হওয়ার কোন কারণই থাকে না)।

১৮৩- بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

১৮৩. অনুচ্ছেদ : যারা ফাতিমার বর্ণিত হাদীসকে অস্বীকার করে

২২৮৫- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ نَا عِمَارُ بْنُ رَزِيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسْوَدِ فَقَالَ آتَتْ فَاطِمَةَ بِنْتُ قَيْسِ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا كُنَّا لِنَدْعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَأَنْدَرِي أَحْفَظْتُ أُمَّ لَا .

২২৮৫। নাসর ইব্ন আলী..... আবু ইসহাক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা (কুফার) জামে মসজিদে আসুওয়াদের সাথে (উপবিষ্ট) ছিলাম। তিনি বলেন, এরপর ফাতিমা বিনতে কায়স উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বলেন, আমরা আমাদের রবের কিতাব (কুরআন) ও আমাদের রাসুলের সূনাতকে একজন মহিলার বক্তব্য অনুসারে পরিত্যাগ করতে পারি না। যে সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই যে, সে সঠিকভাবে উহা (হাদীস) হিফায়ত করেছে কিনা?

২২৮৬- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا بَنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَا بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَشْنُ الْعَيْبِ يَعْنِي حَيْثُ فَاطِمَةَ بِنْتُ قَيْسٍ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَيَّ نَاحِيَتَهَا فَلَوْلَا رَخَصَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

২২৮৬। সুলায়মান ইব্ন দাউদ হিশাম ইব্ন উরওয়া তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) ফাতিমা বিন্ত কায়স বর্ণিত হাদীসকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, ফাতিমা একটি ভীতিপ্রদ স্থানে বসবাস করতেন, আর তিনি এর আশেপাশের ভীতি সংকুল পরিবেশের জন্য শংকিত ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এরূপ অনুমতি প্রদান করেন।

২২৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قِيلَ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ .

২২৮৭। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) কে বলা হয় যে, ফাতিমা বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি বলেন, তার জন্য এ হাদীস বর্ণনা করা কল্যাণকর নয় (কেননা, মানুষ এতে ভুলে পতিত হতে পারে)।

২২৮৮- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ أَنَا أَبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ .

২২৮৮। হারুন ইব্ন যায়্দ..... সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার হতে ফাতিমার বহিষ্কৃত হওয়ার হাদীস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, তার এ বহিষ্কার ছিল তার বদঅভ্যাসের পরিণতিস্বরূপ।

২২৮৭- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَعِيَهُمَا يَذْكَرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنْتِ الْكَكْرِ الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَرَسَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْكَكْرِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَقَالَتْ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَارْجِعْ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِي سَلِيمَانَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِي الْقَاسِمِ أَوْ مَا بَلَغَكَ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكَرَ حَدِيثِي فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ إِنْ كَانَ بِكَ الشَّرُّ فَحَسْبُكَ مَا كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ .

২২৮৯। আল্ কা'নাবী..... কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি তাদের নিকট হতে শ্রবণ করেছেন যে, ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ ইব্নুল 'আস আবদুর রহমান ইব্ন আল-হাকামের কন্যাকে তালাক (বায়েন) প্রদান করেন। (তার পিতা) আবদুর রহমান তাকে (উমারাকে) স্বামীর বাড়ী হতে নিয়ে আসেন। আয়েশা (রা) তাকে (উমারাকে) মারওয়ানের নিকট প্রেরণ করেন, যিনি (মু'আবিয়ার পক্ষ হতে) মদীনার গভর্ণর ছিলেন। এরপর তিনি তাকে বলেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং এ মহিলাকে তার ঘরে অবস্থান করতে দাও। মারওয়ান বলেন, আবদুর রহমান এ ব্যাপারে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এরপর মারওয়ান রাবী কাসিম বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলেন, ফাতিমা বিন্ত কায়স বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি তাকে বলেন, তুমি যদি ফাতিমা বর্ণিত হাদীস বর্ণনা না করো, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। মারওয়ান বলেন, যদি আপনি (ফাতিমা ও তার স্বামীর মধ্যকার ব্যাপারটি) কোন খারাপ কাজের পরিণতি হিসেবে মনে করেন, তবে তা আপনার জন্য যথেষ্ট হবে যে-এ ব্যাপারটিকেও (উমারা ও তার স্বামীর মধ্যকার ব্যাপার) আপনি তদ্রূপ মনে করবেন।

২২৯০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ نَا مَيْمُونُ بْنُ مَهْرَانَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَنَفَعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ فَقُلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ طَلَّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَقَالَ سَعِيدٌ تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَسَبَ النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَّةً فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيِ أَبِي إِمِّ مَكْتُورٍ الْأَعْمَى .

২২৯০। আহম্মাদ ইব্ন ইউনুস..... মায়মুন ইব্ন মাহ্‌রান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (রিক্কা হতে) মদীনায় আগমন করি এবং সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যাবের নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, ফাতিমা বিন্ত কায়সকে তালাক দেয়া হয়েছে এবং তাকে তার ঘর হতে বহিষ্কার করা হয়েছে। সাঈদ বলেন, সে স্ত্রীলোক তো মানুষকে বিপদে ফেলেছে আর সে তো মুখোরা রমনী। এরপর তাকে অন্ধ ইব্ন উম্মে মাকতূমের হস্তে সোপর্দ করা হয়।

১৮২. بَابُ فِي الْمَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ

১৮৪. অনুচ্ছেদ : বায়েন তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইন্দ্রতকালীন সময়ে দিনের বেলায় বাইরে যাওয়া .

২২৯১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَلَّقْتُ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَجِرٌ نَخْلًا فَلَقِيهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَاتَسَبَّحَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا أَخْرَجِي فَجَدِّي نَخْلِكَ لَعَلَّكَ أَنْ تَصُدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا .

২২৯১। আহমাদ ইবন হাশ্বল জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তিন তালাক (বায়েন) প্রদান করা হয়। এরপর তিনি খেজুর কর্তনের জন্য গমন করলে জনৈক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাত হয়, যিনি তাকে (ইদতকালীন সময়ে) ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেন। তিনি নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে বলেন, তুমি বের হও এবং খেজুর কর্তন করো। আর তা হতে কিছু সাদকা করবে অথবা ভাল কাজ করবে।

১৪৫ - بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمَتَوَفَى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

১৮৫. অনুচ্ছেদ : মীরাস ফরয হওয়ার পর স্ত্রীর জন্য মৃত স্বামীর খোরপোষ বাতিল হওয়া

২২৯২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَنَسَخَ ذَلِكَ بِأَيَّةِ الْمِيرَاثِ بِمَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرَّبْعِ وَالشَّمَنِ وَنَسَخَ أَجَلَ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

২২৯২। আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল মারওয়ামী ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী : “তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং তাদের স্ত্রীদের ছেড়ে যায় এরূপ অসীয়াত করে যে, তাদের এক বছর ঘর হতে বহিষ্কার না করে খোরপোষ দিতে হবে।” এ আয়াতটি মীরাসের আয়াত নাযিলের কারণে মানসূখ বা রহিত হয়ে যায়। সেখানে তাদের জন্য এক চতুর্থাংশ এবং এক অষ্টমাংশ ফরয করা হয়। আর এক বছরের সময়সীমা বাতিল হয় এ জন্য যে, তাদের ইদতের সময়সীমা চার মাস দশদিন নির্ধারিত হয়।

১৪৬ - بَابُ إِحْدَادِ الْمَتَوَفَى عَنْهَا زَوْجَهَا

১৮৬. অনুচ্ছেদ : মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীর শোক প্রকাশ

২২৯৩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَيْئَةِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوَفِّي أَبُوهَا أَبُو سَفْيَانَ فَدَعَتْ بِطَيْبٍ فِيهِ مَغْرَّةٌ خُلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِلَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ زَيْنَبُ وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوَفِّي أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطَيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِلَّ عَلَى

مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعَتْ أُمِّيَ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُورِي زَوْجَهَا عَنْهَا وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا فَنَكَّحَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَمْرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لِأَمْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدُكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حَمِيدٌ فَقُلْتُ لِرَيْنَبَ وَمَاتَرْمِي بِالْبَعْرَةِ رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُورِي عَنْهَا زَوْجَهَا دَخَلَتْ حَفْشًا وَلَبَسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طَيْبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تَوْتِي بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تَرُاجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَتْ أَبُو دَاوُدَ الْحَفْشُ بَيْتٌ صَغِيرٌ .

২২৯৩। আল্ কা'নাবী যায়নাব বিন্ত আবু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তাকে (হামিদ ইব্ন রাফি') এ তিনটি হাদীস সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। যায়নাব (রা) বলেন, একদা আমি উম্মে হাবীবার নিকট গমন করি। আর এ সময় তার পিতা আবু সুফইয়ান (রা) মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এ সময় তিনি হলুদ রং বিশিষ্ট সুগন্ধি তেল অথবা অন্য কিছুর জন্য আহ্বান করেন। তদ্বারা একজন দাসী তাঁর কেশে তেল মেখে দেয়। এরপর তিনি চেহারায়ে তেল মর্দন করেন। অবশেষে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের আমার কোন প্রয়োজন নেই; তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ইরশাদ করতে শুনেছি : যে সমস্ত মহিলা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তাদের জন্য কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিনরাতের অধিক শোক প্রকাশ করা হালাল নয়। তবে স্বামীদের জন্য চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করবে। যায়নাব বিন্তে আবু সালামা (রা) আরো বলেন, একদা আমি যায়নাব বিন্তে জাহুশের নিকট উপস্থিত হই এবং এ সময় তার ভাই মৃত্যুবরণ করে। তিনি সুগন্ধি দ্রব্য চান এবং তা ব্যবহার করেন। এরপর বলেন, আমার সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নেই, তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মিস্বরের উপর ইরশাদ করতে শুনেছি, যে সমস্ত মহিলা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তাদের জন্য কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিন রাতের অধিক শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। অবশ্য তারা স্বামীদের জন্য চার মাস দশদিন শোক প্রকাশ করবে। যায়নাব বিন্ত আবু সালামা (রা) আরো বর্ণনা করেন, আমি আমার মাতা উম্মে সালামাকে বলতে শুনেছি, একদা জনৈকা রমনী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কন্যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে এবং তার চক্ষু অভিযোগ করছে। কাজেই আমি কি তাকে পুনরায় বিবাহ দিব? রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'বার বা তিনবার বলেন, না। আর তিনি এ 'না' শব্দটি নিষেধাজ্ঞার জন্য ব্যবহার করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বরং তার জন্য ইন্দতের সময়সীমা হল চার মাস দশ দিন। আর জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের স্ত্রীকে (যাদের স্বামী মারা যেত) বু'রাতে এক বছরের জন্য নিষ্ক্রেপ করা হতো। রাবী হামীদ বলেন, তখন আমি যায়নাবকে জিজ্ঞাসা করি, বু'রাতে এক বছরের জন্য নিষ্ক্রেপের অর্থ কী? যায়নাব (রা) বলেন, যখন কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যেত, তখন সে একটি কুঁড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতো, খারাপ কাপড় পরিধান করতো এবং সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করতো না। আর এরূপে এক বছর কাটিয়ে দিত। এরপর তার নিকট কোনো প্রাণী যেমন গাধা, বকরী অথবা পক্ষী আনা হতো এবং উহা তার

শরীর স্পর্শ করতো, তবে খুব কমই এমন হতো যে, জন্তুটি জীবিত থাকত, বরং অধিকাংশই মরে যেত। তারপর তাকে বের করে এনে জন্তুর একটি বিষ্ঠা দেয়া হতো, সে উহা নিক্ষেপ করতো। তারপর ইন্দ্রতান্ত্রে সে সে স্থান হতে বের হয়ে আসতো। এরপর সে হালাল হতো এবং তার খুশিমতো সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারত। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন حفش হল ছোট ঘর বা কুঁড়ে ঘর।

১৮৮- بَابُ فِي الْمُتَوَفَى عَنْهَا تُنْقَلُ

১৮৭. অনুচ্ছেদ : যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ঘর হতে বের হওয়া

২২৭৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ الْفَرِيعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُرَيْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خِدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبَدٍ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدْوِ لِحَقْمِهِمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمُرِيْتُكَ فِي مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحَجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَنِي فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ أَمْكَيْتِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتَهُ فَأَتَبَعَهُ وَقَضَى بِهِ •

২২৯৪। আব্দুল্লাহ ইবন মাস্লামা আল কা'নাবী.... সা'দ ইবন ইসহাক ইবন কা'ব ইবন উজরা তার ফুফু যায়নাব বিন্ত কা'ব ইবন উজরা হতে বর্ণনা করেছেন যে, ফারী'আ বিন্ত মালিক ইবন সিনান, যিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-এর ভগ্নি ছিলেন, তাকে বলেছেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার গোত্র বনী খাদরাতে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কেননা, তার স্বামী পলায়নপর গোলামদের অনুসন্ধানে বের হলে, তিনি তাদেরকে কুদুম নামক স্থানে দেখতে পান। এরপর তারা (গোলামেরা) তাকে হত্যা করে। এমতাবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নিজ পরিবারের নিকট ফিরে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। কেননা, সে তার ঘরে আমার জন্য খোরপোষের কোন ব্যবস্থা রেখে যায়নি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : হাঁ। রাবী বলেন, এরপর আমি তাঁর দরবার হতে বের হয়ে, হুজরা কিংবা (রাবীর সন্দেহ) মসজিদের মধ্যেই ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি আমাকে ডাকেন অথবা (রাবীর সন্দেহ) ডাকার জন্য নির্দেশ দেন। এরপর আমি তাঁর নিকট ফিরে গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কী বলেছিলে? আমি পুনরায় তাঁর নিকট আমার স্বামীর ব্যাপারটি বর্ণনা করি। রাবী বলেন, এতদ্রূপে তিনি বলেন : তোমার ইন্দ্রত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার (স্বামীর) ঘরে অবস্থান করবে। রাবী বলেন, এরপর আমি সেখানে চার মাস দশদিন অতিবাহিত করি। রাবী বলেন, উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে,

তিনি এ হাদীসটি আমার নিকট হতে শ্রবণের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে পাঠান। সে আমার নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করি। আর তিনি উসমান (রা) এর অনুসরণ করেন এবং ঐ অনুসারে ফায়সালাও দিতেন।

১৮৮-بَابُ مَنْ رَأَى التَّكْوُلَ

১৮৮. অনুচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীগৃহ পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র গমন

২২৯৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّوَزِيُّ نَا مُوسَى بْنَ مَسْعُودٍ نَا شَبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَنْ تَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ إِخْرَاجٍ قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتْ إِعْتَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنْتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَا قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْبَيْرَاقُ فَنَسِخَ السُّكْنَى تَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ .

২২৯৫। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি মানসূখ হয়ে গিয়েছে, যেখানে উল্লেখ আছে যে, সে তার ইদত তার পরিবারের নিকট পুরা করবে। এরপর নাযিল হয় : “সে তার ইদত যেখানে খুশি পুরা করবে” এবং তা হল আল্লাহর বাণী, “বহিষ্কার না হয়ে।” রাবী ‘আতা বলেন, যদি সে ইচ্ছা করে, তবে সে তার স্বামীর পরিবারের সাথে অবস্থান করতে পারে, আর যদি সে ইচ্ছা করে, তবে সেখান হতে বেরও হতে পারে। যেমন আল্লাহর বাণী : আর যদি তারা বের হয়ে যায়, তবে এতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই, তাদের কৃত কাজের ব্যাপারে। রাবী ‘আতা বলেন, এরপর মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার ফলে তাদের অবস্থানের নির্দেশ বাতিল হয় এবং যেখানে খুশি ইদত পালনের জন্য থাকতে পারে বলে নির্দেশ দেয়া হয়।

১৮৯-بَابُ فِيْمَا تَجْتَنِبُ الْمَعْتَدَةُ فِي عِنْتَهَا

১৮৯. অনুচ্ছেদ : ইদত পালনকারী মহিলা ইদতের সময় কি কি কাজ হতে বিরত থাকবে

২২৯৬- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ وَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ الْقَهْتَانِيُّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ بَكْرِ السَّهْمِيِّ عَنْ هِشَامٍ وَ هَذَا لِقَوْلِ ابْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَحِدُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثِ إِعْلَى زَوْجٍ فَإِنَّمَا تَحِدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَبْشُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَتَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَيْبًا إِلَّا أَذْنَى طَهْرَتِهَا إِذَا طَهَّرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نَبِيذَةً مِنْ تَسْطٍ وَأَطْفَارٍ قَالَ يَعْقُوبُ كَانَ عَصَبٌ إِلا مَغْسُولًا وَزَادَ يَعْقُوبٌ وَلَا تَخْتَصِبُ .

২২৯৬। ইয়া'কুব ইব্ন ইব্রাহীম দাওরিকী উম্মে আতীয়া (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রীলোক স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করবে না। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে। আর এ সময় কোন রঙিন কাপড় পরিধান করবে না, সাদা কাপড় ছাড়া। আর সুরমা ব্যবহার করবে না এবং কোনরূপ সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে না। অবশ্য হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার পর সামান্য সুগন্ধি বস্তু ব্যবহার করতে পারে। রাবী ইয়া'কুব 'আসব' শব্দের পরিবর্তে 'মাগ্‌সুলান' শব্দ ব্যবহার করেছেন। রাবী ইয়া'কুব আরো বর্ণনা করেছেন যে, সে কোনরূপ খিযাব লাগাতে পারবে না।

২২৯৭। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ..... উম্মে আতীয়া (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২২৯৮। যুহায়র ইব্ন হার্ব..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করে সে যেন ইদতকালীন সময়ে রঙিন এবং কারুকর্মমণ্ডিত কাপড় ও অলংকার পরিধান না করে। আর সে যেন খিযাব ও সুরমা ব্যবহার না করে।

২২৯৯। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ..... উম্মে আতীয়া (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২২৯৯। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ..... উম্মে আতীয়া (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২২৯৯। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ..... উম্মে আতীয়া (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২২৯৯। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ..... উম্মে আতীয়া (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بِاللَّيْلِ وَتَنْزَعِيهِ بِالنَّهَارِ وَلَا تَشْطِي بِالطَّيِّبِ وَلَا بِالْحِنَاءِ فَإِنَّهُ خَضَابٌ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْءٌ أَمْتَشِطُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالسِّدْرِ تَغْلِفِينَ بِهِ رَأْسَكَ •

২২৯৯। আহমাদ ইব্ন সালিহ্ উম্মে হাকীম বিন্ত উসায়দ তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর স্বামী মৃত্যুবরণ করে, এ সময় তার চোখে অসুখ থাকায় ‘আসমাদ’ নামীয় সুরমা ব্যবহার করেন। রাবী আহমাদ বলেন, উত্তম হল জালা নামীয় সুরমা। এরপর তিনি তাঁর জনৈক আযাদকৃত গোলামকে উম্মে সালামার নিকট জালা নামীয় সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে জানার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, একান্ত প্রয়োজন এবং কঠিন অবস্থা ব্যতীত তুমি এই সুরমা ব্যবহার করবে না। আর এমতাবস্থায় তুমি তা রাতে ব্যবহার করবে এবং দিনের বেলায় মুছে ফেলবে। এ প্রসঙ্গে উম্মে সালামা (রা) বলেন, যখন আবু সালামা (রা) ইনতিকাল করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আগমন করেন। আর এই সময় আমি আমার চোখে সুব্র নামক বৃক্ষের রস নিংড়িয়ে ব্যবহার করি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে উম্মে সালামা! এটা কী? আমি বলি, ইয়া রাসূলান্নাহ্! এটা সুব্র এবং এতে কোন সুবাস নেই। তিনি বলেন, তা চেহারাকে রঞ্জিত করে। কাজেই তুমি রাতে ব্যতীত তা ব্যবহার করো না এবং দিনে তা মুছে ফেলবে। আর তুমি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা চিরুণী করবে না এবং মেহেদীও ব্যবহার করবে না, কেননা তা খিযাব স্বরূপ। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলান্নাহ্! আমি কোন্ বস্তু দ্বারা চিরুণী করব? তিনি বলেন, তুমি কুলের পাতা ব্যবহার করবে এবং একে গেলাফের ন্যায় তোমার মাথায় রাখবে। (অর্থাৎ শোক প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ রঙ্গিন জামা কাপড় ব্যবহার ও প্রসাধনী গ্রহণে বিরত থাকবে)।

১৭০- بَابُ فِي عِنَةِ الْكَامِلِ

১৯০. অনুচ্ছেদ : গর্ভবতী মহিলার ইদত

২৩০০- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي
عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الرَّزَّازِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ
عَلَى سَبِيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ
فَكَتَبَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادٍ يَخْبِرُهُ أَنَّ سَبِيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتِ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ
وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤْمِيِّ وَهُوَ مِنْ شَوْهِدٍ بَدْرًا فَتَوَفَّى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمَّا تَنَشَّبَ أَنْ
وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخَطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعَكَكٍ
رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مَتَّجِمَةً لِعَلَّكَ تَرْتَجِينَ النَّعَّاجَ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَائِجٍ
حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ سَبِيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ

فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتَهُ عَنْ ذَلِكَ فَافْتَانِي بِأَنْ قَدْ حَلَلْتُ حَيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ
 إِنَّ بَدَأَ إِلَيَّ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَيْنَ وَضَعْتَ وَإِنْ كَانَتْ فِي دِمَافِ غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا
 زَوْجَهَا حَتَّى تَطْهَرَ •

২৩০০। সুলায়মান ইবন দাউদ আল্ মাহরী ইবন শিহাব যুহরী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উত্বা তাঁকে বলেছেন যে, তাঁর পিতা উমার ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আরকাম আল-যুহরীর নিকট এ মর্মে পত্র লেখেন, যেন তিনি তাকে সুবাই'আ বিন্ত আল-হারিস আল-আসলামীর নিকট গিয়ে তাঁর পক্ষ হতে বর্ণিত হাদীসটির ঘটনা শ্রবণ করতে নির্দেশ দেন। আর তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন কী বলেছিলেন, যখন তিনি তাঁর নিকট একটি ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তা জানার জন্য পাঠান। উমার ইবন আব্দুল্লাহ জবাবে আমাকে লেখেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন উত্বা তাঁকে বলেছেন, সুবাই'আ তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি সা'আদ ইবন খাওলার স্ত্রী ছিলেন, যিনি বনী আমের লুয়ী গোত্রের লোক ছিলেন। আর তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী (সাহাবী) ছিলেন এবং তিনি বিদায় হজ্জের সময় মৃত্যুবরণ করেন, যখন তিনি সুবাই'আ গর্ভবতী ছিলেন। আর তাঁর মৃত্যুর পরপরই তিনি সন্তান প্রসব করেন। এরপর নিফাসের রক্ত হতে পবিত্রতা হাসিলের পর তিনি বিবাহের পয়গাম প্রেরণের জন্য নিজেকে সুসজ্জিত করেন। এ সময় তাঁর নিকট আবু সানাবিল ইবন বা'কা, যিনি বনী আবদুদ্-দার গোত্রের লোক ছিলেন, এসে বলেন, আমি তোমাকে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখছি, মনে হয় তুমি পুনঃবিবাহের ইরাদা করছ? আল্লাহর শপথ! তুমি ততক্ষণ পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি তোমার (মৃত স্বামীর) ইদতকাল চার মাস দশদিন পূর্ণ না কর। সুবাই'আ বলেন, তার একরূপ উক্তি শ্রবণের পর, আমি রাতে কাপড়-চোপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গমন করি এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি একরূপ ফাতওয়া দেন যে, আমি তখনই হালাল হয়েছি, যখন আমি সন্তান প্রসব করেছি। এরপর তিনি আমাকে প্রয়োজনে বিবাহ করার নির্দেশ দেন। রাবী ইবন শিহাব (র) বলেন, যদি সে এখন বিবাহ করে, তবে আমি এতে দোষের কিছু দেখছি না; যখন সে তার সন্তান প্রসব করেছে। আর এখনও যদি তার নিফাসের রক্ত থাকে, এতেও বিবাহ-বন্ধনে কোন বিপত্তি নেই। অবশ্য সে তা হতে পবিত্রতা হাসিলের পর তার স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারবে। (অর্থাৎ গর্ভবতীর ইদত সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। প্রসবের পর তার ইদত শেষ হয়ে যায়)।

২৩০১- حَلَّتْنَا عَثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ عَثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا أَبُو
 مُعَاوِيَةَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ شَاءَ لَاعْتَنَتْهُ لِأَنْزَلَتْ سُورَةُ النَّسَاءِ الْقَصْرَى بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ
 الْأَشْهُرِ وَعَشْرٍ •

২৩০১। উসমান ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন 'আলা..... আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি লি'আন (পরস্পর অভিসম্পাত) করতে চায়, আমি তার সাথে তা করতে প্রতুত। আল্লাহর শপথ! সূরা নিসা, যা তালাকের সূরা হিসাবেও পরিচিত, (স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর ইদত সীমা) 'চার মাস দশ দিন' এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নাযিল হয়।

১৭১- بَابُ فِي عِدَّةِ الْوَالِدِ

১৯১. অনুচ্ছেদ : উম্মে ওলাদের^১ ইদ্দত

২৩০২- حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى نَأَى عَنِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنِ مَطْرِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بِنْتِ نُؤَيْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا سُنَّتَهُ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ وَعَشْرًا يَعْنِي الْوَالِدِ .

২৩০২। কুতায়বা ইবন সাস্দিদ 'আমর ইবনুল 'আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমাদের উপর তাঁর সূনাতকে মিশ্রিত করো না। রাবী বলেন, সُنَّةَ نَبِيِّنَا আমাদের নবীর সূনাতকে। অর্থাৎ উম্মে ওলাদের ইদ্দত হল, যখন তার স্বামী (বা মনিব) মৃত্যুবরণ করে- চার মাস দশ দিন।

১৭২- بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

১৯২. অনুচ্ছেদ : তালাক বায়েনপ্রাপ্তা রমণী ততক্ষণ তার স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে না; যতক্ষণ না অন্য কোন স্বামী তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে

২৩০৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَأَى أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِرِزْوَجِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عَسِيلَةَ الْأَخْرِ وَيَذُوقَ عَسِيلَتَهَا .

২৩০৩। মুসাদ্দাদ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক (বায়েন) প্রদান করে। এরপর সে (মহিলা) অপর একজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার সাথে নির্জনবাসও করে। এরপর তার সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক প্রদান করে। এ মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি (আয়েশা) বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেনঃ ঐ মহিলা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য (পুনরায় গ্রহণ করা) হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস সুখ ভোগ করে এবং সে ব্যক্তিও (দ্বিতীয় স্বামী) তার সাথে দৈহিক মিলনের সুখানুভব করে।

১. উম্মে ওলাদঃ ঐ দাসীকে বলা হয়, যে তার মনিবের সাথে সহবাসের ফলে গর্ভবতী হয় বা অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে গর্ভবতী হয়। সে সন্তানের মাতা হিসাবে পরিচিতা হয়।

১৭৩- بَابُ فِي تَعْظِيمِ الرَّبِّ

১৯৩. অনুচ্ছেদ : যিনার ভয়াবহতা

২৩০৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِينٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرْحَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ قَالَ قُلْتُ ثَمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ قَالَ ثَمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ قَالَ وَأَنْزَلَ تَصْدِيقُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَالَّذِينَ لَا يُدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ الْآيَةَ .

২৩০৪। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর আবদুল্লাহ ইবন মাসুউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সবচাইতে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বলেন, যদি তুমি তোমার রবের সাথে কাউকে শরীক করো, আর অবস্থা এই যে, তিনি তোমার স্রষ্টা। তিনি বলেন, এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি, এরপর কোনটি? তিনি বলেন, তুমি যদি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করো যে, সে তোমার সাথে খাবে। তিনি বলেন, এরপর কোনটি? তিনি বলেন, যদি তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করো। এরপর তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপাদনে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছে : (অর্থ) “যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে আহ্বান করে না, আর তারা হত্যার অধিকার ব্যতীত কোন জীবকে হত্যা করে না এবং যিনায় লিপ্ত হয় না” আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

২৩০৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَتْ مَسِيكَةَ أُمَّ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ إِنَّ سَيْدِي يُكْرَهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ وَلَا تُكْرَهُوا فَنِيَانِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ .

২৩০৫। আহমাদ ইবন ইব্রাহীম জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন একজন আনসার সাহাবীর মুসায়কা নামী দাসী নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ পেশ করে যে, তার মনিব তাকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করেছে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় : (অর্থ) “তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে যিনায় লিপ্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করোনা।”

২৩০৬- حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ وَمَنْ يُكْرَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْلِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ غَفُورٌ لَهُنَّ الْمَكْرَهَاتِ .

২৩০৬। উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয মু'তামির থেকে এবং তিনি তার পিতা হতে (কুরআনের এ আয়াত) বর্ণনা করেছেন যে, “আর তাদের মধ্যে যারা অপছন্দনীয় কাজ করে, নিশ্চয় আল্লাহ তার এ অপছন্দনীয় কাজের পরেও মার্জনাকারী, অনুগ্রহশীল।” রাবী বলেন, সাঈদ ইবন আবুল হাসান বলেন, যারা বাধ্য হয়ে অপকর্ম করে, সেই সমস্ত নারীদের জন্য আল্লাহ মার্জনাকারী।

كِتَابُ الصِّيَامِ

রোযার অধ্যায়

১৭৮- مَبْدَأُ فَرَضِ الصِّيَامِ

১৯৪. অনুচ্ছেদ : সিয়াম ফরয হওয়া

২৩০৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ شَبُوبَةَ حَدَّثَنِى عَلَى بْنِ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ أَبِيهِ يَزِيدَ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ؛ فَكَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا صَلُّوا الْعَتَمَةَ حَرًّا عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ وَصَامُوا إِلَى الْقَابِلَةِ فَآخِثَانِ رَجُلٌ نَفْسَهُ فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَلَمْ يَفْطُرْ فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِيَ وَرَخِصَةً وَمَنْفَعَةً فَقَالَ: عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ وَكَانَ هَذَا مِمَّا نَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ النَّاسَ وَرَخَّصَ لَهُمْ وَيَسَّرَ.

২৩০৭। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন শাবওয়া.....ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। (আব্দুল্লাহর বাণী) : (অর্থ) “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তা তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য ফরয করা হয়েছিল।” নবী করীম ﷺ -এর যুগে লোকেরা যখন এশার নামায আদায় করতো, তখন তাদের জন্য পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হারাম হয়ে যেত এবং তারা পরবর্তী রাত পর্যন্ত রোযা রাখত। তখন এক ব্যক্তি নিজের নফসের প্রতি খিয়ানত করে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। অর্থাৎ সে এশার নামায আদায় করেছিল, কিন্তু ইফতার করেনি, (অর্থাৎ সন্ধ্যার পর কোন খাদ্য গ্রহণ করেনি)। এরপর আব্দুল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশ অন্যদের জন্য সহজ, স্বেচ্ছাধীন ও উপকারী করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আব্দুল্লাহ তা'আলা বলেন : (অর্থ) “আব্দুল্লাহ জানেন, তোমরা তোমাদের নফসের প্রতি (পানাহার ও সহবাসের দ্বারা) খিয়ানত করেছিলে।” আর এ নির্দেশ দ্বারা আব্দুল্লাহ মানুষের উপকার করেছেন এবং এটা তাদের জন্য সহজ ও স্বেচ্ছাধীন করেছেন।

২৩০৮- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرِ الْجَهْظِيُّ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الثَّبْرَائِيِّ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذْ صَامَ فَنَأَى لَمْ يَأْكُلْ إِلَى مِثْلِهَا وَإِنْ صَرَمَتْهُ بَنُ قَيْسِ الْأَنْصَرِيِّ أَتَى امْرَأَتَهُ

১. রোযাসমূহ, এক বচনে 'সায়ম' অর্থ রোযা।

وَكَانَ صَالِحًا فَقَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَتْ لَا لَعَلِّي أَذْهَبُ فَأَطْلُبُ لَكَ فَنَهَبْتَ وَغَلَبْتَهُ عَيْنُهُ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ
 خَيْبَةً لَكَ فَلَمْ يَنْتَصِفِ النَّهَارَ حَتَّى غَشِيَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعْمَلُ يَوْمَهُ فِي أَرْضِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ
 : أَحِلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّمَتْ إِلَى نِسَائِكُمْ قَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْفَجْرِ .

২৩০৮। নাসর ইবন আলী আল-বারাআ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন রোযা রাখত তখন যদি কেউ না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত হবে তাকে পরবর্তী রাত পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে হতো। একদা সুরামা ইবন কায়স সারাদিন রোযা রাখার পর রাতে তার স্ত্রীর নিকট আগমন করে তাকে বলে, তোমার নিকট কোন খাদ্য আছে কি? সে বলে, না। তবে আমি যাই, তোমার জন্য খাদ্যের জোগাড় করে আনি। সে (স্ত্রী) যাওয়ার পর, সে (স্বামী) গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এরপর খাদ্য নিয়ে ফেরার পর তাকে নিদ্রিত দেখে সে বলে, তোমার জন্য বঞ্চিত থাকা ব্যতীত আর কিছুই নেই। পরের দিন সে যখন তার যমীনে কর্মরত ছিল, তখন দ্বিপ্রহর হয়ে পড়ে। এরপর নবী করীম ﷺ -এর নিকট যখন তা উল্লেখ করা হয়, তখন এ আয়াত নাযিল হয় : (অর্থ) “তোমাদের জন্য রামায়ানের রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস হালাল করা হল - - - (হতে) সকাল পর্যন্ত” পূর্ণ আয়াত।

১৭৫- بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ

১৯৫. অনুচ্ছেদ : “যারা রোযার সামর্থ্য রাখে অথচ রোযা রাখে না তারা ফিদ্যা দিবে” আল্লাহ তা‘আলার এ বাণী মানসূখ (রহিত) হওয়া

২৩০৭- حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مِزْرَعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْكَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى
 سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَهَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامًا مِسْكِينًا، كَانَ مِنْ
 أَرَادَ مِنْهَا أَنْ يَفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَّ حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا .

২৩০৯। কুতায়বা ইবন সাঈদ সালামা ইবন আল্ আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় : (অর্থ) “যারা সামর্থ্যবান (অথচ রোযা রাখে না বা রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে না) তারা মিসকীনদের ফিদ্যা দিবে।” আমাদের মধ্যে যারা রোযা না রেখে ফিদ্যা দেওয়ার ইরাদা করতো, তারা তা করতো। এরপর পরবর্তী আয়াত নাযিল হওয়ায় পূর্ববর্তী আয়াতের হুকুম মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়।

২৩১০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ : وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامًا مِسْكِينًا فَكَانَ مِنْ شَاءِ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِطَعَامٍ مِسْكِينًا أَيْ
 وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ فَقَالَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَقَالَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصِمْهُ
 وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .

২৩১০। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যারা সামর্থবান, তারা মিসকীনদের ফিদ্যা দিবে। এরপর তাদের মধ্যে যে মিসকীনদের ফিদ্যা দিতে ইচ্ছা করতো, সে তা প্রদান করতো এবং সে নিজের রোযা পূর্ণ করতো। এরপর আল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি অধিক দান খয়রাত করবে, তা তার জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তবে তা অধিক উত্তম। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : যে ব্যক্তি রামাযান মাসে উপনীত হয়, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। আর যে রোগগ্রস্ত হবে বা সফরে থাকবে সে তা অন্য দিনে গণনা করবে, অর্থাৎ রোযা আদায় করবে।

১৭৬- بَابٌ مِّنْ قَالِ هِيَ مَثْبُتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحَبْلِيِّ

১৯৬. অনুচ্ছেদ : বৃদ্ধ ও গর্ভবতীর জন্য রোযা না রেখে ফিদ্যা দেয়ার ব্যাপারে নির্দেশ বহাল রয়েছে বলে যারা মত পোষণ করেন

২৩১১- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا إِبَانَ نَا قَتَادَةَ أَنَّ عِكْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَثْبِتَتْ

لِلْحَبْلِيِّ وَالْمَرْضِعِ .

২৩১১। মুসা ইব্ন ইসমাইল ইকরামা (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, এ (ঐচ্ছিক ব্যাপারের) নির্দেশ কেবল দুঃস্থদানকারিণী ও গর্ভবতীদের জন্য বহাল রয়েছে।

২৩১২- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَدِيٍّ عَنِ عَزْرَةَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامًا مَسْكِينٍ قَالَ كَانَتْ رِخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهِيَ يَطِيقَانِ الصِّيَاءَ أَنْ يَغْطِرَا وَيَطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا وَالْحَبْلِيُّ وَالْمَرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا .

২৩১২। ইব্ন আল মুসান্না.....ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী : (অর্থ) “যারা সামর্থবান তারা মিসকীনদের ফিদ্যা প্রদান করবে। তিনি বলেন, এ আয়াতটি অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা লোকের জন্য ঐচ্ছিক ব্যবস্থা স্বরূপ। যদি তারা রোযা রাখতে সমর্থ হয়, তবে রোযা রাখবে, অন্যথায় প্রত্যহ একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। আর গর্ভবতী ও দুঃস্থদানকারিণী স্ত্রীলোকগণ যদি সন্তানের ক্ষতির আশংকা বোধ করে, তবে তাদের জন্যও এ নির্দেশ বহাল রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, যদি তারা তাদের সন্তানের ব্যাপারে শংকিত হয়, তবে তারা রোযা না রেখে (মিসকীনকে) খাদ্য খাওয়াতে পারে।

১৭৭- بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

১৯৭. অনুচ্ছেদ : মাস উনত্রিশ দিনেও হয়

২৩১৩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا شُعْبَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ

بْنِ الْعَاصِمِ عَنِ ابْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا أُمَّةٌ أَمِيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَسَ سُلَيْمَانُ إِسْبَعَةَ فِي الثَّلَاثَةِ يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ .

২৩১৩। সুলায়মান ইব্ন হার্ব ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমরা উম্মী জাতির অন্তর্ভুক্ত। আমরা লিখতে জানি না এবং মাসের হিসাবও করতে পারি না। এরপর তিনি একরূপ, একরূপ ও একরূপ বলে (তিনবার) নিজের (দশ) অংশুলি প্রসারিত করেন। রাবী সুলায়মান তৃতীয়বারে তার একটি আঙুল সংকুচিত করেন, অর্থাৎ রোযার মাস উনত্রিশ বা তিরিশ দিনে হয় (এর প্রতি ইশারা করেন)।

২৩১৪ - حَلَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ نَا حَمَادٌ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَاتَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّرَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَظَرَ لَهُ فَإِنْ رَأَى فَذَكَكَ وَإِنْ لَمْ يَرَوْهُ وَلَمْ يَكَلِّمْهُ مَنْظَرُهُ سَكَابٌ وَلَا فِتْرَةٌ أَصْبَحَ مَفْطِرًا فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَكَابٌ أَوْ فِتْرَةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَأْخُذُ بِهَذَا الْحِسَابِ .

২৩১৪। সুলায়মান ইব্ন দাউদ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : রোযার মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। কাজেই তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রাখবে না এবং চাঁদ (শাওয়ালের) না দেখে ইফতারও করবে না। আর তোমাদের আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে তোমরা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে। রাবী বলেন, এরপর ইব্ন উমার (রা) যখন শাবানের উনত্রিশ তারিখ হতো, তখন তিনি রামায়ানের চাঁদ অন্বেষণ করতেন। যদি তিনি তা দেখতে পেতেন, তবে তিনি রোযা রাখতেন। আর যদি তিনি তা মেঘের প্রতিবন্ধকতা বা ধূলিচ্ছন্নতা না থাকা অবস্থায় খোলা আকাশে চাঁদ দেখতে না পেতেন, তবে তিনি পরদিন সকালে রোযা না রেখে খানা খেতেন। আর মেঘাচ্ছন্নতার বা অন্য কোন কারণে, যদি তিনি চাঁদ (রামায়ানের) দেখতে সক্ষম না হতেন তবে পরদিন রোযা রাখতেন। রাবী বলেন, ইব্ন উমার (রা) লোকদের সাথে ইফতার করতেন, আর তিনি একে (রামায়ানের) রোযা হিসাবে গণনা করতেন না, (বরং তা হতো তার নফল রোযা)।

২৩১৫ - حَلَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعُودَةَ نَا عَبْنُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ بَلَّغْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ زَادَ وَإِنْ أَحْسَنَ مَا يَقْدَرُ لَهُ أَنَا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكُنَّا وَكُنَّا فَالصَّوْمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِكُنَّا وَكُنَّا إِلَّا أَنْ يَرَوْا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ .

২৩১৫। হুমাইদ ইব্ন মাসআদা আইউব বলেন, উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) বসরার অধিবাসীদের নিকট এ মর্মে পত্র লিখেন যে, ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসটি আমাদের নিকট পৌছেছে। তবে তিনি (উমার ইব্ন আবদুল আযীয) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আর গণনার জন্য উত্তম পস্থা হল, আমরা শাবানের নতুন চাঁদকে অমুক বা অমুক তারিখে দেখি, কাজেই রোযা ইনশাআল্লাহ অমুক তারিখে হবে তা বলতে পারি। অবশ্য যদি উনত্রিশে শাবানের পর রামায়ানের চাঁদ দেখা যায় তবে (ত্রিশের জন্য অপেক্ষা না করে) রোযা রাখতে হবে।

২৩১৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَيْسَى بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْكَارِثِ ابْنِ أَبِي فِرَارٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ صَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صَمْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ.

২৩১৬। আহমাদ ইবন মানী'..... ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে পূর্ণ ত্রিশদিন রোযা রাখার চাইতে উনত্রিশ দিন রোযা বেশি রেখেছি।

২৩১৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْجٍ حَدَّثَهُمْ نَا خَالِدِ بْنِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَهْرًا عَيْدٌ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانَ وَذُو الْحِجَّةِ •

২৩১৭। মুসাদ্দাদ আবদুর রহমান ইবন আবু বাক্রা তাঁর পিতা হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : দু'ঈদের মাস সাধারণত (ত্রিশ দিনের) কম হয় না এবং তা হল রামাযান ও যিলহাজ্জ মাস। (অর্থাৎ একই বছর উভয় মাস ২৯ দিনের হয় না। বরং একটি ৩০ দিনের ও অপরটি ২৯ দিনের হতে পারে)।

১৭৮- بَابُ إِذَا أَخْطَأَ الْقَوْمُ الْهَلَالَ

১৯৮. অনুচ্ছেদ : নতুন চাঁদ দেখতে লোকেরা ভুল করলে

২৩১৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ نَا حَمَّادٌ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ قَالَ وَفَطْرُكُمْ يَوْمًا تَفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمًا تَضْحُونَ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مَنَى مَنَحْرٌ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةٌ مَنَحْرٌ وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ •

২৩১৮। মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর নিকট নতুন চাঁদ দর্শনে লোকজনের ভুলত্রুটির কথা উল্লেখ করা হলে তিনি ইরশাদ করেন : যেদিন তোমরা সকলে রোযা রাখবে না সেদিন হ'ল ঈদুল ফিতর আর কুরবানীর ঈদ সে দিন যেদিন তোমরা সকলে কুরবানী করবে। আর আরাফাত ময়দানের সর্বত্রই অবস্থানের জায়গা। মিনার পূর্ণ অংশই কুরবানীর স্থান। আর মক্কার প্রতিটি রাস্তাই কুরবানীর স্থান এবং পুরো মুযদালিফাই অবস্থানস্থল। (অর্থাৎ আরাফাতের যে কোন স্থানে কিয়াম করা যায় আর মুযদালিফার যে কোন স্থানে রাত্রিযাপন করা যায় এবং মিনা ও মক্কার রাজপথে যে কোন স্থানে কুরবানী করা যায়।)

১৭৯- بَابُ إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

১৯৯. অনুচ্ছেদ : মেঘাচ্ছন্নতার জন্য নতুন চাঁদ না দেখার কারণে, রোযার মাস যদি গোপন থাকে

২৩১৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شُعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيِيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غَمِرَ عَلَيْهِ عِلَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ •

২৩১৯। আহমাদ ইব্ন হাম্বল আবদুল্লাহ ইব্ন আবু কায়স বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাবান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসের দিন উত্তমভাবে মুখস্থ রাখতেন না। এরপর রামায়ানের চাঁদ দেখে রোযা শুরু করতেন। যদি (উনত্রিশে শাবান) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকত তবে তিনি ত্রিশ দিন পূর্ণ করতেন। এরপর রোযা রাখতেন।

২৩২০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ جِرَاشٍ عَنْ حَنْبَلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْنِمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ أَوْ تَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ أَوْ تَكْمِلُوا الْعِدَّةَ .

২৩২০। মুহাম্মাদ ইব্ন আল সাব্বাহ হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ রামায়ানের চাঁদ দেখা না গেলে অথবা শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ না হলে তোমরা রোযাকে এগিয়ে আনবে না। রোযার চাঁদ দেখা গেলে অথবা শাবানের (ত্রিশ) দিন পূর্ণ হলেই রোযা রাখা আরম্ভ করবে এবং যে পর্যন্ত শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় অথবা রোযার (ত্রিশ) দিন পূর্ণ না হয় সে পর্যন্ত রোযা রেখে যাবে। অর্থাৎ চাঁদ দেখে রোযা শুরু করবে এবং চাঁদ দেখেই রোযা শেষ করবে।

২৩০- بَابُ مَنْ قَالَ فَإِنَّ غَمْرًا عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ

২৩০. অনুচ্ছেদ : যদি রামায়ানের উনত্রিশ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় তবে তোমরা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে

২৩২১- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِيَّاحٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْنِمُوا الشَّهْرَ بِصِيَايَ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَاتِمُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَاتِرُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ وَشُعْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِيَّاحٍ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَقُولُوا ثُمَّ أَفْطَرُوا .

২৩২১। আল হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা রামায়ানের মাস আগমনের এক বা দু'দিন পূর্বে রোযা রাখবে না, অবশ্য যদি কেউ এরূপ রোযা রাখায় অভ্যস্ত থাকে, তবে স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর রামায়ানের চাঁদ দেখার পূর্বে তোমরা রোযা রাখবে না এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখার পূর্ব পর্যন্ত রামায়ানের রোযা রাখবে। আর যদি এর মধ্যে মেঘাচ্ছন্নতা থাকে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে এবং পরে ইফতার করবে। আর সাধারণত চন্দ্রমাস হয় উনত্রিশ দিনে।

২০১- بَابُ فِي التَّقَدُّرِ

২০১. অনুচ্ছেদ : রামাযান আগমনের পূর্বে রোযা রাখা

২৩২২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مَطْرَفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَسَعِيدِ الْجَرِّيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مَطْرَفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرِّ شَعْبَانَ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ فَاذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا وَقَالَ أَحَدُهُمَا يَوْمَيْنِ .

২৩২২। মুসা ইবন ইসমাঈল..... ইমরান ইবন হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি শা'বানের শেষদিকে রোযা রাখা? সে বলে, না। তিনি বললেন : যখন তুমি রামাযানের রোযা শেষ করবে, তখন একদিন বা, (রাবী আহমাদ বলেন) দু'দিন রোযা রাখবে।

২৩২৩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ مِنْ كِتَابِهِ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْمُغِيرَةِ بْنِ فَرُوءَةَ قَالَ قَامَ مَعَاوِيَةَ فِي النَّاسِ بِدَيْرٍ مُسْتَحَلٍّ النَّبِيُّ عَلَى بَابِ حِمصَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْهَلَالَ يَوْمًا كَذَا وَكَذَا وَأَنَا مُتَّقِنٌ بِالصِّيَامِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلْيَفْعَلْهُ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيُّ فَقَالَ يَا مَعَاوِيَةَ أَشَيْئٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْ شَيْئٌ مِنْ رَأْيِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ صَوْمُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ .

২৩২৩। ইব্রাহীম ইবন আল-আলা যুবায়দী আবু আল-আযহার আল-যুগীরা ইবন ফারওয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মু'আবিয়া (রা) লোকদের সম্মুখে খুত্বা দেয়ার জন্য এমন একটি গৃহে দণ্ডায়মান হন যেখানে হিমসের বৈরাগীরা বসবাস করতো। এরপর তিনি বলেন, হে জনগণ! আমরা অমুক দিন চাঁদ দেখেছি। কাজেই আমরা রোযা রাখতে যাচ্ছি। আর যে ব্যক্তি এরূপ করতে ভালবাসে, সে যেন তা করে। রাবী বলেন, তখন তাঁর সম্মুখে মালিক ইবন হুবায়রা আল-সাবায়ী দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, হে মু'আবিয়া! তুমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শ্রবণ করেছে, না এটা তোমার নিজের অভিমত? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : তোমরা (শা'বান) মাসে রোযা রাখবে এবং বিশেষভাবে এর শেষের দিকে।

২৩২৪- حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللِّمَشْقِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قَالَ الْوَلِيدُ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ سِرَّهُ أَوْلَهُ .

২৩২৪। সুলায়মান ইবন আবদুর রহমান দিমাশকী বর্ণনা করেন যে, ওয়ালীদ বলেন, আমি আবু আম্র আল-আওয়ায়ী হতে শুনেছি -হাদীসে বর্ণিত সِرَّهُ অর্থ সِرَّهُ

২৩২৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَّاحِدِ نَا أَبُو مُسَهَّرٍ قَالَ كَانَ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ سِرَّهُ أَوْلَهُ .

২৩২৫। আহমাদ ইবন আবদুল ওয়াহেদ সূত্রে বর্ণিত আবু মাস্হুর বলেন, সাঈদ অর্থাৎ আবদুল আযীয বলতেন, সِرَّهُ শব্দের অর্থ প্রথমাংশ। (অর্থাৎ শা'বানের প্রথমাংশে রোযা রাখার তাগিদ দিয়েছেন)।

২০২- بَابُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ فِي بَلَدٍ قَبْلَ الْأَخْرَيْنَ بَلِيَّةٌ

২০২. অনুচ্ছেদ : যদি কোনো শহরে অন্যান্য শহরের এক রাত পূর্বে চাঁদ দেখা যায়

২৩২৬- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثَمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي أَبُو عَبَّاسٍ ثَمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتِ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَأَى النَّاسُ وَمَاؤُهُ وَمَاءُ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصَوْمَهُ حَتَّى نَكْمُلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَاهُكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

২৩২৬। মুসা ইব্ন ইসমাঈল কুরায়ব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে ফাযল বিন্ত আল-হারিস তাঁকে মু'আবিয়ার নিকট শাম (সিরিয়া) দেশে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া পৌঁছে, তার প্রয়োজন পূর্ণ করি। আমি সিরিয়া থাকাবস্থায় রামাযানের চাঁদ ওঠে এবং আমরা উহা জুমু'আর রাত্রিতে অবলোকন করি। এরপর আমি রামাযানের শেষের দিকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি। ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং বিশেষ করে চাঁদ দেখা সম্পর্কে বলেন, তোমরা রামাযানের চাঁদ কখন দেখেছিলে? আমি বলি, আমি তা জুমু'আর রাতে দেখেছি। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি নিজেও কি তা দেখেছিলে? আমি বলি, হ্যাঁ এবং অন্যান্য লোকেরাও দেখে এবং তারা রোযা রাখে, এমনকি মু'আবিয়াও রোযা রাখেন। তিনি বলেন, আমরা তো তা শনিবারে দেখেছি। কাজেই আমরা ত্রিশ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত রোযা রাখব অথবা শাওয়ালের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রেখে যাবো। আমি জিজ্ঞাসা করি, মু'আবিয়ার দর্শন ও রোযা রাখা কি এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়? তিনি বলেন, না। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

২০৩- بَابُ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

২০৩. অনুচ্ছেদ : সন্দেহজনক দিবসে রোযা রাখা মাকরুহ

২৩২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَشْكُ فِيهِ فَاتَى بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ مَاءَ هَذَا الْيَوْمِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِرِ ﷺ .

২৩২৭। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ.....সিলা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা সন্দেহজনক দিবসে আম্মার (রা)-এর নিকট ছিলাম। সেখানে একটি ভূনা বকরী পেশ করা হলে সেখানকার কিছু লোক (রোযা থাকার কারণে) তা খাওয়া হতে বিরত থাকে। আম্মার (রা) বলেন, আজ (এ সন্দেহজনক দিবসে) যে রোযা রেখেছে, সে তো আবুল কাসিম ﷺ -এর নাফরমানী করেছে।

২০৪- بَابُ فِي مَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

২০৪. অনুচ্ছেদ : যারা শা'বানের রোযাকে রামায়ানের রোযার সাথে মিশ্রিত করেন

২৩২৮- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَاءُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَقْلَمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمًا يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصِرْ ذَلِكَ الصَّوْمَ .

২৩২৮। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা রামায়ান আগমনের পূর্বে তার রোযাকে একদিন বা দু'দিন এগিয়ে নিও না। অবশ্য যদি কেউ ঐ দিন (শা'বানের শেষ তারিখে) রোযা রাখতে অভ্যস্ত থাকে, তবে সে যেন ঐ রোযা রাখে।

২৩২৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةَ عَنْ تُوَيْبَةَ الْعَنْبَرِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِرَاهِيمَ

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .

২৩২৯। আহম্মাদ ইব্ন হাম্বল উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন বছর-ই রামায়ানের নিকটবর্তী শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখতেন না।

২০৫- بَابُ فِي كِرَاهِيَةِ ذَلِكَ

২০৫. অনুচ্ছেদ : শা'বানের শেষার্ধে রোযা রাখা মাকরুহ

২৩৩০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ عِبَادِ بْنِ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ فَمَالَ إِلَى

مَجْلِسِ الْعَلَاءِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا فَقَالَ الْعَلَاءُ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ .

২৩৩০। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আব্বাদ ইব্ন কাসীর মদীনা শরীফে গিয়ে 'আলা ইব্ন আবদুর রহমানের মজলিসে পৌঁছলেন এবং তাঁর হাত ধরে তাঁকে দাঁড় করিয়ে বললেন, এই ব্যক্তি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি আবু হুরায়রা (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : শা'বানের অর্ধেক যখন অতিবাহিত হয়, তখন তোমরা রোযা রাখবে না। তখন 'আলা বলেন, ইয়া আল্লাহ! আমার পিতা (আবদুর রহমান) আবু হুরায়রা (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম ﷺ হতে একরূপ বর্ণনা করেছেন।

২০৬- بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ

২০৬. অনুচ্ছেদ : শাওয়ালের চাঁদ দর্শনে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান

২২৩১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلِيمَانَ نَا عَبَادٌ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ نَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَنْدَلِيِّ جَدِّي لَيْلَةَ قَيْسٍ أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثَمْرًا قَالَ عَهْدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُنْسِكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدًا عَدْلًا نَسَكْنَا بِشَهَادَتَيْهِمَا فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ فَقَالَ لَا أَدْرِي ثَمْرٌ لِقِيَّتِي بَعْدَ فَقَالَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ثَمْرٌ قَالَ الْأَمِيرُ إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ قَالَ الْحُسَيْنُ فَقُلْتُ لَشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي مِنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِ الْأَمِيرُ قَالَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وَصَدَقَ كَانَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِنْهُ فَقَالَ بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

২৩৩১। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহীম:....হুসায়ন ইব্ন আল-হারিস আল-জাদলী থেকে বর্ণিত যে, একদা মক্কার আমীর খুত্বা প্রদানের সময় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমরা যেন শাওয়ালের চাঁদ দেখাকে ইবাদত হিসাবে গুরুত্ব দেই। আর আমরা স্বচক্ষে যদি তা না দেখি তবে দু'জন ন্যায়পরায়ন লোক এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করলে - তখন আমরা যেন তাদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করি। তখন প্রশ্নকারী (আবু মালিক) আল-হুসায়ন ইব্ন আল-হারিসকে মক্কার আমীরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন যে, তার নাম কী? তিনি বলেন, আমি জানি না। কিছুক্ষণ পরে আবার আমার সাথে সাক্ষাত করে তিনি বলেন, তাঁর নাম আল-হারিস ইব্ন হাতিব, যিনি মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিবের ভাই। এরপর আমীর বলেন, তোমাদের মধ্যে আমার চাইতে যিনি অধিক জ্ঞানী, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে তিনি এ বিষয়ে রাসূল থেকে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন? এরপর তিনি এক ব্যক্তির প্রতি ইশারা করেন। হুসায়ন বলেন, আমি আমার পার্শ্ববর্তী একজন শায়খকে জিজ্ঞাসা করি, এই ব্যক্তি কে - যার প্রতি আমীর ইশারা করলেন? তিনি বলেন, ইনি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) আর তিনি সত্য বলেন যে, তাঁর (আমীরের) চাইতে তিনি (আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার) আল্লাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। তখন তিনি (আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। (অর্থাৎ নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণকে শরী'আতের বিধান হিসাবে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন)।

২২৩২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ الْمَقْرِيُّ قَالَا نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَثُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ جَرَّاحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أُخْرِي يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّهِ لَاهِلًا الْهِلَالَ أَمْسَ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يَفْطَرُوا زَادَ خَلْفُ فِي حَدِيثِهِ وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ.

২৩৩২। মুসাদ্দাদ ও খাল্ফ ইবন হিশাম আল-মুকরী রিবঈ ইবন হিরাশ নবী করীম ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা লোকেরা রামাযানের শেষে শাওয়ালের চাঁদ সম্পর্কে মতভেদ করেন। তখন দু'জন বেদুঈন নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহর শপথ করে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, গত সন্ধ্যায় তারা শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। রাবী খাল্ফ তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, “আর তারা যেন আগামী দিন ঈদের নামায আদায়ের জন্য ঈদগাহে গমন করে।”

২০৮- بَابُ فِي شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ

২০৭. অনুচ্ছেদ : রামাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য

২৩৩৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ نَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَوْرٍ وَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا الْحُسَيْنُ يَعْنِي الْجَعْفَى عَنْ زَائِدَةَ الْمَعْنَى عَنْ سِيَّاحٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ أَذِنُ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا*

২৩৩৩। মুহাম্মাদ ইবন বাক্কার ইবন রাইয়ান ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক বেদুঈন নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, আমি চাঁদ দেখেছি। রাবী হাসান তাঁর হাদীসে বলেন, অর্থাৎ রামাযানের চাঁদ। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি এরূপ সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই? সে বলে, হ্যাঁ। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি এরূপ সাক্ষ্য প্রদান কর যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল? সে বলে, হ্যাঁ। তিনি বিলালকে বলেন, হে বিলাল! তুমি লোকদের জানিয়ে দাও, যেন তারা আগামী দিন রোযা রাখে।*

২৩৩৪- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سِيَّاحٍ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ مَرَّةً فَارَادُوا أَنْ لَا يَقُولُوا وَلَا يَصُومُوا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَاتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَامْرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سِيَّاحٍ عَنْ عِكْرَمَةَ مَرْسَلًا وَلَمْ يَنْكُرِ الْقِيَامَ أَحَدٌ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ*

২৩৩৪। মুসা ইবন ইস্‌মাইল ইকরামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহাবীগণ রামাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে সন্দেহান হন। তাঁরা তারাবীহুর নামায আদায় না করার এবং (পরদিন) রোযা না রাখার ইরাদা করেন।

১. রামাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে, আকাশ পরিষ্কার থাকলে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। অন্তত দু'জন বিশ্বাসী, ন্যায়পরায়ণ লোকের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রয়োজন।

এমতাবস্থায় হাররা নামক স্থান হতে জনৈক বেদুঈন আগমন করে সাক্ষ্য দেয় যে, সে চাঁদ দেখেছে। তাকে নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে আনয়ন করা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহু ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল? সে বলে, হ্যাঁ এবং আরও সাক্ষ্য দেয় যে, সে নুতন চাঁদ দেখেছে। তিনি বিলালকে নির্দেশ দেন, সে যেন লোকদের জানিয়ে দেয়, যাতে তারা তারাবীহু নামায আদায় করে এবং পরদিন রোযা রাখে।

২৩৩৫- حَدَّثَنَا مَكْحُودُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمْرَقَنْدِيُّ وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتَقْنُ قَالَا نَا مَرْوَانَ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَايَا النَّاسَ الْهَلَالَ فَأَخْبَرْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتَهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ •

২৩৩৫। মাহমূদ ইব্ন খালিদ ও আবদুল্লাহু ইব্ন আবদুর রহমান সমরকন্দী ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা লোকেরা রামাযানের চাঁদ অন্বেষণ করে, কিন্তু দেখতে পায়নি। পরে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহু ﷺ কে এরূপ খবর দেয় যে, সে চাঁদ দেখেছে। এরপর তিনি রোযা রাখেন এবং লোকদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

২০৮- بَابُ فِي تَوْكِيْدِ السَّكْوْرِ

২০৮. অনুচ্ছেদ : সাহরী খাওয়ার শুরুত্ব

২৩৩৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فَضْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّكْرِ •

২৩৩৬। মুসাদ্দাদ আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমাদের রোযার মধ্যে এবং আহলে কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হ'ল সাহরী খাওয়া।

২০৯- بَابُ مَنْ سَمِيَ السَّكْوَرِ الْغَدَاءِ

২০৯. অনুচ্ছেদ : সাহরীকে যারা নাশ্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন

২৩৩৭- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ثَنَا حَمَادُ بْنُ خَالِدٍ الْخِطَّاطُ نَا مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَارِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي رَهْمٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السَّكْوْرِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ •

১. ঐশী এছের দাবিদার। যেমন- ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান। এরা রোযা রাখার জন্য সাহরী খায় না। ইয়াহুদীগণ আসমানী কিতাব তাওরাতের আর খ্রিস্টানগণ ইঞ্জিল-এর অনুসারী বলে তাদেরকে আহলে কিতাব বলা হয়।

২৩৩৭। আমর ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ইরবায় ইব্ন সারিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রামায়ান মাসে সাহরীর সময় আহ্বান করেন, এবং বলেন, কল্যাণময় সকালের খাবারের দিকে (সাহরীর দিকে) সত্ত্বর আগমন করো।

২১০- بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

২১০. অনুচ্ছেদ : সাহরীর সময়

২৩৩৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سَرَّةَ بِنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَذَانَ بِلَالٍ مِّنْ سَحُورِكُمْ وَلَا بِيَاضِ الْأَفْقِ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ .

২৩৩৮। মুসাদ্দাদ আবদুল্লাহ ইব্ন সাওয়াদা আল-কুশায়রী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) কে খুত্বা দেওয়ার সময় বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : বিলালের আযান এবং পূর্ব আকাশের এরূপ শুভ্র আলো যতক্ষণ না তা পূর্ব দিগন্তে প্রসারিত হয়, যেন তোমাদেরকে সাহরী খাওয়া হতে বিরত না রাখে।

২৩৩৯- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَىٰ عَنِ التَّيْمِيِّ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا سَلِيمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَذَانَ بِلَالٍ مِّنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يَنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَجَمَعَ يَحْيَىٰ كَفَهُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَمَنْ يَحْيَىٰ بِأَصْبَعِيهِ السَّبَابَتَيْنِ .

২৩৩৯। মুসাদ্দাদ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহরী খাওয়া হতে বিরত না রাখে, কেননা সে আযান দেয় অথবা (রাবীর সন্দেহ) আহ্বান করে, যারা তাহাজ্জুদ নামাযে রত থাকে, তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য এবং তোমাদের মধ্যে যারা নিদ্রিত থাকে তাদের জাগাবার জন্য। আর ততক্ষণ ফজর হয় না, যতক্ষণ না এরূপ হয়- এ বলে ইয়াহুইয়া তাঁর হাতের তালুকে মুষ্টিবদ্ধ করে প্রসারিত করেন, পরে তাঁর হাতের তালুর অঙ্গুলি প্রসারিত করে দেন।

২৩৪০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَىٰ نَا مُلَازِمٌ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّعْمَانِ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّوْا وَاشْرَبُّوْا وَلَا يَمِيْدَنَّكُمْ السَّاطِعُ الْمَصْعَدُ فَكُلُّوْا وَاشْرَبُّوْا حَتَّى يَتَعَرَّضَ لَكُمْ الْأَحْمَرُ .

২৩৪০। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা কায়স ইব্ন তাল্ক (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা খাও এবং পান করো, আর তোমাদেরকে যেন সুব্হে কাষিবের উচ্চ লম্বা রেখা (যা পূর্ব হতে পশ্চিমে দৃশ্যমান) সাহরী খাওয়া হতে বিরত না রাখে। আর তোমরা ততক্ষণ পানাহার করো, যতক্ষণ না সুব্হে সাদিকের লম্বা লাল আলোকরশ্মি (যা পূর্বাকাশে উত্তর-দক্ষিণে দৃশ্যমান) প্রকাশ পায়।

২৩৩১- حَدَّثَنَا مُسَدُّ بْنُ حَصِينٍ بْنُ نَمِيرٍ ح وَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ الْمَعْنَى عَنْ حَصِينٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ لَهَا نَزَلَتْ هُنَا الْآيَةُ : حَتَّى يَتَّبِعِينَ لَكُمُ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، قَالَ أَخَذْتُ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ فَوَضَعْتُهُمَا تَحْتِ وَسَادَتِي فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَّبِعِينَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ إِنَّ وَسَادَكَ إِذَا لَطَوَيْتُ عَرِيضًا إِنَّهَا هِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَادُ وَقَالَ عَثْمَانُ إِنَّهَا هِيَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ .

২৩৪১। মুসাদ্দাদ আদী ইব্ন হাতিম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় : (অর্থ) “তোমরা ততক্ষণ পানাহার কর, যতক্ষণ না কালো সুতা হতে সাদা সুতা উজ্জল হয়”। রাবী বলেন, তখন আমি এক টুকরা কালো ও এক টুকরা সাদা সুতা আমার বালিশের নিচে রাখি। এরপর আমি এর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, কিন্তু প্রকৃত রহস্য অনুধাবণ করতে অক্ষম হই। তখন আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রকাশ করলে, তিনি হেসে ওঠেন এবং বলেন, তোমার বালিশ তো বেশ দৈর্ঘ্য প্রস্থধারী, বরং এর (কালো ও সাদা সুতার) রহস্য হলো রাত ও দিনের প্রকাশ। রাবী উসমান বলেন, বরং তা রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতা।

২১১- بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدَيْهِ

২১১. অনুচ্ছেদ : সাহরীর খাবার গ্রহণরত অবস্থায় আযান শুনতে পেলে

২৩৩২- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدَيْهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ .

২৩৪২। আবদুল আলা ইব্ন হাম্মাদ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যখন ফজরের আযান শ্রবণ করে, আর এ সময় তার হাতে খাদ্যের পাত্র থাকে, সে যেন আযানের কারণে খাদ্য গ্রহণ বন্ধ না করে - যতক্ষণ না সে তদ্বারা স্বীয় প্রয়োজন পূর্ণ করে।

২১২- بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ

২১২. অনুচ্ছেদ : রোযাদারের ইফতারের সময়

২৩৩৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكَيْعٌ نَاهِشَاءُ ح وَنَا مُسَدُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ هِشَاءِ الْمَعْنَى قَالَ هِشَاءُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَمْنَا وَدَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَمْنَا زَادَ مُسَدُّ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمِ .

২৩৪৩। আহম্মাদ ইব্ন হাম্বল আসিম ইব্ন উমার (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন পূর্বাকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এবং সূর্য পশ্চিমাকাশে অন্তমিত হয়, রাবী মুসাদ্দাদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যখন সূর্য ডুবে যায়, তখন যেন রোযাদার ইফতার করে।

২৩৮২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ نَا سَلِيمَانَ الشَّيْبَانِيَّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ سَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِرٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا بِلَالُ أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَّحَ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِرُ وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ .

২৩৪৪। মুসাদ্দাদ সুলায়মান আল-শায়বানী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবন আবু আওফা (রা)-এর নিকট হতে শ্রবণ করেছি। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে গমন করি, তখন তিনি রোযাদার ছিলেন। এরপর সূর্য অস্তমিত হলে, তিনি বলেন, হে বিলাল! তুমি অবতরণ কর এবং আমাদের (ইফতারের) জন্য পানির সাথে আটা বা দুধ মিশ্রিত করো। তিনি (বিলাল) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! যদি আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হতাম, (তবে ভাল হতো!) তিনি বলেন, তুমি অবতরণ করো এবং আমাদের জন্য পানির সাথে আটা বা দুধ মিশ্রিত করো। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার উপর তো এখন দিন বিদ্যমান। তিনি বলেন, তুমি অবতরণ করো এবং আমাদের জন্য পানির সাথে আটা বা দুধ মিশ্রিত করো। তখন তিনি অবতরণ করে পানির সাথে আটা বা দুধ মিশ্রিত করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পান করে বলেন, যখন তোমরা রাতকে এদিক হতে আসতে দেখবে, তখন যেন রোযাদার ইফতার করে। এরপর তিনি স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা পূর্বাকাশের প্রতি ইশারা করেন।

২১৩- بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

২১৩. অনুচ্ছেদ : দ্রুত (সূর্যাস্তের পরপরই) ইফতার করা মুস্তাহাব

২৩৮৫- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ الرَّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخَّرُونَ .

২৩৪৫। ওয়াহ্ব ইবন বাকিয়্যা আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : দীন ততদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা জল্দী ইফতার করবে। কেননা, ইয়াহুদী ও নাসারারা ইফতার অধিক বিলম্ব করে।

২৩৮৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو معاويةَ عَنِ الْأَعْمَشِيِّ عَنِ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَمَسْرُوقٌ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِنْفَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِنْفَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ قَالَتْ أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِنْفَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

২৩৪৬। মুসাদ্দাদ আবু আতিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং মাসরুক আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলি, হে উম্মুল মু'মিনীন! মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে দু'ব্যক্তির এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি ইফতার করেন এবং তাড়াতাড়ি মাগরিবের নামায আদায় করেন এবং অপর ব্যক্তি ইফতার ও নামায আদায়ে বিলম্ব করেন। তিনি (আয়েশা) বলেন, তাদের মধ্যে কে তাড়াতাড়ি ইফতার করেন এবং নামাযও (মাগরিবের) তাড়াতাড়ি আদায় করেন? আমরা বলি, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করতেন।

২১৪- بَابُ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

২১৪. অনুচ্ছেদ : যা দিয়ে ইফতার করতে হবে

২৩২৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَمَّهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنَّ لَرِيحِ التَّمْرِ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ •

২৩৪৭। মুসাদ্দাদ সালমান ইব্ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখে, তখন সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। আর সে যদি খেজুর না পায়, তবে সে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে, কেননা পানি পবিত্র।

২৩২৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَلِيمَانَ أَنَا ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رَطْبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّ لَرِيحِ تَمْرَاتٍ فَإِنَّ لَرِيحِ تَمْرٍ تَكُنُ حَسًا حَسَوَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ •

২৩৪৮। আহম্মাদ ইব্ন হাম্বল সাবিত আল বানানী (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের নামায আদায়ের পূর্বে পাকা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। আর যদি পাকা খেজুর না পেতেন, তখন তিনি শুকনা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। আর যদি তাও না হতো, তখন তিনি কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন।

২১৫- بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

২১৫. অনুচ্ছেদ : ইফতারের সময় কী বলতে হবে

২৩২৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ نَا مَرْوَانَ يَعْنِي ابْنَ سَالِمِ الْمُفَفَّعِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ قَيْصُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَتْ عَلَى الْكُفِّ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَا وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ •

২৩৪৯। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া ইব্ন সালিম আল-মুকাফফা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা) কে তাঁর দাঁড়ি ধরে এক মুষ্টির অধিক দাঁড়ি কর্তন করতে দেখেছি। এরপর তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইফতারের সময় বলতেন, তৃষ্ণা নিবারিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা পরিতৃপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ্ চাহেত বিনিময় নির্ধারিত হয়েছে।

২৩৫০- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مَعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ صَمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ •

২৩৫০। মুসাদ্দাদ মু'আয ইব্ন যুহরা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইফতারের সময় এই দু'আ পড়তেন (অর্থ) : হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমারই রিয্ক দ্বারা ইফতার করছি।

২১৬- بَابُ الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

২১৬. অনুচ্ছেদ : সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করা

২৩৫১- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنَى قَالَا نَا أَبُو أُسَامَةَ نَا هِشَاءُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ أَفْطَرْنَا يَوْمًا فِي رَمَضَانَ فِي غَيْمٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ قُلْتُ لِهِشَاءٍ أَمَرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ وَبَدَّ مِنْ ذَلِكَ •

২৩৫১। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলা আসমা বিন্ত আবু বাকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে মেঘাচ্ছন্ন দিনে সূর্য অস্তমিত হয়েছে মনে করে আমরা রামাযানের রোযার ইফতার করি। এরপর সূর্য প্রকাশ পায়। আবু উসামা বলেন, আমি হিশামকে জিজ্ঞাসা করি, এতে কি ক্বাযা আদায় করতে হবে? তিনি বলেন, তা অবশ্য করণীয়।

২১৭- بَابُ فِي الْوَصَالِ

২১৭. অনুচ্ছেদ : সাওমে বিসাল্

২৩৫২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْوَصَالِ قَالُوا فَإِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَطْعِمُ وَأَسْقِي •

২৩৫২। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা আল কানাবী ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওমে বিসাল রাখতে নিষেধ করেছেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি তো ক্রমাগত রোযা রেখে থাকেন? তিনি ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের মতো নই, আমাকে পানাহার করানো হয়ে থাকে।

১. রাতে কিছু না খেয়ে, দু' বা ততোধিক দিন ক্রমাগত রোযা রাখাকে সাওমে বিসাল্ বলা হয়।

২৩৫৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ بَكْرَ بْنَ مُضَرَ حَدَّثَنَا عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَوَاصِلُوا فَايَكُمُ أَرَادَ أَنْ يَوَاصِلَ فَلْيَوَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ قَالُوا فَإِنَّكَ تَوَاصِلٌ قَالَ إِنْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنْ لِي مَطْعِمًا يُطْعِمُنِي وَسَقِيًّا يُسْقِينِي ۝

২৩৫৩। কুতায়বা ইবন সাঈদ..... আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন : তোমরা ক্রমাগত রাতে না খেয়ে রোযা রাখবে না। অবশ্য তোমাদের কেউ যদি ক্রমাগত রোযা রাখতে চায়, সে যেন সাহরী পর্যন্ত একরূপ করে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন, আপনি তো ক্রমাগত রোযা রাখেন। তিনি বলেন, অবশ্যই আমি তোমাদের মতো নই, আমার একজন খাদ্য প্রদানকারী আছেন, যিনি আমাকে খাওয়ান এবং পানীয়প্রদানকারী আছেন, যিনি আমাকে পান করান।

২১৮- بَابُ الْغَيْبَةِ لِلصَّائِمِ

২১৮. অনুচ্ছেদ : রোযাদারের জন্য গীবত^১ করা

২৩৫২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْبَقْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ أَحْمَدُ فَهَمَّتْ إِسْنَادُهُ مِنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ وَأَفْهَمَنِي الْحَدِيثُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ أَرَاهُ ابْنَ أَخِيهِ ۝

২৩৫২। আহমাদ ইবন ইউনুস আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি রোযাবস্থায় মিথ্যা কথা ও অপকর্ম পরিহার করে না, সে ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

২৩৫৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرِفْثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ أَمَرُو قَاتِلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنْ لِي صَائِمٌ إِنْ لِي صَائِمٌ ۝

২৩৫৫। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা আল কানাবী আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা ও অপকর্মে লিপ্ত না হয়। যদি এই সময় কেউ তার সাথে মারামারি ও গালাগালি করতে আসে, তখন সে যেন বলে, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।

১. পরনিন্দা বা পরচর্চা।

২১৭- بَابُ السَّوَاكِ لِلصَّائِمِ

২১৯. অনুচ্ছেদ : রোযাদার ব্যক্তির মিস্‌ওয়াক করা

২৩৫৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا شَرِيكَ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ زَادَ مَسَدَّدٌ مَا لَا أَعَدُّ وَلَا أَحْصِي ۝

২৩৫৬। মুহাম্মাদ ইব্ন আল্ সাব্বাহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমের ইব্ন রাবী'আ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে রোযা রাখা অবস্থায় মিস্‌ওয়াক করতে দেখেছি। রাবী মুসাদ্দাদ আল্লাহ্ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমের ইব্ন রাবী'আ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন।

২২০- بَابُ الصَّائِمِ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنَ الْعَطَشِ وَيَبَالِغُ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ

২২০. অনুচ্ছেদ : তৃষ্ণার্ত হওয়ার কারণে রোযাদারের মাথায় পানি দেয়া এবং বার বার নাকে পানি দেয়া

২৩৫৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ سُهَيْبٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ تَقَوُّوا لِعَنْوَكَمُ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْعُرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ ۝

২৩৫৭। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা আল কা'নাবী ... নবী করীম ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি নবী করীম ﷺ কে মক্কার দিকে সফরের সময় লোকদেরকে ইফতারের নির্দেশ প্রদান করতে দেখি। তিনি বলেন, তোমাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলার জন্য শক্তি সঞ্চয় করো। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা রাখেন। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, উক্ত ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আরজ নামক স্থানে এমতাবস্থায় দেখি যে, তিনি রোযা থাকাবস্থায় তৃষ্ণার্ত হওয়ার কারণে অথবা গরমের ফলে স্বীয় মস্তকে পানি ঢালছিলেন।

২৩৫৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَالِغِ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ۝

২৩৫৮। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ লাকীত ইব্ন সাবুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা রোযা থাকাবস্থায় ব্যতীত অন্য সময়ে নাকে অধিক পানি প্রবেশ করাবে।

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড) — ৩২

২২১- بَابُ فِي الصَّائِمِ يَكْتَجِرُ

২২১. অনুচ্ছেদ : রোযাদার ব্যক্তির শিংগা লাগানো

২৩৫৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى نَا شَيْبَانُ جَمِيعًا

عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ يَعْنِي الرَّحْبِيَّ عَنْ ثُوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْطَرَ الْكَاجِرُ وَالْمَحْجُورُ قَالَ شَيْبَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ ثُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ .

২৩৫৯। মুসাদ্দাদ ও আহমাদ ইবন হাম্বল সাওবান (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যার উপর লাগায় তাদের উভয়ের রোযা ভঙ্গ হয়। রাবী শায়বান বলেন, আমি আবু কিলাবা হতে, তিনি নবী করীম ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে তা শ্রবণ করেছেন।

২৩৬০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى نَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرَمِيُّ

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَشِيْءُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৩৬০। আহমাদ ইবন হাম্বল ইয়াহইয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু কিলাবা হতে, তিনি শাদ্দাদ ইবন আওস হতে - যিনি নবী করীম ﷺ -এর সাথে চলাকালে ইহা শ্রবণ করেন। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৩৬১- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْعِيلَ نَا وَهَيْبٌ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ

أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبُقَيْعِ وَهُوَ يَكْتَجِرُ وَهُوَ أَخَذَ بِيَدِي لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمْضَانَ فَقَالَ أَفْطَرَ الْكَاجِرُ وَالْمَحْجُورُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ مِثْلَهُ .

২৩৬১। মুসা ইবন ইসমাইল শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাকী নামক স্থানে এক ব্যক্তির নিকট গমন করে তাকে শিংগা লাগাতে দেখেন। ঐ সময় তিনি রামায়ানের আঠার তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার বিষয় হাতে গণনা করে বলেন : যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে লাগায় তারা উভয়ে রোযা ভঙ্গ করল।

২৩৬২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا

إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ أَنَّ شَيْخًا مِنَ الْحَيِّ قَالَ قَالَ عَثْمَانُ فِي حَدِيثِهِ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ ثُوْبَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَفْطَرَ الْكَاجِرُ وَالْمَحْجُورُ .

২৩৬২। আহমাদ ইবন হাম্বল ও উসমান ইবন আবু শায়বা বর্ণিত। রাবী উসমান তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান তাঁকে বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে লাগায় তারা ইফতার করল অর্থাৎ রোযা ভেঙ্গে ফেলল।

২৩৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مَرْوَانَ نَا الْمَيْثِرُ بْنُ حَمِيدٍ نَا الْعَلَاءُ بْنُ الْكَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أَسَاءِ الرَّحْبِيِّ عَنْ ثُوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْطَرَ الْكَاچِمْرُ وَالْمَكْحُوْرُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ ثُوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ .

২৩৬৩। মাহমুদ ইবন খালিদ সাওবান (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে লাগায় তারা উভয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলে।

২২২- بَابُ فِي الرِّخْصَةِ

২২২. অনুচ্ছেদ : রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানোর ব্যাপারে অনুমতি

২৩৬৪- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهَشَّامٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

২৩৬৪। আবু মা'মার আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা থাকাবস্থায় (স্বীয় দেহে) শিংগা লাগিয়েছেন।

২৩৬৫- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ .

২৩৬৫। হাফস ইবন উমার ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরামের মধ্যে রোযা থাকাবস্থায় শিংগা লাগান।

২৩৬৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمَوَاصِلَةِ وَكَمَرِ يَحْرَمُهُمَا إِبْقَاءَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَوَاصِلُ إِلَى السَّحْرِ فَقَالَ إِنِّي أُوَاصِلُ إِلَى السَّحْرِ وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي .

২৩৬৬। আহমাদ ইবন হাম্বল আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লা (র) নবী করীম ﷺ -এর জৈনিক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিংগা লাগানো এবং ক্রমাগত (ইফতার ছাড়া) রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য তিনি অনুগ্রহবশত তাঁর সাহাবীদের উপর তা হারাম করেননি। জৈনিক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলান্নাহ্! আপনি সাহুরী পর্যন্ত ক্রমাগত রোযা রাখেন। তিনি বলেন, আমি সাহুরীর সময় পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম। কেননা আমার রব আমাকে পানাহার করান।

২৩৬৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا سَلِيمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْمَغِيرَةَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ مَا كُنَّا

نَدْعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِرِ إِلَّا كَرَاهَةَ الْجَاهِلِ .

২৩৬৭। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা সাবিত (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, রোযাদার ব্যক্তি দুর্বল হয়ে যাবে বিবেচনা করে আমরা তাকে শিংগা লাগাতে দিতাম না।

২২৩- بَابُ فِي الصَّائِرِ بِحَتْلِمٍ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ

২২৩. অনুচ্ছেদ : রামাযান মাসে রোযাদার ব্যক্তির দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে

২৩৬৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْطُرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنِ احْتَلَمَ وَلَا مَنِ احْتَجَمَ .

২৩৬৮। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর নবী করীম ﷺ -এর জৈনিক সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি বমি করে, তার রোযা ভঙ্গ হয় তবে যার স্বপ্নদোষ হয় এবং যে শিংগা লাগায় এতে রোযা ভঙ্গ হয় না।

২২৪- بَابُ فِي الْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

২২৪. অনুচ্ছেদ : নিদ্রা যাওয়ার সময় সুরমা ব্যবহার

২৩৬৯- حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ نَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ النَّعْمَانِ بْنُ مَعْبُدِ بْنِ هُوْدَةَ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرُوجِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ لِيَتَّقِيهِ الصَّائِرُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ

لِيُحْيِيَ بَنُ مَعِينٍ هُوَ حَلِِيثٌ مُنْكَرٌ يَعْنِي حَلِِيثَ الْكُحْلِ .

২৩৬৯। আনু নুফায়লী আবদুর রহমান ইবন নু'মান ইবন মা'বাদ ইবন হাওয়া তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নিদ্রার সময় সুগন্ধিযুক্ত আস্মাদ (পাথরের তৈরি) সুরমা ব্যবহারের নির্দেশ দেন এবং তিনি ইরশাদ করেছেন : রোযাদার ব্যক্তি যেন তা পরিহার করে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আমাকে ইয়াহুইয়া ইবন মু'ঈন বলেছেন, সুরমা ব্যবহার সংক্রান্ত এ হাদীসটি গ্রহণীয় নয়।

২৩৮০- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَثْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَاذٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ •

২৩৭০। ওয়াহ্ব ইবন বাকিয়্যা আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রোযা থাকাবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন।

২৩৮১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَرَمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَا نَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ وَكَانَ إِبرَاهِيمُ يُرَخِّصُ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبْرِ •

২৩৭১। মুহাম্মাদ ইবন উবায়দুল্লাহ্ আল্ আ'মাশ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাদের সাথীদের মধ্যে কাউকেও রোযা থাকাবস্থায় সুরমা ব্যবহারে আপত্তি করতে দেখিনি এবং রাবী ইব্রাহীম রোযাদারের জন্য বিশেষভাবে 'সিব্ব' জাতীয় সুরমা ব্যবহার করতে অনুমতি দিতেন।

২৩৮৫- بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيَّ عَامِلًا

২২৫. অনুচ্ছেদ : রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে

২৩৮২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ •

২৩৭২। মুসাদ্দাদ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি রোযা থাকাবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তার জন্য কাযা আদায় করা জরুরী নয়। অবশ্য যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তবে সে যেন কাযা আদায় করে।

২৩৮৩- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى حَلْثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ حَدَّثَنِي مَعْنُ بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاءَ وَافْطَرَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاءَ فَافْطَرَ قَالَ صَدَقَ وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءًا •

২৩৭৩। আবু মা'মার আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর মা'দান ইবন তালহা (র) বলেন, আবু দারদা (রা) তাঁকে বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বমি করেন, এরপর ইফতার করেন। পরে আমার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম সাওবানের দামেশ্কেবর এক মসজিদে দেখা হয়। আমি তাঁকে বলি, আবু দারদা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বমি করেন, পরে ইফতার করেন। তিনি (সাওবান) বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। আর ঐ সময় আমি তাঁকে ওয়ূর জন্য পানি ঢেলে দিয়েছিলাম।

২২৬- بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِرِ

২২৬. অনুচ্ছেদ : রোযাদার ব্যক্তির চুশন করা

২৩৮২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ وَهُوَ صَائِرٌ وَيَبَاشِرُ وَهُوَ صَائِرٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِأَرِيهِ .

২৩৭৪। মুসাদ্দাদ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা থাকাবস্থায় তাঁকে চুশন করতেন এবং তিনি রোযাবস্থায় তাঁর সাথে সহাবস্থান করতেন। তবে তিনি ছিলেন কঠোর সংযমী।

২৩৮৫- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ تَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ عَنِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ فِي شَهْرِ الصَّوْرِ .

২৩৭৫। আবু তাওবা আল-রাবী ইব্ন নাফি' আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রামায়ান মাসে রোযা থাকাবস্থায় তাঁর পত্নীগণকে চুশন করতেন।

২৩৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَثْمَانَ الْقُرَشِيَّ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُنِي وَهُوَ صَائِرٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ .

২৩৭৬। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযাবস্থায় আমাকে চুশন করতেন এবং আমিও রোযাবস্থায় থাকতাম।

২৩৮৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حِمَادٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشَشْتُ فَقَبِلْتُ وَأَنَا صَائِرٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبِلْتُ وَأَنَا صَائِرٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَضَمْتُ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِرٌ قَالَ عَيْسَى بْنُ حِمَادٍ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لَا بَأْسَ قَالَ فَهَمْ .

২৩৭৭। আহম্মাদ ইব্ন ইউনুস ও ঈসা ইব্ন হাম্মাদ জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্নুল খাতাব (রা) বলেন, একদা রোযা থাকাবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে আনন্দ-ফুর্তি করাকালে তাকে চুশন করি। এরপর আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ আমি একটি গুরুতর কাজ করে ফেলেছি,- রোযাবস্থায় আমি আমার স্ত্রীকে চুশন করেছি। তিনি বলেন, তুমি কি রোযা থাকাবস্থায় কুলি করো না? ঈসা ইব্ন হাম্মাদ তার হাদীসে বলেন, আমি বলি এতে তো কোন দোষ নেই।

২২৮- بَابُ الصَّائِمِ يَبْلُغُ الرِّيقَ

২২৭. অনুচ্ছেদ : রোযাদার ব্যক্তির থুথু গলাধকরণ করা

২৩৮৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ نَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ مَصْعَعِ أَبِي

يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمْسُ لِسَانَهَا .

২৩৭৮। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রোযা থাকাবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তাঁর জিহ্বা লেহন করতেন।

كَرَاهَتُهُ لِلشَّابِّ

চুম্বন ও সহাবস্থান যুবকের জন্য মাকরুহ হওয়া

২৩৮৭- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيُّ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَإِنَّمَا أَخْرَفْنَاهَا فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ .

২৩৭৯। নাসর ইব্ন আলী আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট রোযা থাকাবস্থায় স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহাবস্থান করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে এর অনুমতি প্রদান করেন। এরপর অপর এক ব্যক্তি এসে অনুমতি চাইলে তিনি তাকে নিষেধ করেন। আর ব্যাপার এই ছিল যে, তিনি যাকে অনুমতি প্রদান করেন সে ছিল বৃদ্ধ, আর যাকে নিষেধ করেন সে ছিল যুবক।

২২৮- مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

২২৮. অনুচ্ছেদ : রামাযান মাসে নাপাক অবস্থায় ভোর হলে

২৩৮০- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ الْأَزْرَمِيَّ نَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ

مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَّ سَلْمَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا قَالَتَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنْبًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْأَزْرَمِيُّ فِي حَدِيثِهِ

فِي رَمَضَانَ مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ إِحْتِلَالٍ ثُرِّيَّ صَوًّا .

২৩৮০। আল্ কা'নাবী নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) ও উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে যেত। রাবী আবদুল্লাহ আল-আযরামী তার বর্ণিত হাদীসে বলেন, রামাযানের মাসে রাতে স্বপ্ন-দোষের কারণে নয় বরং স্ত্রী সহবাসের কারণে তিনি সকালে নাপাক অবস্থায় থেকে রোযা রাখতেন (অবশ্য পরে দিনের বেলায় গোসল করে পবিত্র হতেন)।

২৩৮১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ أَنَا أَصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَاغْتَسِلْ وَأَصُومْ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِهَا اتَّبِعْ .

২৩৮১। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি দরজায় দণ্ডায়মান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নাপাক অবস্থায় আমার ভোর হয়ে যায় এবং আমি রোযা রাখার ইচ্ছা করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমারও নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে যায় এবং রোযা রাখার ইরাদা করি। আর আমি গোসল করি এবং রোযা রাখি। সে ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো আমাদের মতো নন, আল্লাহ তা'আলা তো আপনার জীবনের পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মার্জনা করে দিয়েছেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হন এবং বলেন, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক আল্লাহ-ভীরু ও তাঁর অধিক বন্দেগী করতে সংকল্প রাখি।

كُفَّارَةٌ مِّنْ أَتَىٰ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ

যে ব্যক্তি রামাযানের দিনে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তার কাফ্ফারা

২৩৮২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الثَّمَعِيُّ قَالَا نَا سُفْيَانُ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ نَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَىٰ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مَسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ أَجْلِسْ فَآتَى النَّبِيَّ ﷺ بِعِرْقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ ثَنَائِيَاهُ قَالَ فَاطَّعِمَهُ إِيَّاهُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنِّيَابَهُ .

২৩৮২। মুসাদ্দাদ ও মুহাম্মাদ ইবন স্ফাসা আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করে, আমি ধ্বংস হয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কী হয়েছে? সে বলে, রোযা অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আযাদ করার মত তোমার কোন দাস-দাসী আছে কি? সে বলে, না। তিনি বলেন, তুমি কি ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখতে সক্ষম? সে

বলে, না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি ষাটজন মিককীনকে খানা খাওয়াতে সক্ষম? সে বলে, না। তিনি তাকে বলেন, তুমি বস। এ সময় নবী করীম ﷺ -এর নিকট এক 'ইরুক' (থলে ভর্তি) খেজুর এল। এরপর নবী করীম ﷺ তাকে খুরমা ভর্তি একটি থলে প্রদান করে বলেন, তুমি তা দ্বারা সাদ্কা করো। সে ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মদীনার উভয় পার্শ্বে আমাদের চেয়ে অভাবহস্ত আর কোন পরিবার নেই। রাবী বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হেসে ওঠেন যে, তাঁর সম্মুখের দস্তরাজি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি তাকে বলেন, তবে তোমরাই তা ভক্ষণ করো। রাবী মুসাদ্দাদ অন্য বর্ণনায় বলেন, তাঁর দস্তরাজি বের হয়ে পড়ে।

২৩৮৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ زَادَ الزُّهْرِيُّ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُحْصَةً لَّهِ خَاصَّةً فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَرِيكَ لَهُ بَدٌّ مِنَ التَّنْكِيفِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَبِرِ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى مَعْنَى ابْنِ عِيَيْنَةَ زَادَ فِيهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَاسْتَفْغَرَ اللَّهُ •

২৩৮৩। আল্-হাসান ইব্ন আলী ইমাম যুহরী (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী যুহরী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এ অনুমতি ঐ ব্যক্তির জন্য খাস ছিল। আজ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কাজ করে, তবে তার জন্য অবশ্যই কাফফারা রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, লাইস ইব্ন সা'দ, আওয়ায়ী, মানসূর ইব্ন মু'তামার, ইরাক ইব্ন মালিক এ হাদীসের অর্থে ইব্ন উয়ায়না হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী আওয়ায়ী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, “আল্লাহর নিকট ইস্তিগ্ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করবে।”

২৩৮৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَاَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْلِسْ فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعِرْقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ خُنْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أُنْيَابُهُ وَقَالَ لَهُ كَلُّهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى لَفْظِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ وَقَالَ فِيهِ أَوْ تَعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا •

২৩৮৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রামাযানের মধ্যে ইফতার (রোযা ভঙ্গ) করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দাস-দাসী আযাদ করতে, অথবা ক্রমাগত দুই মাস রোযা রাখতে বা ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে নির্দেশ দেন। সে ব্যক্তি বলে, এর কোনোটিই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বসতে বলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে একটি থলে ভর্তি খেজুর দিয়ে বললেন, তুমি এটা গ্রহণ করো এবং এর দ্বারা সাদ্কা প্রদান করো। সে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী (অভাবহস্ত) আর কেউ নেই। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হেসে ওঠলেন যে, তাঁর সম্মুখের দস্তরাজি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি তাকে বলেন, তবে তুমিই তা ভক্ষণ করো। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইব্ন জুরায়জ যুহরী

হতে রাবী মালিকের শব্দে বর্ণনা করেছেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি (ইচ্ছাকৃতভাবে) ইফতার করে। এরপর এতে বর্ণিত হয়েছে যে, তুমি একজন দাস বা দাসী আযাদ করো, অথবা ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখো বা ষাটজন মিস্কীনকে খানা খাওয়াও।

২৩৮৫- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا ابْنَ أَبِي فَدْيِكٍ نَا هِشَاءُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَاتَى بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةِ عَشْرَ صَاعًا وَقَالَ فِيهِ كُلُّهُ أَنْتَ وَاهْلُ بَيْتِكَ وَصَوْمُ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ .

২৩৮৫। জা'ফর ইবন মুসাফির আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়, যে রামাযানে (ইচ্ছাকৃতভাবে) ইফতার করে। এরপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, এরপর তাকে এমন একটি খুরমা ভর্তি থলে প্রদান করা হয়, যাতে পনের সা' পরিমাণ খেজুর ছিল। রাবী বলেন, এরপর তিনি তাকে বলেন, তুমি তা তোমার পরিবারের লোকদের সাথে ভক্ষণ করো এবং একদিন রোযা রাখো, আর আল্লাহর নিকট গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।

২৩৮৬- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْتَرَقْتُ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي قَالَ تَصَدَّقْ قَالَ وَاللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَاءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آيْنَ الْمُحْتَرِقُ إِنَّمَا فَقَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقْ بِهَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْلَى غَيْرِنَا فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ قَالَ كَلُوهُ .

২২৮৬। সুলায়মান ইবন দাউদ আল-মাহরী নবী করীম ﷺ -এর পত্নী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামাযান মাসে জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট মসজিদে আগমন করে। এরপর সে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে দোজখের উপযোগী হয়েছি। নবী করীম ﷺ তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সে বলে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে রোযা অবস্থায় সহবাস করেছি। তিনি বলেন, তুমি কিছু সাদকা করো। সে বলে, আল্লাহর শপথ! আমার কিছুই নেই এবং তা প্রদানে আমি সক্ষম নই। তিনি তাকে বলেন, তুমি একটু বস। এরপর সে সেখানে বসে থাকা অবস্থায় অপর এক ব্যক্তি গাধার পৃষ্ঠে করে কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, জাহান্নামের উপযোগী ঐ ব্যক্তিটি কোথায়? সে ব্যক্তি দণ্ডায়মান হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন: তুমি এর দ্বারা সাদকা করো। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি তা অন্যকে দান করব? আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি অধিক অভাবগ্রস্ত। আমাদের কিছুই নেই। এতদ্বশব্দে তিনি বলেন, তবে তোমরাই তা ভক্ষণ করো।

২৩৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْقِصَّةِ قَالَ فَاتَى بَعْرُقَ فِيهِ عَشْرُونَ مَاعًا .

২৩৮৭। মুহাম্মাদ ইব্বন আওফ আয়েশা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, তাকে এমন একটি খেজুরের থলে প্রদান করা হয়, যাতে বিশ সা' পরিমাণ খেজুর ছিল।

২৩৮৮- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي سِنِّ أَفْطَرَّ عَمَدًا

২২৯. অনুচ্ছেদ : স্বেচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করার কঠোর পরিণতি

২৩৮৮- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عَمِيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمَطَّوْسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمَطَّوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رُخْصَهَا اللَّهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ أَبِي مِيَاءَ الدَّهْرِ .

২৩৮৮। সুলায়মান ইব্বন হার্ব আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সুযোগের (সফর বা রোগ) অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন কারণে রামায়ানের কোন দিনে রোযা ভঙ্গ করে, সে যদি যুগ যুগ ধরে রোযা রাখে তবুও তার কাযা আদায় হবে না।

২৩৮৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ عَمَارَةَ عَنِ ابْنِ الْمَطَّوْسِ قَالَ فَلَقِيتُ ابْنَ الْمَطَّوْسِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ وَسُلَيْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ اِخْتَلَفَ عَلَى سَفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْهُمَا ابْنُ الْمَطَّوْسِ وَأَبُو الْمَطَّوْسِ .

২৩৮৯। আহমাদ ইব্বন হাম্বল আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইব্বন কাসীর ও সুলায়মান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, সুফইয়ান ও শু'বা উভয়ের মধ্যে 'ইব্বন মুতাওয়াস ও আবু মুতাওয়াস' শব্দের বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

২৩৯০- بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

২৩০. অনুচ্ছেদ : রোযা রেখে যে ব্যক্তি ভুলক্রমে খাদ্য গ্রহণ করে

২৩৯০- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْبَعِيلَ نَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَحَبِيبٍ وَشَايٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا فِي رَمَضَانَ أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ .

২৩৯০। মূসা ইব্ন ইসমাইল আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা নবী করীম ﷺ এর নিকট জনৈক ব্যক্তি আগমন করে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি রোযা থাকা অবস্থায় ভুলবশত পানাহার করে ফেলেছি। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পানাহার করিয়েছেন অর্থাৎ এতে রোযা নষ্ট হয়নি।

২৩১- بَابُ تَأْخِيرِ قِضَاءِ رَمَضَانَ

২৩১. অনুচ্ছেদ : রামাযানের রোযার কাযা আদায়ে বিলম্ব করা

২৩৯১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعَ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِي شَعْبَانَ .

২৩৯১। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা আল্ কা'নাবী আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, যদি আমার উপর (হায়েযের কারণে রামাযানের) কোন রোযার কাযা আবশ্যিক হতো, তবে শাবান মাস আগমনের পূর্বে আমি উহার কাযা আদায় করতে সক্ষম হতাম না।

২৩২- بَابُ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَاءٌ

২৩২. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রোযার কাযা বাকি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে

২৩৯২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَاءٌ صَامًا عَنْهُ وَلِيَّهُ .

২৩৯২। আহমাদ ইব্ন সালিহ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি তার উপর কাযা রোযা থাকা অবস্থায় মারা যায় তার উত্তরাধিকারীগণ তার পক্ষ হতে তা আদায় করবে।

২৩৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَرَضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ تَرَمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصِحْ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قِضَاءٌ وَإِنْ نَذَرَ قِضَى عَنْهُ وَلِيَّهُ .

২৩৯৩। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি রামাযান ১ মাসে রোগাক্রান্ত হয় এবং সে ঐ অসুখ হতে সুস্থ না হয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে তার পক্ষ হতে (ফিদয়া প্রদান করত) মিস্কীনদের খাওয়াতে হবে তবে তার উপর এর কাযা থাকবে না। আর যদি মৃত ব্যক্তি কোন মানত করে থাকে, তবে তা তার উত্তরাধিকারীগণ তার পক্ষ হতে পূর্ণ করবে।

২৩৩- بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

২৩৩. অনুচ্ছেদ : সফরে রোযা রাখা

২৩৯৪- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمَسَدَّدٌ قَالَا نَا حَمَادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْرَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَصَوْمًا فِي السَّفَرِ قَالَ صَرٌّ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطَرٌ إِنْ شِئْتَ .

২৩৯৪। সুলায়মান ইব্ন হার্ব আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাম্মা আল্ আস্লামী (রা) নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এমন ব্যক্তি যে প্রায়ই রোযা রাখি। কাজেই আমি কি সফরকালে রোযা (রামাযানের) রাখব? তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারো, কিংবা ইফতারও করতে পারো।

২৩৯৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَجَلِّ الْمَدَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ حَمْرَةَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْرَةَ الْأَسْلَمِيَّ يَذْكُرُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَاحِبٌ ظَهْرٍ أَعَالِجُهُ أَسَافِرُ عَلَيْهِ وَأَكْرِيهِ وَإِنَّ رَبِّيَا صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي رَمَضَانَ وَأَنَا أَجِدُ الْقُوَّةَ وَأَنَا شَابٌ فَاجِدُ بَانَ أَصَوًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهَوْنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أُوْخِرَهُ فَيَكُونُ دِينًا أَفَاصُورًا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْظَمَ لِأَجْرِي أَوْ أَفْطَرُ قَالَ أَى ذَلِكِ شِئْتَ يَا حَمْرَةَ .

২৩৯৫। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী হাম্মা ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাম্মা আল্-আস্লামী (র) তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি উস্তের পিঠের মালিক এবং আমি প্রায়ই সফরে থাকি। এমতাবস্থায় যদি এই রামাযান মাস আসে এবং যৌবনের শক্তির কারণে যদি আমি রোযা রাখতে সক্ষম হই, তবে কি আমি রোযা রাখব? ইয়া রাসূলুল্লাহ! রোযা পরে রাখার (কাযা করার) চাইতে তা আদায় করা আমার জন্য অধিকতর সহজ এবং তা দীনেরও অঙ্গ। ইয়া রাসূলুল্লাহ! অধিক বিনিময় প্রাপ্তির আশায় আমি কি রোযা রাখব, না ইফতার করব? তিনি বলেন, হে হাম্মা! তোমার যা ইচ্ছা তা-ই করো।

২৩৯৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ لِيَرِيَهُ النَّاسَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

২৩৯৬। মুসাদ্দাদ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ মদীনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হন। এরপর তিনি উসফান নামক স্থানে উপনীত হওয়ার পর পানি চান এবং লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তা মুখে স্থাপন করেন। আর এই ঘটনা রামাযানের মধ্যে সংঘটিত হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন, নবী করীম ﷺ রোযা রেখে পরে ইফতার করেন। কাজেই যার ইচ্ছা রোযা রাখতে পারে এবং ইফতারও করতে পারে।

২৩৯৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زَائِدَةُ عَنْ حَمِيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا فَلَمْ يُعِبِ الصَّائِرُ عَلَى الْمَفْطِرِ وَلَا الْمَفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

২৩৯৭। আহমাদ ইব্ন ইউসুফ আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রামাযান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সফর করি। তখন আমাদের কেউ কেউ রোযা রাখে এবং কেউ কেউ ইফতার করে। কিন্তু ঐ সময় কোন রোযাদার ইফতারকারীকে এবং ইফতারকারী রোযাদারকে দোষারোপ করেননি।

২৩৭৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانَ الْمَعْنَى قَالَا نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَعَاوِيَةُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ يَفْتِي النَّاسَ وَهُرْمُ مَكْبُونٌ عَلَيْهِ فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ فَلَمَّا خَلَا سَأَلْتَهُ عَنْ صِيَاءٍ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلًا مِنَ الْمَنَازِلِ فَقَالَ إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَاصْبَحْنَا مِنْ الصَّائِرِ وَمِنَا الْمُهْطِرُ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ إِنَّكُمْ تُصْبِحُونَ عَنْ وُكْرٍ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَاظْطَرُّوا فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ثُمَّ لَقْنَا رَأَيْتَنِي أَمُومًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَ ذَلِكَ .

২৩৯৮। আহমাদ ইবন সালিহ কাযা'আ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মদীনাতে) আবু সাঈদ আল খুদরী (রা)-এর নিকট গমন করি। ঐ সময় তিনি প্রচুর জনসমাগমের মধ্যে ফাতওয়া প্রদানে রত ছিলেন। এরপর আমি তাঁর সাথে একান্তে সাক্ষাতের আশায় অপেক্ষা করতে থাকি। পরে তিনি একটু অবসর হলে আমি তাঁকে সফরের মধ্যে রামায়ানের রোযা রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় রামায়ান মাসে আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে বের হই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা রাখলে আমরাও রোযা রাখি। পরে একটি মনযিলে উপনীত হওয়ার পর তিনি ইরশাদ করেন : তোমরা তোমাদের শত্রুদের নিকটবর্তী হয়েছ। কাজেই এখন তোমাদের জন্য ইফতার করা অধিক শক্তি সঞ্চয়ের কারণ হবে। এমতাবস্থায়, আমরা কেউ কেউ রোযা রাখি এবং কেউ কেউ ইফতার করি। রাবী বলেন, আমরা আরো সম্মুখ দিকে অগ্রসর হওয়ার পর, তিনি ইরশাদ করেন : তোমরা আগামীকাল সকালে তোমাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলায় পৌছবে। কাজেই তোমাদের ইফতার করা, অধিক শক্তি সঞ্চয়ের কারণ হবে। আর তোমরা সকলে ইফতার করো। আর এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে নির্দেশ স্বরূপ। আবু সাঈদ (রা) বলেন, এর পূর্বে ও পরে আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে রোযা রাখি এবং ইফতারও করি।

২৩৮- بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْفِطْرَ

২৩৮. অনুচ্ছেদ : (সফরে) যিনি ইফতারকে ভাল মনে করেন

২৩৭৭- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ زُرَّارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَظَلُّ عَلَيْهِ وَالزَّحَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَاءُ فِي السَّفَرِ .

২৩৯৯। আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ দেখলেন, জনৈক ব্যক্তিকে (রোযা থাকার ফলে অসুস্থ হওয়ার কারণে) ছায়া দেয়া হয়েছে এবং তার নিকট লোকের ভীড় জমেছে। এরপর তিনি বললেন, সফরে রোযা রাখতে পুণ্য নেই।

২৩০০- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ نَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ نَا ابْنُ سَوَادَةَ الْقَشِيرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ إِخْوَةَ بَنِي قَشِيرٍ قَالَ أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِّرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْتَهَيْتُ أَوْ قَالَ فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ اجْلِسْ فَأَصَبَ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا فَقُلْتُ إِنِّي صَائِرٌ قَالَ اجْلِسْ أَحَدِثْكَ عَنِ الصَّلَاةِ وَعَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَنِ الْمَسَافِرِ وَعَنِ الثَّمْرِ مِغِيزٍ أَوْ الْحَبْلِيِّ وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا أَوْ إِحْدَهُمَا قَالَ فَتَلَهَّفْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২৪০০। শায়বান ইব্ন ফাররুখ আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। কুশায়র গোত্রস্থিত বনী আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমাদের কাওমের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অশ্বারোহী বাহিনী শেষ রাতে হামলা করলে আমি তাঁর নিকট গমন করি, অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে আহার করতে দেখি। তিনি আমাকে বলেন, তুমি বস এবং আমাদের সাথে এই খাদ্য ভক্ষণ করো। আমি বলি, আমি রোযাদার। এরপর তিনি বলেন, তুমি বস, আমি তোমার নিকট নামায ও রোযা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করব। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরের জন্য নামাযের অর্ধেক উঠিয়ে দিয়েছেন অথবা (রাবীর সন্দেহ) নামাযের অর্ধেক উঠিয়ে দিয়েছেন এবং মুসাফির, দুগ্ধপানকারীণী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ওপর হতে রোযা সরিয়ে দিয়েছেন। রাবী বলেন, আল্লাহর কসম তিনি দুগ্ধদানকারীণী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের কথা একই সংগে উচ্চারণ করেন অথবা কোন একটি কথা বলেন, এরপর আমি এজন্য অনুতপ্ত হই যে, কেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত খাদ্য ভক্ষণ করিনি।

২৩৫- بَابُ فِي مَنِ اخْتَارَ الصِّيَامَ

২৩৫. অনুচ্ছেদ : (সফরে) যে ব্যক্তি রোযা রাখাকে ভাল মনে করেন

২৩০১- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا الْوَلِيدُ نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمِيئِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فِي حَرِّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ كَفَّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ مَا فِيْنَا صَائِرٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُوَاْحَةَ .

২৪০১। মুআম্মাল ইব্ন ফাযল আবু দারদা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে প্রচণ্ড গরমের দিনে কোন এক যুদ্ধের জন্য বের হই। এ সময় অসহ্য গরমের কারণে আমাদের কেউ কেউ স্বীয় হস্ত মস্তকে রাখছিল অথবা হাতের তালু স্বীয় মস্তকে রাখছিল। আর এ সময় আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ব্যতীত আর কেউই রোযাদার ছিলেন না।

২৩০২- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَىٰ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِرِ ح وَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ نَا أَبُو قَتَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا
 نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سِنَانَ بْنَ
 سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ الْهُذَلِيَّ يَحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ يَأْوِي إِلَى
 شَبَعٍ فَلْيَصِرْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَكَ ۰

২৪০২। হামিদ ইবন ইয়াহুইয়া সিনান ইবন সালামা ইবন মুহাব্বাক আল ছযালী (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তির আরোহণের জন্য কোন বাহন থাকবে, যা তাকে নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দিবে, সে ব্যক্তির উচিত রামায়ানের রোযা (কাযা না করে) আদায় করা, যেখানেই তা পাবে। (অর্থাৎ সফরের মধ্যে যেখানেই রামায়ান মাস এসে পড়ে সেখানে সক্ষম ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা উত্তম, যদিও কাযা করা জায়য)।

২৩০৩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ
 حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سِنَانَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَكَ رَمَضَانَ فِي
 السَّفَرِ فَذَكَرْ مَعْنَاهُ ۰

২৪০৩। নাসর ইবন মুহাজির সালামা ইবন মুহাব্বাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে রামায়ানের রোযা সফরের মধ্যে পাবে এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৩৬- بَابُ مَتَى يُفْطِرُ الْمَسَافِرُ إِذَا خَرَجَ

২৩৬. অনুচ্ছেদ : সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে মুসাফির কখন ইফতার করবে

২৩০৪- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ح وَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَسَافِرٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 يَحْيَى الْمَعْنَى حَدَّثَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ زَادَ جَعْفَرٌ وَاللَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي
 حَبِيبٍ أَنَّ كَلَيْبَ بْنَ ذَهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ خَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ
 الْغِفَارِيِّ مَا حَبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ مِنْ رَمَضَانَ فَرَفَعَ ثَمْرُ قَرِيبَ غَدَاءٍ قَالَ جَعْفَرُ فِي
 حَدِيثِهِ فَلَمْ يَجَاوِزِ الْبَيْوتَ حَتَّى دَعَا بِالسَّفَرَةِ قَالَ أَقْتَرِبُ قُلْتُ أَلَسْتَ تَرَى الْبَيْوتَ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ
 أَتَرَعْبُ عَنْ سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَعْفَرُ فِي حَدِيثِهِ فَاكَلَ ۰

২৪০৪। উবায়দুল্লাহ ইবন উমার উবায়দ হতে বর্ণিত। জা'ফর ইবন খায়র বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবু বুরা আল-গিফারীর সাথে রামায়ান মাসে ফুসুতাত হতে আগমনকারী এক জাহাজে সাওয়ার

হিলাম। এরপর জাহাজ ছেড়ে দেয়ার পর তিনি সকালের নাশ্তা খেতে শুরু করেন। রাবী জা'ফর তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর ঘর হতে দূরে গমনের আগেই সকালের নাশ্তা খান। তিনি বলেন, এসো! আমাদের সাথে খাদ্য গ্রহণ করো। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি আপনার ঘরবাড়ী দেখছেন না? আবু বুসরা বলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুনাত ত্যাগ করতে চাও? রাবী জা'ফর তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেন, তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন।

২৩৮- بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطَرُ فِيهِ الصَّائِرُ

২৩৭. অনুচ্ছেদ : রোযাদার ব্যক্তি কী পরিমাপ দূরত্ব অতিক্রম করলে রোযা না রেখে পানাহার করবে

২৩০৫- حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَادٍ أَنَا اللَّيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْخَيْرِ عَنِ مَنصُورِ الْكَلْبِيِّ أَنَّ دَحِيَّةَ بْنَ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْقَ مَرَّةً إِلَى قَدْرِ قَرْيَةٍ عَقَبَةَ مِنَ الْفُسْطَاطِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ نَاسٌ وَكِرَهُ آخَرُونَ أَنْ يُفْطَرُوا فَلَهَا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَأْتِيَ إِيَّاهُ إِنْ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَسْكَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ .

২৪০৫। স্না ইবন হাম্মাদ মানসূর আল-কাল্বী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় দেহইয়া ইবন খলীফা একদা দামেশকের কোন এক গ্রাম হতে ফুস্তাত শহরের দূরত্বের অনুরূপ দূরত্ব রামায়ান মাসে অতিক্রম করেন, যার পরিমাপ ছিল তিন মাইলের মত। তখন তিনি রোযা ভঙ্গ করে খাদ্য গ্রহণ করেন এবং তার সঙ্গে লোকজনও রোযা ভঙ্গ করেন। কিন্তু কিছু লোক রোযা ভঙ্গ করতে অস্বীকার করেন। এরপর তিনি স্বীয় গ্রামে প্রত্যাবর্তনের পর বলেন, আল্লাহর শপথ! অদ্য আমি এমন এক ব্যাপার দেখলাম, যা দেখার কোন ধারণাও আমার ছিল না। নিশ্চয় কাওমের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুনাত ত্যাগ করেছে। আর তাঁর সাথীগণ যারা রোযা রেখেছিলেন তাদেরকে ঐরূপ বলতে থাকেন। এমতাবস্থায় তিনি বলেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার নিকট উঠিয়ে লও।

২৩০৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ تَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ عَنِ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عَمَرَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ فَلَا يُفْطِرُ

وَلَا يَقْصُرُ .

২৪০৬। মুসাদ্দাদ নাফি' (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমার (রা) যখন গাবা ১ নামক স্থানের দিকে রওনা হতেন, তখন তিনি ইফতার (রোযা ভঙ্গ) করতেন না, আর নামাযও কসর ২ করতেন না।

১. মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম,

২. সংক্ষেপ করা,

২৩৮- بَابُ مَنْ يَقُولُ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

২৩৮. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি বলে, আমি পূর্ণ রামায়ান রোযা রেখেছি
 ২৩৮০৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ نَا الْحَسَنُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقَمْتَهُ كُلَّهُ فَلَا أَدْرِي أَكْرَهُ التَّزْكِيَةَ أَوْ قَالَ لِأَبْنٍ مِنْ نَوْمَةٍ
 أَوْ رَقْدَةٍ °

২৪০৭। মুসাদ্দাদ আবু বাক্‌রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন না বলে, আমি পূর্ণ রামায়ান মাস রোযা রেখে এবং এর পূর্ণ রজনী দণ্ডায়মান হয়ে নামাযে রত ছিলাম। রাবী বলেন, তিনি তাযকীয়া' অপসন্দ করতেন কিনা তা আমার জানা নেই অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেন, তার জন্য নিদ্রা অথবা তন্দ্রা উভয়ই প্রয়োজন।^১

২৩৯- بَابُ فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ

২৩৯. অনুচ্ছেদ : দু'ঈদের দিনে রোযা রাখা
 ২৩৮০৯- حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي
 عَبِيدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ صِيَامِ
 هَلَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَا يَوْمَ الْأَضْحَى فَنَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ وَأَمَا يَوْمَ الْفِطْرِ فَنَفْطُرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ °

২৪০৮। কুতায়বা ইবন সাঈদ আবু উবায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-এর সাথে ঈদের নামায আদায় করি। এরপর তিনি খুত্বার পূর্বে নামায আদায় করেন। পরে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। আর ঈদুল আযহার দিন, তোমরা যে কুরবানী করে থাকো তার গোশত তোমরা ভক্ষণ করে থাকো। আর ঈদুল ফিতরের দিন, তা তোমাদের রোযার ইফতারের দিন।

২৩৮০৯- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْعِيلَ نَا وَهَيْبٌ نَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
 قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى وَعَنِ لِبَسْتَيْنِ الصَّمَاءِ وَأَنَّ يَكْتَبِي
 الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ °

২৪০৯। মুসা ইবন ইসমাঈল আবু সাঈদ আল-খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার -এ দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন এবং এমনভাবে পুরুষের জন্য এক প্রস্থ কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন, যাতে হস্ত-পদ পাথরের মত নিশ্চল থাকে এবং তিনি সকাল হওয়ার পর (দু'রাক'আত সূনাত ব্যতীত অন্য নামায) এবং আসরের পরে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

১. আত্মতুষ্টি।

২. কারণ এরূপ উক্তি আত্মগর্ভ প্রকাশ পায়। অপরদিকে উক্তিটি এ কারণে মিথ্যা যে, কিছু না কিছু সময় তো তার নিদ্রা বা তন্দ্রায় কেটেছে। আবার রোযা-নামায কবুল হয়েছে কিনা তা-ও জানা নেই। অতএব, এরূপ বলা উচিত নয়।

২২০- بَابُ مَيِّامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

২৪০. অনুচ্ছেদ : তাশরীকের দিনসমূহে রোযা রাখা

২২১০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي مَرْثَةَ مَوْلَى أُبَيِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ إِنِّي صَائِرٌ فَقَالَ عَمْرٍو كُلْ فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَى عَنْ مَيِّامِهَا قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ .

২৪১০। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা আল্ কানাবী উম্মে হানীর আযাদকৃত গোলাম আবু মুররা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি আবদুল্লাহ ইবন আম্রের সাথে তাঁর পিতা আম্র ইবনুল 'আস (রা)-এর নিকট গমন করেন। তিনি উভয়ের সম্মুখে কিছু খাদ্য দ্রব্য রেখে বলেন, খাও! আবদুল্লাহ ইবন আম্র বলেন, আমি তো রোযাদার। আম্র (রা) বলেন, তুমি খাদ্য গ্রহণ করো, কেননা এই দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ইফতার করতে নির্দেশ দিতেন এবং রোযা রাখতে নিষেধ করতেন। রাবী মালিক বলেন, তা ছিল তাশরীকের দিনসমূহ।

২২১১- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا وَهَبٌ نَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكَيْعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ وَهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عَيْنُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشَرْبٍ .

২৪১১। আল্ হাসান ইবন আলী ও উসমান ইবন আবু শায়বা মুসা ইবন আলী হতে বর্ণিত, যার শব্দগুলো ওয়াহ্ব বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার নিকট হতে শ্রবণ করেছি, যিনি উক্বা ইবন আমের হতে শ্রবণ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং তাশরীকের দিনগুলো আমাদের মুসলিমদের জন্য ঈদ স্বরূপ। এই দিনগুলো পানাহারের জন্য নির্ধারিত।

২২১- بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَخْصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

২৪১. অনুচ্ছেদ : (কেবল) জুমু'আর দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা নিষেধ

২২১২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَصْرُمُ أَحَدٌكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْضِهِ .

২৪১২। মুসাদ্দাদ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন পূর্বের একদিন বা পরের একদিন রোযা রাখা ব্যতীত শুধু জুমু'আর দিনটিতে রোযা না রাখে।

২৮২- بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمَ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

২৪২. অনুচ্ছেদ : (কেবল) শনিবার দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা নিষেধ

২৮১৩- حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَا سَفْيَانَ بْنَ حَبِيبٍ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ قَيْسٍ مِّنْ أَهْلِ جَبَلَةَ نَا أَبُو الْوَلِيدِ جَمِيعًا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرِ السَّلْمِيِّ عَنْ أُخْتِهِ وَقَالَ يَزِيدُ الصَّمَاءُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيهَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا كَرِهَ إِلَّا لِحَاءِ عَنَبٍ أَوْ عَوْدِ شَجَرَةٍ فَلْيَمِضْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوحٌ .

২৪১৩। হামীদ ইব্ন মাস'আদা আবদুল্লাহ ইব্ন বুর' আল-সুলামী তার ভগ্নি হতে বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ আল সাম্মা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা শনিবার রোযা রাখবে না। তবে যদি ঐ দিন রোযা রাখা ফরয হয়, তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর যদি তোমাদের কেউ আংগুরের খোশা বা কোন গাছের ছাল ছাড়া অন্য কিছুই খেতে না পায়, তবে সে যেন তা চর্বনের পর ভক্ষণ করে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি মানসূখ বা রহিত।

২৮৩- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

২৪৩. অনুচ্ছেদ : এতদসম্পর্কে (সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন) অনুমতি প্রসংগে

২৮১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو نَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ حَفْصُ الْعَتَكِيُّ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ قَالَ أَصَبْتَ أَمْسٍ قَالَتْ لَا قَالَ تَرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ لَا قَالَ فَاظْطَرِي .

২৪১৪। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর জুওয়াইরিয়া বিন্ত আল হারিস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জুমু'আর দিন নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট গমন করেন। আর সেদিন তিনি রোযাদার ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বৃহস্পতিবারে রোযা রেখেছিলে? তিনি বলেন, না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি আগামীকাল (শনিবার) রোযা রাখার ইরাদা কর? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন, তবে তুমি ইফতার (রোযা ভঙ্গ) কর।

২৮১৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَحْكِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ يَقُولُ ابْنُ شِهَابٍ هَذَا حَدِيثٌ حِمَصِيٌّ .

২৪১৫। আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন শিহাব যুহুরী (র) হতে বর্ণিত যে, যখন শনিবারের রোযা রাখার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে তাকে কেউ বলত, তখন ইব্ন শিহাব বলতেন, এ হাদীসটি দুর্বল।

২৮১৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سَفِينِ نَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ مَا زِلْتُ لَهُ كَاتِمًا حَتَّى رَأَيْتَهُ أَنْتَشَرَ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ بَسْرِ هَذَا فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هَذَا

كُذِّبَ .

২৪১৬। মুহাম্মাদ ইব্ন আল সাব্বাহ আওয়ালী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর বর্ণিত হাদীসটি গোপন রাখতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমি দেখতে পাই যে, তা অর্থাৎ শনিবারে রোযা না রাখার হাদীসটি বেশ প্রসার লাভ করেছে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, মালিক ইব্ন আনাস (রা) বলেছেন, এ হাদীসটি মিথ্যা হাদীস।

২২২- بَابُ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

২৪৪. অনুচ্ছেদ : সারা বছর নফল রোযা রাখা

২২১৮- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمَسَدٌ قَالَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ الزَّمَانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَصُومُ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمَرَ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِحَمَلِ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ فَلَمْ يَزَلْ عَمْرٌ يَرُدُّهَا حَتَّى سَكَنَ غَضَبُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لَا صَائًا وَلَا أَفْطَرَ قَالَ مَسَدٌ لَمْ يَصِرْ وَلَمْ يَفْطِرْ أَوْ مَا صَائًا وَمَا أَفْطَرَ شَكَ غَيْلَانُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا قَالَ أَوْ يَطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَلِكَ صَوْمٌ دَاوُدَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَدِدْتُ إِنْ نِيَّ طَوَّقْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَّضَانَ إِلَى رَمَّضَانَ فَهُنَّ صِيَاءُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَصِيَاءُ عَرَفَةَ إِنْ أَحْتَسِبَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْفِرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصَوْمًا يَوْمًا عَاشُورَاءَ إِنْ أَحْتَسِبَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْفِرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ •

২৪১৭। সুলায়মান ইব্ন হারব ও মুসাদ্দাদ আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনি কিরূপে রোযা রাখেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতে রাগান্বিত হন। এরপর উমার (রা) বলেন, আমরা রব হিসাবে আল্লাহুতে, দীন হিসাবে ইসলামে এবং নবী হিসাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এ সন্তুষ্ট। আর আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আল্লাহ্র গণব ও তাঁর রাসূলের গণব হতে। উমার (রা) পুনঃপুন একরূপ বলতে থাকতে নবী করীম ﷺ-এর ক্রোধ নিবারিত হয়। তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তি কিরূপ, যে সারা বছর রোযা রাখে ? তিনি বলেন, সে যেন রোযা রাখল না এবং ইফতারও করল না। মুসাদ্দাদ (র) বলেন, সে যে রোযাও রাখেনি এবং ইফতারও করেনি, অথবা সে যেন রোযাও রাখেনি এবং ইফতারও করেনি। রাবী গায়লান সন্দেহবশত একরূপ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি (উমার) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ? যে দুইদিন রোযা রাখে এবং একদিন ইফতার করে ? তিনি বলেন, কেউ কি একরূপ করতে সক্ষম ? উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তি কিরূপ, যে একদিন রোযা রাখে এবং একদিন ইফতার করে ? তিনি বলেন, তা হযরত দাউদ (আ)-এর রোযার অনুরূপ। এরপর উমার (রা) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তি কিরূপ, যে একদিন রোযা রাখে এবং দু'দিন ইফতার করে ? তিনি বলেন, আমি এটাই করতে পছন্দ করি, যদি আমাকে ক্ষমতা দেয়া হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

প্রতি মাসে তিনদিন করে এক রামাযান হতে অন্য রামাযান পর্যন্ত রোযা রাখা, ইহাই সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। আর আরাফার রোযা, আমি আল্লাহর নিকট এরূপ প্রত্যাশা করি যে, এর বিনিময়ে তিনি পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের যাবতীয় গুনাহ মার্জনা করে দিবেন। আর আশুরার রোযা, আমি আল্লাহর নিকট এরূপ প্রত্যাশা করি যে, তিনি এর বিনিময়ে পূর্ববর্তী এক বছরের যাবতীয় গুনাহ মার্জনা করে দিবেন।

২৮১৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا مَهْدِيُّ نَا غَيْلَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ الزَّمَانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ صَوًّا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ قَالَ فِيهِ وَلَيْتَ وَفِيهِ أَنْزَلَ عَلَى الْقُرْآنِ ۰

২৪১৮। মুসা ইব্ন ইসমাঈল আবু কাতাদা (রা) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি বলেন, এ দিন (সোমবার) আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এ দিন আমার উপর কুরআন সর্বপ্রথম নাযিল হয়।

২৮১৯- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَقِيْنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَمْ أَحَدِّثْ أَنَّكَ تَقُوْلُ لِأَقْوَمِنَ اللَّيْلِ وَالْأَصْوَمِنَ النَّهَارِ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ قَالَ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ النَّهْرِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَهُوَ أَجْدَلُ الصِّيَامِ وَهُوَ صِيَامٌ دَاوُدَ قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ۰

২৪১৯। আল হাসান ইব্ন আলী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি এরূপ বলো, আমি সারারাত জেগে নামায আদায় করব এবং সারাদিন রোযা রাখব? রাবী বলেন, আমার ধারণা এরূপ যে, তিনি ছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! হাঁ, আমি এরূপ বলেছি। তিনি বলেন, নামায আদায় করো এবং নিদ্রাও যাও, রোযাও রাখো এবং ইফতারও করো। আর প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখবে। আর তা হলো সমস্ত বছর রোযা রাখার সমতুল্য। তিনি বলেন, আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি এর চাইতে অধিক করতে সক্ষম। তিনি বলেন, তবে তুমি একদিন রোযা রাখবে এবং দু'দিন ইফতার করবে। তিনি বলেন, আমি পুনরায় বলি, আমার এর চাইতে অধিক করার ক্ষমতা আছে। তিনি বলেন, তবে একদিন রোযা রাখবে এবং একদিন ইফতার করবে। আর এটাই উত্তম রোযা। এটা হযরত দাউদ (আ)-এর রোযার অনুরূপ। আমি বলি, আমি এর চাইতেও অধিক করতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এর চাইতে অধিক উত্তম আর কিছুই নেই।

১. হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, নবী করীম (সা) সোমবার দিন রোযা রাখাকে উত্তম জ্ঞান করেছেন। কেননা, ঐ দিন যুবারক দিবস। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দুনিয়াতে আগমন বিশ্ববাসীর জন্য পরম সৌভাগ্য ও রহমত। তাছাড়া সোমবার দিন সোমবার নামায বিষয়ে হাদীসে বর্ণনা রয়েছে।

২৮৫- بَابُ فِي صَوْمِ أَشْهُرِ الْحَرَمِ

২৪৫. অনুচ্ছেদ : হারাম (পবিত্র) মাসসমূহে^১ রোযা রাখা

২৮২০- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيدِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ أَبِيهَا أَوْ عَمِّهَا أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ انْطَلَقَ فَاتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَعْرِفُنِي قَالَ وَمَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا الْبَاهِلِيُّ الَّذِي جِئْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ قَالَ فَمَا غَيْرُكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيَاةِ قُلْتُ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا مِثْلَ فَارْتُكَ إِلَّا بَلِيلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَ عَزَّيْبَتْ نَفْسُكَ ثُمَّ قَالَ صُرُّ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ زِدْنِي فَإِنَّ بِي قُوَّةٌ قَالَ صُرُّ يَوْمَيْنِ قَالَ زِدْنِي قَالَ صُرُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ زِدْنِي قَالَ صُرُّ مِنْ الْحَرَمِ وَاتْرُكْ صُرُّ مِنْ الْحَرَمِ وَاتْرُكْ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثَةَ فَضَمَّهَا ثُمَّ أَرْسَلَهَا •

২৪২০। মুসা ইবন ইসমাইল মুজীবা আল-বাহেলীয়া তাঁর পিতা হতে অথবা তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আগমন ও সাক্ষাত করে তাঁর ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর এক বছর পরে তিনি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে এমন অবস্থায় আগমন করেন যে, তার অবস্থা ও চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? তিনি বলেন, আমি বাহেলী, যে গত বছর আপনার নিকট এসেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার এরূপ পরিবর্তনের কারণ কী, তুমি তো সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলে? তিনি বলেন, আপনার নিকট হতে প্রত্যাবর্তনের পর, আমি রাতে ব্যতীত দিনে কখনো খাদ্য গ্রহণ করিনি (অর্থাৎ সারা বছর রোযা রেখেছি)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি তোমার নাফসকে কেন কষ্ট দিলে? এরপর তিনি বলেন, তুমি রামাযান মাসের রোযা রাখবে এবং বাকি প্রতি মাসে একদিন রোযা রাখবে। তিনি বলেন, আমাকে এর চাইতে অধিক করার অনুমতি দিন, কেননা আমি সক্ষম। তিনি বলেন, তবে দুদিন (প্রতি মাসে) রোযা রাখবে। তিনি বলেন, এর চাইতে অধিক করার অনুমতি দিন। তিনি বলেন, তবে মাসে তিনদিন রোযা রাখবে। তিনি বলেন, এর চাইতেও অধিক করার অনুমতি দিন। তিনি বলেন, তুমি পবিত্র মাসগুলোতে রোযা রাখবে এবং রোযা পরিত্যাগও করবে। এরূপ তিনি তিনবার বলেন। আর তিনি স্বীয় তিনটি অঙ্গুলি বদ্ধ করে এবং পুনরায় তা খুলে, প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখার ও তিনদিন বাদ দেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেন।

১. যিল-কাদ, যিল-হাজ্জ, মুহাররাম ও রজব -এ চার মাসকে আশহরুল হরম বা পবিত্র মাস বলা হয়।

২২৬- بَابُ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

২৪৬. অনুচ্ছেদ : মুহাররাম মাসের রোযা

২২২১- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ وَإِنْ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمُفْرُوضَةِ صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَقُلْ قَتَيْبَةُ شَهْرًا قَالَ رَمَضَانَ .

২৪২১। মুসাদ্দাদ ও কুতায়বা ইবন সাঈদ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

ইরশাদ করেছেন, রামাযান মাসের পরে উত্তম রোযা হ'ল মুহাররাম মাসের রোযা। আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হ'ল রাতের (নফল) নামায (রাবী কুতায়বা 'শাহরুন্ন' শব্দের উল্লেখ না করে শুধু 'রামাযান' শব্দের উল্লেখ করেছেন)।

২২৮- بَابُ فِي صَوْمِ رَجَبٍ

২৪৭. অনুচ্ছেদ : রজব মাসের রোযা

২২২২- حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا عِيسَى نَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جَبْرِ عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَفْطِرُ وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ .

২৪২২। ইব্রাহীম ইবন মুসা উসমান ইবন হাকীম (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবন জুবায়রকে রজব মাসে

রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, আমাকে ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মাসে এরূপ রোযা রাখতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি আর ইফতার (রোযা ভঙ্গ) করবেন না। আবার তিনি এরূপ ইফতার করতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি আর রোযা রাখবেন না।

২২৮- بَابُ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ

২৪৮. অনুচ্ছেদ : শা'বান মাসের রোযা

২২২৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْلَى بْنِ مَعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَصُومَ شَعْبَانَ ثُمَّ يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ .

২৪২৩। আহমাদ ইবন হাম্বল আব্দুল্লাহ ইবন কায়স আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

-এর নিকট মাসসমূহের মধ্যে (নফল) রোযার জন্য প্রিয়তম মাস ছিল শা'বান মাস। এরপর তিনি রামাযানের রোযা রাখা শুরু করতেন।

২৪২২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ الْعَجَلِيُّ نَا عَبِيدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ الْقُرَشِيِّ سَمَنَ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ سِئِلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صِرْمَ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلِّ أَرْبَعَاءَ وَخَمِيْسٍ فَإِذَا أَتَيْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ .

২৪২৪। মুহাম্মাদ ইব্ন উসমান আল-আজালী উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুসলিম আল-কুরাশী (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করি অথবা (রাবীর সন্দেহ) নবী করীম ﷺ -কে সারা বছর রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে। কাজেই তুমি রামায়ানের রোযা রাখো এবং এর পরবর্তী (শাওয়ালের) রোযাগুলো রাখো। তাছাড়া তুমি প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখবে। যদি তুমি এরূপ কর, তবে তুমি যেন সারা বছর রোযা রাখলে।

২৪২৩- بَابُ فِي صَوْمِ سِنَةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

২৪২৯. অনুচ্ছেদ : শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোযা রাখা

২৪২৫- حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ وَ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ بِسِتِّينَ مِنْ شَوَّالٍ فَكَانَ مِثْلَ صَائِ الدَّهْرِ .

২৪২৫। আন্ নুফায়লী নবী করীম ﷺ -এর গৃহকর্তা আবু আইউব আনসারী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি রামায়ানের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে, সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।

২৪২৬- بَابُ كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ ﷺ

২৪২৬. অনুচ্ছেদ : নবী করীম (সা) কিভাবে রোযা রাখতেন

২৪২৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَفْطِرُ وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .

১. এর হিসাব এরূপে ধরা হয় যে, ৩৬৫ দিনে বছরের ৫ দিন রোযা রাখা হারাম বাদ দিলে ৩৬০ দিন বাকি থাকে। প্রতি নেক কাজে দশগুণ নেকী হলে রামায়ানের ৩০ দিনে ৩০ x ১০ = ৩০০ দিন, আর শাওয়ালের ৬ x ১০ = ৬০ দিন, মোট ৩৬০ দিনের সমান রোযার সাওয়াব প্রাপ্ত হয়।

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড) — ৩৫

২৪২৬। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা নবী করীম ﷺ -এর পত্নী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপে রোযা রাখতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি আর ইফতার (রোযা ভঙ্গ) করবেন না। আবার তিনি ইফতার করতেন, আমরা বলতাম, তিনি আর রোযা রাখবেন না। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখিনি। আর আমি তাঁকে শা'বান মাসের চাইতে অন্য কোন মাসে অধিক রোযা রাখতে দেখিনি (অর্থাৎ শা'বান মাসেই তিনি বেশিরভাগ নফল রোযা রাখতেন)।

২৪২৭। মূসা ইব্ন ইসমাঈল আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শা'বান মাসের অল্প ক'দিন ছাড়া পুরো মাসই রোযা রাখতেন।

২৫। - بَابُ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

২৫১. অনুচ্ছেদ : সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা

২৪২৮। মূসা ইব্ন ইসমাঈল উসামা ইব্ন যায়দের আযাদকৃত গোলাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি উসামার সাথে কুরা নামক উপত্যকায় তাঁর মালের জন্য গমন করেন। তিনি (উসামা) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন। তাঁর আযাদকৃত গোলাম তাঁকে বলে, আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার কেন রোযা রাখেন অথচ আপনি একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি? তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। নবী করীম ﷺ কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : মানুষের আমলসমূহ সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর সমীপে পেশ করা হয়।

২৫২- بَابُ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ

২৫২. অনুচ্ছেদ : দশদিন রোযা রাখা

২২২৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحَرَبِيِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوْلَ الْإِثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسِ .

২৪২৯। মুসাদ্দাদ হুনাযদা ইব্ন খালিদ তাঁর স্ত্রী হতে এবং তিনি নবী করীম ﷺ-এর কোন এক স্ত্রী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যিল-হজ্জের প্রথম নয়দিন ও আশুরার দিন রোযা রাখতেন। আর তিনি প্রতি মাসে তিনদিন, মাসের প্রথম সোম ও বৃহস্পতিবারসহ রোযা রাখতেন।

২২২৮- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَ مَجَاهِدٍ وَ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنْ رَجَعَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ .

২৪৩০। উসমান ইব্ন আবু শায়বা ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট দিনসমূহের মধ্যে যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও কি ঐরূপ উত্তম আমল নয়? তিনি বলেন না, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি স্বীয় জান-মালসহ আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার পর, আর প্রত্যাবর্তন করে না, তার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র।

২৫৩- فِي فِطْرَةِ

২৫৩. অনুচ্ছেদ : দশ যিলহজ্জ রোযা না রাখা

২২২৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطًّا .

২৪৩১। মুসাদ্দাদ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যিলহাজ্জ মাসে দশদিন (নফল) রোযা রাখতে দেখিনি।

২৫২ - فِي صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

২৫৪. অনুচ্ছেদ : আরাফাতের দিন আরাফাতে রোযা রাখা

২২৩২- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ عَنْ مَوْلَى الْهَجْرِيِّ نَا عِكْرَمَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ .

২৪৩২। সুলায়মান ইব্ন হারব ইক্রামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট তাঁর ঘরে অবস্থানরত ছিলাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাতের দিন আরাফাতের রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

২২৩৩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَمِيرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِرٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ .

২৪৩৩। আল্ কা'নাবী উম্মুল ফাযল বিনতুল হারিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরাফাতে দিন লোকেরা তার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোযা রাখা না রাখা সম্পর্কে বিতর্ক করতে থাকে। কেউ কেউ বলে, তিনি রোযা রেখেছেন। আবার কেউ কেউ বলে, তিনি রোযা রাখেননি। আমি নবীজীর খিদমতে এক পেয়ালা দুধ প্রেরণ করি, তখন তিনি তাঁর উটের উপর আরাফাতে অবস্থানরত ছিলেন। তিনি তা পান করেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি রোযা রাখেননি।

২৫৫ - بَابُ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

২৫৫. অনুচ্ছেদ : আশুরার দিন রোযা রাখা

২২৩৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَابِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قَرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

২৪৩৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শগণ জাহিলিয়াতের যুগে আশুরার (১০ই মুহাররামের দিন) রোযা পালন করতো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও জাহিলিয়াতের যুগে ঐ দিন নিজে রোযা রাখতেন। তিনি মদীনাতে আগমনের পর ঐ দিন নিজে রোযা রাখেন এবং অন্যদেরকেও রোযা রাখতে নির্দেশ দেন। অতঃপর রামাযানের রোযা ফরয করা হলে, আশুরার রোযার আবশ্যিকতা পরিত্যক্ত হয়। যে কেউ স্বেচ্ছায় তা রাখতে পারে এবং যে কেউ স্বেচ্ছায় তা ত্যাগও করতে পারে।

১. অর্থাৎ মদীনায হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় অবস্থানকালে।

২৪৩৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَىٰ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَشُورَاءَ يَوْمًا نَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

২৪৩৫। মুসাদ্দাদ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশুরা এমন দিন ছিল, আমরা যাতে জাহিলীয়াতের যুগে রোযা রাখতাম। এরপর যখন রামাযানের রোযা নাযিল (ফরয করা) হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট একটি বিশেষ দিন। কাজেই যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে এ দিন রোযা রাখতে পারে। আর যে কেউ ইচ্ছা করে তা ত্যাগও করতে পারে।

২৪৩৬- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نَا هُشَيْرٌ نَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَىٰ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .

২৪৩৬। যিয়াদ ইবন আইউব ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদীনায আগমনের পর দেখতে পান যে, ইয়াহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখে। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলে, এ দিন আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ)-কে ফিরআউনের উপর বিজয় দান করেন। আর এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হেতু আমরা রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : আমরা তোমাদের চাইতে মুসা (আ)-এর অনুসরণের অধিক হক্দার। আর তিনি ঐ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

২৪৩৭- مَا رَوَى أَنَّ عَاشُورَاءَ الْيَوْمِ التَّاسِعُ

২৪৩৬. অনুচ্ছেদ : ৯ মুহাররামের দিন আশুরা হওয়া সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

২৪৩৭- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ إِسْعِيلَ بْنَ أُمِّةَ الْقُرَشِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غُظْفَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حِينَ صَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَنَا بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تَعْظُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صِيَامَ يَوْمِ التَّاسِعِ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّىٰ تُوَفَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

২৪৩৭। সুলায়মান ইবন দাউদ আবু গিতফান (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, নবী করীম ﷺ যখন আশুরার দিন রোযা রাখেন, তখন আমাদেরকেও ঐ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এ-তো এমন দিন, যাকে ইয়াহুদী ও নাসারাগণ সম্মান করে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন আগামী বছর এ সময় আসবে, তখন আমরা ৯ই মুহাররামসহ রোযা রাখব। কিন্তু পরবর্তী বছর আগমনের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেন।

২২৩৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ مَعَاوِيَةَ بْنِ غَلَابِ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْعِيلُ أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ جَمِيعًا الْمَعْنَى عَنِ الْكُكْرِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَتْ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَةً فِي الْمَسْجِدِ الْكِرَاءِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَيَّامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَأَعْدُدْ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ التَّاسِعِ فَأَمِحْ صَائِبًا فَقُلْتُ كُنَّا كَانِ مُحَمَّدٌ ﷺ يَصُومُ قَالَ كُنْ لَكَ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَصُومُ .

২৪৩৮। মুসাদ্দাদ হাকাম ইবনুল আ'রাজ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট এমন সময় গমন করি, যখন তিনি স্বীয় চাদর মস্তকের নিচে (বালিশের ন্যায়) প্রদানপূর্বক কা'বা ঘরে শায়িত ছিলেন। আমি তাঁকে আশুরার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, যখন তোমরা মুহাররামের নতুন চাঁদ দেখবে, তখন গণনা করতে থাকবে। যখন ৯ তারিখ আসবে, তখন তুমি রোযা রাখবে। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এরূপ রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, এ রূপেই রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা রাখতেন। (অর্থাৎ মুহাররামের ৯ তারিখের রাতে সাহরী খেয়ে ১০ তারিখে রোযা রাখবে। অথবা ৯ ও ১০ উভয় দিনেই রোযা রাখবে)।

২৫৮- بَابُ فِي فَضْلِ صَوْمِهِ

২৫৭. অনুচ্ছেদ : আশুরার রোযার ফযীলত

২২৩৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا يَزِيدُ نَا سَعِيدٌ عَنِ قَتَادَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنِ عَمْرِو بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا لَا قَالَ فَاتَّبِعُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَأَقْضُوا قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ .

২৪৩৯। মুহাম্মাদ ইবন আল-মিন্‌হাল আবদুর রহমান ইবন মাসলামা তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা (১০ই মুহাররাম তারিখে) আসলাম গোত্রের লোকেরা নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি এ দিন (আশুরার) রোযা রেখেছ? তারা বলে, না। তিনি বলেন, তোমরা বাকি দিন আর কিছু না খেয়ে রোযা করো এবং পরে এ দিনের রোযার কাযা আদায় করবে। আবু দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ আশুরার দিনের।

২৫৮- بَابُ فِي صَوْمِ يَوْمِ وَفَطْرِ يَوْمِ

২৫৮. অনুচ্ছেদ : একদিন রোযা রাখা ও একদিন না রাখা

২২৩০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ وَالْإِخْبَارُ فِي حَلَيْثِ أَحْمَدَ قَالُوا نَا سَفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَوْسٍ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَاءً دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَافُ نِصْفَهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَةَ وَيَنَافُ سُدَّسَهُ وَكَانَ يَفْطِرُ يَوْمًا وَيَصُومُ يَوْمًا •

২৪৪০। আহমাদ ইব্ন হাম্বল আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয় রোযা হল হযরত দাউদ (আ)-এর রোযা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় নামায হল দাউদ (আ)-এর নামায। তিনি অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতেন এবং পরে এর এক তৃতীয়াংশ সময় নামাযে অতিবাহিত করতেন। আর (সব কাজ শেষে) তিনি এর এক ষষ্ঠাংশ সময় ঘুমাতেন। আর (রোযার ব্যাপারে) তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন ইফতার করতেন (অর্থাৎ একদিন অন্তর রোযা রাখতেন)।

২৫৭- بَابُ فِي صَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

২৫৯. অনুচ্ছেদ : প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা

২২২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هَمَّاءُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ ابْنِ مَلْكَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبَيْضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيَاةِ الدَّهْرِ •

২৪৪১। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ইব্ন মাল্হান আল-কায়সী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ইয়াওমিল বীয্ অর্থাৎ চন্দ্র মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। তিনি (ইব্ন মাল্হান) বলেন, তিনি বলেছেন : এ রোযাগুলোর মর্যাদা (ফযীলত) সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য।

২২২২- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا شَيْبَانُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ يَوْمًا يَعْنِي مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ •

২৪৪২। আবু কামিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্উদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা রাখতেন, অর্থাৎ প্রতি মাসের প্রথম দিকে তিনদিন।

২৬০- بَابُ مَنْ قَالَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ

২৬০. অনুচ্ছেদ : সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা

২২২৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَادٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ سَوَاءِ الْخَزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ وَالْإِثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى •

২৪৪৩। মূসা ইব্ন ইস্‌মাঈল হাফসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখতেন। (মাসের প্রথম সপ্তাহের) সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং (দ্বিতীয় সপ্তাহের) সোমবার দিন।

২২২২- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ نَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ
عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوْلَاهَا الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ وَالْخَمِيْسَ .

২৪৪৪। যুহায়র ইব্ন হার্ব হুনায়েদা আল-খুযাঈ তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গমন করে তাঁকে (নফল) রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। মাসের প্রথম সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার এবং (দ্বিতীয় সপ্তাহের) বৃহস্পতিবার দিন।

২৬১- بَابُ مَنْ قَالَ لِأَيِّبَالِيٍّ مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ

২৬১. অনুচ্ছেদ : যিনি বলেন, মাসের যেকোন দিন রোযা রাখায় কোন অসুবিধা নেই

২২২৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيِّ شَهْرٍ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ مَا كَانَ يَبَالِيٍّ مِنْ أَيِّ أَيَّامِ
الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ .

২৪৪৫। মুসাদ্দাদ মু'আযা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখতেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, মাসের কোন কোন দিনে তিনি রোযা রাখতেন? তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মাসের কোন কোন দিন রোযা রাখতেন, তা নির্দিষ্ট করতেন না।

২৬২- بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ

২৬২. অনুচ্ছেদ : রোযার নিয়্যাত

২২২৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْرٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمَرَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ وَاسْحَقُ بْنُ
حَارِزٍ أَيْضًا جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ وَوَأَفَقَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَ الرَّبِيعِيُّ وَأَبْنُ عِيْنَةَ
وَيُوْنُسُ الْإِيْلِيُّ .

২৪৪৬। আহমাদ ইব্ন সালিহ নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী হাফসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়্যাত করবে না, তার রোযা আদায় হবে না। ইমাম আবু দাউদ বলেন, লায়স, ইসহাক ইব্ন হাযিম তাঁরা সকলেই আবদুল্লাহ ইব্ন আবু বাকর হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৬৩- بَابُ الرُّخْصَةِ فِيهِ

২৬৩. অনুচ্ছেদ : রোযার জন্য নিয়্যাত না করার অনুমতি

২২২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِينُ ح وَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكَيْعٌ جَمِيعًا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا قُلْنَا لَا قَالَ إِنِّي مَا نِيرٌ زَادَ وَكَيْعٌ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدَى لَنَا حَيْسٌ فَحَبَسْنَاكَ لَكَ فَقَالَ أَذْنِيهِ فَأَضِجَ صَائِمًا فَأَنْطَرُ .

২৪৪৭। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমার নিকট আগমন করলে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের নিকট কি খাবার আছে? আমরা না বললে, তিনি বলতেন, আমি রোযা রাখলাম। রাবী ওয়াকী' অতিরিক্ত বর্ণনায় বলেন, এরপর একদিন তিনি আমাদের নিকট আগমন করলে আমরা বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের জন্য হায়স^১ নামীয় খাদ্য হাদীয়া এসেছে। আর আমরা তা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। তিনি বলেন, তা আমার নিকট আনয়ন করো। এরপর তিনি সকাল হতে রাখা রোযা ভেঙ্গে ইফতার করেন। (নফল রোযা একরূপ ভাঙ্গা যায়, কিন্তু পরে কাযা করতে হয়)।

২২২৮- حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ لَهَا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةَ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ قَالَتْ فَجَاءَتْ الْوَلِيدَةَ بِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمُّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا كُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا قَالَتْ لَا قَالَ فَلَا يَضُرُّكَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا .

২৪৪৮। উসমান ইব্ন আবু শায়বা উম্মে হানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি (রাবী) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন বিজয়ের পর ফাতিমা (রা) আগমন করেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বামদিকে উপবেশন করেন এবং উম্মে হানী (রা) বসেন ডানদিকে। তিনি (রাবী) বলেন, এ সময় জনৈক দাসী একটি পাত্রে কিছু পানীয় দ্রব্য এনে পেশ করলে তিনি তা পান করেন। এরপর তিনি এর অবশিষ্টাংশ উম্মে হানীকে পান করতে দেন। তিনি তা পান করে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি তো ইফতার করলাম, কিন্তু আমি যে রোযা ছিলাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কোন কাযা রোযা আদায় করছিলে? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন, যদি তা নফল রোযা হয়, তবে এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

১. ঘি ও আটা মিশ্রিত খেজুরের তৈরি এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্যবস্তু।

২৬৮ - بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ

২৬৪. অনুচ্ছেদ : যার মতে, নফল রোযা ভঙ্গের পর এর কাযা আদায় করতে হবে

২৮২৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةَ بْنُ شَرِيحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنِ زَمِيلٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْلَى لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامًا وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَاظْفَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلِيَسْتَ لِنَاهَيْتَهُ فَاسْتَهَيْتَنَا هَا فَاظْفَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَلَيْكُمَا صَوْمًا مَكَانَهُ يَوْمًا أُخْرًا .

২৪৪৯। আহমাদ ইব্ন সালিহ্ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার ও হাফসার জন্য কিছু খাবার হাদিয়া স্বরূপ আসে। এ সময় আমরা উভয়ে রোযাদার ছিলাম। কিন্তু (খাবার পাওয়াতে) আমরা রোযা ভঙ্গে তা খেয়ে ফেলি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজির হলে, আমরা তাঁকে বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! নিশ্চয় আমাদের জন্য কিছু খাবার হাদিয়া স্বরূপ আসে, আর আমাদের তা খেতে ইচ্ছা হওয়াতে আমরা রোযা ভঙ্গে খেয়ে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ক্ষতি নেই। তোমাদের উভয়ের জন্য অন্য কোনোদিন কাযা রোযা রাখতে হবে। (অপর বর্ণনায় আছে, তোমরা উভয়ে এর পরিবর্তে অন্য কোনোদিন কাযা রোযা রাখবে)।

২৬৫ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَصَوَّأَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

২৬৫. অনুচ্ছেদ : স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর (নফল) রোযা রাখা

২৮৩০ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْرُوفٌ عَنْ هَمَّالِ بْنِ مُنَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَصَوَّأَ امْرَأَةٌ بَعْلَهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

২৪৫০। আল্ হাসান ইব্ন আলী হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ্ আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইবশাদ করেছেন : কোন স্ত্রীলোক রামায়ান মাস ব্যতীত অন্য সময় তার স্বামী উপস্থিত থাকতে তার অনুমতি ব্যতীত রোযা রাখবে না। আর তার (স্বামীর) উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না।

২৮৩১ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي مَالِحٍ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنُ مَعْقِلٍ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يَصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانَ عِنْدَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتَهَا قَالَ فَقَالَ لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَفْتُ النَّاسَ وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفْطِرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصَوَّأُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

عَنْ يَوْمَئِذٍ لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَأَمَّا قَوْلَهَا إِنِّي لَا أَصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتِ قَدِ عَرَفْنَا لَنَا ذَلِكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَإِذَا اسْتَيْقِظْتَ فَصَلِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ حَمِيدٍ أَوْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ •

২৪৫১। উসমান ইব্ন আবু শায়বা আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে আগমন করে এবং এ সময় আমরাও তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে মহিলা বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্বামী সাফওয়ান ইব্ন মু'আত্তাল, যখন আমি নামায পড়ি, তখন আমাকে মারধর করে। আর আমি রোযা রাখলে সে আমাকে রোযা ভাঙতে বলে। অথচ সে সূর্যোদয়ের পূর্বে কখনও ফজরের নামায পড়ে না। রাবী বলেন, সাফওয়ানও তাঁর নিকটে উপস্থিত ছিল। রাবী বলেন, তিনি তার নিকট উক্ত মহিলার অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার বক্তব্য, “আমাকে মারধর করে, যখন আমি নামায আদায় করি।” প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সে এমন (দীর্ঘ) দু'টি সূরা (নামাযের মধ্যে) পড়ে, যা পড়তে তাকে আমি নিষেধ করি। রাবী বলেন, তিনি ইরশাদ করেন, যদি কেউ (ছোট) একটি সূরা পড়ে, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। আর তার বক্তব্য, “আমি রোযা রাখলে সে আমাকে ইফতার করতে বলে।” ব্যাপার এই যে, সে সব সময়ই (নফল) রোযা রাখে। আর আমি যুবক হওয়ার কারণে (স্ত্রী সহবাস ব্যতীত) থাকতে পারি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আজ হতে কোন স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোযা রাখতে পারবে না। আর তার বক্তব্য যে, আমি সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজরের) নামায আদায় করি না। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আমরা পানি সরবরাহকারী পরিবারের লোক। রাতের প্রথমভাগে কাজ করি, শেষ রাতে নিদ্রা যাই এবং এটাই আমাদের অভ্যাস। এজন্য আমরা সূর্যোদয় হওয়া ব্যতীত নিদ্রা হতে জাগতে পারি না। তিনি বলেন, তুমি যখনই নিদ্রা হতে জাগ্রত হবে, তখনই নামায পড়ে নিবে।

২৬৬- بَابُ فِي الصَّائِمِ يَدْعِي إِلَى وَكَيْمَةٍ

২৬৬. অনুচ্ছেদ : রোযাদার ব্যক্তিকে যদি বিবাহ-ভোজে দাওয়াত করা হয়

২৪৫২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ نَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ مَفْطَرًا فَلْيَطْعَمْهُ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ قَالَ هِشَامٌ وَالصَّلَاةُ النَّعَاءُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَيْضًا •

২৪৫২। আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদের কাউকে (বিবাহ ভোজের জন্য) দাওয়াত করা হয়, তখন সে যেন তা গ্রহণ করে। সে ব্যক্তি যদি রোযাদার না হয়, তবে সে যেন অবশ্যই খাদ্য গ্রহণ করে; আর যদি (নফল) রোযাদার হয়, তবে সে যেন অবশ্যই দাওয়াতকারীর জন্য দু'আ করে। হিশাম (র) বলেন, হাদীসে 'সালাত' অর্থ দু'আ-কল্যাণ কামনা।

২৪৫৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سَفْيَانٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ •

২৪৫৩। মুসাদ্দাদ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদের কাউকে খাবারের জন্য দাওয়াত করা হয়, অথচ সে রোযাদার, তখন সে যেন (ওযর পেশ করে বলে), আমি রোযাদার।

২৬৮- بَابُ الْإِعْتِكَافِ

২৬৭. অনুচ্ছেদ : ই'তিকাহ

২৩৫২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ •

২৪৫৪। কুতায়বা ইবন সাঈদ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রামাযানের শেষ দশক ই'তিকাহ করতেন, যতদিন না আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উঠিয়ে নেন। এরপর তাঁর স্ত্রীগণও (স্ব-স্ব গৃহে) ই'তিকাহ করেন।

২৩৫৫- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ لَيْلَةً •

২৪৫৫। মুসা ইবন ইস্মাঈল উবাই ইবন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রামাযান মাসের শেষ দশক ই'তিকাহ করতেন। কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি এক বছর ই'তিকাহ করতে সক্ষম হননি। এরপর পরবর্তী বছর এলে তিনি বিশ দিন ই'তিকাহ করেন।

২৩৫৬- حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مَعْتَكِفَهُ قَالَتْ وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَتْ فَأَمَرَ بِنَائِهِ فَضْرِبَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِنَائِي فَضْرِبَ قَالَتْ وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَائِهِ فَضْرِبَ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ إِلَى الْأَبْنِيَةِ فَقَالَ مَا هِيَ الْبِرُّ تُرِدُنْ قَالَتْ فَأَمَرَ بِنَائِهِ فَقَوَّضَ وَأَمَرَ أَزْوَاجَهُ بِأَبْنِيَّتَيْنِ فَقَوَّضَتْ ثُمَّ آخَرَ الْإِعْتِكَافَ إِلَى الْعَشْرِ الْأَوَّلِ يَعْنِي مِنْ شَوَّالٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَالْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ لَحْوَهِ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ شَوَّالًا •

২৪৫৬। উসমান ইব্ন আবু শায়বা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ই'তিকাফ করার ইরাদা করতেন, তখন তিনি ফজরের নামায আদায়ের পর ই'তিকাফকারী হিসাবে (মসজিদে) প্রবেশ করতেন। তিনি বলেন, এক সময়ে তিনি রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করার ইরাদা করেন। তিনি বলেন, তখন তিনি তাঁর জন্য একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলে তা খাটানো হয়। এরপর তা দেখে আমি আমার জন্য একটি তাঁবু খাটাতে বললে, তা খাটানো হয়। তিনি বলেন, আমি ব্যতীত নবী করীম ﷺ -এর অন্যান্য পত্নীগণও তাদের জন্য তাঁবু খাটাতে নির্দেশ দিলে তাও খাটানো হয়। এরপর তিনি ফজরের নামায আদায় শেষে ঐ সমস্ত তাঁবুর দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, তা এমন কী ভাল কাজ, যা করতে তোমরা ইচ্ছা করেছো? তিনি স্বীয় তাঁবু ভেঙে ফেলতে নির্দেশ দেওয়ায়, তা ভেঙে ফেলা হয়। তাঁর স্ত্রীগণও স্ব-স্ব তাঁবু ভাঙার নির্দেশ দিলে, সেগুলোও ভেঙে ফেলা হয়। এরপর তিনি এ ই'তিকাফ শাওয়াল মাসের প্রথম দশ দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। ইমাম আবু দাউদ (র) ইব্ন ইসহাক, আওযা'য়ী ও ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী মালিক ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাওয়ালের বিশ তারিখ পর্যন্ত ই'তিকাফ করেন।

২৬৮- بَابُ آئِنِ يَكُونُ الْإِعْتِكَافُ

২৬৮. অনুচ্ছেদ : ই'তিকাফ কোথায় করতে হবে

২২৫৮- حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَمْرِوَانَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدَ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ .

২৪৫৭। সুলায়মান ইব্ন দাউদ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রামাযান মাসের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন। নাফে' বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) মসজিদের ঐ স্থানটি দেখান, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফ করতেন।

২২৫৮- حَدَّثَنَا هُنَادٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ كُلَّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامَ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ إِعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا .

২৪৫৮। হান্নাদ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রতি রামাযানে, দশদিন ই'তিকাফ করতেন। এরপর তাঁর ইন্তিকালের বছর তিনি বিশদিন ই'তিকাফ করেন।

২৬৭- بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ

২৬৯. অনুচ্ছেদ : ই'তিকাফকারী প্রয়োজনে মসজিদ হতে বের হয়ে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে

২২৫৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرٍوَةَ عَنْ عَمْرٍوَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يَدْنِي إِلَى رَأْسِهِ فَأَرْجَلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ .

২৪৫৯। আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্লামা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইতিকাহ করতেন, তখন তিনি স্বীয় মাথা মুবারক আমার নিকটবর্তী করতেন। আমি তাতে চিরুণী করে দিতাম। আর তিনি প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে ঘরে প্রবেশ করতেন না।

২২৬০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عُرْوَةَ وَعُمَرَةَ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَكَمُرِّتَابِعٍ أَحَدٌ مَالِكًا عَلَى عُرْوَةَ عَنِ عُمَرَةَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ •

২৪৬০। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ আয়েশা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বেক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এমনিভাবে ইউনুস ইমাম যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মা'মার, যিয়াদ ইব্ন সা'দ প্রমুখ যুহরী সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২২৬১- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمَسَدٌ قَالَا نَا حِمَادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَيَنَازِلُنِي رَأْسَهُ مِنْ خَلْلِ الْحَجْرَةِ فَأَغْسِلُ رَأْسَهُ وَقَالَ مَسَدٌ فَأَرْجَلَهُ وَأَنَا حَائِضٌ •

২৪৬১। সুলায়মান ইব্ন হারব ও মুসাদ্দাদ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকাহ অবস্থায়, স্বীয় মাথা মুবারক হুজুরার দরজা দিয়ে আমার দিকে বের করে দিতেন। এরপর আমি তাঁর মাথা মুবারক ধুয়ে দিতাম। রাবী মুসাদ্দাদ তার বর্ণনায় বলেন, আমি ঋতুমতী অবস্থায় তাঁর মাথায় চিরুণী করে দিতাম।

২২৬২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ شَبُوبَةَ الْمُرُوزِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَاتَيْتُهُ أُرْوَرَةً لَيْلًا فَحَلَّ ثَمَّتُهُ ثُمَّ قَمْتُ فَأَنْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنَهَا فِي دَارِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِجْلَيْكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حَبِيبٍ قَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قَلْبِيكُمَا شَيْئًا أَوْ قَالَ شَرًّا •

২৪৬২। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন শাবওয়া আল-মারওয়ায়ী সাফিয়্যা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকাহে থাকাবস্থায় আমি তাঁর সাথে সান্নাফের উদ্দেশ্যে রাতে সেখানে গমন করি এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলি। এরপর আমি দণ্ডায়মান হয়ে আমার ঘরের দিকে রওনা করি। তিনিও আমার সাথে দণ্ডায়মান হন, যাতে তিনি আমাকে আমার ঘরে পৌছে দিতে পারেন। আর তখন তার (সাফিয়্যার) আবাসস্থল ছিল উসামা ইব্ন যায়িদেদের ঘরে। ঐ সময় আনসারদের দু'ব্যক্তি কোথাও গমন করছিল। তারা নবী করীম ﷺ -এর সাথে একজন মহিলাকে দেখে দ্রুতগমন করতে থাকে। নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা স্বাভাবিকভাবে (হেঁটে) গমন কর। আর (আমার সখী) এ হল সাফিয়্যা বিন্ত হয়েই। তারা আশ্চর্য হয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!

তিনি বলেন, শয়তান রক্ত প্রবাহের ন্যায় মানুষের ধমনী দিয়ে চলাচল করে। আর আমার আশংকা যে, হয়ত সে তোমাদের অন্তরে কিছু সন্দেহ নিক্ষেপ করতে পারে। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেন, খারাপ কিছুর উদ্বেক করতে পারে।

২৮৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا أَبُو الْيَمَانِ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَتْ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ أُبَيٍّ سَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ وَسَاقَ مَعْنَاهُ •

২৪৬৩। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুয়া ইব্ন ফারিস যুহরী (র) হতে উপরোক্ত সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি (সাফিয়া) বলেন, যখন তিনি মসজিদের ঐ দরজার নিকটবর্তী ছিলেন, যা উম্মে সালামার দরজার নিকটে, সে সময় তাঁর পাশ দিয়ে দু'ব্যক্তি গমন করে। এরপর উপরোক্ত হাদীসের মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৮৬০- بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ

২৭০. অনুচ্ছেদ : ই'তিকাফকারীর রোগীর সেবা করা

২৮৬২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى قَالَ نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَسِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّفِيلِيُّ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يَعْزِجُ يَسْأَلُ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ عَيْسَى قَالَتْ إِنَّ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ •

২৪৬৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাবী আন-নুফায়লী বলেন, তিনি (আয়েশা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ ই'তিকাফে থাকাবস্থায় রোগীর নিকট গমন করতেন। এরপর তিনি যেক্রপ থাকতেন, সেরূপে গমন করতেন এবং তার (রোগীর) নিকট দণ্ডায়মান না হয়ে, তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন। (রাবী) ইব্ন ঈসা বলেন, তিনি (আয়েশা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ ই'তিকাফ অবস্থায় রোগীর পরিচর্যা করেছিলেন (তবে তিনি প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজনে বের হয়েছিলেন)।

২৮৬৫- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَنَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يَبْشُرُهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لَهَا لِأَبَدٍ مِنْهُ وَلَا إِعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْرٍ وَلَا إِعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ غَيْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ لَا يَقُولُ فِيهِ قَالَتْ السُّنَّةُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ •

২৪৬৫। ওয়াহুব ইব্ন বাকীয়া আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ই'তিকাকারীর জন্য সুনাত এই যে, সে যেন কোন রোগীর পরিচর্যার জন্য গমন না করে, জানাযার নামাযে শরীক না হয়, স্ত্রীকে স্পর্শ না করে এবং তার সাথে সহবাস না করে। আর সে যেন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ হতে বের না হয়। রোযা ব্যতীত ই'তিকাক নেই এবং জামে' মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাক শুদ্ধ নয়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন ইসহাক ব্যতীত কেউ বলেন না যে, তা সুনাত বরং এ হলো আয়েশা (রা)-এর বক্তব্য।

২৪৬৬। আহ্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) জাহিলিয়াতের যুগে একদিন একরাত মাসজিদুল হারামে ই'তিকাকের মান্নত করেন। তিনি এ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি ই'তিকাক করো এবং রোযা রাখো।

২৪৬৭। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর আবদুল্লাহ ইব্ন বুদায়ল (র) উপরোক্ত সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, যখন তিনি (উমার) ই'তিকাকে ছিলেন, তখন লোকেরা তাকবীর প্রদান করে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এ তাকবীর ধ্বনি কেন? তিনি (ইব্ন উমার) বলেন, হাওয়াযিন গোত্রের বন্দীদের রাসূলুল্লাহ ﷺ মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ দাসীকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দাও।^১

২৪৬৮। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা ও কুতায়বা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর পত্নীদের একজন ই'তিকাক করেন। এরপর তাঁর (ইস্তিহাযার) রক্ত কোনো সময় হলুদ এবং কোনো সময় লাল রং দেখা যেত। আর আমরা তাঁর জন্য নামাযের সময় তাঁর নিচে একটি তাসত^৩ রাখতাম, (যাতে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট না হয়)।

২৪৬৯। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর আবদুল্লাহ ইব্ন বুদায়ল (র) উপরোক্ত সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, যখন তিনি (উমার) ই'তিকাকে ছিলেন, তখন লোকেরা তাকবীর প্রদান করে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এ তাকবীর ধ্বনি কেন? তিনি (ইব্ন উমার) বলেন, হাওয়াযিন গোত্রের বন্দীদের রাসূলুল্লাহ ﷺ মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ দাসীকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দাও।^১

২৮১- بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

২৯১. অনুচ্ছেদ : মুস্তাহাযার^২ ই'তিকাক

২৪৬৮। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা ও কুতায়বা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর পত্নীদের একজন ই'তিকাক করেন। এরপর তাঁর (ইস্তিহাযার) রক্ত কোনো সময় হলুদ এবং কোনো সময় লাল রং দেখা যেত। আর আমরা তাঁর জন্য নামাযের সময় তাঁর নিচে একটি তাসত^৩ রাখতাম, (যাতে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট না হয়)।

২৪৬৮। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা ও কুতায়বা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর পত্নীদের একজন ই'তিকাক করেন। এরপর তাঁর (ইস্তিহাযার) রক্ত কোনো সময় হলুদ এবং কোনো সময় লাল রং দেখা যেত। আর আমরা তাঁর জন্য নামাযের সময় তাঁর নিচে একটি তাসত^৩ রাখতাম, (যাতে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট না হয়)।

১. কারণ সে ছিল হাওয়াযিন গোত্রভুক্ত।

২. হায়েযের নির্ধারিত সময়ের পরেও যদি রক্ত বন্ধ না হয়, তবে এ ধরনের মহিলাকে মুস্তাহাযা বলে।

৩. পাত্র বিশেষ।

كِتَابُ الْجِهَادِ

জিহাদের অধ্যায়

২৮২- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ

২৭২. অনুচ্ছেদ ৪ : হিজরত সম্পর্কে

২৩৬৭- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَانَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّي مَدَقَّتَمَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وِرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا •

২৪৬৯। মু'আম্মাল ইবন ফায়ল আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত যে, একজন গ্রাম্য লোক নবী করীম ﷺ কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, তোমার জন্য করুণা হয় (তুমি কি হিজরত করতে চাও)। হিজরতের ব্যাপারটি কষ্টসাধ্য। তোমার (নিসাব পরিমাণ) উট আছে কি? সে উত্তর করল, হ্যাঁ, আছে। তিনি বললেন, তুমি এর যাকাত আদায় করো কি? সে উত্তর করল, হ্যাঁ, আদায় করি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি সমুদ্রের ওপার থেকে আমল করলেও আল্লাহ তোমার কোন আমল সামান্যও কখনো খর্ব করবেন না।

২৩৮০- حَدَّثَنَا عَثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا نَا شَرِيكَ عَنِ الْهَيْثَمِيِّ بْنِ شُرَيْحٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التَّلَاعِ وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَرَفِقِي فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ •

২৪৭০। উসমান ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা মিকদাম ইবন শুরায়হু তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে বাদাওয়া বা নির্জনে বাহিরে গমন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নগামী পানির উৎসস্থান পাহাড়ের টিলাসমূহের দিকে বের হতেন। একবার তিনি এরূপে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করেন এবং আমার জন্য যাকাতের উটসমূহ হতে একটি আনাড়ী উট পাঠিয়ে দিলেন। আর বললেন, হে আয়েশা! সদয় হও। কেননা, যেকোন বস্তুতে সহদয়তা কেবল সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে আর যার থেকে কোমলতা বের হয়ে যায় তা তাকে কদর্য করে।

১. বিধর্মীর অভ্যাসের হতে মুসলমানদের জান ও ঈমান রক্ষার্থে দেশত্যাগ করে অন্য দেশে প্রস্থান করাকে হিজরত বলে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তা ফরয ছিল।

২৮৩- بَابُ الْهَجْرَةِ هَلْ انْقَطَعَتْ

২৭৩. অনুচ্ছেদ : হিজরত শেষ হল কিনা

২৮১- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عِيسَى عَنْ حُرَيْزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مَعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطَعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا •

২৪৭১। ইব্রাহীম ইব্ন মুসা মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তাওবার দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না। আর সূর্য যে পর্যন্ত পশ্চিম আকাশে উদিত না হয় সে পর্যন্ত তাওবার দরজা বন্ধ হবে না।

২৮২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ لِهَجْرَةٍ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَأَنْفِرُوا •

২৪৭২। উসমান ইব্ন আবু শায়বা ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিনে বলেছেন, হিজরত আর নেই। কিন্তু জিহাদ ও নেক নিয়্যাত বাকি রয়েছে। এরপর যদি তোমাদের জিহাদে বের হওয়ার ডাক পড়ে তবে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে পড়।

২৮৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ نَا عَامِرٌ قَالَ أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْرٍ وَعِنْدَهُ الْقَوْأُ حَتَّى جَلَسَ عِنْدَهُ فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ •

২৪৭৩। মুসাদ্দাদ আমের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর নিকট লোকজন উপস্থিত ছিল, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বসল এবং তাঁকে বলল, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে যে সকল হাদীস শুনেছেন তার কিছু আমাকে শোনান। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, প্রকৃত মুসলিম ঐ ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত হতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু হতে দূরে থাকে।

১. মক্কা নগরী যখন কাফিরদের অধীনে ছিল তখন তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলমানদের হিজরত করার প্রয়োজন ছিল। ৮ম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের পর ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হিজরতের প্রয়োজন দূরীভূত হয়। অমুসলিম রাষ্ট্রে হতে অত্যাচারিত মুসলিমদের ইসলামী রাষ্ট্রে ইমান রক্ষার জন্যে হিজরত করার প্রথা চিরকাল বাকি থাকবে, পূর্ববর্তী হাদীস হতে প্রমাণিত হয়।

২৮৮- بَابُ فِي سُكْنَى الشَّامِ

২৭৪. অনুচ্ছেদ ৪ শাম বা সিরিয়ায় বসবাস

২৮৮৮- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سَتَكُونُ مِجْرَةً بَعْدَ مِجْرَةٍ فَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ الزَّمْرَةُ مَهَاجِرَ إِبْرَاهِيمَ وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ شَرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُمُ أَرْفُومِهِمْ تَقْلَرُهُمْ نَفْسُ اللَّهِ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارَ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ .

২৪৭৪। উবায়দুল্লাহ্ ইবন উমার আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সহসা এক হিজরতের পর অপর হিজরত পালিত হবে। তখন দুনিয়াবাসীদের মধ্যে তারা ই উৎকৃষ্ট লোক হিসেবে পরিগণিত হবে, যারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হিজরত-স্থলে (সিরিয়াতে) হিজরত করে স্থায়ী বসতি স্থাপন করবে এবং দুনিয়ায় তখন কাফির ও পাপী অসংলোকেরাই বাকি থাকবে। তারা নিজ নিজ দেশ হতে বিতাড়িত হবে। আল্লাহুও তাদেরকে ঘৃণা করবেন। আর আঙন তাদেরকে বানর ও শূকরের সাথে একত্রিত করবে।

২৮৮৯- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ الْحَضْرَمِيُّ نَا بَقِيَّةٌ حَدَّثَنِى بُحَيْرٌ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي ابْنَ مَعْدَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي قَتَيْبَةَ عَنْ ابْنِ حَوَالَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مَجْنَدَةً جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمِينِ وَجُنْدٌ فِي الْعِرَاقِ قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ جِرْلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا خَيْرَةٌ لِلَّهِ مِنْ أَرْضِهِ يَحْتَبِي إِلَيْهَا خَيْرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَأَمَّا إِذْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِمِمْكِرٍ وَاسْتَبَقُوا مِنْ غُدْرِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلْ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ .

২৪৭৫। হাইওয়া ইবন শুরাইহু আল-হায়রামী ইবন হাওয়াল্লা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : অদূর ভবিষ্যতে ইসলামী হুকুমাত এমন বিস্তার লাভ করবে যে, তোমরা সকলে সংগঠিত সেনাবাহিনীতে যোগদান করবে। একটি সেনাবাহিনী সিরিয়ায়, অপরটি ইয়ামানে এবং আরও একটি ইরাকে গঠিত হবে। এরূপ ভবিষ্যৎবাণী শুনে ইবন হাওয়াল্লা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি যদি উক্ত সময়টি পাই, তবে আমার জন্য কোথায় থাকা উত্তম হবে ? তিনি বলেন, তোমার জন্য সিরিয়ায় থাকা উত্তম হবে। কারণ তা হবে আল্লাহর যমিনসমূহের মধ্যে বাছাইকৃত সর্বোত্তম যমিন। আল্লাহর নেক বান্দাগণ উক্ত যমিন চয়ন করে নিবেন। তোমরা যখন তাতে বসতি স্থাপন করবে তখন তোমাদের ডানদিক বেছে নিবে এবং প্রথমেই পানির কূপ খননের ব্যবস্থা করবে। কারণ আল্লাহ্ আমার উসিলায় সিরিয়া ও তার অধিবাসীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

২৮৫ - بَابُ فِي دَوَائِ الْجِهَادِ

২৭৫. অনুচ্ছেদ : সর্বকালে জিহাদ অব্যাহত থাকবে

২৮৫৬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَطْرَنِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَأَوْأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ أَخْرَهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ .

২৪৭৬। মুসা ইবন ইস্মাঈল ইমরান ইবন হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দল সর্বদা অন্যায়ে বিরুদ্ধে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের উপর জয়ী হবে। অবশেষে তাদের শেষ দলটি কুখ্যাত প্রতারক দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে।

২৮৬ - بَابُ فِي ثَوَابِ الْجِهَادِ

২৭৬. অনুচ্ছেদ : জিহাদের পুণ্য

২৮৫৭ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطِّيَالِسِيُّ نَا سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ نَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ أَىُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا قَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ يَتَّبِعُ اللَّهَ فِي شَعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ قَدْ كَفَى النَّاسَ شَرًّا .

২৪৭৭। আবুল ওয়ালীদ আত্ তিয়ালিসী আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, মু'মিনদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার? তিনি উত্তরে বলেন, যে ব্যক্তি নিজের জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করে এবং ঐ ব্যক্তিও পূর্ণ ঈমানদার, যে পাহাড়ের কোন গুহায় নির্জনে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকে। এমতাবস্থায় সে ঈমানের ক্ষতিসাধনকারী অসং লোকদের যাতনা হতে রক্ষা পায়।

২৮৭ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ السِّيَاحَةِ

২৭৭. অনুচ্ছেদ : ইবাদতের উদ্দেশ্যে বনবাসী হওয়া নিষেধ

২৮৫৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ التَّنُوخِيُّ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حَمِيْدٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْكَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ائْذَنْ لِي بِالسِّيَاحَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

২৪৭৮। মুহাম্মাদ ইবন উসমান আত্-তানুখী আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবীজীকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে বনবাসে যাওয়ার অনুমতি দিন। নবী করীম ﷺ উত্তরে বললেন, আমার উম্মাতের জন্য (বনবাস করে ইবাদত করার প্রয়োজন নেই) মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাই ঐরূপ ইবাদতের শামিল।

২৮৮- بَابُ فِي فَضْلِ الْقَفْلِ مِنَ الْغَزْوِ

২৭৮. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধশেষে যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্তনের মর্যাদা

২৩৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى نَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ نَا حَيْوَةَ عَنْ ابْنِ شَفِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَفَلَةٌ كَفَرَةٌ •

২৪৭৯। মুহাম্মাদ ইবন মুসাফফা আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যুদ্ধে যোগদান যেমন পুণ্যের কাজ, তেমনি যুদ্ধশেষে যুদ্ধক্ষেত্র হতে (নিজ বাড়ীতে) প্রত্যাবর্তন করাও পুণ্যের কাজ।

২৮৯- بَابُ فَضْلِ قِتَالِ الرَّوِّ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَمْرِ

২৭৯. অনুচ্ছেদ : অন্যান্য জাতি অপেক্ষা রোমবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের মর্যাদা

২৩৮০- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَيْبِرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلَادٍ وَهِيَ مَتَنَّقِبَةٌ تَسْأَلُ عَنْ ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُولٌ فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكَ وَأَنْتِ مَتَنَّقِبَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ أَرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أَرْزَأَ حَيَّائِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ لَهُ أَجْرٌ شَهِيدِينَ قَالَتْ وَلَسْتُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ •

২৪৮০। আবদুর রহমান ইবন সালাম সাবিত ইবন কায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রোমের যুদ্ধের পর) উম্মে খাল্লাদ নামী এক রমণী ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা অবস্থায় নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার নিহত পুত্রের খবর জিজ্ঞাসা করেন। এমতাবস্থায় জনৈক সাহাবী তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি তোমার নিহত পুত্রের খবর জানতে চাচ্ছ অথচ ওড়না জড়িয়ে আছ। সে উত্তর করল, আমি আমার পুত্র হারিয়েছি, কিন্তু লজ্জা তো কখনও হারাইনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার পুত্র দু'জন শহীদদের মর্যাদা পাবে। সে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কী কারণে সম্ভব হলো? তিনি বললেন : কারণ, সে আহলে কিতাবের হাতে শহীদ হয়েছে।

হারামের) বিবাহ হয়েছিল। তিনি নৌবাহিনীতে যোগদান করে সমুদ্র-যুদ্ধে যাত্রা করার সময় তাঁকেও সঙ্গে নিলেন। যুদ্ধ শেষে যখন উবাদা (রা) দেশে ফিরলেন, তখন উম্মে হারামের জন্য একটি খচ্চর নিকটে আনা হল। এর পিঠে চড়তেই খচ্চরটি তাঁকে ফেলে দিল। ফলে, তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং তিনি মারা গেলেন। (এরূপে নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হল)।

২২৮৩- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قَبَاءَ يَدْخُلُ عَلَى إِخْرَاقٍ يَنْتَسِ مَلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَغْلِي رَأْسَهُ وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثُ .

২৪৮৩। আল-কানাবী ইসহাক ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবু তালহা (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আনাস (রা) কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কুবা নামক স্থানে যেতেন তখনই উম্মে হারাম বিন্তে মিলহানের ঘরে প্রবেশ করতেন। তিনি উবাদা ইবনুস সামিত (রা) -এর স্ত্রী ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর ঘরে গেলে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে খাবার খাওয়ালেন। তারপর তাঁর নিকটে বসে তাঁর মাথার উকুন তুলতে লাগলেন। এরপর উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করলেন।

২২৮৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا هِشَامُ بْنُ يَوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُخْتِ إِسْلِيمِ الرَّمِيصَاءِ قَالَتْ نَأَى النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَيْقَظَ وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَضْحَكُ مِنْ رَأْسِي قَالَ لَا وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثُ يَزِيدٌ وَيَنْقُصُ .

২৪৮৪। ইয়াহুইয়া ইবন মুঈন উম্মে সুলায়মের বোন রুমায়সা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নিদ্রা গেলেন আর এমন সময় হাসতে হাসতে জেগে ওঠলেন, যখন ঐ রমনী মাথা ধৌত করছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাথা ধোয়ার কারণে আপনার হাসি পাচ্ছে না কি? তিনি বললেন, না। এরপর উপরোক্ত হাদীসটি কিছুটা কম-বেশি বর্ণনা করলেন।

২২৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْعَيْشِيُّ نَا مَرْوَانَ ح وَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْجَوْيَرِيُّ الدَّمَشْقِيُّ الْبَعْنِيُّ قَالَ نَا مَرْوَانَ نَا هِلَالَ بْنُ مَيْمُونِ الرَّمْلِيُّ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ عَنْ إِخْرَاقٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلْبَانٌ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يَصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرٌ شَوِيذٌ وَالغَرِقُ لَهُ أَجْرٌ شَوِيذٌ .

২৪৮৫। মুহাম্মাদ ইবন বাক্কার আল-আয়শী..... উম্মে হারাম (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রণতরিতে সমুদ্র-বক্ষে যে সৈনিকের মাথা ঘুরে বমি হয়, সে একজন শহীদের সাওয়াব পায়, আর যে পানিতে ডুবে মারা যায়, সে দু'জন শহীদের সাওয়াব পায়।

২২৮৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيْقٍ نَا أَبُو مُسَهَّرٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ أَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ .

عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرَدَّهُ بِهَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرَدَّهُ بِهَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۝

২৪৮৬। আবদুস সালাম ইব্ন আতীক আবু উমামা আল বাহেলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহ তা'আলার জিম্মাদারিতে থাকে। ১. যে আল্লাহর রাহে জিহাদ করার জন্য বের হয়, সে আল্লাহর জিম্মায় থাকে। সে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করান অথবা নিরাপদে ফিরে এলে তাকে পুণ্য এবং গনীমতের প্রাপ্য অংশ দান করেন। ২. যে ব্যক্তি জামা'আতে নামায় আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে ধাবিত হয়, সেও আল্লাহর জিম্মায় থাকে। এমতাবস্থায় সে যদি মারা যায় তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশত দান করেন। আর মসজিদ হতে ফিরে এলে তার প্রাপ্য পুণ্য ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার করেন। ৩. যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে প্রবেশ করার সময় পরিবারের লোকজনকে সালাম দেয় সেও মহান আল্লাহর জিম্মায় থাকে।

২৮১- بَابُ فِي فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا

২৮১. অনুচ্ছেদ : যে মুসলিম কাফিরকে হত্যা করে তার মর্যাদা

২৩৮৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ فِي النَّارِ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ أَبَدًا ۝

২৪৮৭। মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ আল-বায্যার আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কাফির এবং তার হত্যাকারী মুসলিম চিরস্থায়ী দোযখে একত্রিত হবে না।

২৮২- بَابُ فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ

২৮২. অনুচ্ছেদ : মুজাহিদগণের স্ত্রীদের সজ্জম রক্ষা করা

২৩৮৮- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ قَعْنَبِ عَنِ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَدٍ عَنِ أَبِي بَرِيدَةَ عَنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلِفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلَّا نَصَبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِقِيلٌ قَدْ خُلِفَكَ هُنَا فِي أَهْلِكَ فَكُنْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا ظَنُّكُمْ ۝

১. যুদ্ধক্ষেত্রে কাফিরকে হত্যা করলে এর জন্য কোন শাস্তি হয় না বা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। হত্যাকারী যদি পাপী মুসলিম হয় তার শাস্তি (পাপের পরিমাপে) অন্য উপায়ে হবে। কাফিরের সঙ্গে একই নরকে হবে না। কারণ কাফির চিরস্থায়ী দোযখে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে আর মুসলিম পাপের শাস্তি ভোগের পর নাজাত পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২৪৮৮। সাঈদ ইব্ন মানসূর ইব্ন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রণাঙ্গনে যুদ্ধরত মুজাহিদদের বাড়িতে রাখা স্ত্রীদের মানসন্ত্রম ও মর্যাদা তাদের পাহারায় বাড়িতে অবস্থানরত লোকদের উপর তাদের মায়েদের সমতুল্য। মুজাহিদগণের পরিবারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। তখন বলা হবে, তোমার অমুক প্রতিনিধি তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার পরিবারের প্রতি অসৎব্যবহার করেছে। তুমি এখন তার নেক আমল হতে যা খুশি গ্রহণ কর। তা বলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কী মনে কর ? অর্থাৎ মুজাহিদগণের পরিবারের মর্যাদা কত অধিক!

২৪৮৯- بَابُ فِي السَّرِيَةِ تَخْفِقُ

২৮৩. অনুচ্ছেদ : ক্ষুদ্র সেনাদল যারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গ্রহণ করে না।

২৪৮৯- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ مَيْسَرَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ نَا حَيْوَةَ وَإِبْنُ لَهَيْعَةَ قَالَا نَا أَبُو هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبْلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ غَارِيَةٍ تَفْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلَّا تَعَجَّلُوا ثَلَاثًا أَجْرَهُمْ مِنَ الْأُخْرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثَّلَاثُ فَإِنْ لَمْ يَصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ .

২৪৮৯। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্ন মায়সারা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে কোনো সেনাদল যদি গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ করে, আর দুনিয়াতে এর প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করে, তবে পরকালে প্রাপ্য পুরস্কার হতে দু'তৃতীয়াংশ বাদ যাবে এবং পরকালে বাকি এক তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি দুনিয়াতে কিছুই গ্রহণ না করে, তবে পরকালে পূর্ণ পুরস্কার লাভ করবে।

২৪৯০- بَابُ فِي تَضْعِيفِ النَّكْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৮৪. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধরত অবস্থায় নামায, রোযা ও যিক্র-এর সাওয়াব বৃদ্ধি পায়

২৪৯০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ زَبَانَ بْنِ فَائِدٍ عَنِ سَهْلِ بْنِ مَعَاذٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالنَّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِسَبْعِينَ ضِعْفًا ضِعْفًا .

২৪৯০। আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহু সাহল ইব্ন মু'আয (রা) কর্তৃক তাঁর পিতা মু'আয (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই নামায, রোযা ও যিক্র মহান আল্লাহর রাহে সময় ব্যয় অবস্থায় সাতশ' গুণ বেশি মর্যাদা রাখে। অর্থাৎ জিহাদরত অবস্থায় এক রোযা দ্বারা সাতশ' রোযার সাওয়াব পাওয়া যায়।

২৮৫- بَابُ فِي مَنْ مَاتَ غَازِيًا

২৮৫. অনুচ্ছেদ ৪ জিহাদে বের হয়ে যে মৃত্যুবরণ করে

২৮৯১- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا بَقِيَّةَ بِنْتُ الْوَلِيدِ عَنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ يَرُدُّ إِلَى مَكْحُولٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَاتَ أَوْ قَتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ أَوْ وَقَصَهُ فَرَسَهُ أَوْ بَعِيرَهُ أَوْ لَنَ غَنْتَهُ هَامَةً أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ وَبِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنْ لُهُ الْجَنَّةُ •

২৮৯১। আবদুল ওয়াহুহাব ইবন নাজদা আবু মালিক আল্-আশ্আরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাহে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, সে শহীদের মর্যাদা পায় অথবা তাকে তার ঘোড়া বা উট পিঠ হতে ফেলে তার ঘাড় ভেঙ্গে ফেলে (ও তারপর মারা যায়) অথবা সাপ-বিছা ইত্যাদি কোন বিষাক্ত প্রাণী দ্বারা দংশিত হয়, অথবা বিছানায় মৃত্যুবরণ করে এবং আল্লাহর নির্ধারিত মৃত্যুপস্থান যে কোন প্রকারে প্রাণ হারায়, সে অবশ্যই শহীদ এবং তার জন্য জান্নাত অবধারিত।

২৮৬- بَابُ فِي فَضْلِ الرَّبَابِ

২৮৬. অনুচ্ছেদ ৪ শত্রুর মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত থাকার মর্যাদা

২৮৯২- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ نَا أَبُو هَالِيٍّ عَنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنِ فَضَالَةَ بْنِ عَمِيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ السَّيِّئِ يَخْتَمِرُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا التَّوْبَةَ فَإِنَّهُ يَنْبُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمِّنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ •

২৮৯২। সাঈদ ইবন মানসূর ফুযালা ইবন উবায়দ (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার কর্মশক্তি শেষ হয়ে যায়, কিন্তু শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত সৈনিক মারা গেলে তার আমল শেষ হয় না। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তার জন্য তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সে কবরে (মুনকার ও নাকীর ফিরিশতার) পরীক্ষা হতেও নিরাপদ থাকে।

২৮৭- بَابُ فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৮৭. অনুচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর রাহে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রহরা দানের মর্যাদা

২৮৯৩- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ نَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنِ زَيْدِ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي السَّلْوَلِيُّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ

১. এর মর্ম এই যে, তার কবরে তাকে পরীক্ষা করার জন্য মুনকার ও নাকীর ফিরিশতায় আসবেনই না। অথবা এলেও তাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

حَتَّىٰ كَانَ عَشِيَّةً فَحَضَرَتْهُ صَلَوةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي إِتْلَقْتُ بَيْنَ أَيِّدِيكُمْ حَتَّىٰ طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أَنَا بِمَوَازِنَ عَلَىٰ بُكْرَةٍ أَبَالِيْمِرَ بِطَعْنِيْمِرَ وَتَعْيِيْمِرَ وَشَالِيْمِرَ اجْتَمَعُوا إِلَىٰ حَنَيْنٍ فَتَبَسَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ تِلْكَ غَنِيْمَةٌ لِّلْمُسْلِمِيْنَ هُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَهْرُسُنَا اللَّيْلَةَ قَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِرْكَبْ فِرْكَبَ فَرَسًا لَّهِ وَجَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ اسْتَقْبِلْ هَذَا الشَّعْبَ حَتَّىٰ تَكُونَ فِيْ أَعْلَاهُ وَلَا تَلْرَنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ مَصَلَاةٍ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَسْنَا فَنُتِيبَ بِالصَّلَوةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيٰ وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَىٰ الشَّعْبِ حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ صَلَوةَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْهَرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَىٰ حِلَالِ الشَّجَرِ فِيْ الشَّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنِّي إِتْلَقْتُ حَتَّىٰ كُنْتُ فِيْ أَعْلَاهُ هَذَا الشَّعْبِ حَيْثُ أَرَبْتِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَطْلَعْتُ الشَّعْبِيْنَ كُلِّيْهِمَا فَنظَرْتُ لِمَنْ أَرَّ أَحَدًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ قَالَ لَا إِلَّا مُصَلِّيًّا أَوْ قَامِيًّا حَاجَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَوْجَبْتَ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بِعَدَاهَا .

২৪৯৩। আবু তাওবা সাহুল ইবন হানযালিয়া (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা হুনায়েনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। তখন দ্রুতগতিতে উট চালিয়ে সন্ধ্যাকালে মাগরিবের নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। এমন সময় একজন অশ্বারোহী সৈনিক এসে তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাদের নিকট হতে আলাদা হয়ে ঐ সকল পাহাড়ের উপর আরোহণ করে দেখতে পেলাম যে, হাওয়ায়িন গোত্রের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাদের উট, বকরী সবকিছু নিয়ে হুনায়েনে একত্রিত হয়েছে। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, ঐ সকল বন্ধু আল্লাহ চাহেত আগামীকাল মুসলমানদের গনীমতের সামগ্রীতে পরিণত হবে। এরপর তিনি বললেন, আজ রাতে আমাদেরকে কে পাহারা দিবে? আনাস ইবন আবু মারসাদ আল-গানাবী (রা) উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি পাহারা দেবো। তিনি বললেন, তাহলে তুমি ঘোড়ায় আরোহণ কর। তিনি তাঁর একটি ঘোড়ায় আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ দিলেন যাও, এ দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকার দিকে রওয়ানা হয়ে এর চূড়ায় পৌঁছে পাহারায় রত থাকো। আমরা যেন তোমার আসার আগে আজ রাতে কোন ঝোঁকায় না পড়ি। ভোরবেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নামাযের স্থানে গিয়ে ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তোমাদের পাহারাদার অশ্বারোহী সৈনিকের কোন সন্ধান পেয়েছ কি? সকলে উত্তর করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি পাহারায় রত আছেন বলে মনে হয় কিন্তু দেখতে পাইনি। এরপর ফজর নামাযের ইকামত দেয়া হলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়াতে আরম্ভ করলেন। এমতাবস্থায় তিনি উপত্যকার দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে নামায শেষ করে সালাম ফিরালেন। এরপর তিনি বললেন, তোমরা সকলে সুসংবাদ নাও যে, তোমাদের পাহারাদার সৈনিক তোমাদের নিকট এসে পড়েছে। আমরা উপত্যকায় গাছের ফাঁকে দেখতে পেলাম যে, তিনি সত্যই এসে পড়েছেন। এমনকি তিনি

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেভাবে আমি এই উপত্যকার উপরাংশের শেষ মাথায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম। সকাল হওয়ার পর আমি উভয় পাহাড়ের উপত্যকা দু'টির উপরে উঠে নয়ন করলাম, কোনো শত্রুকেই দেখতে পেলাম না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সারা রাত কখনও কি ঘোড়ার পিঠ হতে নেমেছিলে? তিনি উত্তর করলেন, না, নামায পড়ার জন্য অথবা পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন ছাড়া কখনও ঘোড়ার পিঠ হতে নামিনি। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত হল। তোমার জীবনে আর কোন অতিরিক্ত নেক কাজ না করলেও চলবে। (অর্থাৎ সারা রাত জাহত থেকে পাহারায় রত থাকার মত বৃহৎ নেক কাজটি তোমার জান্নাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য ফরয-ওয়াজিব যথারীতি পালনের পর)।

২৮৮- بَابُ كَرَاهِيَةِ تَرْكِ الْغَزْوِ

২৮৮. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধ পরিহার করা অন্যায

২৮৭৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْزُوقِيُّ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ نَا وَهَيْبٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ عَنْ سَيِّدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَحْدِثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ .

২৪৯৪। আবদা ইবন সুলায়মান আল-মারওয়ায়ী..... আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ যুদ্ধ করল না, এমনকি যুদ্ধ করার (বা গাযী হওয়ার) ইচ্ছাও প্রকাশ করল না, সে এক প্রকারের কপট (মুনাফিক) হিসেবে মারা গেল।

২৮৭৫- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَثْمَانَ وَقُرَّانَةُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَيْهِ الْجَرَجَسِيِّ قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَسِيرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يَجْهَزْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَيْهِ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২৪৯৫। আমর ইবন উসমান আবু উমামা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি যুদ্ধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ করল না অথবা কোন গাযীকে যুদ্ধান্ত্র দিয়ে সাহায্য করল না বা গাযীর অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের কোন উপকার করল না, তাকে আল্লাহ তা'আলা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা দ্বারা ধ্বংস করবেন। “কিয়ামতের পূর্বে” কথাটি আবদুল্লাহ ইবন আব্দ রাব্বিহী তার বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন।

২৮৭৬- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنِّكُمْ .

২৪৯৬। মুসা ইবন ইস্মাঈল আনাস (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের জান-মাল দিয়ে এবং বাক্য প্রয়োগ তথা লেখনির মাধ্যমে মুশ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

২৮৭- بَابُ فِي نَسْخِ نَفِيرِ الْعَامَةِ بِالْخَاصَّةِ

২৮৯. অনুচ্ছেদ : কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট লোকের যুদ্ধে গমনের নির্দেশ দ্বারা সার্বজনীন অংশগ্রহণের নির্দেশ রহিত হওয়া

২৮৭৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرُوزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِلَّا تَنْفَرُوا وَيَعْنِي بَكْرًا عَنْ أَبِي إِيْمَاءٍ وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى قَوْلِهِ يَعْمَلُونَ نَسَخْتَهَا الْآيَةَ الَّتِي تَلِيهَا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفَرُوا كَافَّةً .

২৪৯৭। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মারওয়যাযী..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াত যাতে বলা হয়েছে) : “যদি তোমরা সকলেই যুদ্ধের জন্য ঘর হতে বের না হও তবে তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে” এবং (উক্ত সূরার ১২০ ও ১২১ নং আয়াত পর্যন্ত এ আয়াতদ্বয়ের প্রাথমিক নির্দেশ) এর পরবর্তী (১২২ নং) আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে। এ আয়াতে সকল মু’মিনকে ঘর ছেড়ে যুদ্ধে বের হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, বরং কতিপয় বিশিষ্ট লোকের বহির্গমনই যথেষ্ট বলে পূর্বকার নির্দেশ রহিত করা হয়েছে।

২৮৭৯- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ الْحَبَّابِ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدِ الْحَنْفِيِّ حَدَّثَنِي نَجْدَةُ بْنُ نَفِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا تَنْفَرُوا يَعْنِي بَكْرًا عَنْ أَبِي إِيْمَاءٍ قَالَ فَأَمْسَكَ عَنْهُمْ الْمَطْرَ وَكَانَ عَدَاؤُهُمْ .

২৪৯৮। উসমান ইব্ন আবু শায়বা আবদুল মুমিন ইব্ন খালিদ আল-হানাফী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজ্দা ইব্ন নুফায়’ আমাকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে (পবিত্র কুরআনের) আয়াত : (অর্থ) “যদি তোমরা সকলে যুদ্ধের জন্য ঘর হতে বের না হও তবে তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে” -এর ভাবার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, যাদের সম্বন্ধে তা নাযিল হয়েছিল, তাদের উপরে বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ করে পানির দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তা দ্বারাই তাদের শাস্তি হয়ে গিয়েছে।

২৯০- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْقَعُودِ مِنَ الْعُذْرِ

২৯০. অনুচ্ছেদ : ওযরবশত যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত থাকার অনুমতি

২৮৭৭- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَغَشِيَتْهُ السَّكِينَةُ فَوَقَعَتْ فَخَذِنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخَذِي فَمَا وَجَدْتُ ثِقْلَ شَيْءٍ أَثْقَلَ مِن فَخَذِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ سَرَى عَنْهُ فَقَالَ أَكْتُبْ فَكُتِبَتْ فِي كِتَابِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَهَا سَمِعَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ يَسْمَعُ لَا يَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ مِن

الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا قَضَىٰ كَلِمَةً مَّهِيسَةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ السَّكِينَةَ فَوَقَّعَتْ فَعِيلَةً عَلَىٰ فَعِيلَىٰ وَوَجَدَتْ مِن تَحْتِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَمَا وَجَدَتْ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ ثُمَّ سَرَىٰ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ رَأَىٰ يَارَزِيدُ وَقَرَأْتُ: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ أَوْلَىٰ الضَّرَرَ الْآيَةَ كَلِمًا قَالَ رَزِيدٌ نَأَزَلَمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحَدَمًا فَالْحَقَّتْهَا وَاللَّيْ نَفْسِي بِيَدَيْكَ لَكَابِي أَنْظِرْ إِلَىٰ مَلْحَقِهَا عِنْدَ مَنْ ع فِي كَيْفٍ

২৪৯৯। সাঈদ ইবন মানসূর যায়িদ ইবন সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পার্শ্বে ছিলাম। এমন সময় তাঁর উপর ওহী অবতরণ শুরু হল। এমতাবস্থায় তাঁর রান আমার রানের ওপর পতিত হয়। আমার নিকট তাঁর রানের চাইতে অধিক ভারি কোন বস্তু আছে বলে অনুভূত হল না। তারপর এ অবস্থা কেটে গেল। তিনি বললেনঃ লেখ। আমি তখন অবতীর্ণ আয়াত **الْمُؤْمِنِينَ الْقَاعِدُونَ** হতে শেষ পর্যন্ত ছাগলের কাঁধের চামড়ায় লিখে নিলাম। (অর্থঃ মু'মিনদের মধ্যে যারা যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসে থাকে, তারা মুজাহিদগণের সমান মর্যাদাশীল নয়)। আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা) যিনি একজন অন্ধ ও অসমর্থ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মুজাহিদগণের এহেন মর্যাদার কথা শুনে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মু'মিনদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করতে অসমর্থ তাদের অবস্থা কী হবে? তার এ কথা শেষ হওয়া মাত্র আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ওহী নাযিলের অবস্থা দেখা দিল। এ অবস্থায় তাঁর রান আবার আমার রানের ওপর পতিত হল এবং আমি আগের মতো এবারও তাঁর রানের ভার অনুভব করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওপর হতে এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি বললেনঃ হে যায়িদ! পূর্বে যা লিখেছিলে তা পড়ে শোনাও। তখন আমি **الْمُؤْمِنِينَ الْقَاعِدُونَ** আয়াতটি পড়ে শোনালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ **الضَّرَرَ الْآيَةَ** সম্পূর্ণ আয়াতটি বলে দিলেন। (এতে অন্ধম ও অসমর্থ লোকদের ঘরে বসে থাকার অনুমতি দেয়া হল)। যায়িদ (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটিকে একটি পৃথক আয়াতরূপে অবতীর্ণ করেছেন। আমি তা উক্ত আয়াতের পরে সংযোজন করলাম। আল্লাহর কসম! যার হাতে আমার জান, সত্যই আমি যেন এর সংযোজন স্থানটি ছাগ-চর্মের গালের কাটা স্থানে এখনও দেখতে পাচ্ছি।

২৫০০ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حِمَادٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَأْسِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَتِهِ وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهَرْتُمْ مَعَكُمْ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهَرْتُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ حَبَسْتُمْ الْعَدُوَّ

২৫০০। মুসা ইবন ইস্‌মাসীল.....মুসা ইবন আনাস তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা যুদ্ধে আসার সময়ে কিছুলোক, মদীনায় ফেলে এসেছ (যারা অপারগতার কারণে তোমাদের সঙ্গে বের হতে পারেনি)। তোমরা যতদূর সফর করেছ, যা কিছু যুদ্ধে ব্যয় করেছ এবং যে পথ অতিক্রম করেছ, তারা এসব কাজে তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। একথা শুনে অনেকে প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা তো মদীনায় অবস্থান করছে, এমতাবস্থায় কী করে আমাদের সঙ্গে থাকবে? তিনি উত্তর করলেন, তাদেরকে তো অপারগতা (যুক্তিসঙ্গত কারণ) আটকে রেখেছে।^১

১. এতে বোঝা যায় যে, অসুস্থতা ও যুক্তিসঙ্গত কারণে অপারগ হলে যুদ্ধে যোগদান না করার অনুমতি আছে এবং সদিচ্ছার জন্য জিহাদের সাওয়াব হতে বঞ্চিত হয় না। জিহাদে শরীক হওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সঙ্গত কারণে যোগদান করতে না পারলেও সদিচ্ছার দরুণ সাওয়াব পাওয়া যায়।

২৭১- بَابُ مَا يُجْزَى مِنَ الْغَزْوِ

২৯১. অনুচ্ছেদ : যে কাজে জিহাদের সাওয়াব পাওয়া যায়

২৫০১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي بَسْرُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَّفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا •

২৫০১। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আবুল হাজ্জাজ যায়িদ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে যুদ্ধ-সরঞ্জাম সরবরাহ করে সাহায্য করল, সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবারের মঙ্গল সাধনে বাড়াতে তার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করল সে-ও নিজে জিহাদ করল।

২৫০২- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ وَقَالَ لِيُخْرِجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِينَ أَيُّكُمْ خَلَّفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ •

২৫০২। সাঈদ ইব্ন মানসূর আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লিহয়ান গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য একদল সৈন্য পাঠানোর সময় বলেছিলেন : প্রত্যেক পরিবার হতে দু'জনের মধ্যে একজন পুরুষকে যুদ্ধক্ষেত্রে বের হতে হবে। এরপর বললেন, বাড়িতে অবস্থানকারীদের মধ্যে যে ব্যক্তি যুদ্ধে গমনকারী সৈনিকের পরিবার ও ধনসম্পদের হিফাযত করবে ও মঙ্গল সাধন করবে, সে উক্ত সৈনিকের অর্ধেক সাওয়াব অর্জন করবে।

২৭২- بَابُ فِي الْجِرَاءَةِ وَالْجَبْنِ

২৯২. অনুচ্ছেদ : সাহসিকতা ও ভীকতা

২৫০৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجَبْنٌ خَالِعٌ •

২৫০৩। আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ মারওয়ান ইবনুল হাকামের পুত্র আবদুল আযীয (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, পুরুষের মধ্যে দুষণীয় স্বভাব হল কার্পণ্য (কৃপণতা), যা তাকে হকদারের হক দান হতে বিরত রাখে, আর ভীকতা ও হীন মানসিকতা যা যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে।

২৭৩- بَابُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

২৯৩. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : “তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না”

২৫০৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بِنِ شَرِيحٍ وَابْنِ لَهَيْعَةَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَسْلَمِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالرُّوَاءُ مُلْصِقُوا ظُهُورَهُمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَقَالَ النَّاسُ مَهْ مَهْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَلْقَى بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ إِنَّمَا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعَاشِرِ الْأَنْصَارِ لَهَا نَصْرَ اللَّهِ نَبِيِّهِ ﷺ وَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ قُلْنَا هَلُمَّ نَقِمْ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصَلِّحَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فَالْإِلْقَاءُ بِأَيْدِينَا إِلَى التَّهْلُكَةِ إِنْ نَقِمْ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصَلِّحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ فَلَسْرَ يَزَلُ أَبُو أَيُّوبَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ •

২৫০৪। আহমাদ ইবন আমর ইবনুস সারহ্ আসলাম আবু ইমরান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনা হতে কুস্তনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) অভিমুখে যুদ্ধ-যাত্রা করলাম। আমাদের সেনাপতি ছিলেন খালিদ ইবন ওয়ালীদের পুত্র আবদুর রহমান। রোমের সৈন্যবাহিনী ইস্তাম্বুল শহরের দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান ছিল। এমতাবস্থায় একব্যক্তি শত্রু-সৈন্যের উপর আক্রমণ করে বসল। তখন আমাদের লোকজন বলে উঠল : থাম, থাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে তো নিজেই ধ্বংসের দিকে নিজেকে ঠেলে দিচ্ছে। তখন আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, (অনুচ্ছেদে বর্ণিত) এ আয়াত আমাদের আনসার সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। যখন আল্লাহর নবীকে আল্লাহ সাহায্য করলেন এবং ইসলামকে জয়যুক্ত করলেন, তখন আমরা বলেছিলাম, আমরা যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে থেকে আমাদের সহায়-সম্পদ দেখাশুনা করব এবং এর সংস্কার সাধন করব। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন : (অর্থ) “আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।” আমাদের ঘরে থেকে মালামালের রক্ষণাবেক্ষণ করা ও যুদ্ধে না যাওয়াই হল নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া। আবু ইমরান বলেন, এ কারণেই আবু আইয়ুব আনসারী (রা) আল্লাহর রাস্তায় সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে কুস্তনতুনিয়ায় সমাহিত হলেন।

২৭৩- بَابُ فِي الرَّمَى

২৯৪. অনুচ্ছেদ : তীর নিক্ষেপ

২৫০৫- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدِ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَاةٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَدْخُلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي مَنَعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمَنْبِلِهِ

وَأَرْمُوا وَأَرْكَبُوا وَإِنْ تَرَمُّوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَإِلَّا ثَلَاثٌ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمَلَاعِبَتَهُ أَهْلَهُ وَرَمِيَهُ بِقَوْسِهِ وَنَبَلَهُ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمِيَّ بَعْدَ مَا عَلَيْهِ رَغْبَةٌ عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَهَا .

২৪০৫। সাঈদ ইব্ন মানসূর উক্বা ইব্ন আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ একটি তীরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ১. তীর প্রস্তুতকারীকে, যে যুদ্ধে ব্যবহারের সৎ উদ্দেশ্যে তৈরি করেছে। ২. তীর নিক্ষেপকারীকে ও ৩. তীরের ঝুড়ি বাহককে, যে প্রতিবার তীর নিক্ষেপকারীকে ব্যবহারের জন্য তীর সরবরাহ করে থাকে। তোমরা তীর নিক্ষেপ কর ও ঘোড়ায় চড়। তোমাদের তীর নিক্ষেপের জন্য ঘোড়ায় আরোহণ করার চাইতে তীর নিক্ষেপই আমার নিকট অধিক প্রিয়। তিন প্রকারের বিনোদন ছাড়া অন্য কোন প্রকার বিনোদন অনুমোদিত নয়। ১. পুরুষের জন্য তার ঘোড়াকে কৌশলের প্রশিক্ষণ দান। ২. স্বীয় স্ত্রীর সাথে আমোদ-প্রমোদ করা। ৩. তীর ধনুক পরিচালনার প্রশিক্ষণ নেয়া। যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নেয়ার পর তার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে তার ব্যবহার ছেড়ে দেয়, সে যেন একটি উত্তম নে'আমত ত্যাগ করল। অথবা তিনি বলেছেন, নে'আমত অস্বীকার করল ও অকৃতজ্ঞ হল।

۲۵۰۶- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثَمَامَةَ بْنِ شَفِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجَهْمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْبَيْتِ يَقُولُ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ .

২৫০৬। সাঈদ ইব্ন মানসূর আবু আলী সুমামা ইব্ন শাফী আল হামাদানী হতে বর্ণিত। তিনি উক্বা ইব্ন আমির আল জুহানী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিশরে দাঁড়িয়ে খুত্বা দেয়ার সময় বলতে শুনেছেন : (পবিত্র কুরআনের নির্দেশ) “তোমরা শত্রুর মোকাবিলার জন্য সাধ্যমত শক্তি অর্জন কর” -মনে রেখো, শক্তি অর্থ হল তীরবাজি। মনে রেখো, শক্তি অর্থ তীরবাজি। মনে রেখো, শক্তি অর্থ তীরবাজি। (তখনকার দিনে তীর নিক্ষেপ করার কৌশলই ছিল রণক্ষেত্রের বিজয়ের অন্যতম অস্ত্র। বর্তমানে বন্দুক, মেশিনগান, তোপ, কামান ইত্যাদি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ গ্রহণ এর অন্তর্ভুক্ত হবে)।

২৭৫- بَابُ فِيمَنْ يَغْزُوا وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا

২৯৫. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে যুদ্ধ করে

۲۵۰۷- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ الْحَضْرَمِيُّ نَا بَقِيَّةَ حَدَّثَنِي بِحَيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَحْرَةَ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْغَزْوُ غَزَاؤَانِ فَمَا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَتَّقَى الْكِرِيمَةَ وَبَاشَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبَهُهُ أَجْرٌ كَلَّهُ وَأَمَا مَنْ غَزَا فَاخْرًا وَرِيَاءً وَسَمِعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمَرِيضٌ بِالْكَفَانِ .

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড) — ৩৯

২৫০৭। হায়ওয়া ইবন শুরায়হ আল-হায়রামী মু'আয ইবন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যুদ্ধ দু' প্রকার, ১. যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে এবং ইমামের অনুগত থাকে, নিজের উৎকৃষ্ট সম্পদ যুদ্ধে ব্যয় করে, সঙ্গীর সহায়তা করে, ঝগড়া ফাসাদ ও অপকর্ম হতে বেঁচে থাকে। তার নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থার সব কিছুই পুণ্যে পরিণত হয়। ২. যে গর্বভরে লোক দেখানো ও সুনামের জন্য যুদ্ধ করে এবং ইমামের (নেতার) অবাধ্য থাকে ও পৃথিবীতে অন্যায় কাজ করে, সে সামান্য কিছু পুণ্য নিয়েও বাড়ি ফিরে না।

২৫০৮ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ ابْنِ مُكْرَزٍ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يَرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِّنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا أَجْرَ لَهُ فَاعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ عَنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَعَلَّكَ لَمْ تَفْهَمْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ يَرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِّنْ عَرَضِ الدُّنْيَا قَالَ لَا أَجْرَ لَهُ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ عَنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ الْثَالِثَةُ فَقَالَ لَهُ لَا أَجْرَ لَهُ .

২৫০৮। আবু তাওবা আর-রাবী' ইবন নাফি' আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেও পার্থিব কিছু সম্পদ লাভেরও আশা করল, তার অবস্থা কিরূপ? নবী করীম ﷺ উত্তর করলেন, তার কোনো পুণ্য হবে না। লোকজনের নিকট তা ভয়ঙ্কর বলে মনে হল। তখন তারা লোকটিকে বিষয়টি পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বুঝিয়ে বলতে আরম্ভ করল। সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এক ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদের ইচ্ছা করে আর পার্থিব কিছু সম্পদও লাভ করতে চায়, তবে তার অবস্থা কেমন? তিনি জবাব দিলেন, তার কোনই পুণ্য হবে না। লোকটি আবারও তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করতে বলায়, সে তৃতীয়বারেও জিজ্ঞাসা করল। তৃতীয়বারেও তিনি বললেন, তার কোন সাওয়াব হবে না।

২৫০৭ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو نَا شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي وَأَيْلٍ عَنِ أَبِي مُوسَى أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَقَاتِلُ لِلدِّينِ وَيُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ وَيُقَاتِلُ لِيُغْنِرَ وَيُقَاتِلُ لِيَرَى مَكَانَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ حَتَّى تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْأَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

২৫০৯। হাফস ইবন উমার আবু মুসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, কোনো লোক নাম প্রচারের জন্য যুদ্ধ করে, কেউ প্রশংসা পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করে, কেউ গনীমতের সম্পদ পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করে, আর কেউ তার শৌর্য বীর্য প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌছানো পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকল সে মহান আল্লাহর রাহে যুদ্ধরত গণ্য হবে।

২৫১০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَأَثَلِ حَدِيثًا

أَعْجَبَنِي فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ۝

২৫১০। আলী ইব্ন মুসলিম আম্র হতে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন, আমি আবু ওয়ায়েল হতে একটি চমৎকার হাদীস শুনেছি। এটুকু বলার পর তিনি উপরোক্ত হাদীসের মর্মে হাদীস বর্ণনা করলেন।

২৫১১- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْأَنْصَارِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الرَّوَّاحِ عَنِ

الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَنَانَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

يَأْرَسُوَلُ اللَّهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِنَّ قَاتَلْتَ مَا يَرَا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ

اللَّهُ مَا يَرَا مُحْتَسِبًا وَإِنْ قَاتَلْتَ مَرَاتِيًّا مَكَاثِرًا بَعَثَكَ اللَّهُ مَرَاتِيًّا مَكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَيِّ

حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قَاتَلْتَ بَعَثَكَ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ۝

২৫১১। মুসলিম ইব্ন হাতিম আল আনসারী আবদুল্লাহ ইব্ন 'আম্র (রা) মহানবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমাকে জিহাদ ও যুদ্ধ সম্বন্ধে বলুন, এর কোনটি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ? তিনি বলেন : হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র ! যদি তুমি ধৈর্যের সাথে আল্লাহর নিকট হতে পুণ্য লাভের আশায় যুদ্ধ কর তবে তোমাকে আল্লাহ্ দৃঢ় রাখবেন এবং পুণ্যও দান করবেন। আর যদি তুমি গর্বভরে লোক দেখানো যুদ্ধ কর, তবে আল্লাহ্ তোমাকে গর্বিত ও লোক দেখানোরূপে চিহ্নিত করবেন। হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র ! তুমি যে অবস্থায় যুদ্ধ কর বা মারা যাও তোমাকে সে অবস্থায় তোমার নিয়্যাত অনুযায়ী আল্লাহ্ উখিত করবেন।

২৭৬- بَابُ فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ

২৯৬. অনুচ্ছেদ : শাহাদাতের মর্যাদা

২৫১২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ

بِأَحَدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خَضِرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثَمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ

ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طَيْبَ مَا كُلُّهُمْ وَمَشْرِبَهُمْ وَمَقِيلَهُمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا إِنَّا

أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِنَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْتَلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أَبْلِغُهُمْ

عَنْكُمْ قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ ۝

২৫১২। উসমান ইবন আবু শায়বা ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের ভাইগণ উল্দের যুদ্ধে শহীদ হলেন, তখন আল্লাহ তাদের রুহসমূহ (আত্মা) সবুজ পাখির পেটে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তারা জান্নাতের বরনায় গিয়ে এর পানি, দুধ ও মধু পান করতে লাগলো এবং জান্নাতের ফল ভক্ষণ করতে লাগলো। এরপর জান্নাতের সুস্বাদু খাদ্য, পানীয় ও অবসর বিনোদনের স্বাদ গ্রহণের পর তারা বলে উঠল, আমাদের এরূপ অবস্থার কথা যে, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি ও পানাহার করছি, কে আমাদের ভাইদেরকে দুনিয়াতে পৌঁছিয়ে দেবে, যাতে তারা এটা শুনে জিহাদে অমনোযোগী না হয় এবং যুদ্ধে ভীর্ণতা প্রদর্শন না করে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমিই তাদেরকে তোমাদের অবস্থার কথা পৌঁছিয়ে দেবো। নবী করীম ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে **لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا** (অর্থঃ) “তোমরা মনে করো না যে, যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ দিয়েছে, তারা মৃত্যুবরণ করেছে, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট পানাহার গ্রহণ করছে” নাযিল করলেন।

২৯৬- بَابُ

২৯৭. অনুচ্ছেদ

২৫১৩- **حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا حَسَنَاءُ بِنْتُ مَعَاوِيَةَ الصَّرِيهِيَّةُ قَالَتْ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَنْ فِي الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَيْدُ فِي الْجَنَّةِ**

২৫১৩। মুসাদ্দাদ..... হাসনা বিন্ত মু'আবিয়া সুরাইমিয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে আমার চাচা (আসলাম) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, কে কে বেহেশতে যাবে? তিনি বললেন : নবী ও শহীদ বেহেশতে যাবেন, গর্ভাবস্থায় মৃত সন্তান বেহেশতে যাবে এবং জীবন্ত প্রোথিত সন্তান বেহেশতে যাবে।

২৯৮- بَابُ فِي الشَّهِيدِ يَشْفَعُ

২৯৮. অনুচ্ছেদ : শহীদ কর্তৃক সুপারিশ করা

২৫১৪- **حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ الْزِمَارِيُّ حَدَّثَنِي نِيرَانُ بْنُ عَتَبَةَ الْزِمَارِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ أَيُّتَاءُ فَقَالَتْ أَبْشِرُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْفَعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ صَوَابَهُ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ**

২৫১৪। আহমাদ ইবন সালিহ নিমরান ইবন উত্বা আল-যিমারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন ইয়াতীম ছেলে উম্মে দারদা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো যে, আমি (আমার স্বামী) আবু দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শহীদ ব্যক্তি তার পরিবারের সত্তরজন লোকের জন্য (আল্লাহ তা'আলার নিকট হাশরে) সুপারিশ করবেন।

(তাঁর সুপারিশ গৃহীত হবে)। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারী একজনের নাম রিবাহ্ ইবনুল ওয়ালীদই সঠিক (যারা ওয়ালীদ ইবন রিবাহ্ বলেছেন তা সঠিক নয়)।

২৯৭- بَابُ فِي النُّورِ يُرَىٰ عَنْ قَبْرِ الشَّهِيدِ

২৯৯. অনুচ্ছেদ : শহীদের কবর হতে নূর দৃষ্ট হওয়া

২৫১৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ نَا سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي

يَزِيدُ بْنُ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرَىٰ عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ.

২৫১৫। মুহাম্মাদ ইবন আমর আল-রাযী.....আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (আবিসিনিয়ার বাদশাহ্) নাজাশী মারা গেলেন, তখন আমরা বলাবলি করছিলাম, তাঁর কবরের ওপর নূর (আলো) সর্বদা দেখা যেতে থাকবে (সম্ভবত নাজাশী শাহাদাত বরণ করেছিলেন)।

৩০০- بَابُ

৩০০. অনুচ্ছেদ

২৫১৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَرْثَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرٍو بْنَ مِيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدِ السَّلْمِيِّ قَالَ أَخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَتَلَ أَحَدَهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ بِجُوعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قُلْتُمْ فَقُلْنَا دَعَوْنَا لَهُ وَقُلْنَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَالْحَقُّهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ صَلَاتِهِ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ شَكُّ شُعْبَةَ فِي صَوْمِهِ وَعَمَلِهِ بَعْدَ عَمَلِهِ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

২৫১৬। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর উবায়দ ইবন খালিদ আস-সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দিয়েছিলেন। তাদের একজন প্রথমে শহীদ হন আর অপরজন তার পরে কোন জুমু'আর দিনে অথবা এমন কোনো দিনে মারা যান। আমরা তার জানাযা আদায় করি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা এ ব্যক্তির ব্যাপারে কীরূপ দু'আ করলে? আমরা বললাম, আমরা তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেছি আর বলেছি, হে-আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা কর এবং তার সঙ্গী জাহ্নিমের সাথে মিলন ঘটিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে (প্রথম ব্যক্তির পরে) এ ব্যক্তি (জীবিত থেকে) যে সকল আমল, রোযা ও আমল (তার চাইতে অধিক পরিমাণে) করেছে, তা ক্রোধায় যাবে? (প্রকৃতপক্ষে) তাদের উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল ব্যবধান রয়েছে।

৩০১- بَابُ فِي الْجَعَائِلِ فِي الْغَزْوِ

৩০১. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে শ্রমদান

২৫১৮- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا ح وَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَعْنَى وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتَقَنَّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَلِيمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيَّ عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سَتَفْتَحُ عَلَيْكُمْ الْأَمْصَارَ وَسَتَكُونُ جُنُودَ مُجَنَّدَةً يَقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بَعُوثًا فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ الْبَعْثَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يُعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ مَنْ أَكْفَيْدِ بَعَثَ كَذَا أَكْفَيْدِ بَعَثَ كَذَا الْآ وَذَلِكَ الْأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قِطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ :

২৫১৭। ইব্রাহীম ইবন মুসা আর-রাযী আবু আইয়ুব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বহু শহর জয় করে এর উপর তোমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভারি সাজোয়া বাহিনী গঠিত হবে। তজ্জন্য তোমাদের প্রত্যেক গোত্র হতে সেনাদল গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়বে। তখন তোমাদের ব্যক্তি বিশেষ সেনাদলে যোগদান পছন্দ করবে না। তাই সে দল হতে কেটে পড়বে। তারপর গোত্রে গোত্রে গিয়ে নিজেকে সৈন্যদলে ভাড়ায় নেওয়ার জন্য পেশ করবে আর বলবে, কে তাকে পারিশ্রমিক দিয়ে কোনো সেনাদলে গ্রহণ করবে? তোমরা জেনে রেখ যে, সে ব্যক্তি তার রক্তের শেষবিন্দু দান করা পর্যন্ত ভাড়াটিয়া শ্রমিকই থাকবে (মুজাহিদের মর্যাদা পাবে না)।

৩০২- بَابُ الرِّخْصَةِ فِي أَخْلِ الْجَعَائِلِ

৩০২. অনুচ্ছেদ : অর্থের বিনিময়ে সৈন্য বা যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণের অনুমতি

২৫১৮- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصْبِئِيُّ نَا حَجَّاجٌ يَعْنِي بِن مُحَمَّدٍ ح وَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بِن وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ حَيْوَةَ بِن شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ شَفِيٍّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْغَازِيِ أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُ الْغَازِيِ .

২৫১৭। ইব্রাহীম ইবনুল হাসান আল-মাসসিসী আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গাযীর জন্য নির্ধারিত পুণ্য রয়েছে। গাযীকে যুদ্ধাস্ত্র ভাড়া দিয়ে সহায়তা দানকারী তার সহায়তার পুণ্য পাবেই অধিকন্তু গাযীর সমান পুণ্যেরও অধিকারী হবে।

৩০৩- بَابُ فِي الرَّجُلِ يَغْزُوا بِأَجْرِ الْخِدْمَةِ

৩০৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সেবার জন্য শ্রমিক নিযুক্ত হয়ে যুদ্ধ করে

২৫১৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّيَلِيِّ أَنَّ يَعْلى ابْنَ مَنِيَةَ قَالَ أَدْن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ

كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكْفِينِي وَأَجْرِي لَهُ سَهْمَةٌ فَوَجَدْتُ رَجُلًا فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا السَّهْمَانِ وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي فَسَمَّرَ لِي شَيْئًا كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَتُهُ أَرَدْتُ أَنْ أَجْرِي لَهُ سَهْمَةٌ فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيرَ فَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ فَقَالَ مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هُنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا دَنَانِيرَ التِّي سَمَّيْتُ .

২৫১৯। আহম্মাদ ইব্ন সালিহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্ন দায়লামী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ালা ইব্ন মুনাবিহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে যুদ্ধে বের হওয়ার জন্য আহ্বান করলেন। আমি খুবই বৃদ্ধ ছিলাম। আমার কোন খাদেম ছিল না। তাই এমন একজন শ্রমিক তালাশ করলাম, যে আমার সহায়তার জন্য যথেষ্ট হবে। তাকে একজন সৈনিকের প্রাপ্য অংশ মজুরী দেয়ার মনস্থ করলাম। সেরূপ এক ব্যক্তিকে পেয়েও গেলাম। যখন যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফেরার সময় নিকটবর্তী হল, তখন সে তার মজুরীর জন্য আমার নিকট উপস্থিত হল আর বলল, আমি সৈনিকের প্রাপ্যাদি সম্বন্ধে কিছুই জানি না, সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করায় আমার প্রাপ্য কত হবে তা-ও বুঝি না, আমাকে পরিমাণমত হোক বা না হোক কিছু মজুরী ঠিক করে দিন। আমি তখন তাকে তিন দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) মজুরী দানের সাব্যস্ত করলাম। এরপর যখন সৈনিকদের সেহাম (প্রাপ্যাংশ) উপস্থিত হল, তখন অন্যান্য সৈনিকের মতো তার প্রাপ্যাংশ তাকে দিতে চাইলাম, তারপর আমার মনে পড়ল, তার জন্য ময়ুরী নির্ধারিত তিন দীনার। আমি ব্যাপারটি নবী করীম ﷺ-এর নিকট গিয়ে সমাধানের জন্য উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন : তার জন্য এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ইহকাল ও পরকালে নির্ধারিত দীনার ছাড়া অপর কোন পুণ্য আছে বলে আমার মনে হয় না। (অর্থাৎ সে মুজাহিদ হিসেবে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করেনি, বরং শ্রমিক হিসেবে পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করেছে। অতএব, সে শুধু নির্ধারিত পারিশ্রমিক পাবে। মুজাহিদের মান-মর্যাদা, প্রাপ্যাংশ ও সাওয়াব কোন কিছুই ভাগী হবে না)।

৩০৮- بَابُ فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَآبَوَاهُ كَارِهَانِ

৩০৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মাতা-পিতাকে নারায় রেখে যুদ্ধে যেতে চায়

২৫২০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِيَانُ نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ جِئْتُ أَبَايَعَكَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَايَ يَبْكِيَانِ قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا .

২৫২০। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি হিজরত করে (আপনার সাথে যুদ্ধে গমনের জন্য) আপনার হাতে বায়'আত করতে এসেছি। কিন্তু আমার মাতাপিতা নারায় বিধায় কাঁদছেন। তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও। যেভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছ সেভাবে তাঁদেরকে হাসিয়ে তোলা।

২৫২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجَاهِدُ قَالَ أَلَيْكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْعَبَّاسِ هَذَا الشَّاعِرُ اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخٍ •

২৫২১। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর আবুল আব্বাস সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যুদ্ধ করব। তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ আছেন। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তাঁদের খিদমত করে তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ কর। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী আবুল আব্বাস একজন কবি। তাঁর আসল নাম আস-সাইব ইবন ফাররুখ।

২৫২২- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ فَقَالَ أَبُو أُمَى فَقَالَ إِذْنًا لَكَ قَالَ لَا قَالَ إِرْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنَّ إِذْنًا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبِرَّهِمَا •

২৫২২। সাঈদ ইবন মানসূর আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত যে, একজন লোক ইয়ামান হতে হিজরত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌছল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়ামানে তোমার কেউ রয়েছে কি? সে উত্তর করল, আমার পিতা-মাতা রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তারা উভয়ে তোমাকে হিজরত করতে অনুমতি দিয়েছেন কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে গিয়ে তাঁদের উভয়ের অনুমতি প্রার্থনা কর। যদি তাঁরা উভয়ে তোমাকে হিজরত করার ও যুদ্ধ করার অনুমতি দেন তবে ফিরে এসে জিহাদ কর, অন্যথায় তাঁদের উভয়ের খিদমত কর।^১

৩০৫- بَابُ فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ

৩০৫. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

২৫২৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ الْمَطَّهِرِ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِأُمَّ سَلِيمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَيْسَتَيْنِ الْمَاءِ وَيَدِ أَوْيَيْنِ الْجَرْحَى •

২৫২৩। আবদুস সালাম ইবন মুতাহহার আনাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সুলায়মকে যুদ্ধে নিয়ে যেতেন। আর আনসারী মহিলারাও সঙ্গে যেতেন। তারা সৈনিকদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পানি পান করাতেন এবং আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করতেন।^২

১. মুসলিম পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যোগদান করা বা হিজরত করা নিষিদ্ধ বলে এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। অবশ্য অমুসলিম পিতা-মাতার এ ব্যাপারে অনুমতি নেয়ার মুসলিম সন্তানের জন্য দরকার করে না। মুসলিম সন্তানের জন্য মুসলিম পিতা-মাতার সেবা যত্নের দ্বারা তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা জিহাদের শামিল! সে কারণে যুদ্ধে যোগদানের জন্য তাদের অনুমতি প্রয়োজন।
২. নারীরা তাদের স্বামী ও রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের সেবা সুশ্রদ্ধা করতেন। বেগানা পুরুষদের ব্যাপারে তাদের শরীর স্পর্শ না করে যথাসম্ভব পর্দার সাথে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করতেন।

৩০৬- بَابُ فِي الْغَزْوِ مَعَ أَيْمَةِ الْجَوْرِ

৩০৬. অনুচ্ছেদ : অত্যাচারী শাসকের সঙ্গে যুদ্ধ

২৫২৩- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نَشَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ الْكُفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَكْفِيرَهُ بِذَنْبٍ وَلَا تَخْرُجَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مِنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يَقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدِّجَالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرٌ جَائِرٌ وَلَا عَدْلٌ عَادِلٌ وَالْإِيمَانُ بِالْإِقْدَارِ .

২৫২৪। সাঈদ ইবন মানসূর আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঈমানের মূল হল তিনটি বিষয় : ১. যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়েছে, তাকে হত্যা ও কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা; ২. কোন পাপের কারণে তাকে কাফির না বলা এবং ৩. শিরক ও কুফরী কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য তাকে ইসলাম হতে বহিস্কার না করা। যখন থেকে আমাকে আল্লাহ নবী করেছেন তখন থেকেই জিহাদ চালু রয়েছে এবং চিরকাল থাকবে। শেষ পর্যন্ত আমার উম্মাতের শেষ দলটি দাঙ্গালের সাথে যুদ্ধ করবে। কোন অত্যাচারীর অত্যাচার এবং কোন বিচারকের বিচারে যুদ্ধ বাতিল হবে না এবং ভালমন্দ সব কিছু আল্লাহর পক্ষ হতে হয় বলে বিশ্বাস করাও প্রকৃত ঈমান।

২৫২৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْكَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَإِنْ عَمِلَ الْكِبَائِرَ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَإِنْ عَمِلَ الْكِبَائِرَ .

২৫২৫। আহমাদ ইবন সালিহ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শাসকের নির্দেশে যুদ্ধ করা তোমাদের ওপর অপরিহার্য, চাই সে সৎ হোক বা অসৎ। সালাত (নামায) তোমাদের উপর ফরয প্রত্যেক মুসলিমের পেছনে, সে (ইমাম) সৎ হোক অথবা অসৎ, যদিও সে কবীরা গুনাহ করে থাকে। আর জানাযার নামায প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয, মৃত ব্যক্তি সৎ হোক অথবা অসৎ, যদিও সে কবীরা গুনাহ করে থাকে।

৩০৮- بَابُ الرَّجُلِ يَتَّكِمِلُ بِمَالٍ غَيْرِهِ يَغْزُو

৩০৯. অনুচ্ছেদ : অন্যের মালপত্রের বোঝা বহন করে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে

২৫২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا عُبَيْدَةُ بْنُ حَمِيدٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ نُبَيْحِ الْعَنْزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو وَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ

وَالْأَنْصَارِ إِنْ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلَا عَشِيرَةٌ فَلْيَضْرِبْ أَحَدًا إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةَ فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلَّا عَقْبَةٌ كَعَقْبَةِ يَعْنِي أَحَدِهِمْ قَالَ فَضَمَّتْ إِلَى اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ مَالِي إِلَّا عَقْبَةً كَعَقْبَةِ أَحَدٍ مِنْ حَمَلِي ۝

২৫২৬। মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান আল-আন্বারী..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে বললেন, হে মুহাজির ও আনসার সম্প্রদায়ের লোকজন! তোমাদের মুসলিম ভাইদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যাদের যুদ্ধে ব্যয় করার মত নিজস্ব ধনসম্পদ নেই এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আত্মীয়স্বজনও নেই, তাদের দুই বা তিনজনকে তোমাদের প্রত্যেককে নিজের সঙ্গে शामिल করে নেয়া উচিত। তখন আমাদের কারো সঙ্গে একের অধিক মালবাহী পশু ছিল না যে, পালাক্রমে আরোহণ করা ছাড়া তাদেরকে নেয়া যায় না। জাবির (রা) বলেন, তখন আমি তাদের দু'জন বা তিনজনকে একের পর এক পালাক্রমে আমার বাহনে নেয়ার ব্যবস্থা করলাম।

৩০৮. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالْغَنِيمَةَ

৩০৮. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পুণ্য ও গণীমত লাভের আশায় যুদ্ধে যেতে চায়

২৫২৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى نَا مَعَاوِيَةَ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ بْنُ زُعْبِ الْأَيْدِي حَدَّثَنَا قَالَ قَالَ نَزَلَ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَوَالَةَ الْأَزْدِيُّ فَقَالَ لِي بَعَثْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِنَغْنَمَ عَلَيَّ أَقْدَامَنَا فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا وَعَرَفَ الْجُهُونَ فِي وَجْهِنَا فَقَامَ فِينَا فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَكْلِمَهُمْ إِلَيَّ فَاضْعَفْ عَنْهُمْ وَلَا تَكْلِمَهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا وَلَا تَكْلِمَهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي أَوْ عَلَى هَامَتِي ثُمَّ قَالَ يَا بَنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتْ أَرْضَ الْمَقْدَسَةِ فَقَدْ دَنَسَ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْأُمُورَ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةَ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ ۝

২৫২৭। আহমাদ ইবন সালিহ..... দামুরা ইবন যুগুব আল-আযাদী (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন হাওয়ালার আল-আযাদী (রা) একদিন আমার ঘরে মেহমান হলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সময়ে আমাদেরকে পদব্রজে যুদ্ধে পাঠালেন, যেন আমরা গণীমতের মাল লাভ করতে পারি। যুদ্ধ শেষে আমরা ফিরে আসলাম খালি হাতে, কোন গণীমত পাওয়া গেল না। এতে মহানবী ﷺ আমাদের চেহারা ক্লান্তির ছাপ অনুভব করলেন। তিনি আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! তাদেরকে তাদের ক্লান্তি দূর করার জন্য আমার দিকে সোপর্দ করো না এবং তাদের নিজের দিকেও সোপর্দ করো না, তাতে তারা অপারগ হয়ে যাবে। আর তাদেরকে লোকজনের হাতেও সোপর্দ করো না, তাতে তারা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এটা বলার পর তিনি আমার মাথার উপর হাত রেখে বললেন, হে হাওয়ালার পুত্র! যখন তুমি দেখতে পাবে যে, সিরিয়ার পবিত্র ভূমিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন মনে করবে যে, অধিক ভূমিকম্প, কষ্ট ও মহা-দুর্ঘটনা ঘনিয়ে এসেছে। আর কিয়ামত তখন লোকের এত নিকটবর্তী হবে, যেমন আমার এ হাত তোমার মাথার নিকটবর্তী।

৩০৭- بَابُ فِي الرَّجُلِ يَشْرِي نَفْسَهُ

৩০৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে নিজেকে বিক্রি করে দেয়

২৫২৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا حَمَادٌ أَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ مَرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَجِبَ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ عَنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْهَزَ يَعْنِي أَصْحَابَهُ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَّى أَهْرَيْقَ دَمَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَيْكَةِ انظُرُوا إِلَى عَبْدِى رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِى وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى حَتَّى أَهْرَيْقَ دَمَهُ •

২৫২৮। মুসা ইবন ইসমাঈল আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহ ঐ ব্যক্তির বিষয়ে বিশ্বয়বোধ করবেন, যে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে গিয়ে সঙ্গী-সাথীসহ পরাজিত হয়ে আল্লাহর হক সম্পর্কে নিজ কর্তব্য উপলব্ধি করে। তারপর কাফিরদের সঙ্গে মনে প্রাণে যুদ্ধ করার জন্য ফিরে আসে ও নিজের রক্ত বইয়ে দিয়ে শহীদ হয়। তখন আল্লাহ ফিরিশ্বতাদেরকে সন্বেধন করে বলে থাকেন, তোমরা আমার এ বান্দার প্রতি দেখ, সে আমার নিকট হতে সাওয়াব পাওয়ার আশায় এবং আমার আযাবের ভয়ে ফিরে এসে নিজের রক্ত দিয়েছে।

৩১০- بَابُ فِيْمَنْ يَسْلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

৩১০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ করে অকুস্থলে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে শহীদ হয়

২৫২৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَادٌ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَمْرٍو بْنَ أَقِيْشٍ كَانَ لَهُ رِبَاطٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَرِهَ أَنْ يَسْلِمَ حَتَّى يَأْخُذَهُ فَجَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ أَيْنَ بَنُو عَمِيٍّ قَالُوا بِأَحُدٍ قَالَ أَيْنَ فُلَانٌ قَالُوا بِأَحُدٍ قَالِ أَيْنَ فُلَانٌ قَالُوا بِأَحُدٍ فَلَبَسَ لَامَتَهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ فَلَمَّا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرٍو قَالَ إِنِّي قَدْ أَمَنْتُ فَقَاتَلَ حَتَّى جَرِحَ فَحِيلَ إِلَى إِيَّاهُ جَرِيْحًا فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لِأَخْتَبِ سَلِيْهِ حِمِيَّةً لِقَوْمِكَ أَوْ غَضَبًا لَّهُمْ أَوْ غَضَبًا لِلَّهِ فَقَالَ بَلْ غَضَبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ مَا صَلَّى لِلَّهِ صَلَوةً •

২৫২৯। মুসা ইবন ইসমাঈল আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। আমর ইবন আকইয়াশ (রা) -এর জাহিলী যুগে একটি ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। (ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ঘাঁটি হিসেবে লালনপালন করতো)। এ কারণে সে ইসলাম গ্রহণ করা পছন্দ করতো না, যে পর্যন্ত তা ধ্বংস না হয়। তারপর উহদের যুদ্ধের দিন সে এসে জিজ্ঞাসা করল, আমার চাচাত ভাইগণ কোথায়? লোকজন উত্তর দিল, তারা উহদের যুদ্ধে গিয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, অমুক কোথায়? লোকজন উত্তর দিল-উহদে। সে বলল, অমুক কোথায়? লোকজন উত্তর দিল, সকলেই উহদের যুদ্ধে

গিয়েছে। তখন সে তার যুদ্ধের বস্ত্র ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে তাদের অভিমুখে যাত্রা করল। যখন মুসলমানরা তাকে দেখতে পেল, তারা বলে ওঠল, হে আম্র! তুমি কি তোমার দিকে তাকবে, না কি আমাদের পক্ষে লড়াই করবে? সে বলল, আমি সবোমাত্র ঈমান এনেছি। তারপর সে কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। যুদ্ধ করতে করতে সে আহত হয়ে পড়ল। আর তাকে আহত অবস্থায় তার পরিবারের নিকট নেয়া হল। তখন সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) তার নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তার ভগ্নিকে বললেন, তুমি তোমার ভাইকে জিজ্ঞাসা কর, সে কি তোমাদের গোত্রীয় টানে যুদ্ধ করেছে না তাদের প্রতি বিরাগভাজন হয়ে যুদ্ধ করেছে, নাকি আল্লাহ্র গযবের ভয়ে যুদ্ধ করেছে? তখন সে নিজেই বলে উঠল, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের গযবের ভয়ে। অতঃপর সে মারা গেল এবং জান্নাতে প্রবেশ করল এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একবেলা নামাযও আদায় করতে হল না।

৩১১- بَابُ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بِسِلَاحِهِ

৩১১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজের অস্ত্রের আঘাতে মারা যায়

২৫৩০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَحْمَدُ كَذَا قَالَ هُوَ وَعَنْبَسَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ قَالَ أَحْمَدُ وَالصَّوَابُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ سَلِمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ لَهَا كَانَ يَوْمًا خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَنِيدًا فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَفَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ وَشَكُّوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاتَ جَاهِدًا مَجَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ سَلِمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مَجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرَةٌ مَرَّتَيْنِ .

২৫৩০। আহমাদ ইব্ন সালিহ সালামা ইব্নুল আকওয়া' (রা) বলেছেন, খায়বার যুদ্ধের দিন আমার ভাই দারুণভাবে যুদ্ধ করলেন। ঘটনাক্রমে তাঁর নিজের তরবারি ফিরে এসে তাঁর নিজের গায়ে আঘাত হানল। এতে তিনি মারা গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁর এহেন মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে আপত্তি করলেন, এক ব্যক্তি নিজের অস্ত্রের আঘাতে মারা গেছেন, (তিনি মনে হয় শহীদ হননি)। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে মুজাহিদ হিসেবে জিহাদ করতে করতে মারা গেছে। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী ইব্ন শিহাব (র) বলেন, এরপর আমি সালামা ইব্নুল আকওয়া' (রা)-এর এক পুত্রকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁর পিতা হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন, তদুপরি তিনি অতিরিক্ত কিছু কথা বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তারা ভুল করেছে। আসলে সালামা মুজাহিদ হিসেবে জিহাদ করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছে। সে দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হয়েছে।

২৫৩১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيدُ عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سَلَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَغْرَنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ فَضْرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ وَأَصَابَ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخُوكُمْ يَأْمَعُشَرُ الْمُسْلِمِينَ فَايْتَدْرَهُ النَّاسُ

فَوْجًا وَهُوَ قَدْ مَاتَ فَلَفَّهٗ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثِيَابِهِ وَدَمَائِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهِيدٌ هُوَ
قَالَ نَعَمْ وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ •

২৫৩১। হিশাম ইবন খালিদ..... মু'আবিয়া ইবন আবু সালাম নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীদের কোন এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা জুহায়না বংশের এক গোত্রের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চাললাম। তখন মুসলমানদের এক ব্যক্তি কাফিরদের এক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে তার উপর তরবারির আঘাত হানে। সে তরবারির আঘাত ভুলক্রমে কাফিরকে অতিক্রম করে তার নিজের গায়েই পতিত হল এবং তিনি ভীষণভাবে আহত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে মুসলমানের দল! তোমাদের ভাই কোথায়, তার খবর লও। লোকজন তাঁর দিকে দৌড়ে গিয়ে দেখতে পেল যে, তিনি মারা গেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃতদেহ তাঁরই রক্তাক্ত কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন এবং জানাযার নামায পড়ে তাঁকে দাফন করলেন। এরপর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি কি শহীদ হয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে শহীদ হয়েছে, আর আমি এর সাক্ষী।

৩১২- بَابُ الرَّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

৩১২. অনুচ্ছেদ : শত্রুর মোকাবিলার সময় দু'আ করা

٢٥٣٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ نَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثِنْتَانِ لِأَتْرَدَانِ أَوْ قَلَّ مَا تَرَدَّانِ الرَّعَاءِ عِنْدَ النَّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ
حِينَ يَلْحَرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ مُوسَى وَحَدَّثَنِي رِزْقُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ
بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَقْتُ الْمَطْرِ •

২৫৩২। আল-হাসান ইবন আলী সাহল ইবন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'সময়ের দু'আ (কবূল না হয়ে) ফেরত আসে না। ১. আযানের সময়ের দু'আ, ২. যুদ্ধের সময়ের দু'আ, যখন একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। অত্র হাদীসের মধ্যবর্তী রাবী মুসা অপর সনদে উক্ত সাহাবী হতে এ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন, বৃষ্টির সময়ও দু'আ কবূল হয়।

৩১৩- بَابُ فِي مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ

৩১৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট শাহাদাত কামনা করেন

٢٥٣٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مَرْوَانَ وَابْنُ الْهَيْثَمِيِّ قَالَا نَا بَقِيَّةٌ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ يَزِيدُ
إِلَى مَكْحُولٍ إِلَى مَالِكِ ابْنِ يَخْضَمٍ أَنَّ مَعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقٍ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ

فَانَّ لَهُ أَجْرٌ شَهِيدٍ زَادَ بِنُ الْمُصْقَى مِنْ هُنَا وَمَنْ جَرِحَ جَرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نَكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجْرِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهَا كَانَتْ لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خَرَجٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَاعِعَ الشُّهُورِ ۝

২৫৩৩। হিশাম ইবন খালিদ আবু মারওয়ান ও ইবন মুসাফফা মু'আয ইবন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি উটের দু'বেলা দুধ দোহনের মধ্যবর্তী ফাঁকের সময়টুকুও যুদ্ধে ব্যয় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়। আর যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নিকট নিজের জান কুরবান করার প্রার্থনা জানায়, তারপর সে ঘরেই মারা যায় বা নিহত হয়, তার জন্য একজন শহীদের পুণ্য অবধারিত। ইবন মুসাফফা বর্ণিত অত্র হাদীসে এরপর আরও অধিক বলা হয়েছে যে, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে গিয়ে শত্রুর আঘাতে আহত হল অথবা অন্য কোন দুর্ঘটনার শিকার হল, তবে কিয়ামতের দিন উক্ত ক্ষতস্থান যাকরানের রং-এর মত উজ্জ্বল রং ধারণ করবে এবং তথা হতে মিশ্ক আশ্বরের সুগন্ধ ছড়াতে থাকবে। আর জিহাদরত অবস্থায় যার শরীরে ফোঁড়া, পাঁচড়া ইত্যাদি দেখা দেয় তার শরীরে শহীদের মোহর অংকিত হবে।

৩১৪- بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ جَزْ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابَهَا

৩১৪. অনুচ্ছেদ : ঘোড়ার কপালের পশম ও লেজ কাটা ঠিক নয়

২৫৩৪- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ حَمِيْدٍ وَنَا حَشِيْشُ بْنُ اَصْرَآ نَا اَبُو عَاصِمٍ جَمِيْعًا عَنْ ثُوْرٍ بِنِ يَزِيْدَ عَنْ نَضْرِ الْكِنَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ وَقَالَ اَبُو تَوْبَةَ عَنْ ثُوْرٍ بِنِ يَزِيْدَ عَنْ شَيْخٍ مِّنْ بَنِي سَلِيْمٍ عَنْ عْتَبَةَ بِنِ عَبْدِ السَّلْمِيِّ وَهَذَا لَفْظُهُ اِنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَقْصُوا نَوَاصِي الْخَيْلِ وَلَا مَعَارِفَهَا وَلَا اَذْنَابَهَا فَإِنَّ اَذْنَابَهَا مِنْ اَبْهَائِهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا وَنَوَاصِيهَا مَعْقُوْدٌ فِيْهَا الْخَيْرُ ۝

২৫৩৪। আবু তাওবা উত্বা ইবন আব্দ আস-সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, তোমরা ঘোড়ার কপালের পশম কাটবে না, ঘাড়ের পশম কাটবে না এবং লেজের পশমও না। কারণ, এর লেজ হল মশা-মাছি বিতাড়নের হাতিয়ার, আর ঘাড়ের পশম শীতের বস্ত্র স্বরূপ এবং কপালের পশম সৌভাগ্যের প্রতীক।

৩১৫- بَابُ فِيْمَا يَسْتَحَبُّ مِنَ الْاَلْوَانِ الْخَيْلِ

৩১৫. অনুচ্ছেদ : ঘোড়ার যেসব রং প্রিয়

২৫৩৫- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا هِشَاْمُ بْنُ سَعِيْدِ الطَّلِقَانِيِّ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَهَاجِرِ الْاَنْصَارِيِّ حَدَّثَنِي عَقِيْلُ بْنُ سَيْبٍ عَنْ اَبِيْ وَهْبِ الْجَشْمِيِّ وَكَانَتْ لَهَا مَحَبَّةٌ قَالَ قَالَ ﷺ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ اَغْرٌ مَّحَجَّلٍ اَوْ اَشْقَرٌ اَغْرٌ مَّحَجَّلٍ اَوْ اَدْمَرٌ اَغْرٌ مَّحَجَّلٍ ۝

২৫৩৫। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ্ আবু ওয়াহ্ব আল-জুশামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা ঘোড়া কেনার সময় কপাল সাদা, লাল-কালো মিশ্রিত উজ্জ্বল রং-এর অথবা পা সাদা, উজ্জ্বল লাল রং-এর অথবা শরীর কালো এবং কপাল ও পায়ে সাদা চিত্রা রং-এর ঘোড়া বেছে নিও।

২৫৩৬। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ نَا أَبُو الْمَغِيرَةِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهَاجِرٍ نَا عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ أَشْقَرٍ أَغْرَ مَكَجَلٍ أَوْ كَمَيْتٍ أَغْرَ فَنَزَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ مَهَاجِرٍ وَسَأَلْتَهُ لِمَ فَضَّلَ الْأَشْقَرُ قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوَّلُ مَا جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ أَشْقَرٍ .

২৫৩৬। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ আততায়ী ইব্ন ওয়াহ্ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা ঘোড়া নেয়ার সময় উজ্জ্বল লাল রং-এর অথবা কালো চিত্রা রং-এর ঘোড়া গ্রহণ করবে। বাকি অংশ উপরোক্ত হাদীসের মতো বর্ণনা করলেন। অত্র হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাজির বলেন, আমি আমার শায়খকে (উস্তাদকে) জিজ্ঞাসা করলাম, লাল রং-এর ঘোড়াকে কেন মর্যাদা দেয়া হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন; নবী করীম ﷺ একদল সৈন্য যুদ্ধে পাঠানোর পর দেখলেন, সর্বাপ্রায়ে যুদ্ধে জয়লাভ করে যে ব্যক্তি ফিরে এসেছে সে উজ্জ্বল লাল রং-এর ঘোড়ায় আরোহী।

২৫৩৭। حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَيْسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُنُّ الْخَيْلُ فِي شِقْرِهَا .

২৫৩৭। ইয়াহইয়া ইব্ন মুঈন ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: লাল রং-এর ঘোড়াসমূহে বরকত নিহিত রয়েছে।

২৫৩৮। حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقْمِيُّ نَا مَرْوَانَ بْنُ مَعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ نَا أَبُو زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْبِي الْأَثْنَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا .

২৫৩৮। মুসা ইব্ন মারওয়ান আর-রুকী..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাদী ঘোড়াকে ফার্স (فرس) নামে আখ্যায়িত করতেন।

৩১৬- بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

৩১৬. অনুচ্ছেদ : ঘোড়ার মধ্যে যা অপছন্দনীয়

২৫৩৯। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ سَلْرِ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ وَالشِّكَالَ يَكُونُ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيَمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيَسْرَى أَوْ فِي يَدِهِ الْيَمْنَى وَفِي رِجْلِهِ الْيَسْرَى .

২৫৩৯। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ শেকাল ঘোড়া অপছন্দ করতেন। শেকাল হ'ল ঐ ঘোড়া যার পেছনের ডান পা ও সামনের বাম পা সাদা অথবা পেছনের বাম পা ও সামনের ডান পা সাদা।

৩১৮- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ

৩১৭. অনুচ্ছেদ : পশু-পক্ষীদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে যে সকল নির্দেশ রয়েছে

২৫২০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا مِسْكِينَ يَعْنِي ابْنَ بَكْرِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْجَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنْظَلِيَّةَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرَهُ بِبَطْنِهِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمَعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُّوهَا صَالِحَةً .

২৫৪০ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী সাহল ইব্ন হানযালিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার অনাহারে পেট ও পিঠ একত্র হয়ে গিয়েছিল। তা দেখে মহানবী ﷺ বললেন, তোমরা এ সকল বোবা পশুদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ সবল রাখ ও সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহণ কর এবং খাওয়ার সময়ও সুস্থ সবল প্রাণীর গোশত খাও।

২৫৪১- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا مَهْدِيٌّ نَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَرَدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَاسْرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَذَا أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ قَالَ فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاذًا جَمَلًا فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَاتَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَسَمِعَ ذَفْرَاهُ فَسَكَتَ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ لِمِنْ هَذَا الْجَمَلِ فَجَاءَ فَنَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فَاتَهُ شَكَا إِلَى أَنْكَ تَجِيعُهُ وَتَنَبُّهُ .

২৫৪১। মূসা ইব্ন ইসমাইল আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর খচ্চরের পিঠে তাঁর পেছনে বসালেন। তারপর তিনি আমাকে গোপনে একটি কথা বললেন, এবং তিনি বললেন : কাউকেও বলবে না। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য রাসূল ﷺ-এর দু'টি স্থান খুবই পছন্দনীয় ছিল, ১. কোন উঁচু স্থান অথবা ২. গাছের ঝাড়। একবার তিনি একজন আনসারীর বাগানে প্রবেশ করলেন। তখন হঠাৎ একটি উট দেখা গেল। সেটি নবী করীম ﷺ-কে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হিঁ হিঁ শব্দে আওয়াজ করে কাঁদতে লাগলো। দু'চোখ হতে অশ্রুধারা বইতে লাগলো। নবী করীম ﷺ তার কাছে গেলেন এবং তার মাথার পেছন দিকে হাত রেখে দু'কানের গোড়া পর্যন্ত মুছে দিলেন। তাতে সে চুপ করে গেল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ উটটি কার? এর মালিক কে? আনসার সম্প্রদায়ের এক যুবক বের হয়ে এসে উত্তর দিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা আমার উট। মহানবী ﷺ বললেন, আল্লাহ যে তোমাকে এ চতুষ্পদ জন্তুটির মালিক করেছেন, তুমি কি এর তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো না? সে আমার নিকট তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো যে, তুমি তাকে অভ্যস্ত রাখ এবং তাকে কষ্ট দাও।

২৫২২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَيْتًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْمُهُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ مِنْهُ الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِي فَنَزَلَ الْبَيْتَ وَمَلَأَ خُفَّهُ فَأَمْسَكَ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَنَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ •

২৫৪২। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা আল-কানাবী..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক ব্যক্তি পায়ে হেঁটে রাস্তায় চলতে চলতে অধিক পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। সে একটি পানির কূপ পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করল। কূপ হতে উঠে এসে দেখতে পেল যে, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার তাড়নায় কাদা মাটি চাটছে। লোকটি মনে মনে বলল, নিশ্চয়ই এ কুকুরটির পিপাসা লেগেছে যেমনটি আমার লেগেছিল। সে কূপে নেমে তার চামড়ার মোজা পানিভর্তি করে তার মুখে নিয়ে উপরে ওঠল, আর কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ তা'আলা এতে খুশি হলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পশুদের প্রতি সদয় হলেও কি আমাদের পুণ্য হবে? তিনি উত্তর করলেন, প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীকে পানি পান করানোর মধ্যে সাওয়াব রয়েছে।

৩১৮- بَابُ فِي نَزْوِلِ الْمَنَازِلِ

৩১৮. অনুচ্ছেদ ৪ গন্তব্যে পৌঁছার পর করণীয়

২৫২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَأَنْتَسِحَّ حَتَّى نُحِلَّ الرَّحَالَ •

২৫৪৩। মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমরা দুপুরের সময় যখন কোন মনযিলে বিশ্রাম নেয়ার জন্য ঘোড়া বা উটের পৃষ্ঠ হতে নামতাম, তখন এর পিঠ হতে মালপত্র ও গদি অপসারণ করে ভারবাহী পশুকে আরাম দানের পূর্বে নিজেরা কোন নামায পড়তাম না (অর্থাৎ আরাম করতাম না)।

৩১৯- بَابُ فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالْأَوْتَارِ

৩১৯. অনুচ্ছেদ ৪ ধনুকের তার দিয়ে ঘোড়ার গলায় মালা বাঁধা

২৫২৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو وَبْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ فَارْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ لَا تَبْقَيْنَ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ فَلَادَةٌ مِنْ وَتْرٍ وَلَا فَلَادَةٌ إِلَّا قَطَعَتْ قَالَ مَالِكٌ أَرَى أَنَّهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ •

২৫৪৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা আল-কানাবী..... আব্বাদ ইব্ন তামীম (র) হতে বর্ণিত। আবু বিশ্ব আল-আনসারী (রা) তাকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যামিদ ইব্ন হারিসা (রা)-কে এ মর্মে একজন দূত হিসাবে পাঠালেন। অত্র হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ ইব্ন আবু বাকর বলেন, আমার মনে হয় যে, আমাদের শায়খ বলেছেন, লোকজন যার যার ঘরে ছিল। তাদের উটের গলায় ধনুকের তারের কিলাদা (গলাবন্ধ) ছিল; যেন তিনি তা কেটে দেন। সে মতে সকল গলাবন্ধ কেটে দেয়া হয়েছে। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী মালিক বলেন, আমার ধারণা যে, বদ নযর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই ঐরূপ কিলাদা পশুর গলায় ব্যবহার করা হতো।

৩২০- بَابُ فِي إِكْرَامِ الْخَيْلِ وَارْتِبَاطِهَا

৩২০. অনুচ্ছেদ : ঘোড়ার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হওয়া

২৫২৫- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالِقَانِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَهْجَرِ حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَيْبٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَشِيِّ وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِرْتَبَطُوا الْخَيْلَ وَأَمْسَكُوا بِنَوَاصِيهَا وَإِعْجَازِهَا أَوْ قَالَ أَكْفَالِهَا وَقَلْدُوهَا وَلَا تَقْلُدُوهَا بِالْأَوْتَارِ

২৫৪৫। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ আবু ওয়াহ্ব আল-জুশামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ঘোড়া প্রতিপালন কর। আর এর কপালের পশম ও ঘাড়ের পশম যত্নসহ মুছে দিও এবং এর গলায় নিদর্শনের মালা (কিলাদা) পরিয়ে দিও। কিন্তু (অন্ধ যুগের বদ রসমী) ধনুক তারের কবজ পরায়ো না। (যা বদ নযর হতে বাঁচার আশায় পরানো হতো)।

৩২১- بَابُ فِي تَعْلِيْقِ الْأَجْرَاسِ

৩২১. অনুচ্ছেদ : পশুদের গলায় ঘণ্টা ঝুলানো

২৫২৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَكْبِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْأَجْرَاسِ مَوْلَى أُمَّ حَبِيبَةَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَكَةَ رَفَقَةً فِيهَا جَرَسٌ

২৫৪৬। মুসাদ্দাদ..... উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (রহমতের) ফিরিশ্তাগণ ঐ সকল পথিক দলের সঙ্গে থাকেন না যাদের পশুর গলায় ঘণ্টা রয়েছে।

২৫২৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا سَهِيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَصْحَبُ الْمَلَكَةَ رَفَقَةً فِيهَا جَرَسٌ أَوْ كَلْبٌ

২৫৪৭। আহমাদ ইব্ন ইউনুস আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (রহমতের) ফিরিশ্তাগণ সে পথিক দলের সহগামী হন না, যাদের মধ্যে ঘণ্টা অথবা কুকুর থাকে।

২৫২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي سَلِيمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْجَرَسِ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ

২৫৪৮। মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন :
ঘণ্টার মধ্যে শয়তানের নাচন-কাঠি রয়েছে।

৩২২- بَابُ فِي رُكُوبِ الْجَلَالَةِ

৩২২. অনুচ্ছেদ : পায়খানাখোর পশুর পিঠে আরোহণ

২৫৪৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الرَّارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى عَنْ رُكُوبِ الْجَلَالَةِ •

২৫৪৯। মুসাদ্দাদ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পায়খানাখোর উটের পিঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২৫৫০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْحٍ الرَّازِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ نَا عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يَرْكَبَ عَلَيْهَا •

২৫৫০। আহমাদ ইব্ন আবু সুরাইহ আল-রাযী ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের মধ্যে পায়খানাখোর উট ক্রয় করতে এবং এর পিঠে আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন।

৩২৩- بَابُ فِي الرَّجْلِ يُسَمَّى دَابَّتَهُ

৩২৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার পশুর নাম রাখে

২৫৫১- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عَفِيرٌ •

২৫৫১। হানাদ ইব্ন আস-সারী..... মু'আয (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে একটি গাধার পিঠে আরোহণ করেছিলাম যাকে উফায়র বলা হতো।

৩২৪- بَابُ فِي النَّدَاءِ عِنْدَ النَّفِيرِ يَا خَيْلَ اللَّهِ أَرْكَبِي

৩২৪. অনুচ্ছেদ : “হে আল্লাহর ঘোড়সাওয়ার! ঘোড়ায় আরোহণ কর” বলে যুদ্ধ-যাত্রার ডাক দেয়া

২৫৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفِينٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ أَنَا سَلِيمَانَ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سُرَّةَ بْنِ جُنْدَبٍ حَدَّثَنِي خَبِيبُ بْنُ سَلِيمَانَ بْنِ سُرَّةَ عَنْ سُرَّةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَمَا بَعْدَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَى خَيْلَنَا خَيْلَ اللَّهِ إِذَا قَرَعْنَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا قَرَعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرَ وَالسَّكِينَةَ وَإِذَا قَاتَلْنَا •

২৫৫২। মুহাম্মাদ ইবন দাউদ ইবন সুফইয়ান..... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘোড়াকে শত্রু-ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার সময় “আল্লাহর ঘোড়া” নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে, যখন আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হতাম তখন একজোট হয়ে ধৈর্যের সাথে শান্ত ও অটল থাকার নির্দেশ দিতেন।

৩২৫- بَابُ النَّهْيِ عَنِ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ

৩২৫. অনুচ্ছেদ : পশুকে অভিশাপ দেয়া নিষেধ

২৫৫৩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا هَذِهِ فَلَانَةٌ لَعْنَتٌ رَاحِلَتَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ضَعُوا عَنْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ فَوَضَعُوا عَنْهَا قَالَ عِمْرَانُ فَكَانَتْ تُنْظَرُ إِلَيْهَا نَاقَةٌ وَرَقَاءٌ •

২৫৫৩। সুলায়মান ইবন হার্ব ইমরান ইবন হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ কোন এক সফরে যেতে যেতে পথিমধ্যে অভিশাপের বাণী শুনতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এ অভিশাপ? লোকজন উত্তর করলেন, এক রমনী তার ভারবাহী পশুকে অভিশাপ দিচ্ছে। নবী করীম ﷺ বললেন : তোমরা এর পিঠ হতে তাকে তার মালপত্রসহ নামিয়ে ফেল, যেন সে চড়তেই না পারে। কারণ তার পশুটি তো অভিশপ্ত প্রাণী। লোকজন তাকে নামিয়ে ফেলল। ইমরান (অত্র হাদীসের রাবী) বলেন, আমি যেন এখনও উক্ত পশুটিকে দেখতে পাচ্ছি যে, তা একটি সাদা-কালো মিশ্রিত উটনী ছিল।

৩২৬- بَابُ فِي التَّكْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِرِ

৩২৬. অনুচ্ছেদ : পশুদের মধ্যে লড়াই লাগানো

২৫৫৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَدَا عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَّاهٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَاتِ عَنْ مَجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّكْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِرِ •

২৫৫৪। মুহাম্মাদ ইবন আল-আলা..... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পশুদের মধ্যে লড়াই লাগাতে নিষেধ করেছেন।

৩২৭- بَابُ فِي وَسْرِ الدَّوَابِّ

৩২৭. অনুচ্ছেদ : পশুর গায়ে দাগ দেয়া

২৫৫৫- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَخِي لِي حِينَ وَلَدَ لِيحْنِكَ فَإِذَا هُوَ فِي مِرْبَدٍ يَسِرُّ غَنَمًا أَحْسَبُهُ قَالَ فِي إِذَانِهَا •

২৫৫৫। হাফস ইব্ন উমার..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আমার একটি নবজাত ভাইকে নিয়ে 'তাহ্নীক' (মুখের ভেতর নবীজীর পবিত্র থুথু দিয়ে পবিত্রকরণ) করার জন্য নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেলাম, তিনি ঐ সময় ছাগল বাঁধার ঘরে গিয়ে ছাগলের সম্ভবত কানে দাগ লাগাচ্ছেন।

৩২৪- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوَسْرِ فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ

৩২৮. অনুচ্ছেদ : মুখমণ্ডলে দাগ লাগানো এবং আঘাত করা নিষেধ

২৫৫৬। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর জাবির (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ-এর নিকট দিয়ে মুখমণ্ডলে পোড়া দাগ দেয়া একটি গাধা অতিক্রম করার সময় তিনি বলে উঠলেন, তোমাদের নিকট কি এ খবর পৌছায়নি যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছি, যে পশুর মুখমণ্ডলে পোড়া লোহা দ্বারা দাগ লাগায় বা এর মুখের উপর আঘাত করে। এ বলে তিনি তা নিষেধ করলেন।

৩২৯- بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَمْرِ تَنْزِي عَلَى الْخَيْلِ

৩২৯. অনুচ্ছেদ : গাধায়-ঘোড়ায় পাল লাগানো ঠিক নহে

২৫৫৭। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি খচ্চর হাদীয়াস্বরূপ প্রদান করা হয়েছিল। তিনি এর উপর আরোহণ করেছিলেন। তখন আলী (রা) বললেন, আমরা যদি গাধার সাথে ঘোড়ার পাল দিতাম, তবে এরূপ খচ্চর পেতে পারতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যারা ভালো-মন্দের স্বাভাবিক জ্ঞান রাখে না, তারাই এরূপ করে থাকে।

৩৩০- بَابُ فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةِ عَلَى دَابَّةٍ

৩৩০. অনুচ্ছেদ : এক পশুর ওপর তিনজন আরোহণ করা

২৫৫৮। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর জাবির (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ-এর নিকট দিয়ে মুখমণ্ডলে পোড়া দাগ দেয়া একটি গাধা অতিক্রম করার সময় তিনি বলে উঠলেন, তোমাদের নিকট কি এ খবর পৌছায়নি যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছি, যে পশুর মুখমণ্ডলে পোড়া লোহা দ্বারা দাগ লাগায় বা এর মুখের উপর আঘাত করে। এ বলে তিনি তা নিষেধ করলেন।

اسْتَقْبَلَ أَوْلًا جَعَلَهُ أَمَامَهُ فَاسْتَقْبَلَ بِي فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِحَسَنِ أَوْ حُسَيْنٍ فَجَعَلَهُ خَلْفَهُ
فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ وَإِنَّا لَكَنَّا لِكَذِّكَ •

২৫৫৮। আবু সালিহু মাহবুব ইব্ন মুসা আবদুল্লাহু ইব্ন জা'ফর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন কোন সফর হতে ফেরার সময় মদীনার নিকটবর্তী হতেন, তখন আমাদেরকে সাদর সন্তোষ জানাতেন। আমাদের মধ্যে যাকেই সর্বাঙ্গে সম্মুখে পেতেন তাকে তাঁর সামনে সাওয়ারীতে উঠিয়ে নিতেন। একদিন আমাকে সর্বাঙ্গে সম্মুখে পেয়ে তাঁর সামনে বসালেন। তারপর হাসান বা হুসাইনকে স্বাগতম জানিয়ে তাঁর পেছনে বসালেন। তারপর এরূপ এক পশুর ওপর তিনজন আরোহী অবস্থায় আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম।

৩৩১- بَابُ فِي الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ

৩৩১. অনুচ্ছেদ : সাওয়ারী পশুর ওপর অবস্থান করা

٢٥٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا وَظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَبْلُغُوا إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَاعْلَمُوا فَاقْضُوا حَاجَاتِكُمْ •

২৫৫৯। আবদুল ওয়াহাব ইব্ন নাজদা আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের ভারবাহী পশুর পিঠে মিষার বানিয়ে বসে থাকা পরিত্যাগ করবে, অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে এর পিঠে বসে থাকবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিতরূপে তাদেরকে তোমাদের আনুগত্যে বাধ্য করে দিয়েছেন, এ জন্য যে, তোমরা জান হালাকী কষ্ট না করে যেখানে পৌছতে পারতে না, সেখানে তারা তোমাদেরকে পৌছে দেয়। আর তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে স্থিতিশীল করে দিয়েছেন। তোমরা এর উপর তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ কর।

৩৩২- بَابُ فِي الْجَنَائِبِ

৩৩২. অনুচ্ছেদ : আরোহীবিহীন উট

٢٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا ابْنُ أَبِي قَدَيْكٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَكُونُ إِبِلٌ لِلشَّيْطَانِ وَيَبُوتٌ لِلشَّيْطَانِ فَأَمَّا إِبِلُ الشَّيْطَانِ فَقَدْ رَأَيْتَهَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِجَنِيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْنَهَا فَلَا يَعْلُو بِعَيْرٍ مِنْهَا وَيَمُرُّ بِأَخِيهِ قَلَّ أَنْقَطَعَ بِهِ فَلَا يَحْمِلُهُ وَأَمَّا يَبُوتُ الشَّيْطَانِ فَلَمْ أَرَهَا كَانَ سَعِيدٌ يَقُولُ لَا أَرَاهَا إِلَّا هَذِهِ الْأَفْصَاصَ الَّتِي يَسْتُرُ النَّاسُ بِالرِّبَابِ •

২৫৬০। মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিছু উট শয়তানের জন্য আর কিছু ঘর শয়তানের জন্য হয়ে থাকে। শয়তানের উট হ'ল ঐগুলো- তুমি বর্তমানে দেখতে পাবে যে, তোমাদের কেউ আরোহীবিহীন উটসমূহ নিয়ে চরাতে বের হয় আর লতাপাতা খাইয়ে একে মোটা তাজা করে তোলে, তবুও কোন উটের পিঠে নিজে আরোহণ করে না। আর তার অপর ভাই পদব্রজে উট চরাতে চরাতে দুর্বল হয়ে পড়লেও তাকে কোনো উটের পিঠে আরোহণ করতে দেয় না। আর শয়তানের ঘর, তা আমি দেখিনি। সাঈদ বলেন, শয়তানের ঘর হ'ল উটের পিঠের ঐ গদিসমূহ যা মোটা রেশমী কাপড় দিয়ে লোকেরা ঢেকে রাখে। আমি তা দেখিনি।

৩৩৩- بَابُ فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ

৩৩৩. অনুচ্ছেদ : চলার গতি দ্রুতকরণ

২৫৬১- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَادٌ أَنَا سَهِيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخُصْبِ فَأَعْطُوا الْأَيْلَ حَقَّهَا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَاسْرِعُوا السَّيْرَ فَإِذَا أَرَدْتُمْ التَّعْرِيشَ فَتَنَكَّبُوا عَنِ الطَّرِيقِ •

২৫৬১। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন সবুজ ঘাস বা বাগানের মধ্য দিয়ে সফর কর, তখন উটকে তার হক দান করো। আর যখন তোমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত মরুপ্রান্তে সফর করবে তখন ভ্রমণের গতি দ্রুততর করবে। তারপর রাত যাপনের ইচ্ছা করলে পথ হতে সরে পড়বে।

২৫৬২- حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا هِشَاءٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُنَّ قَالَ بَعْدُ قَوْلِهِ حَقَّهَا وَلَا تَعْدُوا الْمَنَازِلَ •

২৫৬২। উসমান ইব্ন আবু শায়বা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) নবী করীম ﷺ হতে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় “উটকে তার হক প্রদান করো” কথাটির পরে “এবং বিশ্রামাগার অতিক্রম করো না” বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে।

৩৩৪- بَابُ فِي الدَّلَجَةِ

৩৩৪. অনুচ্ছেদ : রাতের প্রথমভাগে ভ্রমণ

২৫৬৩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ نَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِاللَّجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَطْوِي بِاللَّيْلِ •

২৫৬৩। আমর ইব্ন আলী আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা রাতের বেলা ভ্রমণ কর। কারণ রাতে যমীন সংকুচিত হয়ে যায়।

৩৩৫- بَابُ رَبِّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

৩৩৫. অনুচ্ছেদ : ভারবাহী পশুর মালিক উহার পিঠে সামনে বসার অধিক হক্‌দার

২৫৬৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتِ الْمُرُوزِيِّ حَدَّثَنِى عَلَى بْنِ حُسَيْنٍ حَدَّثَنِى أَبِي حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي جَاءَ الرَّجُلُ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَكَبُ وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرٍ دَابَّتِكَ مِنِّي إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي قَالَ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتَهُ لَكَ فَرَكِبَ .

২৫৬৪। আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সাবিত আল্ মারওয়ায়ী আবদুল্লাহ্ ইবন বুরায়দা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা বুরায়দা (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পদব্রজে চলছিলেন, তখন একজন লোক একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার এ গাধার পিঠে আরোহণ করুন। এটা বলার পর সে একটু পেছনে সরে নবীজীর জন্য সামনে বসার জায়গা করে দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, না আমি এরূপে চড়তে পারি না। তুমি গাধাটির মালিক হিসেবে এর সামনের দিকে বসার অধিকারী। আমাকে গাধাটির মালিক না বানাতে আমি এর সামনের দিকে বসতে পারি না। লোকটি বললো, আপনাকে এটা দিয়ে দিলাম। তখন তিনি আরোহণ করলেন।

৩৩৬- بَابُ فِي الدَّابَّةِ تُعْرَقُ فِي الْكَرْبِ

৩৩৬. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধক্ষেত্রে পশুর পা কেটে দেয়া

২৫৬৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِى بَنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنِى أَبِي الذِّبْيِ أَرْضَعَنِى وَهُوَ أَحَدُ بَنِي مَرْثَةَ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ مُوتَةً قَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ حِينَ افْتَحَرَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءُ فَعَقَرَهَا ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

২৫৬৫। আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী আব্বাদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র তাঁর দুখ পিতা হতে বর্ণনা করেন, যিনি মুররা ইবন আওফ বংশীয় একজন লোক ছিলেন। তিনি সিরিয়ার মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি যে, জা'ফর উক্ত যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে নিজের ঘোড়া হতে নেমে গিয়ে এর পাগুলো গোড়ালীর উপরাংশে নিজ তরবারি দ্বারা কেটে দিয়ে (যাতে শত্রুপক্ষ একে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে না পারে) শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি (বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে) শক্তিশালী নয়।

৩৩২- بَابُ فِي السَّبْقِ

৩৩৭. অনুচ্ছেদ : প্রতিযোগিতা

২৫৬৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا ابْنَ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَسْبِقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ •

২৫৬৬। আহমাদ ইবন ইউনুস..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উটের দৌড়, ঘোড়ার দৌড় অথবা তীর পরিচালনার প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন প্রতিযোগিতা বৈধ নয়।

২৫৬৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْكُفْيَاءِ وَكَانَ أَمْدُهَا ثَنِيَّةَ الْوِدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مِّنْ سَابِقِ بِهَا •

২৫৬৭। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা আল্ কা'নাবী আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করতেন। মদীনার বাইরে হাফইয়া নামক স্থান হতে সানিয়াতুল বিদা পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত পাঁচ মাইল দূরত্বের মধ্যে। আর সাধারণ প্রশিক্ষণহীন ঘোড়ার মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করতেন সানিয়াতুল বিদা পাহাড় হতে বনী যুরায়ক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত ছয় মাইল দূরত্বের মধ্যে। আর আবদুল্লাহ উক্ত দৌড়ে সকলের অগ্রগামী হতেন।

২৫৬৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُضْمِرُ الْخَيْلَ يُسَابِقُ بِهَا •

২৫৬৮। মুসাদ্দাদ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠানের জন্য ঘোড়াসমূহকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিতেন। (প্রশিক্ষণের নিয়ম হল কিছুদিন ভালভাবে খাদ্য দানের মাধ্যমে মোটাতাজা হওয়ার পর আস্তে আস্তে খাদ্য কমিয়ে দুর্বল করার মাধ্যমে ঘোড়াকে সতেজ ও শক্ত করে তোলা)।

২৫৬৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَلَ الْقَرْحَ فِي الْغَايَةِ •

২৫৬৯। আহমাদ ইবন হাম্বল ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নিয়মিতভাবে ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করতেন এবং সর্বশেষ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারী ঘোড়াসমূহকে প্রতিযোগিতার জন্য অগ্রাধিকার দিতেন।

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড)—৪২

৩৩৮- بَابُ فِي السَّبْقِ عَلَى الرَّجُلِ

৩৩৮. অনুচ্ছেদ : পদব্রজে দৌড় প্রতিযোগিতা

২৫৮০- حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ مَحْبُوبٌ بْنُ مُوسَى أَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتَهُ فَسَبَقْتَهُ عَلَى رَجُلِي فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتَهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ هُنَا بَيْنَكَ السَّبْقَةُ ۝

২৫৭০। আবু সালিহু আল্ আনতাকী মাহবুব ইবন মুসা..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি এক সময়ে নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় তাঁর আগে বেড়ে গেলাম (অর্থাৎ জিতে গেলাম), তারপর যখন আমি মোটা স্থলকায় হয়ে গেলাম, তখন পুনরায় তাঁর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম। তখন তিনি আমার আগে বেড়ে (জিতে) গেলেন। তখন তিনি বললেন, এটা তোমার প্রথমবারে জেতার বদলা।

৩৩৯. بَابُ فِي الْمَكَلِّ

৩৩৯. অনুচ্ছেদ : দু'জনের বাজির মধ্যে তৃতীয় প্রবেশকারী

২৫৮১- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حُصَيْنٌ بْنُ نُمَيْرٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ح وَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّادِ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ الثَّمَعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِي وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ آمَنَ مِنْ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ ۝

২৫৭১। মুসাদ্দাদ আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় রত দু'টি ঘোড়ার মধ্যে যে ব্যক্তি তৃতীয় ঘোড়া প্রবেশ করিয়ে দিবে অর্থাৎ সে তার ঘোড়া অগ্রগামী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত নয় এমতাবস্থায় তা হারাম বাজিতে গণ্য হবে না। আর যে ব্যক্তি ভাল ঘোড়া নিয়ে নিশ্চিত জেতার লক্ষ্যে দুই প্রতিযোগী ঘোড়ার মধ্যে তৃতীয় ঘোড়া প্রবেশ করিয়ে দিবে, তা হারাম বাজিতে গণ্য হবে।

২৫৮২- حَدَّثَنَا مَكْحُودُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ عَبَادِ

وَمَعْنَاهُ ۝

২৫৭২। মাহমুদ ইবন খালিদ ইমাম যুহরী (র) হতে উপরোক্ত হাদীস একই সনদে ও অর্থে বর্ণনা করেছেন।

৩২০- بَابُ الْجَلْبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السَّبَاقِ

৩৪০. অনুচ্ছেদ : ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় ঘোড়াকে টানা বা তাড়া দেয়া

২৫৮২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ نَا عَبَسَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدُّ نَا
بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ جَمِيعًا عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا جَلْبَ
وَلَا جَنْبَ زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ فِي الرَّهَانِ •

২৫৭৩। ইয়াহুইয়া ইব্ন খালফ..... ইমরান ইব্ন হসায়ন (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : টানা বা তাড়া দিতে নেই, পাশে ধাক্কা লাগাতে নেই। বর্ণনাকারী ইয়াহুইয়া তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেন, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায়।

২৫৮২- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ الْجَلْبُ وَالْجَنْبُ فِي الرَّهَانِ •

২৫৭৪। ইব্ন মুসান্না..... কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘোড়াকে পেছন থেকে তাড়া দেয়া আর পার্শ্বে খোঁচা দেয়া দৌড় প্রতিযোগিতায় নিষিদ্ধ।

৩২১- بَابُ السِّيفِ يَكْلِي

৩৪১. অনুচ্ছেদ : তরবারি অলংকৃত হয়

২৫৮৫- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ نَا قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفٍ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَّةً •

২৫৭৫। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারির বাঁট রৌপ্য-খচিত ছিল।

২৫৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَّةً قَالَ قَتَادَةُ وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ •

২৫৭৬। মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না সাঈদ ইব্ন আবুল হাসান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারির বাঁট রৌপ্য নির্মিত ছিল। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী কাতাদা বলেন, এ হাদীসের বর্ণনায় সাঈদ ইব্ন আবুল হাসানের কেউ সমর্থন করেছেন বলে আমার জানা নেই।

২৫৮৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانِ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ •

২৫৭৭। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩২২- بَابُ فِي النَّبْلِ يَدْخُلُ فِي الْمَسْجِدِ

৩৪২. অনুচ্ছেদ : তীরসহ মসজিদে প্রবেশ

২৫৮৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ أَخِذٌ بِنُصُولِهَا •

২৫৭৮। কুতায়বা ইবন সাঈদ জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে মসজিদের মধ্যে তীর বিতরণ করছিল, সে যেন লোকজনের মধ্য দিয়ে চলার সময় তীরের অগ্রভাগ ধরে রাখে (যাতে কারো গায়ে না লাগে)।

২৫৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَرِيدٍ عَنْ أَبِي بَرِيدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيَمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ تُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ •

২৫৭৯। মুহাম্মাদ ইবন 'আলা.... আবু মুসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : যদি তোমাদের কেউ আমাদের মসজিদে অথবা বাজারে যায় এমতাবস্থায় যে, তার সঙ্গে ধারালো তীর থাকে, তবে যেন সে তার তীরের অগ্রভাগ সংযত রাখে অথবা ধরে রাখে। অথবা তিনি বলেছেন, তার হাতের তালু দিয়ে তার তীরের অগ্রভাগ ধরে রাখা উচিত, যাতে কোন মুসলমানের গায়ে না লাগে।

৩২৩- بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَتَعَاطَى السَّيْفَ مَسْلُورًا

৩৪৩. অনুচ্ছেদ : খোলা তরবারি লেনদেন নিষিদ্ধ

২৫৮০- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَعَاطَى السَّيْفَ مَسْلُورًا •

২৫৮০। মুসা ইবন ইস্মাঈল..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ খোলা তরবারি দেয়া-নেয়া নিষেধ করেছেন। (অর্থাৎ খোলা তরবারি দেখতেই ভয়ের সঞ্চার হয়। কাউকেও প্রহারের ভয় দেখানো নিষিদ্ধ। সে জন্য উন্মুক্ত তরবারি দেয়া-নেয়াও নিষিদ্ধ)।

২৫৮১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ نَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَرَّةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَقْدَّ السَّيْرَ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ •

২৫৮১। মুহাম্মাদ ইবন বাশশার সামুরা ইবন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'অঙ্গুলীর মধ্যবর্তী চামড়া কাটতে নিষেধ করেছেন। (অর্থাৎ সাধারণত চামড়ার খাপের মধ্যে তরবারি রাখা হয়। কেউ কেউ সহজে খাপ হতে তরবারি বের করার সুবিধার্থে দু'আঙুল প্রবেশ করানোর জন্য এর মধ্যবর্তী চামড়া কেটে বা ছিদ্র করে নেয়। এতে তরবারি উন্মুক্ত হওয়ার সন্ধান থাকায় তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে)।

৩৩২- بَابُ فِي لُبْسِ الدَّرْعِ

৩৪৪. অনুচ্ছেদ : লৌহবর্ম পরিধান করা

২৫৮২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ قَالَ حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ يَذْكُرُ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ رَجُلٍ قَدْ سَمَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ظَهَرَ يَوْمَ أَحْلِ بَيْنَ دِرْعَيْنِ أَوْلَيْسَ دِرْعَيْنِ .

২৫৮২। মুসাদ্দাদ সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের যুদ্ধের দিন একটির ওপর আর একটি করে দু'টি লৌহবর্ম পরিধান করে সকলের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

৩৩৫- بَابُ فِي الرَّأْيَاتِ وَالْأَلْوِيَةِ

৩৪৫. অনুচ্ছেদ : পতাকা ও নিশান

২৫৮৩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا ابْنُ زَائِدَةَ أَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنِي يُوْنُسُ بْنُ عَبِيدٍ رَجُلٌ مِّنْ ثَقِيفٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِرِ قَالَ بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِرِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَسْأَلُهُ عَنِ رَأْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَتْ فَقَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِّنْ نَّمْرَةٍ .

২৫৮৩। ইব্রাহীম ইব্ন মুসা আর রাযী মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিমের খাদেম ইউনুস ইব্ন উবায়দ বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিম একবার বারাআ ইব্ন আযিব (রা) -এর নিকট পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানার জন্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পতাকা কিরূপ ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তাঁর পতাকা ছিল কালো চতুষ্কোণ বিশিষ্ট মোটা পশমী কাপড়ের সাদা ডোরাদার, যা চিতাবাঘের চামড়ার মত ডোরাদার মনে হতো।

২৫৮৪- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ نَا شَرِيكَ عَنْ عَمَارِ الدُّهْنِيِّ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ لِيَوْمِ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ أَبْيَضَ .

২৫৮৪। ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল্ মারওয়যী জাবির (রা) নবী করীম ﷺ -এর ঝাণ্ডা সম্পর্কে বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশের সময় তাঁর ঝাণ্ডা ছিল সাদা।

২৫৮৫- حَدَّثَنَا عَقْبَةُ بْنُ مُكْرِمٍ نَا سَلْمٌ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ عَنْ آخِرِ مَنْهُمْ قَالَ رَأَيْتُ رَأْيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَفْرَاءَ .

২৫৮৫। উক্বা ইব্ন মুকাররিম..... সিমাক (র) তাঁর বংশের একজন হতে এবং তিনি অপর একব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাতাকা হলুদ রং-এর দেখতে পেয়েছি।

৩২৬- بَابُ فِي الْإِنْتِصَارِ بِرِذْلِ الْخَيْلِ وَالضَّعْفَةِ

৩৪৬. অনুচ্ছেদ : অক্ষম ঘোড়া ও দুর্বল নারী-পুরুষদের সাহায্য দান

২৫৮৬- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ نَا الْوَلِيدُ نَا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةِ الْفَرَازِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَبْغُوا لِي الضَّعْفَاءَ فَإِنَّمَا تَرْزُقُونَ وَتَنْصَرُونَ بِضِعْفَائِكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْطَاةَ •

২৫৮৬। মুয়াম্মিল ইবন ফাযল আল-হাররানী আবু দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা অক্ষম, বৃদ্ধ ও নারীদেরকে তালাশ করে আমার নিকট উপস্থিত কর। (আমি তাদেরকে সাহায্য দিয়ে উপকৃত হই)। জেনে রেখো যে, নিঃসন্দেহে তোমাদের অক্ষম ও অচলদের বরকতেই তোমাদের প্রতি রিয়ক ও সাহায্য পৌছে থাকে বা তোমাদেরকে খাদ্য ও সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩২৭- بَابُ فِي الرَّجْلِ يَبَادِي بِالشِّعَارِ

৩৪৭. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধের সংকেত হিসেবে লোক বিশেষের নাম ব্যবহার

২৫৮৭- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْكَجَّاجِ عَنِ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سُرَّةِ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ عَبْدَ اللَّهِ وَشِعَارُ الْإِنصَارِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ •

২৫৮৭। সাঈদ ইবন মানসূর সামুরা ইবন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিরদের জন্য (যুদ্ধের সময়) সাংকেতিক শব্দ ছিল আবদুল্লাহ্ আর আনসারদের জন্য আবদুর রহমান। (অর্থাৎ এই নামে ডাক দিলে সবাই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়ে পড়ত)।

২৫৮৮- حَدَّثَنَا هَنَادٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ عِكْرَمَةَ بِنْتِ عَمَّارٍ عَنِ أَيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ شِعَارَنَا أَمْتُ أُمْتُ •

২৫৮৮। হান্নাদ আয়াস ইবন সালামা তাঁর পিতা সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় আবু বাকরের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছি। তখন আমাদের যুদ্ধ-সংকেত ছিল (রাতের অন্ধকারে) “আমিত আমিত” শব্দ (অর্থাৎ হে সাহায্যদাতা, শত্রুর মৃত্যু ঘটান)।

২৫৮৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صَفْرَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنْ بَيْتُمْ فَلْيَكُنْ شِعَارَكُمْ حِمْرًا لَا يَنْصَرُونَ •

২৫৮৯। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর..... আল মুহাল্লাব ইবন আবু সুফরা (র) বলেন, আমাকে এমন একজন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : তোমরা যখন (যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে) ঘরে অবস্থান করবে, তখন তোমাদের সংকেত হওয়া উচিত “হা-মীম, লা-ইয়ুনসরুন”। (অর্থাৎ হে আল্লাহ! শত্রুপক্ষ যেন জয়ী না হয় আর কারো সাহায্য না পায়)।

৩২৮- بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

৩৪৮. অনুচ্ছেদ : সফরে বের হওয়ার সময় যে দু'আ পাঠ করবে

২৫৭০- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ الْمُقْبَرِىُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسَوْءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ أَطْوَلْنَا الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ •

২৫৯০। মুসাদ্দাদ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে বের হওয়ার সময় বলতেন : (অর্থ) হে আল্লাহ! তুমিই সফরে আমার সংগী এবং আমার পরিবারের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি (তোমার নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের নানাবিধ কষ্ট হতে, চিন্তা ও মানসিক যাতনা হতে আর পারিবারিক ও আর্থিক অনটন জনিত কুদৃশ্য হতে। হে আল্লাহ! যমীনকে আমাদের জন্য প্রশস্ত করে দাও আর আমাদের সফর সহজ করে দাও।

২৫৭১- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيَّ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسَوْءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ أَطْوَلْنَا الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَكَمَا كُنَّا لَهُ مَقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا اللَّهُمَّ أَطْوَلْنَا الْبُعْدَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ إِذَا رَجَعَ قَالَهُمْ وَزَادَ فِيهِمْ أَئِبُّونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَجِيوشَهُ إِذَا عَلَوْا الثَّنَائِيَا كَبَرُوا وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا فَوَضَعَتْ الصَّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ •

২৫৯১। আল হাসান ইবন আলী ইবন উমার (রা) আলী আল-আযদীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর উটের পিঠে বসতেন, তখন তিনবার 'আল্লাহ আকবার' বলে তাকবীর দিতেন। তারপর তিনি এ দু'আ পাঠ করতেন, اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ إِذَا رَجَعَ قَالَهُمْ وَزَادَ فِيهِمْ أَئِبُّونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ তাঁর সেনাদল যখন সানায় পর্বতের উপর উঠতেন তখন তাঁরা সকলে তাকবীর দিতেন। আর তা হতে মদীনার দিকে নামার সময় তাসবীহ পাঠ করতেন। ঐ তাকবীর ও তাসবীহ পড়ে নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য শোকরিয়া স্বরূপ নামায আদায় করতেন।

৩৪৭- بَابُ فِي الرَّعَاءِ عِنْدَ الْوَدَاعِ

৩৪৯. অনুচ্ছেদ : বিদায়কালীন দু'আ

২৫৭২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ هَلُمَّ أودِعَكَ كَمَا وَدَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَستودِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَيْلِكَ .

২৫৯২। মুসাদ্দাদ কাযা'আ বলেন, আমাকে ইবন উমার (রা) বললেন : চলো, তোমাকে সেভাবে বিদায় দান করি যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন। এরপর তিনি এ দু'আ পাঠ করলেন (অর্থ) তোমার দীন, তোমার আমানত এবং তোমার শেষ সময়ের 'আমল আল্লাহর নিকট সোপর্দ করলাম (তিনি এর হিফায়ত করবেন)।

২৫৭৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ السَّيْلَحِيِّ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ أَستودِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ .

২৫৯৩। আল্ হাসান ইবন আলী..... আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-খুতামী বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সৈন্য বাহিনীকে বিদায় দিতে চাইতেন, তখন বলতেন : استودع دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم

৩৫০- بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ

৩৫০. অনুচ্ছেদ : সাওয়ারীতে আরোহণকালে যে দু'আ পাঠ করবে

২৫৭৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَسِ نَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا أَتَى بِنَ ابْنَةَ لَيْرِ كَبَهَا فَلَهَا وَفَعَّ رَجَلَهُ فِي الرَّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مَقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَى شَيْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَّ كَمَا فَعَلْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَى شَيْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ إِنَّ رَبَّكَ تَعَالَى يُعْجِبُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا قَالَ أَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي .

২৫৯৪। মুসাদ্দাদ আলী ইব্ন রাবী'আ বলেন, আলী (রা)-এর নিকট একটি সাওয়্যারী পশু আরোহণের জন্য উপস্থিত করা হলে তিনি এর রেকাবে পা রাখতেই বললেন, “বিস্মিল্লাহ্”। তারপর এর পিঠে সোজা হয়ে বসে বললেন, “আল-হামদু লিল্লাহ্”। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا الْآيَةَ (অর্থ) আমি ঐ মহান পবিত্র সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি এটিকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন অথচ আমরা তাকে বশীভূত করার ছিলাম না, আর আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র দিকে আবশ্যই প্রত্যাভর্তনকারী। এরপর তিনি তিনবার “আল-হামদু লিল্লাহ্” তারপর তিনবার ‘আল্লাহ্ আকবার’ বললেন। তারপর তিনি বললেন سُبْحَانَكَ। এরপর তিনি হেসে ওঠলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, হে আমীরুল মু'মিনীন! কিসে আপনার হাসি পেল? তিনি উত্তর করলেন, আমি যেরূপ করলাম-রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি। তারপর তিনি হেসেছিলেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কী কারণে আপনার হাসি পেল? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তোমার স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি বিশ্বয়াবিভূত হন, যখন সে বলে, হে প্রভু! আমাকে আমার পাপরাশির জন্য ক্ষমা করে দাও আর বিশ্বাস রাখে মনে মনে যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ তার পাপরাশি ক্ষমা করার নেই।

৩৫১- بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

৩৫১. অনুচ্ছেদ : বিশ্রামের স্থানে অবতরণ করলে কী দু'আ পাঠ করবে

২৫৭৫- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ نَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِی صَفْوَانُ حَدَّثَنِی شُرَيْحُ بْنُ عَبِيدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَدَّبُ عَلَيْكَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ بِكَ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعُقْرَبِ وَمِنْ سَائِنِي الْبَلَدِ وَمِنَ الْإِلِّ وَمَا وَكَلَنَ

২৫৯৫। আমর ইব্ন উসমান আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে যেতেন, আর রাত আগমন করলে রাত যাপনের জন্য কোন স্থানে অবতরণ করতেন, তখন যমীনকে লক্ষ্য করে বলতেন : (অর্থ) “হে যমীন! আমার ও তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক হলেন আল্লাহ্। আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার ক্ষতি হতে, তোমার মধ্যে যা কিছ আছে তার ক্ষতি হতে, আর তোমার অভ্যন্তরে সৃষ্ট প্রাণীদের ক্ষতি হতে এবং আমি আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার মধ্যে বসবাসকারী হিংস্র সিংহ-ব্যাঘ্র, কালকেউটে সাপ এবং অন্যান্য সাপ-বিছু হতে, আর তোমার শহরে বসবাসকারী মানব-দানব আর তাদের বংশধরদের ক্ষতি হতে।

৩৫২- بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

৩৫২. অনুচ্ছেদ : রাতের প্রথমভাগে ভ্রমণ করা মাকরুহ

২৫৭৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شَعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَرْسَلُوا فَوَاشِيَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحِمَةٌ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَعِيْتُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحِمَةٌ الْعِشَاءِ

২৫৯৬। আহমাদ ইব্ন আবু শু'আইব আল হাররানী জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে তোমাদের পশুদেরকে চারণভূমিতে ছেড়ে দিও না, যে পর্যন্ত রাতের প্রাথমিক অন্ধকার দূরীভূত না হয়। কারণ শয়তানের দল সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে রাতের প্রাথমিক অন্ধকার ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত অনিষ্ট করার কাজে লিপ্ত থাকে।

৩৫৩- **بَابُ فِي أَيِّ يَوْمٍ يَسْتَحِبُّ السَّفْرَ**

৩৫৩. অনুচ্ছেদ : কোন দিবসে সফর করা উত্তম

২৫৭৮- **حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَيْسِ .**

২৫৯৭। সাঈদ ইব্ন মানসূর..... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য কোনো দিন সফরে কমই বের হতেন। অর্থাৎ অধিকাংশ সময়েই তিনি বৃহস্পতিবার সফরে বের হতেন।

৩৫৪- **بَابُ فِي الْإِبْتِكَارِ فِي السَّفَرِ**

৩৫৪. অনুচ্ছেদ : ভোরবেলায় সফরে বের হওয়া

২৫৭৮- **حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا هُشَيْرٌ نَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ نَا عِمَارَةُ بْنُ حَرْيِثٍ عَنِ صَخْرِ الثَّعَالِبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثَرِي وَكَثُرَ مَالُهُ .**

২৫৯৮। সাঈদ ইব্ন মানসূর সাখর আল-গামিদী (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি এ বলে দু'আ করেছেন : “হে আল্লাহ! আমার উম্মাতের মধ্যে যারা ভোরবেলায় সফরে বের হয় তাদেরকে বরকত দান করো।” আর যখন তিনি কোন সেনাদল বা সাজোয়া বাহিনী পাঠাতেন, তখন ভোর বেলাতেই পাঠাতেন। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী সাখর (রা) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তাঁর পণ্য সামগ্রী দিনের প্রথমাংশে (ভোরে) পাঠাতেন আর বেশ লাভবান হতেন। এরূপে তিনি প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন।

৩৫৫- **بَابُ فِي الرَّجُلِ يَسَافِرُ وَحَدَّ**

৩৫৫. অনুচ্ছেদ : একাকী ভ্রমণ করা

২৫৭৭- **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الثَّقَفِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرَمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْرَّابُّ شَيْطَانٌ وَالرَّابُّ شَيْطَانٌ وَالرَّابُّ شَيْطَانٌ وَالرَّابُّ شَيْطَانٌ .**

২৫৯৯। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা আল-কা'নাবী 'আমর ইব্ন শু'আইব তাঁর পিতা হতে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একাকী একজন আরোহী এক শয়তান, দু'জন দু' শয়তান আর তিনজনে জামা'আত।

৩৫৬ - بَابُ فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤْمِرُونَ أَحَدَهُمْ

৩৫৬. অনুচ্ছেদ : দলেবলে সফরকারীদের মধ্যে একজনকে আমীর (নেতা) মনোনীত করা

২৬০০ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرِيٍّ نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْعِيلَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي السَّفَرِ فَلْيُؤْمِرُوا أَحَدَهُمْ

২৬০০। আলী ইব্ন বাহর ইব্ন বারুরী..... আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তিন ব্যক্তি কোথাও সফরে বের হয়, তখন তারা তাদের একজনকে যেন আমীর (নেতা) মনোনীত করে নেয়।

২৬০১ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْعِيلَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤْمِرُوا أَحَدَهُمْ قَالَ نَافِعٌ فَقُلْنَا لِأَبِي سَلَمَةَ فَأَنْتَ أَمِيرُنَا

২৬০১। আলী ইব্ন বাহর আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন সফরে তিনজন লোক থাকে, তখন তারা যেন তাদের একজনকে আমীর মনোনীত করে নেয়। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী নাকি' (র) বলেন, এ হাদীসের মর্মানুযায়ী আমরা আমাদের শায়খ আবু সালামাকে বললাম, আপনি আমাদের আমীর।

৩৫৭ - بَابُ فِي الْمُصْكَفِ يُسَافِرُ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

৩৫৭. অনুচ্ছেদ : কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রুর দেশে সফর করা

২৬০২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَهَى

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ مَالِكٌ أَرَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

২৬০২। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা আল কানাবী আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন নিয়ে শত্রুর যমীনে (দেশে) সফর করতে নিষেধ করেছেন। রাবী মালিক বলেন, আমার ধারণা যে, শত্রুর হাতে পড়ে কুরআনের অবমাননার ভয়ে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

৩৫৮ - بَابُ فِيْمَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الْجِيُوشِ وَالرَّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

৩৫৮. অনুচ্ছেদ : সাজোয়া বাহিনী, ছোট সেনাদল ও সফরসঙ্গীদের সংখ্যা কত হওয়া উত্তম

২৬০৩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ نَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعَاثَةٌ وَخَيْرُ الْجِيُوشِ أَرْبَعَةٌ الْآلِفِ وَلَنْ يَغْلِبَ إِثْنَا عَشَرَ الْفَائِمِ قَلِيَّةٌ

২৬০৩। যুহায়র ইব্ন হার্ব আবু খায়সামা ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন : সফরসঙ্গীর উত্তম সংখ্যা হলো ন্যূনপক্ষে চারজন, আর ক্ষুদ্র সেনাদলের উত্তম সংখ্যা চারশ' এবং সাজোয়া বাহিনীর উত্তম সংখ্যা চার হাজার। আর ১২ হাজারের সৈন্যদল কখনও সংখ্যালঘত্বের জন্য পরাজিত হবে না (অন্য কোন কারণ ছাড়া)।

৩৫৭- بَابُ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

৩৫৯. অনুচ্ছেদ : মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

২৬০৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمٍ الْإِنْبَارِيُّ نَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى السَّرِيَّةِ أَوْ جَيْشٍ أَوْ صَاهٍ يَتَّقَى اللَّهَ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَقَالَ إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالَ فَايْتَمَّهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَهُمْ مَالِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَنْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَاعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تَنْزِلْ لَهُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ فِيهِمْ وَلَكِنْ أَنْزَلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدَ مَا شِئْتُمْ قَالَ سَفْيَانُ قَالَ عَلْقَمَةُ فذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمِقَاتِلِ بْنِ حَبَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ هَيْضَرَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ سَلِيمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ

২৬০৪। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান আল্ আনবারী বুয়ায়দা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ

ﷺ কোন ক্ষুদ্র সেনাদল অথবা বিরাট সাজোয়া বাহিনীর উপর কাউকে আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করে পাঠাতেন, তখন আমীরকে লক্ষ্য করে উপদেশ দিতেন, যেন সে নিজে আল্লাহকে ভয় করে চলে আর তাঁর সঙ্গী মুসলিম সৈন্যদের প্রতি নেক নয়র রাখে। রাসূল করীম ﷺ আরও বলতেন : যখন তুমি তোমার মুশরিক শত্রুদের সাক্ষাত পাও তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাবে। আর যে কোন একটি গ্রহণ করলে তুমি তাতে সায় দিবে এবং তাদের উপর আক্রমণ চালানো হতে বিরত থাকবে। ১. তাদেরকে ইসলামের আহ্বান জানাবে। যদি এতে সাড়া দেয়, তুমি মেনে নিবে আর তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হতে বিরত থাকবে।

তারপর তাদেরকে নিজ দেশ ছেড়ে মুহাজিরদের দেশে অর্থাৎ মদীনায হিজরত করার আহ্বান জানাবে আর তাদেরকে অবহিত করে দিবে যে, হিজরত করার পর মুহাজিরগণ যে সকল সুবিধা ভোগ করেন, তারাও সে সকল সুবিধা ভোগ করবে। আর জিহাদের যে সকল দায় দায়িত্ব মুহাজিরদের ওপর বর্তায়, তাদের ওপরও তা সমভাবে বর্তাবে। তারা যদি এ প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানায় (রাযী না হয় বা প্রত্যাখ্যান করে) আর নিজ দেশেই অবস্থান করতে চায় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, তাদেরকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে যেক্ষেত্রে মু'মিনগণ মেনে থাকেন। তাদেরকে আরবের সাধারণ মুসলমানদের মতো জীবনযাপন করতে হবে। তারা যেমনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ লাভ করে না, এরাও তেমনি এর কোন ভাগ পাবে না, যে পর্যন্ত মুজাহিদগণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে। ২. যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাদের নিরাপত্তার জন্য জিয'ইয়া প্রদানের প্রস্তাব দিবে। এতে রাযী হলে তুমি মেনে নিবে এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। ৩. যদি তারা জিয'ইয়া দিতে অস্বীকার করে তবে তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। আক্রমণকালে যখন কোন শত্রুর দুর্গ অবরোধ করবে আর তারা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে দুর্গ হতে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করবে, তখন তুমি আল্লাহ অথবা রাসূলের নির্দেশের আশায় তাদের প্রস্তাবে সাড়া দিবে না বরং তোমার নিজ সিদ্ধান্ত তাদেরকে মেনে নিতে বাধ্য করবে এবং নিজেই সুবিধামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কারণ, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ কী হবে তোমার তা জানা নেই, সুতরাং সে অনিশ্চয়তার ঝুঁকি গ্রহণ করতে নেই। তাদের ব্যাপারে পরে তোমার ইচ্ছানুযায়ী ফায়সালা গ্রহণ করবে। অত্র হাদীসের রাযী সুফ'ইয়ান বলেন, তাঁর শায়খ আলকামা বলেছেন, তিনি এ হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিছ মুকাতিল ইবন হিব্বানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি অপর সনদে নু'মান ইবন মুকাররিন কর্তৃক নবী করীম ﷺ হতে সুলায়মান ইবন বুরায়দা (রা)-এর উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২৬০৫- حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَنْطَاقِيُّ مَحْبُوبٌ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ أَغْزُوا وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَمْثَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَيْدًا •

২৬০৫। আবু সালিহ আল্ আনতাকী মাহবুব ইবন মুসা সুলায়মান ইবন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে আল্লাহর রাহে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও এবং ঐ সকল কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং জিয'ইয়া দানেও অসম্মতি জ্ঞাপন করেছে। তোমরা যুদ্ধ করে যাও, কিন্তু চুক্তি ভঙ্গ করো না, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাত করো না, নিহত শত্রুর নাক, কান ইত্যাদি কেটে বিকৃত করো না এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না।

২৬০৬- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَا وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَنَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ خَالِ بْنِ الْفَزْرِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ انْطَلِقُوا بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغْلُوا وَضَمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَمْلَحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ •

২৬০৬। উসমান ইব্ন আবু শায়বা আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে রওয়ানা দেয়ার সময় আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে তাঁর সত্তার সাহায্য কামনা করে রাসূলুল্লাহর মিল্লাতে অটল আস্থা রেখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। অসহায় অকর্মা বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, নিরপরাধ নাবালক শিশু-কিশোর এবং অবলা নারীদেরকে হত্যা করবে না এবং গণীমতের মাল আত্মসাত করবে না। যুদ্ধলব্ধ গণীমতের মাল একস্থানে জড় করে নিও এবং পরস্পরের সমঝোতার ভিত্তিতে ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যের কল্যাণ সাধন করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সদ্ব্যবহারকারীদের পছন্দ করেন।

৩৬০- بَابُ فِي الْحَرْقِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ

৩৬০. অনুচ্ছেদ : শত্রুর অঞ্চলে অগ্নি সংযোগ

২৬০৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ نَخِيلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْئَةٍ .

২৬০৭। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (নির্দেশ দিয়ে ইয়াহুদী গোত্র) বনী নযীর-এর খেজুরের বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের পানির কূপ ধ্বংস ও বৃক্ষলতাদি ফসলসহ কর্তন করেছিলেন। তখন মহান আল্লাহ আয়াতটি নাযিল করেন।

২৬০৮- حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ مَبَّارٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عَرَوْهُ فَحَقَّنْتَنِي أَسَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَمِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ اغْزِ عَلَيَّ ابْنِي صَبَاحًا وَحَرِّقْ .

২৬০৮। হান্নাদ ইব্ন সারী উসামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন জেরুযালেমে অবস্থিত উব্বনা নামক স্থানে আক্রমণ করার জন্য আর বলেছিলেন, আগামীকাল প্রত্যুষে উব্বনা -এর উপর অতর্কিত আক্রমণ করে তথায় অগ্নি সংযোগ কর।

২৬০৭- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْغَزَّيُّ سَمِعْتُ أَبَا سَهْرٍ قَيْلَ لَهْ أَبْنِي قَالَ نَحْنُ أَعْلَمُ هِيَ يَبْنَا فَلَسْتَيْنِ .

২৬০৯। উবায়দুল্লাহ ইব্ন আমর আল গায্বী হতে বর্ণিত যে, তিনি শুনেছেন আবু মুসহাৰকে উব্বনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন : আমরা জানি যে, সে উব্বনা ফিলিস্তিনে অর্থাৎ সিরিয়ায়।

৩৬১- بَابُ فِي بَعْثِ الْعِيُونِ

৩৬১. অনুচ্ছেদ : শুণ্ডচর প্রেরণ

২৬১০- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّيْنِ اللَّهِ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِرِ نَا سَلِيمَانُ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنِ أَنَسٍ قَالَ بَعَثَ يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ بَسِيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عَيْرُ أَبِي سَفْيَانَ .

২৬১০। হারুন ইবন আবদুল্লাহ্ আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবী বুসীসা (রা)-কে গুপ্তচর হিসেবে আবু সুফইয়ান-এর (সিরিয়া হতে আগমনকারী) কাফেলার অবস্থা ও গতিবিধি অবলোকন করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

৩৬২- بَابُ فِي ابْنِ السَّيْلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ

৩৬২. অনুচ্ছেদ : যে পথিক ক্ষুধায় কাতর হয়ে খেজুর খায় আর পিপাসায় কাতর হয়ে দুধ পান করে মালিকের অনুমতি ব্যতীত

২৬১১- حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الرَّكَيْدِ الرَّقَّاءُ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سُرَّةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَدِنَ لَهُ فَلْيَكْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيَصِرْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلَّا فَلْيَكْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ .

২৬১১। আইয়্যাশ ইবন ওয়ালীদ আল্ রাক্কাম সামুরা ইবন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পথিমধ্যে পিপাসায় কাতর অবস্থায় দুধাল প্রাণী প্রাপ্ত হয়, তবে এর মালিক তথায় উপস্থিত থাকলে তার নিকট হতে এর দুধ দোহনের অনুমতি চাইবে। সে যদি অনুমতি দেয় তবে এর দুধ দোহন করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে। আর যদি মালিককে দেখতে পাওয়া না যায়, তবে তিনবার তাকে চিৎকার করে ডাকবে। যদি মালিকের সাড়া পাওয়া যায়, তবে তার অনুমতি চাইবে। অন্যথায় দুধ দোহন করে তার তৃষ্ণা নিবারণ করা উচিত। প্রাণ রক্ষার অতি প্রয়োজনীয় পরিমাণ পান করা ছাড়া অতিরিক্ত কোন দুগ্ধ সঙ্গে বহন করে নিবে না।

২৬১২- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ نَا أَبِي نَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ قَالَ أَصَابَنِي سَنَةٌ فَلَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ فَفَرَكْتُ سُنْبُلًا فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا عَلِمْتَ إِذَا كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ قَالَ سَاعِبًا وَأَمَرَ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي وَأَعْطَانِي وَسَقًا أَوْ نِصْفَ وَسَقٍ مِنْ طَعَامٍ .

২৬১২। উবায়দুল্লাহ্ ইবন মু'আয আল্ আনবারী..... আব্বাদ ইবন শুরাহ্বীল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার খুব ক্ষুধা পাওয়ায় আমি মদীনার বাগানসমূহের মধ্যে কোন এক বাগানে ঢুকে পড়লাম। বাগান হতে কিছু ফল পেড়ে খেলাম আর কিছু আমার গায়ের চাদরে বেঁধে নিলাম। এমন সময় বাগানের মালিক এসে আমাকে মারধোর করল এবং আমার চাদরখানা নিয়ে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি বাগানের মালিককে উদ্দেশ্য করে বললেন, ছেলেটি যখন মূর্খ ছিল তুমি তাকে জ্ঞান দান করনি, যখন সে ক্ষুধার্ত ছিল তখন তুমি তাকে খাদ্য দান করনি। এই বলে তিনি তাকে আমার কাপড়খানা ফেরত দিতে নির্দেশ দিলেন এবং আমাকে এক ওসাক বা অর্ধ ওসাক (৬০ সা'পরিমাণ বা তার অর্ধেক) খাদ্য দান করার নির্দেশ দেয়ায় আমাকে আমার কাপড় (চাদর) ফেরত দিল এবং উক্ত পরিমাণ খাদ্যও প্রদান করল।

২৬১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شَرْحِبِيلٍ رَجُلًا مِّنَّا مِنْ بَنِي غُبَيْرٍ بِعَيْنَاهُ •

২৬১৩। মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার..... আবু বিশর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্বাদ ইবন শুরাহবীল হতে উক্ত মর্মে উপরোক্ত হাদীসটি শুনেছি। তিনি আমাদের বনী গুবায়র গোত্রের একজন লোক ছিলেন।

২৬১৪- حَدَّثَنَا عَثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَهَذَا لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سَلِيمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي جَدَّتِي عَنْ عَمْرِو أَبِي رَافِعٍ بْنِ عَمْرِو الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا أَرْمِي نَخْلَ الْأَنْصَارِ فَأَتَى بِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا غُلَامُ لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ قَالَ أَكُلُ قَالَ فَلَا تَرْمِي النَّخْلَ وَكُلْ مَا يَسْقُطُ فِيهِ أَسْفَلَهَا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ •

২৬১৪। উসমান ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা..... ইবন আবুল হাকাম আল-গিফারী বলেন, আমাকে আমার দাদী আবু রাফি' ইবন আমর আল-গিফারীর চাচা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি যখন ছোট বালক ছিলাম তখন আনসারদের খেজুর গাছে তীর ছুঁড়ে মারতাম। সে কারণে আমাকে একবার নবী করীম ﷺ-এর নিকট হাযির করা হ'ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে বালক! তুমি খেজুর গাছে তীর মারো কেন? সে বলল, আমার খাওয়ার জন্য। নবীজী বলেন, আর কখনও খেজুর গাছে তীর মেরো না। গাছের নিচে যে খেজুর ঝরে পড়ে তুমি তা খাও। এ বলে নবীজী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আর বললেন, হে আল্লাহ্ তার পেট পরিতৃপ্ত কর।

৩৬১- بَابُ فِي مَنْ قَالَ لَا يَحْلِبُ

৩৬৩. অনুচ্ছেদ : যারা বলেছেন, দুধ দোহন করা যাবে না

২৬১৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحْلِبُنَّ أَحَدٌ مَّاشِيَةً أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَأْتِي مَشْرَبَتَهُ فَتَكْسُرَ خَزَانَتَهُ فَيَنْتَقِلُ طَعَامَهُ فَإِنَّمَا تَخْزَنُ لَهُمْ مَرْوَعٌ مَوَاشِيَهُمْ وَأَطْعِمْتَهُمْ فَلَا يَحْلِبُنَّ أَحَدٌ مَّاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ •

২৬১৫। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা..... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন অপর কোন ব্যক্তির দুধাল পশুর (গাভী, ছাগী বা উটনীর) দুধ তার বিনা অনুমতিতে কখনও দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, তার গুদাম ঘরে (মাল-গুদামে) দরজা ভেঙ্গে চোর ঢুকুক আর তার রক্ষিত খাদ্যসামগ্রী লুণ্ঠন করুক? তাদের পশুদের স্তনে তাদের খাদ্য তথা পানীয় সঞ্চিত থাকে। অতএব, কারো ও পশুর দুধ কেউ যেন মালিকের অনুমতি ছাড়া কখনও দোহন না করে।

৩৬২- بَابُ فِي الطَّاعَةِ

৩৬৪. অনুচ্ছেদ : আনুগত্যের বিষয়ে

২৬১৬- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسِ ابْنِ عَدِيٍّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

২৬১৬। যুহায়র ইবন হার্ব ইবন জুরায়জ (রা) (কুরআন মজীদের আয়াত) الله اطيعوا الله

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله (অর্থ) : “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকো, আল্লাহর রাসূলের প্রতি অনুগত থাকো আর তোমাদের ক্ষমতাবান নেতাদের প্রতি”- পাঠ করার পর বলেন, আবদুল্লাহ ইবন কায়স ইবন আদী (রা)-কে নবী করীম ﷺ একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠালেন। আমাকে এ খবরটি ইয়ালা সাঈদ ইবন জুবায়র হতে আর তিনি ইবন আব্বাস (রা) হতে প্রদান করেছেন।

২৬১৭- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيَطِيعُوا فَاجَّحَ نَارًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفْتَحُوا فِيهَا فَابِي قَوْماً أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالُوا إِنَّا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ وَأَرَادَ قَوْماً أَنْ يَدْخُلُوهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوا فِيهَا لَمَرَّزَلُوا فِيهَا وَقَالَ لَطَاعَةٌ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ .

২৬১৭। আমর ইবন মারযুক আলী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এক যুদ্ধে একটি সেনাদল পাঠালেন আর এক ব্যক্তিকে এর সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এবং তাদের সকলকে সেনাপতির কথা শোনার আর তার অনুগত থাকার নির্দেশ দিলেন। সে সেনাপতি (আমীর) অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে তাতে ঝাঁপ দেয়ার জন্য সেনাদলকে নির্দেশ দিল। তখন অনেকেই এ বলে তাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করল যে, আমরা তো (কুফরীর) অগ্নি হতে (ঈমানের দ্বারা) নিস্তার লাভ করেছি (এখন আবার তাতে আত্মহত্যা করে জাহান্নামে যাব কেন?)। আবার কিছু সংখ্যক সৈন্য ঐ অগ্নিতে নেতার নির্দেশ পালনার্থে প্রবেশ করতে মনস্থ করল। এরপর খবরটি নবী করীম ﷺ-এর নিকট পৌছল। তিনি বললেন, যদি তারা ঐ অগ্নিতে প্রবেশ করতো তবে তারা আত্মহত্যা করার অপরাধে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যেত। তারপর বললেন, আল্লাহর অবাধ্যতায় (নেতার) আনুগত্য নেই, আনুগত্য হ'ল শুধু সংকাজে। (এতে বোঝা গেল যে, কোন অসংকাজে নেতার নির্দেশ পালন করা যাবে না। বরং এর প্রতিবাদ করাই মু'মিনের কাজ)।

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড)—৪৪

২৬১৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ •

২৬১৮। মুসাদ্দাদ আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর নেতার নির্দেশ শ্রবণ করা ও মেনে চলা-অত্যাবশ্যিক, চাই তা তার পছন্দ হোক বা না হোক, যে পর্যন্ত নেতা কোন পাপ কাজের নির্দেশ দান না করে। আর নেতা যখন কোন পাপ কাজ (অবৈধ কাজ) করার নির্দেশ দিবে তখন তার নির্দেশ শ্রবণ ও পালন করা যাবে না।

২৬১৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ نَا سَلِيمَانَ بْنِ الْمَغِيرَةَ نَا حَمِيدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ مِنْ رَهْطِهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً فَسَلَحَتْ رَجُلًا مِنْهُمْ سَيْفًا فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لَوْ رَأَيْتَ مَا لَامَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَعْجَزْتُمْ إِذَا بَعَثْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ فَلَمْ يَمُضْ لِأَمْرِي أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لِأَمْرِي •

২৬১৯। ইয়াহইয়া ইবন মুঈন উক্বা ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একবার একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল যুদ্ধে পাঠালেন। আমি তাদের একজনকে একটি তরবারি দিয়ে সজ্জিত করলাম। যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্তনের পর সে লোকটি আমাকে বলল, তুমি যদি দেখতে পেতে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ওপর কী ভীষণ রাগান্বিত হয়েছিলেন, তাহলে তুমি অতি আশ্চর্যান্বিত হতে। তিনি বলেছেন, তোমরা কি অপারগ ছিলে যখন তোমরা দেখতে পেলে যে, তোমাদের মধ্য হতে আমি যে লোকটিকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছি সে আমার নির্দেশমত চলছে না, তখন তোমরা আমার নির্দেশ পালন করার মত অপর কাউকে তার স্থলে সেনাপতি নির্বাচন করতে পারলে না? তোমরা কি এতই অক্ষম ছিলে?

৩৬৫- بَابُ مَا يُؤْمَرُ مِنْ إِنْضَائِ الْعَسْكَرِ

৩৬৫. অনুচ্ছেদ : সৈন্যদের একস্থানে জড় হয়ে থাকার ব্যাপারে নির্দেশ

২৬২০- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ الْحِمَصِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ قَبَيْسٍ مِنْ أَهْلِ جَبَلَةَ سَاحِلِ حِمصَ وَهَذَا لَفْظُ يَزِيدَ قَالَ نَا الْوَلِيدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيُّ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مِنْزِلًا قَالَ عَمْرُو كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ تَفَرَّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّهَا ذُلُكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْزِلًا إِلَّا أَنْصَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالَ لَوْ بَسَطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ •

২৬২০। আমর ইবন উসমান আল-হিমসী আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সৈন্যদল বা লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে সফরে কোথাও রাতযাপন বা বিশ্রামের জন্য সাওয়ারী

হতে অবতরণ করতেন, তখন তাঁর সঙ্গী লোকজন পাহাড়ের বিভিন্ন উপত্যকায় ও জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়তেন। সে কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, তোমাদের এ সকল পাহাড়ী উপত্যকায় বা জঙ্গলে বিভক্ত হয়ে পড়া শয়তানের কাজ। এরপর হতে সর্বদা যখনই কোন স্থানে অবস্থান করতেন, তখনই সৈন্যদের সকলে পরস্পরে একত্রে অবস্থান করতেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত বলা হত যে, যদি একখানা কাপড় তাদের ওপর বিছিয়ে দেয়া হয়, তবে তাদের সকলের জন্য তা যথেষ্ট হবে।

২৬২১- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي بِنِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ فِرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ اللَّخْمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجَهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ أَنْ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ .

২৬২১। সাঈদ ইব্ন মানসূর সাহল ইব্ন মু'আয তাঁর পিতা মু'আয ইব্ন আনাস আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে অমুক অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে স্থান সংকীর্ণ ও রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। নবী করীম ﷺ একজন ঘোষণাকারীকে লোকজনের (সৈন্যদলের) মধ্যে ঘোষণা করতে পাঠালেন : যে ব্যক্তি স্থান সংকীর্ণ করে অথবা রাস্তা বন্ধ করে বসবে তার জিহাদ হবে না।

২৬২২- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا بَقِيَّةٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي بِنِ الرَّحْمَنِ عَنْ فِرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ .

২৬২২। আমর ইব্ন উসমান..... সাহল ইব্ন মু'আয তাঁর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে গমন করেছি। তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩৬৬- بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ تَمْنِي لِقَاءِ الْعَدُوِّ

৩৬৬. অনুচ্ছেদ : শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাতের কামনা করা অপসন্দনীয়

২৬২৩- حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبٌ بْنُ مُوسَى نَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى جِئْنَا خَرَجَ إِلَى الْكُرُورِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْتَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السِّيُوفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مَنْزِلَ الْكِتَابِ مُجْرَى السَّحَابِ وَهَارِأَ الْأَحْزَابِ إِهْزَمُهُمْ وَأَنْصَرْنَا عَلَيْهِمْ .

২৬২৩। আবু সালিহ্ মাহবুব ইব্ন মূসা..... উমার ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবু আওফা (রা) যখন হারুরিয়্যার যুদ্ধে যাত্রা করেন তখন তাঁর নিকট এ মর্মে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে শত্রুসেনার সাথে মুকাবিলা হয়েছিল- বলেছিলেন, হে লোকসকল! শত্রুর সাথে সাক্ষাতের বাসনা পোষণ করো না, বরং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করো। যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হও তখন ধৈর্যধারণ কর। জেনে রেখ তরবারিসমূহের ছায়ার নিচে জান্নাত। এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্ (আসমানী কিতাব) আল-কুরআন অবতরণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, শত্রুদলসমূহের পরাভূতকারী! শত্রুদের পরাভূত করে আমাদেরকে তাদের উপর জয়ী কর।

৩৬৬- بَابُ مَا يُدْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ

৩৬৭. অনুচ্ছেদ : শত্রুর মোকাবিলার সময় কী দু'আ পঠিত হবে

২৬২৪- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبِي نَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضِيٌّ وَتَصِيرِي بِكَ أَحْوَلُ وَبِكَ أَسْوَلُ وَبِكَ أَقَاتِلُ .

২৬২৪। নাসর ইব্ন আলী..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখনই যুদ্ধ আরম্ভ করতেন তখনই এ দু'আ করতেন, الخ ... اللهم انت (অর্থ) “হে আল্লাহ্! তুমিই আমার শক্তি ও সাহায্যদাতা। তোমার শক্তিতেই আমি আক্রমণ প্রতিহত করার কৌশল অবলম্বন করি আর তোমার সাহায্যেই বিজয়ী হই এবং তোমার শক্তিতেই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে থাকি।”

৩৬৮- بَابُ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

৩৬৮. অনুচ্ছেদ : মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

২৬২৫- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا إِسْعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسَأَلَهُ

عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الْقِتَالِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنْ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ أَمَّارَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَلَى

بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تَسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مَقَاتِلَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ

جَوْزِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ حَنْثَنِ بْنِ لَيْكٍ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ .

২৬২৫। সাঈদ ইব্ন মানসূর ইব্ন আওন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-এর খাদেম নাসিফ'-এর নিকট পত্র লিখে জানতে চাইলাম যে, মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের সময় ইসলামের দাওয়াত দেয়াটা কিরূপ? তিনি উত্তরে আমাকে চিঠি লিখে জানালেন, তা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যাপার ছিল। নবী করীম ﷺ মুস্তালিক গোত্রের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিলেন। তারা মুসলমানদের এরূপ আক্রমণ সম্পর্কে কিছুই জানত না, আর তাদের পশুগুলো তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানির কূপের নিকট অবস্থান করছিল। এমতাবস্থায় অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে তাদের যুদ্ধবাজদেরকে হত্যা করে তাদের পুত্র-কন্যাদেরকে বন্দী করে এনেছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন জুওয়াইরিয়্যা বিনতে হারিস (রা)-কে সে সময় বন্দী করে আনা হয়েছিল। আমাকে স্বয়ং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) এ কথা বর্ণনা করেছেন, যিনি উক্ত সৈন্যবাহিনীতে শরীক ছিলেন।

২৬২৬- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْعِيلَ نَا حَمَادٌ أَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغِيرُ عِنْدَ صَلَوةِ الصُّبْحِ وَكَانَ يَتَسَمَّعُ فَإِذَا سَمِعَ إِذَا نَا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ .

২৬২৬। মুসা ইব্ন ইসমাইল আনাস (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ফজরের নামাযের সময় অতর্কিত আক্রমণের জন্য ফজরের আযান শোনার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। আযান শোনা গেলে আক্রমণ হতে বিরত থাকতেন। অন্যথায় (আযান শোনা না গেলে) শত্রুর প্রতি অতর্কিত আক্রমণে বেরিয়ে পড়তেন।

২৬২৭- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلٍ بْنِ مَسْحِقٍ عَنْ ابْنِ عِصَاءِ الْمَزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَاتَقْتُلُوا أَحَدًا .

২৬২৭। সাঈদ ইব্ন মানসূর..... ইব্ন ইসাম আল-মুযানী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ খণ্ডযুদ্ধে পাঠাতেন, আর বলতেন, তোমরা কোন মসজিদ দেখতে পেলে অথবা কোন মুআয্বিনকে আযান দিতে শুনলে সেখানে অতর্কিত আক্রমণ চালাবে না এবং কাউকেও হত্যা করবে না।

৩৬৭- بَابُ الْمَكْرِ فِي الْحَرْبِ

৩৬৯. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করা

২৬২৮- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَأَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ الْحَرْبُ خُلْعَةٌ .

২৬২৮। সাঈদ ইব্ন মানসূর জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যুদ্ধ একটি ধোঁকা বা কৌশল মাত্র।

২৬২৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ نَا أَبُو ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ الْحَرْبُ خُلْعَةٌ .

২৬২৯। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ কা'ব ইব্ন মালিক (রা) হতে তাঁর পুত্র আবদুর রহমান বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ কোনো দিকে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে তা অপরের নিকট গোপন রাখতেন আর বলতেন, যুদ্ধ একটি কৌশল মাত্র।

৩৮০- بَابُ فِي الْبَيَاتِ

৩৭০. অনুচ্ছেদ : গোপনে নৈশ আক্রমণ

২৬৩০- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عَامِرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَارٍ نَا أَيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَغَزَوْنَا نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَبَيْتْنَاهُمْ فَقَتَلْنَاهُمْ وَكَانَ شِعَارَنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَمْسَتْ قَالَ سَلَمَةُ فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبِياتٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ °

২৬৩০। আল হাসান ইবন আলী সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উপর আবু বাকর (রা)-কে আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করে এক যুদ্ধে পাঠালেন। আমরা (ফুযারা গোত্রের) কিছু মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম। রাতের বেলা তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদেরকে হত্যা করেছিলাম। সে রাতে আমাদের আক্রমণের সংকেত ছিল “আমিত, আমিত”। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেছেন, আমি নিজ হাতে সে রাতে সাতজন প্রসিদ্ধ মুশরিক নেতাকে হত্যা করেছিলাম।

৩৮১- بَابُ فِي لُزُومِ السَّاقَةِ

৩৭১. অনুচ্ছেদ : সৈন্যবাহিনী বা কাফেলার পেছনে অবস্থান গ্রহণ

২৬৩১- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ نَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَنْعَوْلُهُمْ °

২৬৩১। আল হাসান ইবন শাওকার জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে লোকজনের পেছনে অবস্থান করতেন ও অসামর্থ লোকদের তাঁর পেছনে নিজ সাওয়ারীতে তুলে নিতেন এবং সকল সঙ্গী মুসলমানের কল্যাণের জন্য দু'আ করতেন।

৩৮২- بَابُ عَلَى مَا يَقَاتِلُ الْمُشْرِكُونَ

৩৭২. অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের সঙ্গে কেন যুদ্ধ করতে হবে

২৬৩২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ °

২৬৩২। মুসাদ্দাদ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি লোকদের (কাফির-মুশরিকদের) সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত তারা কালেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” (আল্লাহু ছাড়া কোন উপাস্য নেই) বলে ইসলাম গ্রহণ না করে। অতএব, যখন তারা এই কালেমা বলে, তখন হতে তাদের জানমাল আমার নিকট নিরাপদ থাকবে, কেবল ন্যায়বিচারের খাতিরে প্রাণদণ্ড ও শাস্তির ব্যবস্থা ইসলামী বিধান মোতাবেক চালু থাকবে। প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের পর তাদের আন্তরিকতার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। যদি অন্তরে দোষ-ক্রটি থাকে, তবে তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকবে।

২৬৩৩- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّلِقَانِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبَلَتَنَا وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَيْحَتَنَا وَأَنْ يَصَلُّوا صَلَاتَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرَمْتُ عَلَيْنَا دِمَاؤَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ .

২৬৩৩। সাঈদ ইব্ন ইয়া'কুব তালেকানী আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “আমি (অমুসলিম লোকদের সাথে যুদ্ধ করে যেতে আদিষ্ট হয়েছি), যে পর্যন্ত তারা “আল্লাহু ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল” বলে সাক্ষ্য না দেয়, আর আমাদের কিব্লা মেনে তার দিকে মুখ করে নামায না পড়ে, আর আমাদের যবেহকৃত প্রাণী না খায় আর আমাদের মত (পাঁচ বেলা) নামায আদায় না করে। যখন তারা (ঈমান এনে) ঐ সকল কাজ করবে, তাদের জানমালের ক্ষতি সাধন আমাদের উপর হারাম (নিষিদ্ধ) হয়ে যাবে। কিন্তু জানমালের অধিকারের বেলায় ন্যায়বিচারের মানদণ্ড চালু থাকবে। অন্যান্য মুসলমানগণ যেকোন সাহায্য সহানুভূতি পেয়ে থাকে, তারাও সেরূপ সাহায্য সহানুভূতি পাবে, আর মুসলমানদের ওপর যেকোন অপরাধের শাস্তি বর্তায় তাদের ওপরও তদ্রূপই বর্তাবে।

২৬৩৪- حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ حَمِيدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ بِمَعْنَاهُ .

২৬৩৪। সুলায়মান ইব্ন দাউদ আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে উক্ত মর্মে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

২৬৩৫- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنِيُّ قَالَا نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ نَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى الْحَرَقَاتِ فَنَزَرُوا بِنَا فَهَرَبُوا فَأَدْرَكْنَا رَجُلًا فَلَمَّا غَشِيَتْهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَضَرَبْنَاهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَالَهَا مَخَافَةَ السِّلَاحِ قَالَ أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِكَ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ

أَجْرُ ذَلِكَ قَالَهَا أَمْ لَا مِنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى وَرِدَتْ أَنِّي لَمْ أُسَلِّمْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ .

২৬৩৫। আল্ হাসান ইব্ন আলী ও উসমান ইব্ন আবু শায়বা..... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষুদ্র সৈন্যদল দিয়ে হুর্কাত নামক স্থানে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। শত্রুগণ আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে পলায়ন করল। আমরা তাদের একজনকে ধরতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম ও চাপ সৃষ্টি করলাম। সে বলে ওঠল, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” তারপরও আমরা তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করলাম। (মদীনায ফেরার পর) আমি এ ঘটনা নবী করীম ﷺ-কে অবহিত করলে, তিনি বললেন : কিয়ামতের দিন “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” যখন তোমার বিরুদ্ধে বাদী হয়ে আল্লাহর নিকট বিচার প্রার্থনা করবে তখন তোমাকে কে রক্ষা করবে, কে সাহায্য করবে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তো অস্ত্রের ভয়ে কালেমা পড়েছিল। তিনি বললেন, তুমি কি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে যে, সে ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল না সত্যই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল? তারপরও তিনি বারংবার বলতে থাকলেন : “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” কালেমার ফরিয়াদের সময় কিয়ামতের দিন তোমাকে কে রক্ষা করবে? এমনকি আমার লজ্জায় মনে হচ্ছিল যে, আমি যদি পূর্বে মুসলমান না হয়ে সেদিন ইসলাম গ্রহণ করতাম (তবে আমার এহেন অপরাধ মাফ হয়ে যেত)।

২৬৩৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنِ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخَيْارِ عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضْرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ ثُمَّ لَازَمَنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَّمْتُ أَفَأَقْتُلُهُ يَارَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْتُلُهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَطَعَ يَدَيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَاتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِنَزْلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِنَزْلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ .

২৬৩৬। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ আল্ মিকদাদ ইব্নুল আসওয়াদ (রা) বলেন, তার নিকট খবরটি এভাবে পৌছে যে, তিনি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন এ ব্যাপারে -যদি আমার সাথে কোন কাফিরের সাক্ষাত হতেই সে আমার সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে আর আমার একটি হাত তরবারি দিয়ে কেটে ফেলে তারপর আমাকে একটি গাছের সাথে ধরে বলে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরূপ বলার পর আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন : না, এমতাবস্থায় তুমি তাকে হত্যা করবে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তো আমার হাত কেটে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তবুও তুমি তাকে হত্যা করবে না। তুমি যদি তাকে হত্যা কর, তবে হত্যার পূর্বে তুমি যে অবস্থায় ছিলে, সে তোমার ঐ অবস্থায় চলে যাবে। আর তুমি তার কালেমা পড়ার পূর্বেকার (কুফরী) অবস্থায় চলে যাবে।

১. সীরাতে ইব্ন হিশাম গ্রন্থে তার নাম ‘মুরদাস ইব্ন নুহায়ক’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৮৩- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَتْلِ مِنْ اعْتَصَرَ بِالسُّجُودِ

৩৭৩. অনুচ্ছেদ : যারা সিজদায় দৃঢ় থেকে আত্মরক্ষা করতে চায় তাদেরকে হত্যা করা নিষেধ

২৬৩৮- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ بَعْضُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمَ فَأَعْتَصَرَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَاسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا قَالَ لَا تَرَايَا نَارَاهُمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَهَشِيرٌ وَخَالِدٌ الْوَأَسِطِيُّ وَجَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا جَرِيرًا

২৬৩৭। হান্নাদ ইবন সারী জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ খাস'আম গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য একদল সৈন্য পাঠালেন। উক্ত গোত্রের কিছু লোক সিজদায় পতিত হয়ে (ইসলাম গ্রহণের বাহ্যিক প্রকাশ দ্বারা) আত্মরক্ষা করতে চাইল। কিন্তু ফল হল'না, বরং মুসলিম সৈন্যদল তাড়াতাড়ি তাদেরকে হত্যা করল। জারীর (রা) বলেন, এ হত্যার খবর নবী করীম ﷺ-এর নিকট পৌছার পর তিনি নিহতদের উত্তরাধিকারীগণকে রক্তের অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আমি ঐ সকল মুসলমানদের কোন দায়িত্ব রাখি না যারা মুশরিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করে। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেন? তিনি বললেন, (মুসলিম আর মুশরিকদের একস্থানে বসবাস করতে নেই) তারা একে অপর হতে এরূপ দূরত্বে বাস করবে যাতে একের ঘরের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি অপরের ঘর হতে দেখা না যায়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি মা'মার, হুশায়ম, খালিদ প্রমুখ অনেকেই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা জারীর (রা)-এর নাম উল্লেখ করেননি, বরং মুরসাল হাদীস হিসাবেই বর্ণনা করেছেন।

৩৮৪- بَابُ فِي التَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ

৩৭৪. অনুচ্ছেদ : যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন

২৬৩৮- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ : إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَا تَيْنَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرُّ وَاحِدٌ مِنْ عَشْرَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَ تَخْفِيفٌ فَقَالَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ

আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড)—৪৫

عَنكُمْ قَرَأَ أَبُو تَوْبَةَ إِلَى قَوْلِهِ يَغْلِبُو مَائَتَيْنِ. قَالَ فَلَمَّا خَفَّ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خَفَّ عَنْهُمْ.

২৬৩৮। আবু তাওবা আর রাবী ইব্ন নাফি'..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (পবিত্র

কুরআনের আয়াত) الخ وَإِنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ (অর্থ) “যদি তোমাদের বিশজন সবল সহিষ্ণু সৈন্য থাকে তবে দু’শ’ কাফির সৈন্যের ওপর তারা জয়ী হবে।” (শত্রুর ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পশ্চাদপরায়ণ বা পলায়ন করতে পারবে না) অবতীর্ণ হল, তখন এরূপ কড়া নির্দেশটি যে, একজন মুসলিমকে দশজন কাফিরের মোকাবেলা করা আত্মাহু তাদের উপর ফরয করে দিলেন— মুসলমানের ওপর বড়ই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ল। এরপর তা হাঙ্কা করে সহজকারী আয়াত অবতীর্ণ হ’ল, যাতে বলা হ’ল : এখন আত্মাহু তা’আলা কড়া নির্দেশটি তোমাদের প্রতি হাঙ্কা করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে দুর্বল লোক রয়েছে। অতএব, তোমাদের একশ’ জন অবিচলিত যোদ্ধা দু’শ’ জন কাফিরের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হবে আর একহাজার থাকলে তারা দু’হাজার শত্রু সৈন্যের মোকাবেলা করে জয়ী হবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সহজীকরণের সময় যে হারে সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন, সে পরিমাণে আত্মাহু তা’আলা অটল-অবিচল থাকার ব্যাপারটিও হাঙ্কা করে দিয়েছেন।

٢٦٣٩ - حَلَّتْنَا أَحْمَدَ بْنَ يُونُسَ نَا زُهَيْرٍ نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ أَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَكَأَمَّ النَّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيهِمْ حَاصٍ فَلَمَّا بَرَزْنَا قُلْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَزْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْفُضْبِ فَقُلْنَا نَدْخُلُ الْمَدِينَةَ فَنَنْشِئُ فِيهَا لِنْدَهَبَ وَلَا يَرَانَا أَحَدٌ قَالَ فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أَقْمَنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ ذَهَبْنَا قَالَ فَجَلَسْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا خَرَجَ قَمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا نَحْنُ الْفَرَارُونَ فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ لَا بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَارُونَ قَالَ فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ فَقَالَ أَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ.

২৬৩৯। আহমাদ ইব্ন ইউনুস আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রেরিত ঋণ যুদ্ধসমূহের মধ্যে কোন এক যুদ্ধের সেনাদলে शामिल ছিলেন। তিনি বলেন, লোকজন সে যুদ্ধক্ষেত্র হতে কৌশলে পলায়ন করতে লাগল। আমিও আত্মগোপনকারীদের মধ্যে ছিলাম। বিপদ কাটার পর যখন আমরা বাইরে এলাম তখন আমরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম, আমরা তো যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করার অপরাধে আত্মাহুর গ্যবের উপযুক্ত হয়েছি। এখন কী করে আত্মরক্ষা করব এবং লজ্জার হাত হতে রক্ষা পাব? আমরা আলোচনার মাধ্যমে সাব্যস্ত করলাম, রাতের বেলায় মদীনায ফিরে গিয়ে তথায় চুপে চুপে রাতযাপন করব, যাতে কেউ

আমাদেরকে দেখতে না পায়। তথা হতে পুনরায় যেন যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারি। মদীনার প্রবেশের পর খেয়াল হল আমরা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিজেরাই উপস্থিত হই এবং আমাদের তাওবা গৃহীত হয়, তাতে তো ভালই, তথায় থেকে গেলাম। অন্যথায় অন্যত্র চলে যাব। তিনি বলেন, এহেন চিন্তাভাবনা করে আমরা ফজরের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতীক্ষায় বসে রইলাম। তিনি যখন নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হলেন, আমরা তাঁর দিকে ছুটে গিয়ে অপরাধীর স্বরে বললাম, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে হতে পলায়নকারী। তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন, না তোমরা তো পলায়নকারী নও, বরং রণকৌশলে আপন দলের আশ্রয়গ্রহণকারী। একথা শুনে আমাদের ভয় কেটে গেল এবং আমরা তাঁর নিকটে গিয়ে তাঁর হাত মুবারক চুম্বন করলাম। তিনি বললেন, আমি মুসলমানদের আশ্রয়স্থল।

২৬৮০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمِصْرِيُّ نَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ نَا دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

قَالَ نَزَلَتْ فِي يَوْمِ بَدْرٍ : وَمَنْ يُؤَلِّمِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ .

২৬৪০। মুহাম্মাদ ইবন হিশাম আল মিসরী আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (পবিত্র কুরআনের আয়াত) الخ (অর্থ) “আর যে ব্যক্তি সেদিন পিঠ প্রদর্শন করে যুদ্ধক্ষেত্রে হতে পলায়ন করবে” বদর যুদ্ধের দিন অবতীর্ণ হয়েছিল।

ইফাবা-২০০৬-২০০৭-প্র/৬৭৬৮ (উ)-৫২৫০



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ